

মহানিৰ্ৰাণতত্ত্ব ।

মূল ও অনুবাদ ।

ভট্টপল্লী-নিরাসী

পণ্ডিতবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক
সম্পাদিত ।

কলিকাতা,

১৪১ কলুটোলা স্ট্রীট, বঙ্গবাসী-প্রিম-মেসিন প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৩০৪ সাল ।

মূল্য ১/০ বায় আনা মাত্র ।

সূচীপত্র ।

প্রথম উল্লাস ।—মহাদেবের নিকট ভগবতীর প্রণোপক্রম, মহাদেবের অনুমতি- দান এবং দেবীকর্তৃক কলিকাল-প্রাপ্ত মানবগণের নিস্তারোপায় জিজ্ঞাসা ...	১
২য় উল্লাস ।—মহাদেব কর্তৃক প্রণ-প্রশংসা, কলিকালে "ভগবত অবলম্বনীয়" এই আদেশ, প্রণোপক্রম, ব্রহ্মস্বরূপ-কথন, ব্রহ্মোপাসনা-প্রশংসা এবং ব্রহ্ম ও আদ্যা এতদুভয়ের উপাসনার তুল্যতা কথন ...	৮
৩য় উল্লাস —ব্রহ্মোপাসনা-বিধি-বিষয়ে দেবীর প্রশ্ন ও মহাদেবের উত্তর দান ...	১৪
৪র্থ উল্লাস ।—ভগবতী কর্তৃক নিজ সাধন বিষয়ে বিধি জিজ্ঞাসা, মহাদেবের তত্ত্বস্বরূপ, কলিকালে পশুভাবের নিষেধ, আদ্যাস্বরূপ কথন, কুলাচার-প্রশংসা, কলিযুগ নিরূপণ এবং কুলাচার অনুসারে সর্বকর্মের কর্তব্যতা নিরূপণ ...	৩১
৫ম উল্লাস ।—বিশেষরূপে আদ্যা-সাধন-কথন, আত্মাহিক কৃত্য, সুবিদ্যা- শোধন, আদ্যামন্ত্রোক্ত, বটোস্থাপন এবং পঞ্চতন্ত্র-সংস্কারাদি কথন ...	৪২
৬ষ্ঠ উল্লাস ।—বিশেষরূপে পঞ্চতন্ত্র জিজ্ঞাসা, তত্ত্বস্বরূপ কথন, ত্রিপাত্র-স্থাপন- প্রকার-এবং হোমচক্র করণাদি কথন ...	৬৫
৭ম উল্লাস ।—আদ্যার স্তোত্র, কবচ, পুরাণগ্রন্থ, কুল ও কুলাচার-তত্ত্বাদিকথন ...	৮৭
৮ম উল্লাস ।—ধর্ম, আশ্রম ও বর্ণাশ্রমের আচার বিষয়ে ভগবতীর প্রশ্ন, মহাদেবের তত্ত্ব-কথন প্রসঙ্গে শৈববিবাহ, ভৈরবাচরণ ও তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান এবং সম্যাসম্বন্ধ কথন ...	১১১
৯ম উল্লাস ।—কুশতিকা ও দশবিধ সংস্কার কথন ...	১২৫
১০ম উল্লাস ।—বুদ্ধিশ্রদ্ধাবিধি, বুদ্ধিশ্রদ্ধা ও কুশতিকা-কাল, হেতু জিজ্ঞাসা, পঞ্চদেবতা ও মাতৃকা-পূজাদির কর্তব্যতা, বুদ্ধিশ্রদ্ধা, পার্শ্বিন, একাদিষ্ট, অশৌচ, শ্রোতশ্রদ্ধা ও শ্রোতোদেহোদ্যানাদি এবং পূর্বাভিষেকের প্রকরণ কথন ...	১৫৫
১১ম উল্লাস ।—অকৃত-বর্ণাশ্রমধর্ম মানবের উপায় জিজ্ঞাসা, তদুপায় নির্দেশ এবং রাজধর্ম ও আয়শ্চিহ্নবিধি ...	১৮০

୧୨୩ ଉଲ୍ଲାସ ।—ନାମଭାଗ-ବ୍ୟବହାର ... ୧୨୪

୧୨୪ ଉଲ୍ଲାସ ।—ମହାକାଳୀରୂପେର ସନ୍ତାପନା ଉପାୟ, ତତ୍ତ୍ୱ-ପ୍ରମାଣେ ଦେବତା
ଓ ଜ୍ଞାନାଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବାସ୍ତବ୍ୟାଗ, ଶ୍ରବଣାଗ ଏବଂ ଦେବାଳୟାଦିର ଉତ୍ତମବିଧି ... ୧୨୫

୧୨୫ ଉଲ୍ଲାସ ।—ଅଚଳ ନିବିଳିଙ୍ଗେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାବିଧି ଓ ଫଳାଦିଷ୍ଟେ ଭଗବତୀର ପ୍ରାଣ,
ମହାଦେବେର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତତ୍ତ୍ୱବିଧି କଥନ ; ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିବିଳିଙ୍ଗେର ପୂଜାବାର୍ଦ୍ଧେ ଓ
ଦେବତାର ଅନ୍ତର୍ବେଶ୍ୟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାତ୍ମାପଦେଶ ; ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମେର ଉଚ୍ଚତମତା ; ଜ୍ଞାନ
ବାତିରେକେ ମୁକ୍ତିର ଅଗତ୍ୟତା କଥନ ଏବଂ ଚତୁର୍ବିଧ ଅଧିଷ୍ଠାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୧୨୬

মহানির্বাণতন্ত্রম্ ।

প্রথম উল্লাসঃ ।

স্মিতীশাশ্বত্রে বসন্তে নানারূপ-
শোভিতে । নানাবৃক্ষলতাকর্ণে নানাপক্ষিরবৈ-
বুতে ॥ ১ ॥ সর্বভুতুমাগোদী-মোদিতৈঃ স্তম্ভনো-
হবে । শৈত্যমোগন্যামান্যচ্যমকস্তিরপবী-
জিতে ॥ ২ ॥ অঙ্গরোগণমঙ্গীত-কলধ্বনি নিন-
দিতে । স্থিরচ্ছায়ঃক্ষমচ্ছায়াক্ষাদিতে স্নিগ্ধ-
মঞ্জুশৈল ॥ ৩ ॥ মত্তকোকিলসুন্দর-সংঘট-
বিপিনান্তরে । সর্বদা সগঠৈঃ সাক্ষিগৃহবাজ-
নিষেবিতৈঃ ॥ ৪ ॥ সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব-গাণ-
পত্যগঠৈর্বুতে । তত্র মৌনধরং দেবং চরা-

নানা প্রকার বহু দ্বারা উপশোভিত,
বিবিধ বৃক্ষলতায় পরিব্যাপ্ত, নানা পক্ষিব-
যুক্ত, সর্ব স্বতন্ত্র পুষ্প-গন্ধে আত্মোদিত,
স্তম্ভনোহর, শৈত্য-মোগন্যামান্যযুক্ত বায়ু
দ্বারা উপবীজিত, অঙ্গরোগণেব মঙ্গীতজাত
মধুর ধ্বনি দ্বারা শাসিত, অচঞ্চল-ছায়ামুক্ত-
রক্ষাচ্ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত, স্নিগ্ধ অথচ
মঞ্জুল অর্থাৎ সুন্দর, মত্ত কোকিল-সংঘ
দ্বারা সম্যক শাসিত-বনান্তরং সর্ব সময়ে
ব্রহ্মাদির সহিত বাহুরাজ বসন্ত কর্তৃক
সেবিত, সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব-গাণপত্য সকল,

চবঙ্গগদগদম্ ॥ ৫ ॥ সদাশিবঃ সদানন্দঃ
করণ্যমুত্তমাগরম্ । কপু রক্তা ধবলঃ সাক্ষদ্য-
ময়ঃ বিভূম্ ॥ ৬ ॥ দিগম্বরঃ দীনাথঃ
যোগীশ্বরঃ যোগিবহ্নঃম্ । গঙ্গানীকরমঃসিদ্ধ-
জটামণ্ডলমস্তিতম্ ॥ ৭ ॥ বিভূতিভূষিতঃ
শান্তঃ ক্যালমালাঃ কপালিনম্ । ত্রিলোচনঃ
ত্রিলোকেশঃ ত্রিশূলবরধারিনম্ ॥ ৮ ॥ আত-
তোষঃ স্ত্রানমঃ কৈবল্যফলদায়কম্ । নিমি-
কমঃ নিরাতমঃ নিকীলেশঃ নিরঞ্জনম্ ॥ ৯ ॥

দ্বারা আবৃত,—এই প্রকার রমণীয় নিরীক্ষ-
অর্থঃ কৈলাস পর্বতের নিখর। মৌনধরী,
চরাচর ভগবতের ঐশ্বর্য, দক্ষ-ভূতের মনুষ্য,
কপু ব এবং কুন্দপুষ্পের ছায় শ্রেষ্ঠবর্ণ, পরি-
শুদ্ধ মত্তগুণময়, ব্যাপক পুরম চিত্তপূর্ণ
পরিধায়া, দীন মকলের নাথ, স্তম্ভ যোগি-
নেষ্ঠ, যোগিবহ্নে । শ্রিয়, গঙ্গা জলকণ দ্বারা
মহাসত্তা জটাসমূহে মস্তিত, ভ্রম দ্বারা অল-
ভ, শান্ত অর্থাৎ সংযতাক্ষকরণ, স্বপমালা-
য় । নর-কপালনাগী, ত্রিলোকের অধ্বজ,
ত্রিশূ দারী, আততোষ, স্ত্রানময়, নিমি-
কলদাতা, নিকীলকম, জালকারবিত্ত, নিরঞ্-

সর্বেষং হিতকর্তারং দেবদেবং নিরাময়ম্ ।
 ঐশ্বর্যবদনুং বীক্ষ্য লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
 বিনয়াবনতা দেবী পার্শ্বতী শিবমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥
 শ্রীপার্কতুবাচ । দেবদো জগন্নাথ মন্থাথ
 করুণানিধে । ত্বদধীনাম্মি দেবেশ ত্বাক্ষ-
 কারিণী সদা ॥ ১১ ॥ বিনাজ্ঞয়া ময়া কিকি-
 দ্ভ্যামিতুং নৈব শক্যতে । কৃপাবলেনো মমি
 চেৎ স্নেহোহস্তি যদি মাং প্রীতি । তদা নিবে-
 দ্যতে কিকিমনসা যদ্বিচারিতম্ ॥ ১২ ॥ ত্বদন্তঃ
 সংশয়শ্চাস্ত কস্ত্রিলোক্যাং মহেশ্বর । ছেত্তা
 ভবিতুমর্হি বা সর্বজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিৎ ॥ ১৩ ॥
 শ্রীসদাশিব উবাচ । কিমুচ্যতে মহাপ্রাজ্ঞে

কথ্যতাং প্রাণবল্লভে । যদকথ্যং গণেশেহি
 সন্দে সেনাপতঙ্গপি ॥ ১৪ ॥ ত্বায়ে কথয়ি-
 যামি সূগোপ্যমপি যদ্বৈবৎ । কিমস্তি ত্রিমু-
 লোকেযু গেষ্টিনীযং তবাগ্নতঃ ॥ ১৫ ॥ মম
 রূপাসি দেবি ত্বং ন ভেদোহস্তি ত্বয়া মম ।
 সর্বজ্ঞা কিং ন জানামি ত্বনভিজ্ঞেব পৃচ্ছসি ॥
 ১৬ ॥ ইতি দেববচঃ শ্রুত্ব পার্শ্বতী হৃষ্টমানসা
 বিনয়াবনতা সাধ্বী পরিপত্রচ্ছ শঙ্করম্ ॥ ১৭ ॥
 শ্রীছান্দোবাচ । ভগবন্ সর্বভূতেশ সর্বধর্ম-
 বিদাংবব কৃপাবত্বা ভগবতা ক্রমাস্তুর্যামিণা
 পুরা ॥ ১৮ ॥ প্রকাশিতাঃ চতুর্বেদাঃ সর্ব-
 ধর্মোপবৃংহিতাঃ । বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা যত্র চৈব

শেষ, নিরঞ্জন, নিরাময়, সকলেব হিতকর্তা,
 দেব-দেব, ঐশ্বর্য-বদন, সদানন্দ সদাশিব
 দেবকে দর্শন করিয়া বিনয়াবনতা পার্শ্বতী-
 দেবী লোকহিতার্থে তাঁহাকে কহিলেন
 ১—১০ । পার্শ্বতী কহিলেন,—হে দেব-
 দেব জগন্নাথ মন্থাথ করুণানিধে । আমি
 ত্বদধীনা । হে দেবেশ । আমি সর্বদা
 তোমার আর্জ্যকারিণী, তোমার আদেশ
 ব্যতিরেকে কিকি কহিতে সমর্থ নহি ।
 যদি আমাতে কৃপাশ্রম থাকে এবং যদি
 আমাতে স্নেহ থাকে, তবে, আমার মনে
 কিকিৎ য'হা বিচারিত হইয়াছে, তাহা
 নিবেদন করি । হে মহেশ্বর ! ত্রিলোকীর
 মধ্যে তোমা অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তি এই
 সংশয়ের ছেদন করিতে যোগ্য হইবে ?
 তুমি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশাস্ত্রবেত্তা ১১—১৩ ।
 সদাশিব কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞে । হে

প্রাণবল্লভে । তুমি কি কহিতে ইচ্ছা করি-
 য'ছ, তাহা বল । সূগোপ্য হইলো, শ্রিয়-
 পুত্র গণেশ এবং সেনাপতি কার্ত্তিকের্যকৈঃ
 যাহা অকথ্য, তাহা তোমার আগ্রহ কহিব ।
 ত্রিলোকীতে তোমার আশ্রম কি গোপনীয়
 আ'ছে ? হে দেবি ! তুমি আমানন্দ রূপ,
 তোমার সহিত আমার ভেদ নাই । তুমি
 সর্বজ্ঞ ; কি না জান যে, অনভিজ্ঞের
 ছায় জিজ্ঞাসা করিতেছ ? এই প্রকার
 মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টমানসা
 সাধ্বী পার্শ্বতী বিনয়াবনতা হইয়া শঙ্করকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন ১৪—১৭ । আনন্দা কহি-
 লেন,—হে ভগবন্ ! হে সর্বভূতেশ ! হে
 সর্বধর্মবিদাংবব । তুমি যদৈশ্বর্যশালী,
 কৃপাবান এবং সকলের অন্তর্যামী ; তোমা
 দ্বারা পূর্বে চতুর্বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল ।
 এই বেদ সকল দ্বারা সর্ব ধর্ম বৃদ্ধি-প্রাপ্ত

প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৯ ॥ তদুক্তযোগমজ্ঞা দৈ-
কর্ম্যভির্ভুবি মানবাঃ । দেবানাং পিতৃনৃপীণ-
যন্তঃ পুণ্যশীলাঃ কৃত্য যুগে ॥ ২০ ॥ আধায়-
ধান-তপসা দয়া-দানৈর্জিতে দিযাঃ । মহা-
বলা মহাবীৰ্যা মহামত্তপাক্রমাঃ ॥ ২১ ॥
দেবায়তনগা মর্ত্যা দেবকজা দৃঢ়ব্রতঃ ।
সত্যধর্মপরাঃ সর্বৈ মাধবঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২২ ॥
রাজানঃ সত্যমকল্যাঃ প্রজাপালনতঃপরঃ ।
মাতৃবৎ পরধোষিৎসু পুত্রবৎ পরসু ॥ ২৩ ॥
লোষ্ট্রবৎ পরবিস্তেযু পশুস্তো মানবাস্তদা ।
অসিনু স্বধর্মনিরতাঃ সদা সন্মানিত্বিনঃ ॥
২৪ ॥ ন মিথ্যাত্তামিণঃ কেচিৎ প্রমাদরতঃ

এবং বর্ণাশ্রমাদির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হই-
যাচ্ছে। সেই বেদোক্ত বর্ণ যজ্ঞাদি রূপ
কর্ম্য সকল দ্বারা পৃথিবীতে পুণ্যানীল মানব
সকল, কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে দেবতা সক-
লকে এবং পিতৃগণকে প্রীতিমুক্ত করিয়া-
ছিলেন। ১৮—২০। সেই সত্যযুগে মানব-
গণ আধায়, ধ্যান, তপসা, দয়া ও দানাদি
দ্বারা জিতেছিলেন। তাহারা মহা-
বল, মহাবীৰ্য্য এবং অত্যন্ত সত্যপবাক্রম
ছিলেন। তাহারা মরণধর্মশীল মানব হই-
যাও দেবায়তনগ অর্থাৎ স্বর্গাদি নামে সমর্থ,
দেবভূষা, দৃঢ়নিয়মাবলম্বী, সকলেই সাধু,
সত্যধর্মপর, সত্যবাদী ছিলেন। সেই যুগে
রাজবর্গ সত্যমকল এবং প্রজাপালন-তঃপর
ছিলেন; তাহাদের পবিত্রীকৃত মাতৃবৎ জ্ঞান,
পরপুত্রে পুত্রভূষা স্নেহ ছিল। তদানীন্তন
মানবগণ পরধন লোষ্ট্র-সদৃশ দেখিতেছেন:

কচিৎ । ন চৌরা ন পরমোহকারকা ন
ভুরাশ্রয়াঃ ॥ ২৫ ॥ ন মৎসরা নাতিজ্ঞে-
নাতিপ্রকা ন কামুকাঃ । মদন্তঃকরণাঃ সর্ব-
সর্বদানন্দমানসাঃ ॥ ২৬ ॥ ভূময়ঃ সর্ব-
শত্রুচাঃ পরজ্ঞাঃ কালবর্ধিণঃ । গাবোহপি
জ্ঞানম্পমাঃ পানপাঃ কলশালিনঃ ॥ ২৭ ॥
নাকালমৃতাশ্চ ব্রাহ্মীণ জুড়িমাঃ ন বা কল-
শাঃ পুষ্টাঃ সদারোগ্যাস্তোষো-রূপ-যুগা-
বিতাঃ ॥ ২৮ ॥ শিরো ন বাস্তিচারিণাঃ পতি-
ভক্তিপবায়ণাঃ । ভ্রাক্ষণাঃ শান্তিয়া বৈশা-
শূদ্রাঃ আচারবর্জিতাঃ ॥ ২৯ ॥ তৈরাঃ সৈব তৈ-
সৈব

তাঁহারা স্বধর্ম-নিরত ও সম্প্রদায়বর্জী
ছিলেন। সেই সত্যযুগে কোন নাকিই
মিথ্যাবাদী, কোন মময়েই কেহ প্রমাদরত,
চৌর্য্যরক্তি-অবলম্বী, পরমোহকারক ও ভুরা-
শ্রয় ছিল না। ২১—২৫। কোন বাসিই
মৎসর, অতিজ্ঞেয়ী, অতি-লোভী, কামুক
ছিল না। সকলেই মদন্তঃকরন, সর্বদা
আনন্দ-আনন্দ ছিলেন। সেই কালে ভূমি
সকল সর্বশত্রুচা, মেন-সকল যথাকালে
বর্ধনকারী, গো সকল বজ্রকন্যতী, ব্রহ্ম সকল
প্রচুর কলশালী ছিল। সেই যুগে কোন
জীব অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত না,
জুড়িমা বা রোগ হইত না। প্রজাবর্গ সকলে
পুষ্টিপুষ্ট, সর্বদাই আশ্রয়িত, ভোজ রূপ ও
জ্ঞানম্পন্ন ছিলেন। শৌর্য্য অর্থাৎ চারিদিগে
এবং পতিভক্তি-পরায়ণা ছিলেন। সেই
সত্যযুগে ভ্রাক্ষণ, অরিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ
সকল আচারবর্জী হইয়া বিচিত্র নিয়মব-

যজ্ঞন্ত্যন্তে নিস্তারপদবীং গতঃ । কৃত্যে ব্যতীতে
 ত্রেতায়াং দৃষ্টা ধর্মব্যতিক্রমম্ ॥ ৩০ ॥
 বেদোক্তকর্মভির্মর্ত্যানাং ন শক্তাঃ শ্রেষ্ঠসাধনে ।
 বহুক্রমকরং কর্ম বৈদিকং ভূবিসাধনম্ ॥
 ৩১ ॥ কর্তুং ন যোগ্যা মনুজাশ্চিহ্নাব্যাকুল-
 গানসাঃ । তজ্জুং কর্তুং ন চাইত্তি সদা
 কাতরচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি
 স্মৃতিরূপাণি ভূতলে । তদা তুং প্রকটীকৃত্য
 তপঃসাধ্যায়ত্বকলানু । লোকাঃ তাবয়ঃ পাপাদ
 দুঃখশোকাময়প্রদং ॥ ৩৩ ॥ ত্বাং বিনা
 কেহন্তি জীবানাং শোবসংসারসাগরে । ভর্তা
 পাতা মমুক্তর্তা পিতৃপ্রদকং প্রভুঃ ॥ ৩৪ ॥

বিহিত ধর্ম্যানুষ্ঠানপূর্ণক সকলেই নিস্তার
 পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন । সত্যযুগ অতীত
 হইলে, এই সকল ধর্ম্যে । ব্যতিক্রম দৃষ্ট
 হইল । তৎকালে মানবগণ বেদোক্ত কর্ম
 সকল দ্বারা নিজ নিজ অতীষ্ট সম্পাদনে
 সমর্থ ছিলেন না । তখন ভূবিসাধন সম্পন্ন
 বৈদিক কর্ম বহুক্রমকর হইয়াছিল ; মনুষ্য
 সকল চিন্তাতে ব্যাকুল হইয়া তদাচরণ
 করিতে সমর্থ হন নাই । অথচ বৈদিক
 কর্ম ভোগের নানা দোষ প্রবণ হেতু তাঁহারা
 সেই কর্ম ভোগ করিতেও সমর্থ হন নাই ।
 প্রভুত্ব হইয়া এই অসামর্থ্য জন্ত সর্বদাই
 কাতর-চিন্ত ছিলেন । ২৬—৩২ । সেই
 সময়ে আপনি ভূতলে স্মৃতিরূপ বেদার্থযুক্ত
 শাস্ত্র সকলকে প্রকাশ করিয়াছিলেন ।
 তদ্বারা দুঃখ, শোক, রোগপ্রব পাপ হইতে,
 তপস্যা-সাধ্যায় বিয়য়ে দুর্কল লোক সকলকে

ওতোহপি দ্বাপরে প্রাপ্তে স্মৃত্যুক্তমুক্রতো-
 জ্জনিতে ধর্ম্মলোপে মনুষ্যে আধিব্যাধি-
 সমাকুলে । সংহিতার্হুপিদেশেন স্ত্রৈয়েবোক্তা-
 বিতানবাঃ ॥ ৩৫ ॥ আয়াতে পাপিনি কলৌ
 পির্বধর্ম্মবিলোপিনি । দ্বাচারে দুপ্রপক্ষে
 দুষ্টকর্ম্মপ্রবর্ত্তকে ॥ ৩৬ ॥ ন বেদাঃ প্রভব-
 ক্ষত্র স্মৃতীনাং শ্রবণং কৃতং । নানেন্দি-
 হাসমুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্ ॥ ৩৭ ॥
 বহুনাং পুরাণানাং বিনাশোভবিতা বিজ্ঞো ।
 তদা বোদ্ধা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্মবহির্মুখাঃ ॥
 ৩৮ ॥ চ্ছজ্ঞান মদোন্মত্তঃ পাপকর্ম্মরতঃ
 সদা । কামুকা লোভূপাঃ ক্রুরা নির্ভূতা দুর্ম্মখাঃ
 শঠাঃ ॥ ৩৯ ॥ অজ্ঞানমদমত্তয়ো রোগ-শোক-

আপনি ভারণ করিয়াছেন । এই ভয়ানক
 সংসার-সমুদ্রে আপনি ভিন্ন জীব সকলের
 ভরণকর্তা, ব্রহ্মকর্তা, উদ্ধারকর্তা, পিতার
 স্থায় প্রিয়কাবী প্রভু আর কে আছে ?
 তৎপরে দ্বাপর যুগ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের
 স্মৃত্যুক্ত মুক্রতি ভাগ হইল ; ধর্ম্মার্হ লোপ
 পাইল ; মনুষ্য,—মনোব্যথা ও ব্যাধি দ্বারা
 আকুল হইল । তখন তোমাবর্ত্তক ব্যাসাধি-
 রূপে সংহিতা শাস্ত্রাদির উপদেশ দ্বারা সেই
 নর সকল উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে । তৎপরে
 পাপরূপী, সর্বধর্ম্ম-বিলোপকারী, দ্বাচার
 দুষ্কর্ম্ম-বিস্তারকারী, দুষ্টকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক কলি-
 যুগ আগমন করিল । এখন বেদ সকল প্রভু
 অর্থাৎ নাক্তিগন নছেন ; স্মৃতি সকলের
 শ্রবণ কোথায় ? নানা ইতিহাসমুক্ত নানা
 পথ-প্রদর্শনকারী পুরাণ সকলের বিনাশ

সমাকুলঃ । নিঃশ্রীক নিৰ্বল নীচ নীচা-
চারপরায়ণঃ ॥ ৪০ ॥ নীচমৎসর্গনিরতঃ পর-
বিত্তাপহারকঃ । পরনিন্দাপরদোহ-পণীবাদ-
পরাঃ খণ্ডাঃ ॥ ৪১ ॥ প-শ্রীহরণে পাপাঃ
শঙ্কাভয়বিবর্জিতাঃ । নিরিন্দা মলিনা দীন-
দরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ ॥ ৪২ ॥ বিপ্রাঃ শূদ্র-
সমাচারঃ সন্ধ্যাবন্দনবর্জিতাঃ । অযাজ্য-
যাজকা লুকা দুর্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৩ ॥
জ্ঞানভাষিণো মূর্খা দান্তিকা দুপ্রাপকাঃ ।
কথাবিত্তারিণো ভ্রাতৃত্বপোষকপরাডম্বাঃ ॥
৪৪ ॥ লোকপ্রতারণার্থম্ জপপুঞ্জপারাবণাঃ ।

হইবে। হে বিত্তো! পুরাণাদি শাস্ত্রের
বিনাশ হইলে সেই সময়ে লোক সকল
ধর্মকর্মবহির্মুখ হইবে এবং শ্রদ্ধা-রহিত
হইয়া, মদেতে উন্মত্ত, পাপকর্মে বত,
কামুক, অতি লুকা, নির্দয়, দুর্মুখ, শঠ,
স্বপ্নমু, মন্দবুদ্ধি, রোগ-শোকে সমাকুল
আকুল, শ্রী-রহিত, বল-রহিত, নীচ, নীচের
আচার-পরায়ণ, নীচমৎসর্গে মিনস্তর রত,
পরবিত্তাপহারক, পরনিন্দায় বত, পরদোহ-
কারী, পরগানি পরায়ণ হইবে। পরশ্রী
হরণে পাপশকা ও ভয়বিবর্জিত হইবে এবং
সকলে নির্দীন, মলিন, দীন, দরিদ্র, চিররোগী
হইবে। ৩৩—৪২। বিপ্রা সকল, সন্ধ্যা-
বন্দনাদি-বর্জিত হইয়া শূদ্র সম আচার-
বিশিষ্ট হইবে এবং অযাজ্য অপকষ্ট জাতির
যাজক, লুকা, দুর্বৃত্ত, পাপকারী, মিথ্যাবাদা,
মূর্খ, দান্তিক, দুষ্ট, কথাবিত্তারকারী, কত-
বলেকারী, সংসারহীন ও উপায়া-প্রত-পরায়ণ

পায়ণ্ডাঃ বালিতসমুদ্রাঃ সন্ধ্যাবন্দনবিবর্জিতাঃ ॥
৪৫ কদাহারিঃ কদাচারী মৃতকামশূদ্রসেবকাঃ ।
শূদ্রমভ্যাজিনঃ জুরা বৃষগীরতিকামুকাঃ ॥ ৪৬
দায়ুস্তি মনলোভেন পদানান্ নীচজাতিম্ ।
ভ্রাতৃপাতিভ্রাতৃমেজাবৎ কেবলম্ পুত্রোপেতম্ ॥
৪৭ ॥ নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যভক্ষ্য-
বিবেচনম্ । ধর্মশাস্ত্রে মদা নিন্দা মাদুয়োহা
নিরন্তরম্ ॥ ৪৮ ॥ মৎসর্গলাপমাদিনা ন ভোগে
মনসি কচিৎ ত্বয়া ততানি তস্মাৎ জীনো-
দ্ধাবণং ততঃ ॥ ৪৯ ॥ নিগমগমজাতানি
ভুক্তিভুক্তিকরানি চ । দেবানাং যত্র দেবানাং
মজাযজ্ঞাদিসাধনম্ ॥ ৫০ ॥ কথিতা বহনো

হইবে। তাহার লোক-প্রতারণার নিমিত্ত
জপ-পুজা-পরাযণ, পায়ণ্ডা-ব্যবহারী, অপ-
নাকে পশ্চিৎ বলিয়া মাতৃকাবী এবং শকা
ও ভক্তি-রহিত হইবে। কলির ভাঙ্গণ
সকল কদম্বা আহারী ও কদম্বা আচার-
ব্যবহারে রত এবং মৃতক অর্থাৎ নিরোদর-
ভ্রাতৃপাতি ভ্রাতৃমেজাবী, শূদ্র-সেবক, শূদ্র মভ্যাজী,
জুরা, শূদ্রপত্রিতে প্রতি-মভ্যোগেত্ব হইবে।
ইহারা মনলোভে নিজ জ্ঞানকে নীচ জাতিতে
দান করিলে, ইহাদিগের ভাঙ্গণমাদকী চিত্র
কেবল শূদ্রসারণ মানি পাইলে আর ভাঙ্গণ-
দিগের পানাদির নিয়ম এবং ভক্ষ্যভক্ষ্য-
বিচার থাকিলে না। ইহারা মৎসর্গদা ধর্ম-
শাস্ত্রের নিন্দা ও মাদু মকমের মোহ
করিলে। ৪৩—৫০। তাহাদের মনো-কখন
মৎসর্গলাপ আচার মাদে থাকিলে না। জী-
উদ্ধাবের নিমিত্ত তোমার কষ্টকৃত ভ্রাতৃপাতি

ভ্রাসাঃ স্থিতিস্থিত্যাদিশঙ্কণাঃ । বন্ধপদাসনা-
দীনি গদিতাত্ত্বপি ভূবিশঃ ॥৫১॥ পশু-বীর-
দিব্যভাবৌ দেবতামন্ত্রসিদ্ধিদাঃ । শবাসনং
চিত্তাবোহো মুক্তসাধনম্বেব চ ॥ ৫২ ॥ লতা-
সাধনকর্মাণি ত্রয়োক্তানি সহস্রশঃ । পশু-
ভাব-দিব্যভাবৌ স্বয়মেব নিবারিতৌ ॥ ৫৩ ॥
কলৌ ন পশুভাবোহস্তি দিব্যভাবঃ কুতো
ভবেৎ । পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মে-
বাহরেৎ পশুঃ ॥৫৪॥ ন শূদ্রদর্শনং কুর্ঘ্যান্মনসা
ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ । দব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ
শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মাতীতো বী-
বাগঃ সর্বভূতমমঃ স্মরী কলিকায়যুক্তানাং

কৃত হইয়াছে এবং ভোগ ও মুক্তিপ্রদ নিগম
আগম ধর্ম-সমুদয়ও কৃত হইয়াছে । এই
তন্ত্রাদি শাস্ত্রে দেবদেবীগণের মন্ত্র যজ্ঞাদি
সাধন, স্থিতিস্থিতি সংহারস্বরূপ বহু ভ্রাস ও
বন্ধ-পদাসন আদি ২৩ প্রকার আসন কথিত
হইয়াছে এবং দেবতা সকলের মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদ
পশুভাব, বীরভাব, দিব্যভাবও উক্ত হই-
য়াছে । ইহাভে শবাসন, চিত্তাবোহন, মুক্ত-
সাধন, লতাসাধনাদি অসংখ্য কর্ম সকল
তোমা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে । পরন্তু এই
তন্ত্রশাস্ত্রে পশুভাব, দিব্যভাব, স্বয়ং তোমা
কর্তৃক নিবারিত হইয়াছে । কলিতে পশু-
ভাবই নাই; দিব্যভাব কি প্রকারে
হইতে পারে ? কারণ, পশুভাবালসীদিগের
কর্তৃত্ব,--তাহারা পত্র, পুষ্প, ফল, জল,
জগৎই-স্বাহরণ করিলে, শূদ্র দর্শন করিলে
না, এবং মন, দ্বারাও স্ত্রী স্মরণ করিলে না ।

সর্বদান্ধিবচেতসাম্ ॥ ৫৬ ॥ মিট্রালম্ভম-
জ্ঞানং ভাবশুদ্ধিঃ কথং ভবেৎ । বীর-
সাধনকর্মাণি পঞ্চতন্ত্রাদিতানি চ ॥ ৫৭ ॥
মদ্যং মাংসং তথা মৎস্তমুদোমৈথুনম্বেব চ ।
এতানি পঞ্চতন্ত্রানি ত্রয়া প্রোক্তানি শঙ্কর ॥
৫৮ ॥ কলিজা-মানবা লুকাঃ শিরোদরপরা-
য়ণাঃ । লোভাৎ তত্র পতিযান্তি ন করি-
যান্তি সাধনম্ ॥৫৯॥ ইন্দ্রিয়ানাং সুখার্থায় পীড়
চ বহুশং মধু । ভবিষ্যন্তি মদোন্মত্তা-
হিতবিবর্জিতাঃ ॥৬০॥ পরস্মীর্ষকাঃ কেচিদ্-
দম্ভবো হিবো ভূবি । ন করিযান্তি তে মস্তাঃ

দিব্যভাবাপন্ন ব্যক্তি দেহতুলা হন, সর্বদা
শুদ্ধান্তঃকরণ, ব্রহ্মসংহিতা, বাসনা-রহিত, সর্ব-
ভূতে সমভাবাকামী, ক্ষমাবান হন । ইহ
এক্ষণকার লোক কলির পাপযুক্ত, সর্বদা
অস্থিরচিত্ত, মিট্রা ও আলম্ভে প্রসক্ত ।
ইহাদের ভাবশুদ্ধি কি একাবে হইবে ?
৫০--৫৭ । তে শঙ্কর । আপনা কর্তৃক
পঞ্চতন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহাতে বীরসাধন
উক্ত হইয়াছে ; মদ্য, মাংস, মৎস্ত, মুদ্রা,
মৈথুন--এই পঞ্চতন্ত্র আপনি কহিয়াছেন ।
কলি কাল-জাত মানুষ সকল লুকা ও শিরো-
দর-পরায়ণ ; তাহারা লোভ হেতু সেই
পঞ্চতন্ত্রে পতিত হইবে, সাধন করিবে না ।
তাহারা ইন্দ্রিয়স্বর্থের নিমিত্ত বহুতর মধুপান
করিয়া মদোন্মত্ত ও হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য
হইবে । তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি
পঞ্চভোগ্যক অর্থাৎ পরস্মীর্ষকের অভিভব-
কর্তা হইবে, বহুজন চৌধ্যবুদ্ধি অবগামন

পাপ। যোনিবিচারণম্ ॥ ৬১ ॥ অতিপানাদি-
দোষেণ রোগিণে। বহবঃ শ্রুতিতে। শক্তি-
হীন। বুদ্ধিহীন। ভূত। চ বিকলেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৬২ ॥
হ্রদে গর্তে প্রান্তরে চ প্রাণাদাং পৰ্বতা-
দপি। পতিমাস্তি মরিয়াস্তি মলুজা মপ-
বিহ্বলাঃ ॥ ৬৩ ॥ কেচিদ্ধিবাঁদ্রিয়ান্তি শুক্লভিঃ
স্বজনৈরপি। কেচিমোনা মৃতপ্রাণা অপরে
বহুজ্ঞানকাঃ ॥ ৬৪ ॥ অকার্যকারিণঃ ত্রুণা ধর্ম-
মর্গবিলোপকৃঃ। হিতায় যানি কৰ্ম্মানি
কথিতানি ত্বয়া প্রভো ॥ ৬৫ ॥ যুগ্মে তানি
মহাদেব বিপরীতানি মানবে। কোবা যোগং
করিয়ান্তি জ্ঞানজাতানি কেহপি বা ॥ ৬৬ ॥

করিবে; মহাপাপী সেই মত সকল যোনি-
বিচার করিবে না। ৬৮—৬২। অপরিমিত
পানাদি দোষে পৃথিবীতে মদবিহ্বল বহুজন
শক্তিহীন, রোগ, বুদ্ধিহীন এবং বিকলেন্দ্রিয়
হইয়া হ্রদে, গর্তে, প্রান্তরে, প্রাণাদ হইতে,
পৰ্বতে হইতে পতিত হইবে এবং মৃত্যু
লাভ করিবে। এই সকল মত লোকেবা
কেহ বা শুক্লবর্ণের সহিত ও স্বজনবর্গের
নহিত বিবাদ করিবে; কেহ বা মোনা-
লম্বী হইবে; কেহ বা অতি পান জ্ঞান
মৃতপ্রাণ, কেহ বা বহুভাষী হইবে। ইহা-
অকার্যকারী, ত্রুণকর্ম্ম এবং ধর্মপথ-
বিলোপকরী হইবে। হে প্রভো। মহাদেব।
হিতসাধনের নিমিত্ত যে সকল কর্ম্ম আপনা
কর্তৃক কথিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম
মানবগণের পক্ষে বিপরীত হইয়া পড়িলে।
কোন ব্যক্তি বা যোগাশ্রয় করিবে? কোন

জ্ঞানপাঠং যন্ত্রলিঙ্গং পুণ্যচর্চাং জগৎপতে
যুগধর্ম্মপ্রভাবেন স্বভাবেন কলৌ নরাঃ ॥ ৬৭ ॥
ভবিষ্যন্ত্যতিদুর্দৃষ্টাঃ সর্দশা পাপকারিণঃ।
তেযামুপাশ্রয়ং দীনেন কৃপয়া কথয় প্রভো ॥
৬৮ ॥ আয়ুর্ব্যোগ্যবর্জ্যে বলবীৰ্য্যবিবর্জনম্।
বিদ্যানুদ্ধিহীনং নৃণামপ্রায়ঃশতম্ ॥ ৬৯ ॥
যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ।
শুক্চিভাঃ পরহিতা মাতাপিতৃণাঃ শ্রিয়ক্ষরাঃ ॥
৭০ ॥ অদারনিষ্ঠাঃ পুরুষাঃ পরদ্রোহ পরাধ্বাঃ।
দেবতা-শত্রুভক্তাশ্চ পুত্র-স্বজনপোষকাঃ ॥
৭১ ॥ ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মবিদ্যাশ্চ ব্রহ্মচিন্তনমানসাঃ।

ব্যক্তি বা জ্ঞানসমূহ করিতে শক্তি হইবে?
কেই বা জ্ঞান পাঠ করিবে? কোন জন
বা ধর্ম্মাধারে পূজা বা যজ্ঞধারণ করিবে?
কোন ব্যক্তি বা পুণ্যচরণ করিবে? হে
জগৎপতে। যুগধর্ম্ম-প্রভাবেন স্বভাবতই
মলুয়াগণ অতি দুর্দৃষ্ট এবং সর্দশা পাপ-
কারী হইবে। হে দীনেন প্রভো। কৃপা
করিয়া কলিযুগে মানবগণের নিস্তারোপায়
বুঝ, যাহাতে তাহাদের আয়ু, আয়োগ্য,
তেজ, বল ও বীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়; বিদ্যা-বুদ্ধি
প্রাপ্তি হয়; আয়ু ব্যতিরেকে পরম মঙ্গল
লাভ হয়;—যদিও লোক সকল মহাবল
পরাক্রমশালী হয়; পরিত্রস্ত হইয়া
পরহিত রত হয়; মাতাপিতার শ্রিয়কারী
হয়;—যাহাতে পুরুষ সকল অদারনিষ্ঠ ও
পরদ্রোহী হইয়া দেবতা-শত্রুভক্ত ও পুত্র
স্বজনাদিন পোষক হয়;—যে উপায় দ্বারা
এই সকল লোক ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবিদ্যাগামী ও

সিদ্ধার্থঃ লোকযাত্রায়াঃ কথয়ন্ত হিতায় যৎ ॥

৭২ ॥ কর্তব্যং যদকর্তব্যং বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ
বিনা ত্বাং সৰ্বলোকানাং কৃতাভা ভূবন-
ত্রেয়ে ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সৰ্বভক্তোত্তমো-

ত্তমে সৰ্বধৰ্মনির্ণয়মারে শ্রীমদাদ্যাসদা-

শিবসংবাদে জীবনিষ্ঠারোপায়প্রণো-

নাম প্রথম উল্লাসঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় উল্লাসঃ ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা শঙ্করো লোক-
শঙ্করঃ । কথয়ামাস তত্ত্বেন মহাকারণ্য-
বারিধিঃ ॥ ॥ শ্রীমদশিব উবাচ । সাধু পৃষ্টং

ব্রহ্মচিন্তাশীল হয়; মনুষ্যের লোক-যাত্রা
নির্বাহের নিমিত্ত ও পারলৌকিক হিতের
নিমিত্ত আপনি কৃপা করিয়া তাহাই কীৰ্ত্তন
করুন । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদির বর্ণ
এবং আশ্রমভেদে যাহা কর্তব্য ও অকর্তব্য,
তাহাও কৃপা করিয়া প্রকাশ করুন । ত্রিভু-
বনে আপনা ব্যতিরেকে সকল লোকের
প্রাণকর্ত্তা কে আছে ? ৬৩—৭৩ ।

প্রথম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় উল্লাস ।

মহাকারণ্য-সমুদ্র, লোক সকলের
কল্যাণকর শঙ্কর, এই প্রকার আদ্যা-দেবীর
বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃত কথা কহিতে

মহাভাগে জগতঃ হিতকারিণি । এতাদৃশঃ

শুভঃ প্রণো ন কেনাপি পুনা কৃতঃ ॥ ২

ধম্মাসি সুকৃতজ্ঞাসি হি ত্বাসি কলিকল্পনাম্ ।

যদ্বদ্বক্তং ত্বয়া ভজে গতং সত্যং যথা-

র্থকঃ ॥ ৩ ॥ সৰ্বজ্ঞা ত্বং ত্রিকালজ্ঞা ধৰ্ম্মজ্ঞা

পরমেশ্বর । ভূতং ভবন্তবিষয়ক ধৰ্ম্মসুত্তং

ত্বয়া প্রিয়ে ॥ ৪ ॥ যথাতত্ত্বং যথাত্মায়ং যথা-

যোগং ন সংশয়ঃ । কলিকল্পাধীনানাং

দ্বিজাদীনাং সুরেশ্বরী ॥ ৫ ॥ মেধ্যামেধ্যাবিচা-

রাণং ন শ্রদ্ধিঃ শ্রোতকৰ্ম্মণা । ন সংহি-

তাদ্যোঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধিনু-গাং ভবেৎ ৬ ॥

আরম্ভ করিলেন । সদাশিব কহিলেন,—

হে মহাভাগে ! তুমি জগতের হিতকারিণী,

তুমি উত্তম প্রণ করিয়াছ । তদ্বৎ মঙ্গল-

কথা পূর্বে কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই । হে

ভজ । তুমি ধম্মা, সুকৃতজ্ঞা (অর্থাৎ

জীবের সুকৃতি তুমি জ্ঞাত আছ,) কলিকাল-

জাত সকলের তুমিই যথার্থ হিতকারিণী ;

তোমা কর্তৃক যাহা যাহা উক্ত হইল, সে

সকল অতীব সত্য, সন্দেহ নাই । হে

পরমেশ্বর । তুমি ধৰ্ম্মজ্ঞা, ত্রিকালজ্ঞা,

অতএব সৰ্বজ্ঞা । প্রিয়ে । ভূত ভবিষ্যৎ

বর্তমান ধৰ্ম্মসুত্ত বাক্য যাহা কহিলে, তাহা

যথার্থ, যথাযোগ্য ; এবং আয়োপপন্ন, এ

বিষয়ে সংশয় নাই । হে সুরেশ্বরী । কলি-

যুগে কলুষ দ্বারা দুর্গতি-বিশিষ্ট, পবিত্রা-

পবিত্র-বিচার-শূন্য ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শ্রোত-

অর্থাৎ বেদোক্ত কৰ্ম্ম দ্বারা শুদ্ধি হইবে না ;

পুণ্য, সংহিতা এবং স্মৃতি সকল দ্বারাও

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং
ময়োচ্যতে । বিনা আগমমার্গান কলৌ নাস্তি
গতিঃ • প্রিয়ে ॥ ৭৯ ॥ প্রতিশ্রুতিপুরাণাদৌ
মতৈর্বোক্তং পূর্বা শিবে । আগমোক্তবিধিনেন
কলৌ দেবানু মজেৎ সুধীঃ ॥ ৮০ ॥ কলাগমঃ
মুখ্যতয়া যোহম্মার্গে প্রবর্ততে । ন তু
গতিরস্তুতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥
সর্বৈর্বৈদৈঃ পুঠৈশ্চ স্মৃতিভিঃ সংহিতাদিভিঃ ।
প্রতিপাদ্যোহস্মি নাহ্মোহস্তি প্রভূর্জগতি মাং
বিনা ॥ ১০ ॥ আমনস্তি চ তে সর্বে মৎপদং
লোকপাবনম্ । মমার্গবিমুখা লোকান্ পায়তা
ব্রহ্মহতিনঃ ॥ ১১ ॥ অতো মমাত্মং স্বজ্য যো

মহুযোর ইষ্টসিদ্ধি হইবে না । ১—৬ ।
হে প্রিয়ে • আমি সত্য সত্য, পুনঃ সত্য
বলিতেছি, কলিকালে আগমোক্ত পথ
ব্যক্তিরেকে গতি নাই । হে শিবে । পূর্বে
ঋতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে আমা কর্তৃকই
উক্ত হইয়াছে যে, কলিকালে ধীর ব্যক্তি
আগমোক্ত সিধান দ্বারা দেবগণকে যজ্ঞন
করিবে । হে শঙ্করি । কলিযুগে আগম-
শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি অম্ম পথে
প্রবর্তিত হইবে, তাহার গতি নাই, ইহা
সত্য সত্য বলিতেছি ; সংশয় নাই ।
সকল বেদ, পুরাণ, স্মৃতি এবং সংহিতাদি
শাস্ত্র দ্বারা আমিই প্রতিপাদ্য, অম্ম কেহ
প্রতিপাদ্য নাই এবং জগতে আমা ভিন্ন
সর্বের প্রভু কেহই নাই । বেদাদি শাস্ত্র
সকল আমার পদকে লোকপাবন বলিয়া
বোধ করান ; মৎপথ-বিমুখ লোক সকল

যৎ কর্ম সমাচরেৎ । নিশ্চলং তদবেদেবি
কর্ত্তাপি নারকী ভবেৎ ॥ ১২ ॥ মূঢ়ে মমাত্মং
স্বজ্য যোহম্মাত্মমুপাভ্যসেৎ । ব্রহ্মহা পিতৃহা
ক্রোধঃ স ভবেমাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ কলৌ তদ্রো-
দিতা মজাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণমল মদাঃ । শত্ৰাঃ কর্মসু
সর্বৈষু জপযজ্ঞক্রিয়ানিসু ॥ ১৪ ॥ নিম্নাধীয়াঃ
শ্রীতজাতীয়া নিম্নাধীনোরগা ইব । সত্যাদৌ
সফলা আসনু কলৌ তে মৃতকা ইব ॥ ১৫ ॥
পাকালিকা যথা ভিক্ষো সর্বৈশ্চিহ্নসমাদিতাঃ ।
অমুরশক্তাঃ কার্যেণ তথাশ্চে মমরাশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মহাতী এবং পায়ত । এই হেতু আমার
মতকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি যে কর্ম
আচরণ করে, হে দেবি । সেই কর্ম নিশ্চল
হয় এবং সেই কর্মকর্ত্তাও নারকী হয় ।
যে মূঢ় আমার মত ত্যাগ করিয়া অম্ম
মতকে আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা-
কারী, পিতৃহত্যাকারী, ক্রোধাক্রোধের সমুদ্র
পাতকী হইবে, ইহাতে সংশয় নাই ।
৭—১৩ । কলিতে তদ্রোদিত মন সকল
সিদ্ধ ও ভাস্ত্র যমপ্রদ ; জপ যজ্ঞ ক্রিয়ান
দিতে এবং সর্বকর্মের প্রশস্ত । কলিকালে
যেদোক্ত মন সকল নিম্নাধীন মর্পের অম্ম
বীর্ঘ্যরহিত হইয়াছে । সত্যাদি যুগে সেই
সকল মন বসদানে শাস্ত্র ছিলেন, কলিকালে
তাহারা মৃতের চায় নিশ্চল হইয়াছেন ।
ভিক্ষিতে নিশ্চিত পুতলিকা যেকণ চন্দ্র-
কর্ণ-নাসিকাদি সর্বৈশ্চিহ্ন-মুক্ত হইয়া
কার্যে অর্পণ প্রবণদর্শন-গমনাদিতে অশক্ত
হয়, সেই প্রকার তদ্রোদিত মন অম্ম মন-

অন্তঃসত্ত্বা কৃতং কৰ্ম্ম বক্ষ্যাম্যসমুদ্রম্ । যথা ।
 ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্ত্যং শ্রম এব হি
 কেবলম্ ॥ ১৭ ॥ কলাবন্তোদিতেৰ্গাণৈঃ সিদ্ধি-
 মিচ্ছতি যো নরঃ । তৃষিতো জাহ্নবীতীরে
 কূপং খনতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥ ১৮ ॥ মনস্ত্রুতুদিতং ধৰ্ম্মং
 হিতান্ধকৰ্ম্মমীহতে । অমৃতং স্বগৃহে ত্যক্তা
 ক্ষীরমার্কং স বাপ্ততি ॥ ১৯ ॥ নাস্ত্যঃ পন্থা
 মুক্তিহেতুরিহামুত্র সুখাপ্তয়ে । যথা তন্মো-
 দিতো মার্গো মোক্ষায় চ সুখায় চ ॥ ২০ ॥
 তত্রাপি বহুধোক্তানি নানাখ্যানাবিতানি চ ।
 সিদ্ধানাং সাধকানাঞ্চ বিধানানি চ ভূরিধঃ ॥
 ২১ ॥ অধিকারিবিভেদেন পশুবাছল্যতঃ প্রিয়ে ।

রানি তত্ত্বং কার্যফলের অনিপ্পাদক হন ।
 তন্মোক্ত ভিন্ন অল্প মন্ত দ্বারা কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত
 হইলে, তাহাতে ফলসিদ্ধি হয় না ; যেমন
 বক্ষ্যাম্যসমুদ্রম্ অপত্যরূপ ফলের সাধক হয়
 না । ইহাও সেই প্রকার, কেবল শ্রম মাত্র ।
 যে নর এই কলিযুগে অল্প শাস্ত্রোক্ত পথ
 দ্বারা সিদ্ধি ইচ্ছা করেন, সেই দুৰ্ম্মতি
 তৃষিত হইয়া গাজতীরে কূপ খনন করে ।
 আমার মুখোদিত ধৰ্ম্মকে ত্যাগ করিয়া,
 যে মূঢ় অল্প ধৰ্ম্ম বাপ্তা করে, সে স্বগৃহস্থিত
 অমৃত ত্যাগ করিয়া অর্কবৃক্ষজাত দুগ্ধ বাপ্তা
 করে । তন্মোদিত পথ যেরূপ সুখ ও
 মোক্ষের হেতু, এরূপ মুক্তিকারণ এবং ইহ-
 লোকে ও পরলোকে সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত
 অল্প পথ নাই । ১৪—২০ । হে প্রিয়ে ।
 নানা আখ্যানযুক্ত বহু প্রকার তন্ত্র আমি
 কর্তৃক উক্ত হইয়াছে ; সিদ্ধ সকল এবং

কুলাচারোদিতং ধৰ্ম্মং শুভ্যর্থং কথিতং
 কচিৎ ॥ ২২ ॥ জীবপ্রবৃত্তিকারীণি কানিচিৎ
 কথিতান্যপি । দেবা নানাবিধাঃ প্রোক্তা
 দেব্যোহাপি বহুয়াঃ প্রিয়ে ॥ ২৩ ॥ ভৈরবাস্টম
 বেতালা বটকা নায়িকাগণাঃ । শ্মাস্তাঃ শৈবা
 বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপত্যাদয়ঃ ॥ ২৪ ॥
 নানামন্ত্ৰাশ্চ যজ্ঞানি সিদ্ধোপায়ানেকশঃ ।
 তুরিয়ারাসমাধ্যানি যথোক্তফলদানি চ ॥ ২৫ ॥
 যথা যথা কৃত্যঃ প্রমা যেন যেন যদা যদা
 তদা তন্মোক্ষপুকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে ॥
 ২৬ ॥ সৰ্ব্বলোকোপকারায় সৰ্ব্বপ্রাণিহিতায়

সাধক সকলের বিধান ভূরি ভূরি উক্ত হই-
 যাচ্ছে । পশু সকলের বাছল্য হেতু অধি-
 কারি-বিভেদে কুলাচারোদিত ধৰ্ম্ম কোন
 স্থানে গোপন করিবার নিমিত্তও কহিয়াছি ;
 জীবগণের প্রবৃত্তিকারী কোন কোন তন্ত্র-
 কৰ্ম্মও বলিয়াছি ; নানাবিধ দেব এবং বহু-
 প্রকার দেবীর বিষয় বলা হইয়াছে । ভৈরব-
 গণ, বেতালাগণ, বটকগণ, নায়িকা সকল
 এবং শাস্ত্র, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য
 সকলও উক্ত হইয়াছে । নানা প্রকার
 মন্ত্র, যজ্ঞ এবং অনেক প্রকার সিদ্ধোপায়ও
 কথিত হইয়াছে । হে প্রিয়ে । যে যে
 সময়ে যে যে ব্যক্তি কর্তৃক যে যে প্রকার
 প্রমা কৃত হইয়াছে, আমি সেই সেই সময়ে
 তাহাদিগের উপকারার্থে তদনুরূপ কহি-
 য়াছি ২১—২৬ হৈ পূর্ব্বতি । সৰ্ব্বলোকের
 উপকারের নিমিত্ত, সকল প্রাণীর হিতের
 জন্য : সুগ-ধৰ্ম্মানুসারে যথাতথ্যরূপে, তোমা

চ । যুগধর্ম্মানুসারেণ যাখাতখোন পার্শ্বতি ॥
২৭ ॥ ত্রয়া যাদৃকৃ কৃতঃ ত্রয়া ন কেনাপি
পুবা কৃতঃ । তৱ মেহেন বক্ষ্যামি সারং-
সারং পরাৎপরম্ ॥ ২৮ ॥ বেদানামা-
গমানাক্তজ্ঞানাক্ত বিশেষতঃ । সারগুদ্ধত্য,
দেবেশি তবাত্রে কথ্যতে ময়ী ॥ ২৯ ॥ যথ
নরেষু তজ্জজ্ঞাঃ সরিতাং জাহ্নবী যথা ।
যথাহং ত্রিবিধানানামগিমানামিদং তথা ॥ ৩০ ॥
কিং বেদৈঃ কিং পুণ্যৈঃ কিং শাস্ত্রৈর্বহুভিঃ
শিবে । বিজ্ঞাতেহস্মিন্ মহাত্মনে সর্বমিচ্ছী-
শ্বরো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ যতো জগৎস্বলায়
ত্বয়াহং বিনিযোজিতঃ অতস্তে কথয়িষ্যামি
যদ্বিশ্বহিতকৃতবেৎ ॥ ৩২ ॥ কৃতে বিশ্বহিতে

কর্তৃক যাদৃকৃ কৃত হইল, ঐদৃশ ত্রয়
পূর্বে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হয় নাই ।
তোমার স্নেহে বেশীভূত হইয়া এই সার-
সার পরাৎপর বিষয় বলিতেছি । হে
দেবেশি ! বেদ, আগম, বিশেষতঃ তজ্জ
সকলের সার উদ্ধার করিয়া তোমার নিকটে
বলিতেছি । যেমন মনুস্যের মধ্যে তজ-
জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, যেমন নদী সকলের মধ্যে
গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, যেমন দেবগণের মধ্যে আমি
শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমুদায় আগম-শাস্ত্রের মধ্যে
এই মহানির্বাণ তজ্জই শ্রেষ্ঠ । হে শিবে ।
বেদ সকল দ্বারা, বা পুরাণ সকল দ্বারা, বা
বহু শাস্ত্র দ্বারা কি ফল লাভ হইবে ? এক
মাত্র এই মহাত্ম বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলে,
জীব সর্বমিচ্ছীশ্বর হয় । ২৭—৩১ ।
যেহেতু জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তোমা-

দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বর । শীতো ভবতি
বিশ্রামা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্ ॥ ২৭ ॥ স
এক এব সঙ্গমঃ সত্যোহমৃতঃ পরাৎপরঃ ।
স্বপ্রকাশঃ সঙ্গপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ ॥ ২৮ ॥
নির্দ্বিকারো নিরাধারো নির্দিশো নো নিরা-
কুলঃ । শুণাতীতঃ সর্বমাপী সর্বমাত্মা
সর্বদৃশিত্বঃ ॥ ২৯ ॥ গচ্ছঃ সর্বমু জুজু-
সর্বব্যাপী সনাতনঃ । সর্বৈশ্বর্যব্যাভাসঃ
সর্বৈশ্বর্যবিত্তিত্বঃ ॥ ৩০ ॥ লোকাতীতো
লোকহেতুরবাস্তবমগোচরঃ । স বেতি

কর্তৃক আমি নিযুক্ত হইয়াছি, অতএব যেইটা
বিশ্বের হিতকারী হইবে, তাহা আমি বলি-
তেছি । হে দেবি, হে পরমেশ্বর । বিশ্বের
হিত করিলে বিশ্বের সমগ্র পীড় ঘন ;
কাবণ তিনিই বিশ্বের আশ্রয়, বিশ্ব কঁাহাকেই
আশ্রয় করিয়া আছে । তিনি এক, আদি-
ভীত, সত্য, সঙ্গম, পরাৎপর, স্বপ্রকাশ,
সর্বদা পূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ।
তিনি নির্দ্বিকার, নিরাধার, নির্দিশো, নিরা-
কুল অর্থাৎ আকুলতান্বিত ; তিনি শুণাতীত,
সর্ব প্রকার ভুভুভুত কর্ম্মের সাক্ষাৎ যদী
সকলের আশ্রয়, সর্বদৃশ, বিজ্ঞ । তিনি
সর্বব্যাপী, সর্বভূতে গচ্ছমানে অবস্থিতি
করিতেছেন অর্থাৎ আদ্যন্তশূন্য, তিনি সর্ব
সর্বৈশ্বর্য-রহিত অথচ সকল ইন্দ্রিয়া এবং
ইন্দ্রিয়-নিয়ম কঁাহা হইতে দীপ্তি পাই-
তেছে । তিনি লোকাতীত, ত্রিজগতের
হেতু বা গীজ স্বরূপ এবং বাক্য মনের
অগোচর, তিনি সর্বমাত্ম, তিনি বিশ্বেশ্বর

বিধং সৰ্ব্বজ্ঞঃ ন জানাতি কশ্চন ॥ ৩৭ ॥
 তদধীনং জগৎ সৰ্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
 তদালম্বনভস্তিষ্ঠেদবিতৰ্ক্যমিদং জগৎ ॥ ৩৮ ॥
 তৎসদ্যত্মপাশ্রিত্য সমুদ্ভাতি পৃথক্
 পৃথক্ । তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা
 মহেশ্বরী ॥ ৩৯ ॥ কাংগং সৰ্বভূতানাং স
 একঃ পরমেশ্বরঃ । লোকেক্ষু সৃষ্টিকৰণাৎ
 ভ্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীযতে ॥ ৪০ ॥ বিষ্ণুঃ পাল-
 যিতা দেবি সংহর্তাহং তদিচ্ছয়া । ইন্দ্রাদয়ো
 লোকপালাঃ সৰ্ব্বৈ তদ্ব্যবর্তিনঃ ॥ ৪১ ॥ হে

সকলই জানিতেছেন, তাঁহাকে কোন
 ব্যক্তি জানে না । ৩৭—৩৮ । এই জগৎ
 সমুদয় তদধীন, স্বাবর জগৎ সহিত এই
 ত্রৈলোক্য তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া
 আছে । এই বিতৰ্ক-বিষয়-রহিত জগৎ পব-
 নাত্মার সত্যত্ব আশ্রয় করিয়া, এই পৃথিবী,
 এই জল, এই বায়ু ইত্যাদি রূপে পৃথক্
 পৃথক্ সত্যের ক্ষায় প্রকাশ পাইতেছে । হে
 মহেশ্বরী ! সেই ব্রহ্ম হেতুভূত হওয়াতে
 জামবাও জাত হইয়াছে । সেই পরমেশ্বর
 সৰ্ব্ব প্রাণীর একমাত্র কাবণ ; ব্রহ্মা (সেই
 পরমেশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া) লোক
 সকলে সৃষ্টিকরণ হেতু ভ্রষ্টা বলিয়া কথিত
 হইতেছেন ; তাঁহার ইচ্ছা প্রযুক্ত বিষ্ণু এই
 জগৎকে পালন করিতে পালয়িতা বলিয়া
 কথিত হইতেছেন ; তাঁহার ইচ্ছায় সংহার-
 করণ প্রযুক্ত আমি জগতে সংহর্তা বলিয়া
 অভিহিত হইতেছি । ইন্দ্রাদি লোকপাল-
 গণও সকলেই তাঁহার বশতায়, স্ব স্ব অধি-

বেহমিকারে নিরতাস্তে শাসতি তদাজ্ঞয়া ।
 তৎ গীবা প্রকৃতিভূত পূজ্যাসি ভুবনভয়ে ॥
 ৪২ ॥ তেনাভ্যর্থামিবাপেণ তত্ত্বদ্বিষয়ম্ভিজিতাঃ ।
 স্বস্বকৰ্ম্ম প্রকৃতিভূতি ন স্বতন্ত্রাঃ কদাচন ॥ ৪৩ ॥
 মনুষ্যাশ্রয়িতা বাতোহপি সূর্য্যাস্তপুতি যন্তয়াৎ ।
 বর্য্যস্তি তেয়মাঃ কালৈ পুষ্পান্তি তরবো বনে ॥
 ৪৪ ॥ কালং কালয়তে কালৈ মৃত্যোমৃত্যু-
 ভিযো ভয়ম্ । বেদান্তবেদো ভগবান্ যজ্ঞ-
 চ্ছাখ্যাপলক্ষিতঃ ॥ ৪৫ ॥ সৰ্ব্বৈ দেবাস্ত
 দেবাস্ত তন্ময়াঃ সুরবন্দিতৈ । আত্রস্তস্ত-
 পর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ ॥ ৪৬ ॥

কারে নিযুক্ত হইয়া, তাঁহারই আজ্ঞানুসারে
 জগৎ শাসন করিতেছেন । তুমি তাঁহার
 পরাপ্রকৃতি, এই হেতু ত্রিভুবনে পূজ্য ।
 ৩৮—৪২ । সেই পরমাত্মা অভ্যর্থামিরূপে
 তাঁহাদিগকে সেই সেই বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া
 নিজ নিজ কৰ্ম্ম করান, জগৎ কোন কালেই
 স্বাধীন নহে । হে দেবি ! তাঁহার ভয় হেতু
 বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ; যদ্বজ্রে ভীত
 হইয়া সূর্য্য তাপ দিতেছেন, মেঘ সকল
 যথাসময়ে বর্ষণ করিতেছে, যৎ-শাসনে বনে
 তরু সকল পুষ্প-ফলিষ্ট হইতেছে । যিনি
 প্রলয়কালে সাক্ষাৎ কালকেও নাশ প্রাপ্ত
 করান, যিনি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মৃত্যুধরুণ এবং
 ভয়ের ভয়স্বরূপ, তিনিই বেদান্ত-বেদ্য ভগ-
 বান্, তিনি 'যৎ-তৎ' শব্দ দ্বারা বোধিত হন ।
 হে সুরবন্দিতৈ ! সকল দেব এবং দেবীগণ,
 ইহারা তন্ময় অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ ; আত্রস্ত-
 স্তম পর্য্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণাদিও

তন্মিৎ স্তোত্রে জগৎ তুষ্ণং শ্রীনিতে শ্রীনিতে
জগৎ । তদাবধনতো দেবি সর্বেষাং শ্রীনিতে
ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥ তন্মিৎ স্তোত্রে যথা
তদুজ্জপনং । তদ্যন্তি তদনুষ্ঠানং তথা
সর্বেষামরাধনং ॥ ৪৮ ॥ যথা তদর্চনাক্রান্য
পুজনাজ্জপনং প্রিয়ে । ভবন্তি তুষ্ণঃ স্তোত্র-
স্থখা জানীহি স্তব্রতে ॥ ৪৯ ॥ যথ গচ্ছন্তি
সরিতে হবশোনাপি সরিতপতিম্ ॥ ৫০ ॥
দৌনি কৰ্ম্মানি তদুদ্ভিষ্টানি পার্জতি ॥ ৫০ ॥
যো যো যানু যনু যজ্ঞেদেবানু জ্ঞান্য যদ-
যদাপ্রযে । তদুদ্ভিষ্টানি মোহিত্যনুষ্ঠানং ॥

গণে, শ্রীনিতে ॥ ৪৭ ॥ - তদান কিমুদেব
তদাবধনতো প্রিয়ে । মোহিত্য পুজা-
স্থখায়াস্তুং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে ॥ ৪৮ ॥
নাম্যামো নোপনাম্যামো কাম্যকো ন
বিদ্যতে । নৈমিত্তাদিনিমিত্তা নোপনাম্যামো
ভবন্তি ॥ ৪৯ ॥ ন দিকালনিচয়োহপি ন
মুদাভ্যাসমহতিঃ । যদমাগনেন কুলেশানি তে
বিনা কোহহমাস্তি ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমহানিষ্কাশঃ সনৎকাম্যামনা
ক্রমো নাম দ্বিতীয় উল্লাসঃ ॥ ২ ॥

পর্যন্ত সকল জগৎ ওয়ায় অর্থাৎ পরব্রহ্ম
স্বরূপ হন । সেই পরমায়া পরিভূত হইলে
জগৎ পরিভূত হন ; তাহাকে পীত কবিলে
সমুদায় জগৎকে শ্রীত করা হয় ; তাহান
আরাধনা করিলে সকলেবই পীতি উৎপাদন
করা হয় । দেবি ! যেমত বৃক্ষের মূল সেচন
দ্বারা তাহাবি ভুজ-পল্লব সকল ভৃগু হয়,
সেইরূপ পরমেশ্বরের আরাধনা কবিলে
অমরাদি সকলে পবিত্র হন । ৪৭-৪৮ ।
হে স্তব্রতে প্রিয়ে ! যেমত তোমা । আচনা,
অ্যাম, পুজা ও জপ দ্বারা সমুদায় দেবীগণ ভূত
হন, পরমায়ায় অর্চনাদি দ্বারা সেই মত
সর্ব দেবতা শ্রীত হইয়া থাকেন, তানিবে ।
যেমন নদী-সমূহ অবশ হইয়াও সরিতপতি
সমূহে গমন কবে, সেইরূপ সর্বদেব-পুজাদি
কৰ্ম্ম হে পার্জতি ! সেই পরমায়ায় উদ্ভ-
শেই অরুষ্ঠিত হয় । যে যে ব্যক্তি যে যে
ল লাভের নিমিত্ত যে যে দেবতাকে আরাধ-

সহকারে পুজা করেন, হে শ্রীনি ! সেই
অধ্যক্ষ পুরুষ সেই সেই দেবগণ দ্বারা সেই
সেই বন সেই সেই নাস্তিকে ভগ্ন
করেন । হে প্রিয়ে ! এ বিষয় বড় আর কি
বলিব, তোমান অর্থে এই মাত্র বলি, সেই
পারমায়া ব্যতীতকে মূল্যের নিমিত্ত মোহ,
পুজা এবং সুখায়ায় আর মাই । সেই মত
ব্রহ্মের উপাসনায় আয়াস নাই, ভোগ
নাই, শরীর সমস্যায় কোন কষ্ট নাই, আচনা-
নাদির নিয়ম নাই, বড় উপচারাদির আয়ো-
কতা রাখে না ; দিকৃ জায় কালাদি বিনা
নাই ; মুদা বা অ্যামো অপোজন নাই
হে কুলেশানি । তাহার মতনে নাস্তিক
আয়াসাদি নাই, তাহাকে শ্রীত মোহ
কাহাকে আশ্রয় করিবে ॥ ৪৭ ॥

দ্বিতীয় উল্লাস সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় উল্লাস ।

শ্রীদেবীবাচ । দেবদেব মহাদেব দেব-
তানাং গুবো গুরো । বক্তা ত্বং সৰ্বশাস্ত্রাণাং
মন্ত্রাণাং সাধনশ্চ চ ॥ ১ ॥ কথিতং যং
পরং ব্রহ্ম পরমেশং পরাংপরম্ । যঃশ্রাপা-
সনতো মর্ত্যো ভুক্তিং মুক্তিকং বিদতি
কেনোপায়েন ভগবান্ পরমাত্মা প্রসীদতি ॥
২ ॥ কিং তস্য সাধনং দেব মন্ত্রঃ কো বা
প্রকীৰ্ত্তিতঃ । কিং ধ্যানং কিং বিধানঞ্চ
পরেশশ্চ পরাক্রমঃ । তত্ত্বেন শ্রোতুমিচ্ছামি
কৃপয়া কথয় প্রভা ॥ ৪ ॥ শ্রীমদাশ্বিন
উবাচ । অতিশুদ্ধং পরং তত্ত্বং শৃণু মৎ-
প্রাণবল্লভে । রহস্যমেতং কল্যাণি ন কুত্রাপি

তৃতীয় উল্লাস ।

দেবী কহিলেন ;—হে দেবদেব ! আপনি
দেবতাদিগের গুরুর গুরু ; হে মহাদেব !
আপনি সকল শাস্ত্র, সকল মন্ত্র ও সকল
সাধনের বক্তা । হে ভগবন্ । পরাংপর
পরমেশ্বর পরব্রহ্ম, যিনি আপন কৰ্ত্তৃক
কথিত হইলেন, যাহার উপাসনা দ্বারা রমণ-
শীল মনুষ্যাগণ ভোগ ও মোক্ষ লাভ করিবে,
কি উপায় দ্বারা সেই পরমাত্মা প্রসন্ন হইবেন,
তাহার সাধনা বা কি, মন্ত্রই বা কিরূপ, ধ্যান
এবং বিধান বা কীদৃশ ? আমি ইহার প্রকৃত
তত্ত্ব অবগত করিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা
করিয়া বলুন । ১—৪ । শ্রীমদাশ্বিন কহি-
লেন ;—হে মৎপ্রাণবল্লভে ! এই পবন তত্ত্ব
অতিশুদ্ধ । হে কল্যাণি ! আমাকর্ত্তৃক কোন

প্রকাশিতম্ ॥ ৪ ॥ তব স্নেহেন বক্ষ্যামি
মমপ্রাণাবিকং পরম্ । জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্-
ব্রহ্মসচ্চিদ্বিশ্বময়ং পরম্ ॥ ৫ ॥ যথাতথ-
স্বরূপেন লক্ষ্যতৈবৈব। মহেশ্বরী । সস্তামাত্রং
নির্বিঃশয়মণীজ্ঞানসংগোচরম্ ॥ ৬ ॥ অসং-
খিলৈকীমন্তানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ।
সমাধিষে গৈস্তত্ত্বদ্যং সৰ্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ ।
দ্বন্দ্বাভীষ্টৈর্নির্বিঃকলৈর্দেহীস্বাধ্যাসবর্জিতৈঃ ॥
৭ ॥ যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতক-
তিষ্ঠতি । যস্মিন্ সৰ্বানি লায়ন্তে জ্ঞেয়ং

হাৎনৈই রহস্য প্রকাশিত হয় নাই ; তোমার
স্নেহপ্রযুক্ত আমি বলিতেছি ; এই তত্ত্ব
আমার প্রাণ আপেক্ষা প্রিয়তম । হে পরমো-
শ্বরী । মৎ, চিত্ত, জগৎ স্বরূপ সেই পর-
ব্রহ্ম স্বরূপলক্ষণ এবং তটস্থলক্ষণ দ্বারা যথা-
বৎ জ্ঞেয় হইল যিনি সস্তামাত্র অর্থাৎ কেবল
পরমার্থ স্বরূপ, যিনি নির্বিঃশেষ অর্থাৎ
দগত ভেদশূন্য এবং বাক্য মনের অগোচর ;
যাহার সস্তায় মিথ্যাভূত ত্রিলোকীর সত্যত্ব-
প্রতীতি হয় ; ইহাই পরব্রহ্মের স্বরূপ-
লক্ষণ । যাহারা শত্ৰু-মিত্রপ্রভৃতি সৰ্বত্র
সমদর্শী, যাহারা দীপ্তোজ স্বখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বা-
ভীত, যাহারা নানাবিধ ভেদ-কল্পনা-শূন্য,
যাহারা শরীরনিষ্ঠ আত্মত্ব-বুদ্ধিরহিত,—
এবং যোগী সকল কৰ্ত্তৃক সমাদৃষ্ট যোগ
দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ বেদ্য হন । যাহা হইতে এই
বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, জাত বিশ্ব যাহাতে
অবস্থান করিতেছে এবং প্রলয়কালে এই
চরাচর জগৎ যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই

তদ্বাক্ত লক্ষণৈঃ ॥ ৮ ॥ স্বরূপলক্ষণা যদেব
তদেব লক্ষণৈঃ শিবে । লক্ষণৈরাণ্যমিচ্ছাম্য
বিহিতং । তত্র সাধনম্ ॥ ৯ ॥ তৎসাধনং
প্রথম্যামি শৃণুযাবহিতা ত্রিয়ে ॥ তত্রাদৌ
কথয়াম্যাদ্যে মন্তোক্তরিং মহেশ্বিতুঃ ॥ ১০ ॥
প্রথমং পূর্বমুক্ত্য সচ্চিদ্রূপদগুণাহরং ।
একং পদান্তে ব্রহ্মেতি মন্তোক্তরিঃ প্রকীৰ্ত্ততঃ ॥
১১ ॥ সন্ধিক্রমেণ মিলিতং সম্বাদে হমং
মন্তুর্ভূতঃ । তারহীনেন দেবেশি যদুৎপত্তি-
হমং মন্তুর্ভূতঃ ॥ ১২ ॥ সর্বমন্তোক্তমঃ
সাক্ষাৎসাক্ষ্যার্থ-কাম-মোক্ষদঃ । নটক-মিচ্ছাদা-
পেক্ষান্তি নারিমিত্রাদিদৃষণম্ ॥ ১৩ ॥ ন
তিথির্ন চ নক্ষত্রং ন রাশিগণনং তথা ।

ব্রহ্ম এই তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা বেদ্য হন । হে
শিবে । স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যে ব্রহ্ম বেদ্য হন,
তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা তিনিই বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়
হন । স্বরূপলক্ষণ দ্বারা জানিতে হইলে
সাধনের অপেক্ষা নাই ; তটস্থ লক্ষণ দ্বারা
ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইচ্ছা করিলে, সাধন নিহিত
আছে । ৫—১০ । হে ত্রিয়ে । সেই সাধন,
অর্থাৎ তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা বেদ্য ব্রহ্মের সাধন
বলিতেছি ; সাবহিতা হইয়া শ্রবণ কর । সেই
সাধনে প্রথমে মহেশ্বরের মন্তোক্তরি কহি-
তেছি । প্রথম প্রথম উচ্চারণ করিয়া
'সচ্চিদ্রূপ' এইপদ কীৰ্ত্তন করিবে ; তৎপরে
'একং' এই পদ, পবে 'ব্রহ্ম' এই পদ
কীৰ্ত্তন করিলে মন্তোক্তরি হইবে । সন্ধি-
ক্রমে মিলিত হইলে এই মন্ত সপ্রাক্তর হয়
(ও সচ্চিদ্রূপ লক্ষ) । 'এই মন্ত' চ

কুলাকুলানিনিগতমা ন সংখ্যানোক্ত্য নিশাঙ্কে ।
সর্বথা সিকমন্তোক্তমঃ নার কাণানিচারবা ॥
১৪ ॥ বহুজ্ঞানান্তিক্রমে পুণ্যৈঃ সৎসকলমি
লভ্যতে । তদা তদ্রূপত্রে ৮৩ । জ্ঞানসামান্য-
মাপ্যায় ॥ ১৫ ॥ চতুর্কণাৎ কণে কণা
পরত্রেহ চ মোদতে ॥ ১৬ ॥ স মন্তঃ স
নৃত্যার্থঃ স কৃতী স চ দার্পিকঃ । স সাত্বঃ
সর্বভৌগেণ সর্বমন্তোক্তম্ দীক্ষিতঃ ॥ ১৭ ॥

দেবেশি । প্রথম-বহিত ঘটিলে, মন্তোক্তরি
হইবে । (সচ্চিদ্রূপ লক্ষ) । এই মন্ত—
সর্ব-মন্ত-শ্রেষ্ঠ ; ইনি সাক্ষাৎ মন্ত, জ্ঞান,
কাম এবং মোক্ষপ্রদ ; এ মন্তে মিচ্ছাদি
চত্রেণ উচ্চারণ-অপেক্ষা নাই এবং ইচ্ছা
অগ্নি-মিত্রাদি দোষে দূষিত হয় না । এ
মন্তপ্রাপ্তে তিথি, নক্ষত্র, রাশি, কুলাকুল
প্রভৃতি চত্রে গণনার নিয়ম নাই এবং
দশবিধ সংসারেরও অপেক্ষা নাই । এই
মন্ত সর্বথা সিক ; ইহাতে কোনরূপ বিচা-
রের অপেক্ষা করে না । বহু-জ্ঞান-তিক্রম
পুণ্যমলে যদি কীব সাধন লোক করে,
তবে সেই ব্যক্তির মূল হইতে সিংহিত এই
মন্ত লোক করিলে, তৎসামান্য ৮৩ মন্ত
হয় । সেই ব্রহ্মোপাসক কীব, মন্তোক্ত-কাম-
মোক্ষ এই চতুর্কণাৎ মন্তোক্ত করিয়া ইচ্ছা-
লোকে এবং পুনঃলোকে আনন্দ ভোগ
করিতে থাকেন । ১১—১৭ । ব্রহ্ম-মন্তোক্ত
মহামনি সাত্বার কর্ণ-পথোপায় প্রাপ্ত
হইয়াছেন, তিনিই মন্ত, তিনিই কুলাকুল
জিহ্বিত নটী জিহ্বিত দার্পিক তিনিই সাক্ষ্য

সৰ্ব্বশাস্ত্ৰেণ নিষাভঃ সৰ্ব্বলোকপ্রতিষ্ঠিতঃ ।
 যন্ত কৰ্ণপথোপান্তপ্রাপ্তো যন্তমহামনিঃ ॥১৮॥
 ধন্য মাতা পিতা তন্ত পবিত্রং তৎকুলং
 শিবে । পিতবস্তন্ত সন্তুষ্টা মোদন্তে ত্রিদশৈঃ
 সহ । গাযন্তি গায়নীং গাথং পুণকাক্ষিত-
 বিগ্রহাঃ ॥ ১৯ ॥ অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠা
 জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ । কিমস্মাকং গয়া-
 পিণ্ডঃ কিং তীর্থশ্রাদ্ধতর্পণৈঃ ॥ ২০ ॥ কিং
 দানৈঃ কিং জপৈর্হোমৈঃ কিমগ্নৈর্ব্রতসাধনৈঃ ।

তীর্থযাত্রা, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত,
 তিনিই সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ এবং তিনিই সর্ব্ব-
 লোকে প্রতিষ্ঠিত—ইহা বলিতে হইবে ।
 হে শিবে ! যিনি ব্রহ্ম-মন্ত্র-প্রাপ্ত হইয়া-
 ছেন, তাঁহার মাতা ধন্য, পিতা ধন্য, তাঁহার
 কুল পবিত্র, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া
 দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিতে
 থাকেন এং তাঁহারা পুণকিত শবীরে এই
 গাথা গান করেন,—“আমাদের কুলে
 উৎপন্ন পুত্র ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কুল
 পবিত্র করিয়াছেন; আমাদেরই নিমিত্ত
 গয়াতে পিণ্ড দানে আর আবশ্যক কি ?
 তীর্থ, তীর্থশ্রাদ্ধ ও তীর্থ-তর্পণেই বা
 আবশ্যক কি, আমাদের উদ্দেশে দানেই বা
 প্রয়োজন কি, জপেই বা প্রয়োজন কি,
 হোমেই বা প্রয়োজন কি, অগ্নি যজ্ঞ বা
 সাধনেই বা প্রয়োজন কি,—আমাদের ই
 সৎপুত্র সদগুরুব নিকট ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষা-
 গ্রহণ-রূপে যে সাধন করিল, তাহাতেই
 আমরা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিলাম ।”

যয়মুদয়তুভ্যাঃ শ্যামং পুত্রজ্ঞানসাধনাম্ ॥২১॥
 শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে মন্যুং মন্যুং মন্যোচ্যতে
 পরব্রহ্মোপাসকানং কিমগ্নৈঃসোপনীতরৈঃ
 ২২ ॥ মন্ত্রগ্রহণমাত্রেন দেহী ব্রহ্মমযো ভবেৎ
 ব্রহ্মভূতন্ত দেবেশি কিমপিং জগজ্জয়ে ।
 ২৩ ॥ কিং কুর্কষতি এহা কৃষ্টা বেতালা-
 শ্চেটকাদয়ঃ পিশাচা শুষ্কা ভূতা ডাকিন্যে
 মাতৃকাদয়ঃ ॥২৪॥ তন্ত দর্শনমাত্রেন পুলায়ন্তে
 পরাজুখাঃ ॥ ২৫ ॥ বন্ধিতো ব্রহ্মমন্ত্রেণ
 প্রাবৃতো ব্রহ্মভূতজমা । কিং বিভেতি গ্রহ-
 দিভ্যো মাতৃক ইব চাপবঃ ॥ ২৬ ॥ তং দৃষ্ট্বা
 ভয়মাপন্যঃ সিংহং দৃষ্ট্বা যথাগজাঃ । বিদ-

১৮—২২ । হে জগদ্বন্দ্যে ! আমি মন্যু মন্যু
 বলিতেছি, শ্রবণ কর; ব্রহ্মমন্ত্র-উপাসক
 সকলের অগ্র সাধনান্তরের প্রয়োজন নাই ।
 এই ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র দেহী ব্রহ্মময
 হয় । হে দেবেশি ! যিনি ব্রহ্মভূত, তাঁহার
 সমক্ষে ত্রিজগতে কি হুস্ত্রাপ্য আছে, সবল
 বস্তুই তাঁহার লক্ষ্য হইয়াছে । গ্রহগণ,
 বেতালাগণ, চেটকগণ, পিশাচগণ, শুষ্কগণ,
 ভূতগণ, ডাকিনীগণ এবং মাতৃকাদিগণ কষ্ট
 হইয়া, তাঁহার কি করিতে পারে ? তাহারা
 ব্রহ্মোপাসকের দর্শনমাত্রেই পরাজুখ হইয়া
 পলায়ন কবে । তিনি ব্রহ্মমন্ত্রে বন্ধিত,
 তিনি ব্রহ্মভূত দ্বারা সম্যক আবৃত, তিনি
 দ্বিতীয় সূর্য্যস্বরূপ, সূতরাং তিনি কি
 গ্রহাদি হইতে ভয় প্রাপ্ত হন ? কদাপি
 ভীত হন না । হস্তিগণ যেমন সিংহকে
 দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করে, সেই

বজ্রি চ মন্ত্রাভিপত্তক। ইধ পাবকে ॥ ২৭ ॥
ন তস্মা হুরিতং কিকিৎসানিষ্ঠম দেহিনীং ।
সত্যপুত্ৰম্ শুক্লম্ সৰ্ব্বপ্রাণি হিতম্ চ । কো
পাপজবম বিচ্ছেদ্য পশ্যাতকং ধিনা ॥ ২৮ ॥
যে জহন্তি ধালাঃ পাপাঃ পরব্রহ্মোপ-
দেশিনে । ক্ষমোহং তে প্রকৃষ্ণন্তি নাতিশিত্য
যতঃ সত্যঃ ॥ ২৯ ॥ স তু সৰ্ব্বহিতঃ সধুঃ সৰ্ব্ব-
মাং প্রিয়ক-রকঃ । তস্মানিষ্টে কুতে দেবি কো
বা স্মারিকপদ্মবুঃ ॥ ৩০ ॥ মন্ত্ৰার্থং মন্ত-
চৈতন্যং যো ন জানাতি সধুকঃ । শূন্তলক্ষ-
প্রকৃষ্টোহপি তস্য মন্ত্ৰা ন সিধ্যতি ॥ ৩১ ॥
অতোহম্মার্থক চৈতন্যং কথ্যামি শৃণু প্রিয়ে ।

অকারেণ জগৎপাতা সংহর্তা স্মারিকপদ্মঃ ।
মকারেণ জগৎজটী প্রদর্শন উদযুতা ॥ ৩২ ॥
সম্ভ্রাজ্যেন সদা স্মারি চিহ্নকথ্য প্রকীৰ্ত্তি-
তম্ । একমতৈবতমীশামি ব্রহ্মদ্বন্দ্বসঙ্গ নীয়াতে ॥
৩৩ ॥ মন্ত্ৰার্থঃ কথিতো দেবি স্মারিকপদ্ম-
সিদ্ধিঃ ॥ ৩৪ ॥ মন্ত্ৰচৈতন্যমেতন্নি জ্ঞান-
মিচ্ছাত্তদেবতা । তজ্জ্ঞানম পরমেশামি
ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥ ৩৫ ॥ তস্মাধিষ্ঠাত
দেবেশি সৰ্ব্বপ্রাণি মনাতনম্ । অবিতর্ক্য
নিরাকারং বাচ্যতীতং নিরঞ্জনম্ ॥ ৩৬ ॥

মন্ত্ৰার্থ এবং মন্ত্ৰ-চৈতন্য জানেন না, তিনি
শূন্তলক্ষ জপ করিলেও, তাঁহার মন্ত্ৰ-সিদ্ধি
হয় না । হে প্রিয়ে । এইজন আমি এই
মন্ত্ৰের অর্থ ও চৈতন্য বর্ণিতছি, ভ্রমণ
কর । অ উ ম এই তিন বর্ণ মিলিত
হইয়া, 'ওঁ' এই মন্ত্ৰ হইয়ছে । অকারের অর্থ
জগৎরক্ষাকর্তা, উকারের অর্থ জগৎ সংহার-
কর্তা, মকারের অর্থ জগৎ-সিদ্ধিকর্তা—
প্রণবের এই অর্থ কথিত হইল । 'সং'
মন্ত্ৰার্থ সদা বিদ্যমান, 'চৈ' মন্ত্ৰার্থ চৈতন্য,
'এক' মন্ত্ৰের অর্থ অতৈবত । হে ঐশানি !
ব্রহ্ম হেতু জগৎ বলিয়া কথিত । হে দেবি !
সাধক সকলের অতীষ্ট-সিদ্ধিপ্রদ এই মন্ত্ৰার্থ
কথিত হইল । ৩০—৩৬ । হে পরমেশামি !
মন্ত্ৰের অধিষ্ঠাত-দেবতাই মন্ত্ৰচৈতন্য ; এই
মন্ত্ৰাধিষ্ঠাত-দেবতা নিরাকার জ্ঞান—জ্ঞান-
দিগের সিদ্ধিদায়ক । হে দেবতামি । তিনি
মন্ত্ৰের অধিষ্ঠাত-দেবতা, তিনি সৰ্ব্ব-
পদার্থ-ব্যাপনশীল ; তিনি সত্য ব্রহ্ম অকার

মত এই সাধককে দর্শন করিয়া, প্রকৃষ্ট
গ্রহাধিগণ পলীখন করেন ; এবং পতঙ্গগণ
যেমন অগ্নিতে বিনষ্ট হয়, সেইমত
গ্রহাধিগণ তাঁহার তেজে নষ্ট হইয়া
থাকেন । সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক সত্যপুত্ৰ,
শুক্লভঃকবণ, সৰ্ব্বপ্রাণি-হিতকারী, তাঁহাকে
কখন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না । আশ্র-
ধাতী ব্যতিবেকে কোন ব্যক্তি ঐশ্বর্য মহা-
য়ার উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে ? যে সকল
খলপজীব পাপাত্ম ব্যক্তি, পরব্রহ্মোপ-
দেশের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহার আশ্রনাঃই
অনিষ্ট করে ; পরব্রহ্মোপাসক সংস্কার জগৎ
হইতে ভিন্ন নহেন । ২৩—২৯ । হে দেবি ।
সেই ব্রহ্মোপাসক সকলের হিতকারী,
সাধু ও সকলের প্রিয়কারী ; ঐশ্বর্য মহায়ার
অনিষ্ট করিয়া কোন ব্যক্তি নিরুপভোগে
অবস্থান করিতে পারে ? যে সাধক,—

ধায়া। কমলাদ্যেন তারহীনেন পার্শ্বতি ।
দীপ্তে বিবিধা বিদ্যা মায়া ত্রিঃ সৰ্বতো-
মুখী ॥ ৩৭ ॥ তাৎপৰ্য্যে তারহীনেন প্রত্যেকং
সকলং পদম্ । যুগাযুগাক্রমেণাপি মন্ত্রোহয়ং
বিবিধো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ ঋষিঃ সদাশিবো

নিরাকার, বাক্যের অগোচর, নিরঞ্জন ।
হে দেবি ! এই পূৰ্ব্বোক্ত মন্ত্র প্রণব-
রহিত কবিত্ব, বাগীজ বিদ্যা (ত্রিঃ),
মায়া (দ্বিঃ), লক্ষ্মী (ত্রিঃ) আদিতে
যোগ করিয়া বিবিধা বিদ্যা, বিবিধা মায়া,
বিবিধা সৰ্বতোমুখী ত্রিঃ প্রদান করিবে ।
মন্ত্রদানের প্রকার এই । “ত্রিঃ সচ্চিদেকং
ব্রহ্ম” এই মন্ত্র দ্বারা বিদ্যা প্রদান করিবে ।
“দ্বিঃ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম” এই মন্ত্র দ্বারা মায়া
—প্রদান করিবে । “ত্রিঃ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম”
এই মন্ত্র দ্বারা লক্ষ্মী প্রদান করিবে ।
পূৰ্ব্বোক্ত মন্ত্রের প্রত্যেক পদে অথবা
সমুদায় পদে প্রণব যোগ করিয়া, অথবা
প্রণব-রহিত করিয়া, কিংবা উক্ত মন্ত্রের যুগা
যুগা পদে প্রণব যোগ করিয়া, অথবা প্রণব-
রহিত করিয়া উচ্চারণ করিলে নানাপ্রকার
মন্ত্র হইবে । প্রত্যেক পদে প্রণব যোগ
করিয়া, যথা—ওঁসং ওঁচিৎ ওঁএকং
ওঁব্রহ্ম । প্রণব-রহিত করিয়া, যথা—সং
চিৎ একং ব্রহ্ম । সমস্ত পদে প্রণব যোগ
করিয়া, যথা—ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম । প্রণব-
রহিত, যথা—সচ্চিদেকং ব্রহ্ম । যুগা যুগা
পদে প্রণব যোগ করিয়া, যথা—ওঁসদুব্রহ্ম
ওঁচিদুব্রহ্ম ওঁএকং ব্রহ্ম ওঁসচ্চিৎ ওঁচিদে-

হস্ত চন্দোহুঃপুদাচ্ছতম্ । দেবতা পরমং
ব্রহ্ম সৰ্বান্তর্য়ামি নির্ভণম্ ॥ ৩৯ ॥ চতুর্ভুগ-
ফলাবাহৈঃ বিনিয়োগঃ প্রার্থিতঃ । অজ-
জ্ঞাস-কঃ সো কথয়ামি শৃণু শ্রিয়ে ॥ ৪০ ॥
তারং সচ্চিদেকগতি ব্রহ্মেতি সকলং ততঃ ।
অক্ষুষ্ঠ-তর্জনী-মধ্যামামিকাসু মহেশ্বরী ॥ ৪১ ॥
কনিষ্ঠয়োঃ করতল-পৃষ্ঠয়োঃ সুববন্দিতো । নমঃ
নাহারযট্ হুঁ বৌযট্ ফট্টৈর্ভ্যথাক্রমম্ ॥ ৪২ ॥

কম্ । প্রণব-রহিত করিয়া, যথা—সদুব্রহ্ম,
চিদুব্রহ্ম, একং ব্রহ্ম, সচ্চিৎ চিদেকম্ । এই
মন্ত্রের ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অক্ষুষ্ঠপ্ ;
উক্ত মন্ত্রের দেবতা নির্ভণ সৰ্বান্তর্য়ামী
পরম ব্রহ্ম । চতুর্ভুগ, ফলাবাহু, প্রাপ্তির
নিমিত্ত বিনিয়োগ কথিত হইয়াছে । হে
শ্রিয়ে ! অজ্ঞান করজ্ঞান বলিতেছি,
প্রণব কর । ৩৯—৪০ । হে মহেশ্বরী ।
(করজ্ঞানে প্রথমতঃ) ওঁ সচ্চিদ্রহ্ম একম্ ;
ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম, ত্রয়োদশে এই পদ-
কয়েকটি উচ্চারণ করিয়া, অক্ষুষ্ঠ, তর্জনী,
মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা—এই পূর্ণাঙ্গ-
লিতে এবং করতল-পৃষ্ঠদ্বয়ে, নমঃ, নাহার,
যট্, হুঁ, বৌযট্, ফট্ট—এই পদগুলি ক্রমে
যথাক্রমে উচ্চারণ করিয়া, সমাহিতমনা

* অযাদিষ্টানুপ্রণোগঃ যথাশিবিমি
সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ । অক্ষুষ্ঠে পছন্দে
নমঃ । অদি সৰ্বান্তর্য়ামি নির্ভণপদমব্রহ্মণে
দেবতাঃ নমঃ । অজ্ঞানার্থকামমোক্ষাবান্তমো-
বিনিয়োগঃ ।

সম্যাসোক্তবিধনা সাধনঃ সুসমাহৃতঃ ।
 হৃদাদি-করণধাতুমেবমেব বিধীয়তে ॥ ৪৩ ॥
 প্রাণায়ামঃ ততঃ কুর্বাৎ মূলেন প্রণবেন বা ।
 মধ্যমানামিকাত্মক দক্ষহস্তস্ত পার্বতি ॥ ৪৪ ॥
 বামনাসাপুটে ০ ধৃত্বা দক্ষনাসাপুটেন চ
 পুরষেৎ পবনং মজী মূলমষ্টমিতং জপনু ॥
 ৪৫ ॥ অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাং ধৃত্বা কুন্তক-
 যোগতাং । জপেদ্বাত্রিংশতাং ততঃ
 দক্ষিণনাশ্রিত্য ॥ ৪৬ ॥ শনৈঃ শনৈস্ত্যজোহাযুঃ
 জপনু যোড়শাং মনু ০ বামনাসাপুটে-

হৃদোত্তর পুর-কুন্তক-রেচকম্ ॥ ৪৭ ॥ পুন্-
 দ দ্বিগতঃ কুর্বাৎ পূর্ববৎ সূর্যপূজিতে ।
 প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তা ত্র্যম্বজস্ত স, ধনে ॥
 ৪৮ ॥ ততো ধ্যানং প্রকৃষ্টাং স'ধকাণীষ্ট-
 সাধনম্ ॥ ৪৯ ॥ ঈদয়কমলমযো নিক্ষে-
 শেষং নিরীহং হরি-হর-বিধিবেদ্যং
 যোগিভির্ধ্যানগম্যাম্ । জনন মরণভীতিভ্রংশি
 সচিৎস্বরূপং সকলভুবনবীজং ত্র্যম্ব চৈতন্য-
 মীড়ে ॥ ৫০ ॥ ধ্যাটুং পরমং ত্র্যম্ব মানসৈ-
 রুপচারৈকৈঃ । পূজয়েৎ পরয়া ততঃ ।

হইয়া, আসোক্ত বিধি অনুসারে বরতাস
 করিবে ; এইরূপে হৃদাদি কব পর্য্যন্ত যথ-
 বিধানে করিবে । হে পার্বতি । তৎপরে
 মূল মন্ত্র, অথবা প্রণব দ্বারা প্রাণায়াম
 করিবে । দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা
 অঙ্গুলী দ্বারা বাম-নাসাপুট ধারণ করিয়া
 দক্ষিণ-নাসাপুটে দ্বারা বায়ু আকর্ষণকালে
 অষ্টবার মূলমন্ত্র কিংবা প্রণব জপ করিবে
 ৪১—৪৫ । অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ
 নাসা ধারণপূর্বক কুন্তক (খামরোধ)
 করিয়া দ্বাত্রিংশৎ বার ত্রৈরূপ জপ করিবে ।
 অনন্তর দক্ষ-নাসা দ্বারা অম্ব জপে নিম্নাস
 ত্যাগ করিতে করিতে যোড়শবার ত্রৈ মন্ত্র
 জপ করিবে । পশ্চাৎ ত্রৈরূপ বাম-নাসা-
 পুটেও পুন্ কুন্তক রেচক করিবে, অর্থাৎ
 অষ্টবার মন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষনাসা-
 পুটে শনৈঃ শনৈঃ বায়ু আকর্ষণ করিবে ;
 পশ্চাৎ বায়ু রোধ করিয়া দ্বাত্রিংশৎবার মন্ত্র
 জপ করিবে । পরে বাম নাসাপুটে ত্যাগ-

করিয়া তদ্বারা শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পরিত্যাগ
 করিতে করিতে যোড়শবার মন্ত্র জপ
 করিবে । আবার বাম-নাসাপুটে এই
 প্রকাব পূর্বক কুন্তক রেচক করিবে । হে
 সূর্যপূজিতে ! পূর্বের দ্বায় দক্ষি-নাসাতেও
 পূর্বক কুন্তক রেচক করিবে ; ত্র্যম্বজ-
 সাধনে প্রাণায়াম-বিধি তোমার নিকটে
 কথিত হইল । অনন্তর সাধকের অতীষ্ট-
 সাধন, ধ্যান করিবে । যিনি নিক্ষেপ
 অর্থাৎ নানারূপ ভেদশূন্য ; যিনি নিরীহ
 অর্থাৎ চেদ্বারহিত, যিনি ত্র্যম্ব বিম্ব ২হেশ্বর
 বস্তুক জেয়, যিনি যোগীদিগের ধ্যানগম্য,
 যাহা হইতে জন্ম মরণের ভয় দূর হয়, যিনি
 নিত্য স্বরূপ ও জ্ঞান স্বরূপ, যিনি নাথল
 ভুবনের বীজ স্বরূপ, তাদৃশ চৈতন্য স্বরূপ
 ত্র্যম্বক ঈদয়-কমলমযো ধ্যান করি ।
 ৪৬—৫০ । ত্র্যম্ব-সামুদ্র্য লাভের নিমিত্ত
 পরা ত্তি দ্বারা পরম ত্র্যম্বকে এই প্রকার
 ধ্যান করিয়া, মনঃকমিত উপচার দ্বারা পূজা ।

ব্রহ্মসামুদ্র্যহেতবে ॥ ৫১ ॥ গন্ধং দদ্যাম-
হীওত্বং পুষ্পমাকীর্ণমেব চ । ধূপং দদ্যাদ্ধায়ু-
তত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ । নৈবেদ্যং
তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাত্ পরমাত্মনে ॥ ৫২ ॥
ততো জপ্ত্বা মহামন্ত্রং মনসা সাধকোত্তমঃ ।
সমর্প্য ব্রহ্মণে পশ্চাদ্বহিঃ পূজাং সমারভেৎ ॥
৫৩ ॥ উপস্থিতানি জব্যানি গন্ধপুষ্পাদি-
কানি চ । বস্ত্রালঙ্কারাদীনি ভক্ষ্যপেয়ানি
যানি চ ॥ ৫৪ ॥ মন্ত্রেণানেন সংশোধ্য ধ্যাত্বা
ব্রহ্ম সনাতনম্ । নিমীল্য নেত্রে মতিমা-
নর্পয়েৎ পরমাত্মনে ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মার্চনং ব্রহ্ম
হবিষ্যদ্ব্যংগো ব্রহ্মণা হৃতম্ । ব্রহ্মৈব তেন

গুণ্ডব্যং ব্রহ্মকর্ম-সমাধিনা ॥ ৫৬ ॥ ততো
নেত্রে সমুদীল্য জপ্ত্বা মূলং দৃশ্যজিতং ।
ওজপং ব্রহ্মসাত্ কৃত্বা স্তোত্রৈকং কবচং
পাঠং ॥ ৫৭ ॥ স্তোত্রং শৃণু মহেশানি ব্রহ্মণঃ
পরমাত্মনঃ । যৎ শ্রুত্বা সাধিকো দেবি ব্রহ্ম-
সামুদ্র্যমগ্নুতে ॥ ৫৮ ॥ ওঁ নমস্তে সতে তে
সর্বলোকান্তরায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপা-
য়কায । নমোহদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্ভুগায় ॥ ৫৯ ॥
তুমেব শরণ্যঃ তুমেব বরণ্যঃ তুমেব
জগৎকারণং বিশ্ব-রূপম্ । তুমেব জগৎকর্তৃ
পাতৃ প্রহর্তৃ তুমেব পরং নিশ্চলং নির্বি-

করিবে। মাংস-পূজাতে ঈশ্বরকে ভূত-তত্ত্ব
অর্পণ করিকে—পৃথিবী-তত্ত্বকে গন্ধ, আকাশ
তত্ত্বকে পুষ্প, বয়ু তত্ত্বকে ধূপ, তেজ-তত্ত্বকে
দীপ, জল-তত্ত্বকে নৈবেদ্য কলনা করিয়া,
সেই পরমাত্মাকে প্রদান করিবে। অনন্তর
সাধকস্তোত্র, মানস যন্ত্র পূর্বোক্ত (ওঁ
সচ্চিদেৎ ব্রহ্ম) মহামন্ত্র জপ করিয়া,
ব্রহ্মে জপ সমর্পণপূর্বক বাহুপূজা আরম্ভ
করিবে। গন্ধ-পুষ্প দি, বস্ত্রালঙ্কারাদি এবং
ভক্ষ্যপেয়াদি যে সকল জব্য উপস্থিত, সে
সকল জব্য এই মন্ত্র দ্বারা সংশোধন করিয়া,
নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্বক মতিমান ব্যক্তি
সনাতন ব্রহ্মকে ধ্যান করত পরমাত্মাকে
সমর্পণ করিবে। সংশোধন এবং অর্পণের
এই মন্ত্র। অর্পণ অর্থাৎ যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম।
পৃথিবী অর্থাৎ হবনীয় জব্য যাহা অর্পণ করিতে
হইবে, তাহাও ব্রহ্ম। যিনি আত্ম-প্রদান-

কারী অর্থাৎ অর্পণ করিতেছেন, তিনিও
ব্রহ্ম এইরূপে যিনি ব্রহ্মে চিত্ত একাগ্র-
রূপে স্থাপন করেন, তিনি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত
হন। অনন্তর যথার্থকি মুশমন্ত্র জপ
করিয়া, নেত্রদ্বয় উন্মীলনপূর্বক “ব্রহ্মার্চন-
মন্ত্র” এই মন্ত্র উচ্চরণ করিয়া, ব্রহ্মে জপ
সমর্পণ করিয়া, স্তব ও কবচ পাঠ করিবে।
হে মহেশানি! হে দেবি! পরমাত্মা ব্রহ্মের
স্তব শ্রবণ কর, যাহা শ্রবণ করিলে সাধক;
ব্রহ্মসামুদ্র্য প্রাপ্তি হন। ৫১—৫৮। তুমি
নিত্য, তুমি সর্বলোকের আশ্রয়—তোমাকে
নমস্কার করি। তুমি জ্ঞান স্বরূপ; বিশ্বের
আত্মা স্বরূপ, অদ্বৈত-তত্ত্ব, মুক্তি-দায়ক,—
তোমাকে নমস্কার। তুমি সর্বব্যাপী
নির্ভুগ ব্রহ্ম,—তোমাকে নমস্কার। তুমি
একমাত্র শরণ্য অর্থাৎ আশ্রয়, তুমি
অদ্বিতীয় বরণীয়, তুমি একমাত্র জগৎ-প্র-

কল্পম্ ॥৬০॥ ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনাম্ ।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তু ত্বমেকং পবেষাং
পবং রক্ষকং রক্ষকাম্ ॥৬১॥ পরেশ প্রভো
সর্বরূপাবিনাশিনির্দেহ সর্বৈশ্বিয়াগম্য
সত্য । অচিন্ত্যাকর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগ-
ত্ভাসকাধান পায়াদপায়াং ॥ ৬২ ॥ তদেকং
স্বরামস্তদেকং জপামস্তদেকং জগৎসামি-
রূপং সত্যমঃ । সদেকং নিধানং নিরালম্ব-

কারণ, তুমি বিশ্বরূপ ; একমাত্র তুমি জগ-
তের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং অন্তে
সংহারকর্তা, তুমি একমাত্র, পবন পুরুষ,
নিশ্চল ও নানাবিধ কল্পনাশূন্য । তুমি
ভয়ের ভয়, তুমি ভয়ানকেব ভয়ানক, তুমি
প্রাণীদিগের একমাত্র গতি, পাবিত্র্য-জনক
সকলের পাবিত্র্য-জনক । তুমি উচ্চপদা-
ধিষ্ঠিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতির নিয়ামক,
তুমি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকলের শ্রেষ্ঠ ও রক্ষক-
দিগের রক্ষক । হে পরেশ । (ব্রহ্মাদি-
দেবাধিপ) হে প্রভো, তুমি সন্যাসরূপ,
অবিনাশী, অ ন দিগ্ধ এবং সর্বৈশ্বিয়াগম্য-
কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহ । হে সত্য-
রূপ ! হে অচিন্ত্য ! হে অক্ষর । হে
ব্যাপক ! হে অব্যক্ত-তত্ত্ব ! জগত্ভাসকাধান ।
(জগত্ভাসক চন্দ্র সূর্যাদির অধীশ্বর) অথবা
হে জগত্ভাসক ! হে অধীন ! তুমি আমা-
র হিগকে অপায় অর্থাৎ ভক্তিবিপ্লব ও
জ্ঞানবিপ্লব হইতে রক্ষা কর । সেই এক-
মাত্র ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ করি সেই

গীশং ভবাত্তোষিপোতং শরণং ব্রহ্মমঃ ॥
৬৩ ॥ পদারদমিদং স্তোত্রং ব্রহ্মণঃ পরমা-
ত্মনঃ । যঃ পঠেৎ প্রয়তো ভূত্বা ব্রহ্ম-
সামুদ্রমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৪ ॥ প্রদোষে হৃদঃ পঠে-
মিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ । আবয়ে-
দ্বোদশে প্রোক্তো ব্রহ্মনিষ্ঠানু স্যাক্তবানু ॥৬৫॥
ইতি তে কাথিতং দেবি পদারদং মহেশিতুঃ ।
কবচং শৃণু চার্কসি জগন্মঙ্গলনামকম্ ।
পঠনাকান্বণাদৃ যস্য ব্রহ্মস্টোত্রং পঠেৎ সত্যম্ ॥
৬৬ ॥ পরমাত্মা শিরঃ পাত্ কদম্বং

অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে আমরা স্মরণ করি ; সেই
এক জগৎসাক্ষী পরূপ ব্রহ্মকে আমরা প্রণাম
করি । সেই তুমি সত্য, একমাত্র জগতের
নিধান অর্থাৎ ভাস্করভূত, অমর নিরালম্ব
অর্থাৎ আভায়শূন্য ; সেই তুমি অনন্ত, ভগ-
নমুদ্রের পোতরূপ ; আমরা তোমার
আভায় গ্রহণ করিলাম । ৫৯-৬৩ । পর-
মাত্মা ব্রহ্মের পদারদ নামক এই স্তোত্র যিনি
সংযত হইয়া পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মসামুদ্র
প্রাপ্ত হন । প্রত্যহ প্রদোষ-কালে এই
পদারদ স্তোত্র পাঠ করিলে । বিশেষতঃ
সোমবারে শুক্রাবর্তী ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ সাক্ষ্য
বাসুগণকে এই স্তোত্র শ্রবণ করাইবেন
এবং সুখাইয়া দিবেন । হে দেবি । মহে-
শ্বরের পদারদ নামক স্তোত্র তোমার নিকটে
আমি কতক কথিত হইল । হে চার্কসি ।
কাহার জগন্মঙ্গল নামক কবচ প্রাপ্ত কর,
যে কবচ পাঠ এবং ধারণ করিলে, নিশ্চয়ই
ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে । পরমাত্মা আমার

পরমেশ্বরঃ । কঠং পাতু জগৎপাতা বদনং
সর্বদৃষ্টিভুঃ ॥ ৬৭ ॥ করৌ মে পাতু বিশ্বাখা
পানৌ রক্ষতু চিত্রায়ঃ । সর্বাস্থং সর্বদা পাতু
পরমব্রহ্ম মন ভবম্ ॥ ৬৮ ॥ শ্রীজগন্মঙ্গল-
স্তোত্র কবচস্ত্র সদাশিবঃ । কথিত্তদেহানুষ্ঠে-
বিত্তি পরমব্রহ্ম দেবতা । চতুর্কর্গফলাবাপ্ত্যে
বিনিয়োগঃ প্রাপ্তিভুঃ ॥ ৬৯ ॥ যঃ পঠেদ-
ব্রহ্মকবচমুপাযিত্তাসপুংসরম্ । স ব্রহ্মজ্ঞান-
মাসাদ্য সাক্ষাদব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ৭০ ॥
ভূর্জো বিজিত্য গুটিকাং স্বর্ণহাং ধারয়েদ-
যদি । কঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সর্বসিদ্ধৌ-
ধরৌ ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ ইত্যেতৎ পরমব্রহ্ম-
কবচং তে প্রকাশিতম্ । দদ্যৎ প্রিয়ায়

নিরোদেশ রক্ষা করুন ; পরমেশ্বর হৃদয়
রক্ষা করুন ; জগৎপাতা কঠ রক্ষা করুন ;
সর্বদর্শী বিভূ বদন রক্ষা করুন ; বিশ্বাখা
আমার হস্তরয় রক্ষা করুন ; চিত্রায় আমার
চরণরয় রক্ষা করুন ; সনাতন পরব্রহ্ম
সর্বদা আমার সর্বদা রক্ষা করুন ।
৬৪—৬৮ । এই জগন্মঙ্গল কবচের ঋষি—
সদাশিব, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—পরম-
ব্রহ্ম, ফল—চতুর্কর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিনি-
য়োগ । যিনি ঋষিষ্ঠাস করিয়া, এই ব্রহ্ম-
কবচ পাঠ করিবেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ
করিয়া, সাক্ষ্য ব্রহ্মময় হইবেন । যিনি
এই কবচ ভূর্জপত্রে লিখিয়া, স্বর্ণ-গুটি-
কার মধ্যে স্থাপনপূর্বক কঠে বা দক্ষিণ-
বাহতে ধারণ করেন, তিনি সর্বপ্রকার
সিদ্ধির ঈশ্বর হন । তেঁহার নিকট

কুনিষ্যায় গুরুভক্ত্যয় ধীমতে ॥ ৭২ ॥ পাঠিত্তা
স্তোত্রকবচং প্রণমেৎ সাধকাত্মনীঃ ॥ ৭৩ ॥
ও নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে ।
নির্ভুলায় নমস্তস্ত্যং সঙ্গীপায় নমো নমঃ ॥
৭৪ ॥ বাচিকং কাযিকং বাপি মানসং বা
যথামতি । আরাধনে পদেষ্ট্য ভাবগুণ-
বিধীয়াতে ॥ ৭৫ ॥ এবং সংপূজ্য মতি-
মান্ স্বজনৈর্বা কবেঃ সুহ । মহাপ্রসাদং
স্বীকৃষ্যাদব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৭৬ ॥ পূজনে
পরমেশস্ত্র নাবাহন-বিসর্জ্যে । সর্বত্র
সর্বকালেসু সাধুহেদব্রহ্মসাধনম্ ॥ ৭৭ ॥

এই পরব্রহ্মের কবচ আমি প্রকাশ
করিলাম । ইহা গুরুভক্ত বুদ্ধিমান, প্রিয়
শিষ্যকে প্রদান করিবে । সাধক-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি
স্তোত্র-কবচ পাঠ করিয়া (পশ্চীহৃত মন্ত্র
পাঠপূর্বক) প্রণাম করিবে । তুমি পরম
ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার । তুমি পরমাত্মা,—
তোমাকে নমস্কার । তুমি গুণাতীত,—
তোমাকে নমস্কার । তুমি নিত্যস্বরূপ,
তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি । ৬৯—
৭৪ । পরমব্রহ্মের আরাধনাতে কাযিক,
বাচনিক, বা মানসিক,—যে রূপ ইচ্ছা,—
ত্রিবিধ নমস্কারই করা যাইতে পারে । পরম
যাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, এমন বিধান
করিবে । জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে ব্রহ্মের
পূজা করিয়া, আত্মীয় স্বজনগণের সহিত
মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে । পরমব্রহ্মের
পূজার সময়, আবাহনও নাই, বিসর্জ্যও
নাই । সকল সময়ে সকল স্থানেই ব্রহ্ম-

অস্মাতো বা কুতজামো ভুজো বাপি বুজ-
ক্ষিতঃ । পূজয়েৎ পরমাত্মানং সদা নির্মলঃ
মানসঃ ॥ ৭৮ ॥ অনেক ব্রহ্মমন্ড্রণ ভূম্য-
পেয়াদিকং যৎ । দীযতে পরমেশ্বর উদেব
পাবনং মহৎ ॥ ৭৯ ॥ গজাতোয়ে শিলাদৌ চ
স্পৃষ্টদোষোহপি বর্ততে । পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে
স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে ॥ ৮০ ॥ পকং বাপি
ন পকং বা ময়োনানেন মল্লিতম্ । সাধকো
ব্রহ্মসং কৃদ্ধা ভুঞ্জীয়াৎ স্বজনৈঃ সহ ॥ ৮১ ॥
নাত্র বর্ণবিচারোহস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্ ।
ন কালনিয়মোহপ্যত্র শৌচাশৌচং তৈথৈব
চ ॥ ৮২ ॥ যথাকালে যথাদেশে যথাযোগেন

সাধন হইতে পারে । স্নাতই হউক বা
অস্নাতই হউক, ভুজই হউক বা অভুজই
হউক, যে কোন অবস্থা বা যে কোন কালেই
হউক, বিস্তৃকচিত্ত হইয়া পরমাত্মার পূজা
করিবে । এই ব্রহ্ম-মন্ত্র দ্বারা যে কোন
ভূম্য-পেয়াদি বস্তু পরমব্রহ্মে সমর্পণ করা
হয়, তাহা মহাপবিত্রকারী হইবে । গজা-
জলে বা শালগ্রাম-শিলা প্রভৃতিতে অর্পিত
বস্তুর স্পর্শ-দোষ থাকিতে পারে ; পরন্তু
পরম-ব্রহ্মার্পিত বস্তুতে স্পর্শ-দোষ হয় না ।
৭৫—৮০ । যে কোন দ্রব্য, পকই হউক
বা অপকই হউক, উক্ত মন্ত্র দ্বারা তাহা
ব্রহ্মসং করিয়া সাধক-ব্যক্তি স্বজনগণের
সহিত তাহা ভোজন করিবে । ব্রহ্ম-নিবে-
দিত-বস্তু-ভোজনে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিবে-
চনা নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিচারও নাই ।
ইহাতে কালকালের নিয়ম নাই, শৌচা-

লভ্যতে । ব্রহ্মসংকৃত নৈবেদ্যমস্মীয়াদবিচার-
হন ॥ ৮৩ ॥ আনীতং স্বপচেনাপি যমুখাদপি
নিঃসৃতম্ । তদমং পানমং দেবি দেবানামপি
তুর্লভম্ ॥ ৮৪ ॥ কিং পুনর্যমুখাদীনামং
বক্তব্যং দেববন্দিতে ॥ ৮৫ ॥ মহাপাতক-
যুক্তো বা যুক্তো বাপ্যচ্যপাতকৈঃ । সততং
প্রসাদগ্রহণমুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥
পরমেশ্বর নৈবেদ্যমেব ন দৃশ্যং ফলং ভবেৎ ।
সার্কজিকোটিতীর্থেষু জ্ঞানদানেন যৎ ফলম্ ।
৫২ ফলং লভতে মার্ক্যো ব্রহ্মার্পিতনিযে-
বণাৎ ॥ ৮৭ ॥ অগ্নিমোদাদিভির্ঘটৈজ্জরিষ্টা যৎ

শৌচেরও ব্যবস্থা নাই । যে কালে, যে
স্থানে, যাহা দ্বারা ব্রহ্মার্পিত নৈবেদ্য প্রাপ্ত
হওয়া যাইবে, তাহা বিচার না করিয়াই
ভোজন করিবে । ব্রহ্মসংকৃত অন্ন যদি
চওালে আনয়ন করে, কি বুকুর-মুখ হইতে
আনীত হয়, তথাপি তাহা পবিত্র ; এই
আম দেবতাদিগেরও তুর্লভ । যে বুর-
বন্দিতে । (এই অন্ন যখন দেবতাদিগেরও
তুর্লভ, তখন আর) মনুষ্যাদির তুর্লভতার
বশা কি বলিব । যদি কোন ব্যক্তি মহা-
পাতক-গুরু হয়, অথবা অন্ন কোন পাপযুক্ত
হয়, তথাপি যদি একবার মাত্র প্রসাদ
গ্রহণ করে, তাহা হইলেও সমুদায় পাপ
হইতে মুক্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ-
মাত্র নাই । সার্ক জিকোটি তীর্থে জ্ঞান
ও দান করিলে যে ফল হয়, ব্রহ্মার্পিত বস্তু
মেবন করিলে মানবগণ সেই ফল লাভ
করে । * গমুযাগন, অগ্নিমোদাদি ঘস্র করিয়া

কলমগুণ্ডে । ভক্ষিতে ব্রহ্মনৈবেদ্যে ভক্ষ্যে
কোটিগুণ্ডে ভক্ষ্যে ॥ ৮৮ ॥ জিহ্বাকোটি-
সহস্রৈস্ত বক্তব্যকাটিনৈবপি । মহাপ্রসাদ-
মাহাত্ম্যং বর্ণিতুং নৈব শক্যতে ॥ ৮৯ ॥
যত্র কুত্র স্থিতো বাপি প্রাপ্য ব্রহ্মার্চিতা-
মৃতম্ । গৃহীত্বা কীকশো বাপি ব্রহ্মসামুদ্র্য-
মাপ্নুয়াৎ ॥ ৯০ ॥ যদি স্মারীচজাতীঃসম্মলং
ব্রহ্মণি ভাবিতম্ । তদগ্ৰং ব্রহ্মণৈগ্রাহমপি
বেদান্তপারগৈঃ ॥ ৯১ ॥ জাতিভেদো ন
কর্তব্যঃ প্রসাদে পবমানসঃ । যেহংক-
বুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ৯২ ॥
বরং পাপশতং কুর্যাদবরং বিপ্রবধঃ প্রিয়ে ।

যে ফল ভোগ করে, ব্রহ্মনিবেদিত বস্তু
ভক্ষণ করিলে তাহা হইতে কোটিগুণ
অধিক ফল লাভ করে । ৮১—৮৮ । যদি
সহস্র কোটি জিহ্বা হয়, যদি শত কোটি
মুখ হয়, তথাপি মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণন
করিতে সমর্থ হওয়া যায় না । যে কোন
স্থানে স্থিত হউক, ব্রহ্মার্চিত মহাপ্রসাদ
প্রাপ্ত হইয়া, গ্রহণ করিলে, চণ্ডাল-জাতীয়
লোকও ব্রহ্মসামুদ্র্য প্রাপ্ত হয় । যদি নীচ-
জাতীয় লোকের অন্তঃ হয়, কিন্তু যদি তাহা
ব্রহ্মসমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে
বেদান্তে পারদর্শী ব্রাহ্মণও সেই অন্তঃ গ্রহণ
করিতে পারিবে । পরমব্রহ্মের মহাপ্রসাদ
ভক্ষণের সময় জাতিভেদ বিচার করিবে না ।
যিনি এই মহাপ্রসাদ (নীচ জাতির স্পর্শে)
অশুদ্ধ বোধ করিবেন, তিনি মহাপাতকী
হইবেন । প্রিয়ে । বরং শত পাপ করিবে,

পবত্রহ্মার্চিত্তে হ্যস্মৈ ন কুর্যাদবহেলনম্ ॥
৯৩ ॥ যে তাজ্জি নরা মূঢ়া মহামজ্জেন
সংস্কৃতম্ । অন্নতোষাদিকুং ভজে পিতৃশত-
পাতয়ন্ত্যধঃ ॥ ৯৪ ॥ স্বয়মপ্যর্কভামিজে
পতন্ত্যভূতমপ্লবম্ । ব্রহ্মসামুদ্র্যনৈবেদ্য-
ঘেষ্টপাং নাস্তি নিকৃতিঃ ॥ ৯৫ ॥ পুণ্যায়ত্তে
ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সুযুপ্তিঃ সুকৃতায়ত্তে । স্বেচ্ছা-
চারোহর বিহিতো মহামজ্জস্ত সাধনে ॥ ৯৬ ॥
কিং তত্র বৈদিকাচারৈস্তাজ্জৈকর্বাণি তস্ত
কিম্ । ব্রহ্মনিষ্ঠস্ত যিহুমঃ স্বেচ্ছাচারো বিধিঃ
স্মৃতঃ ॥ ৯৭ ॥ কৃতেনাস্ত ফলং নাস্তি নাকৃতে-

বরং ব্রহ্মহত্যা করিবে, তথাপি ব্রহ্মার্চিত
অন্নে অবহেলা করিবে না ৮৯—৯৩ ।
ভজে । যে সকল মূঢ় ব্যক্তি এই মহামজ্জ
দ্বারা সংস্কৃত অন্ন জন প্রভৃতি পরিত্যাগ
করে, তাহার পিতৃগণকে অধঃপতন করার
এবং তাহার স্বয়ং প্রায়শ্চাল পর্যন্ত
অকৃতান্তীয় দায়ক নরকে পতিত হইয়া
অবস্থান করে । যাহাদের ব্রহ্ম-নিবেদিত
অন্নে ঘেষ, তাহাদের কিছুতেই নিকৃতি
নাই । যাহারা মহামজ্জ সাধন করেন, তাঁহা-
দের অপূর্ণ্য কর্ম-সুমুদায়ও পূর্ণ্যকর্ম হয় ;
সুযুপ্তিও সুকর্ম স্বরূপ হয় এবং স্বেচ্ছাচারও
বিহিত কর্মের মধ্যে পরিগণিত হয় । যে
ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী, তাঁহার বৈদিকা-
চারেই বা প্রয়োজন কি, তাজ্জিক অনুষ্ঠানেই
বা প্রয়োজন কি, তাঁহাব স্বেচ্ছাচারেই বিধি-
স্বরূপ কথিত হইয়াছে । ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, যে
সমস্ত বৈধকর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে

নাপি কিঞ্চিৎ । ন বিদ্যঃ প্রত্যবায়োহু
ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনাৎ ॥ ৯৮ ॥ অস্মিন ধর্মো
মহেনি ত্যঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ । পরে প-
কারনিরতো নির্বিকারঃ সদাশিবঃ ॥ ৯৯ ॥
মাৎসর্যাহীনোহদন্তী চ দয়াবান্ শুদ্ধমনসঃ ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারী তয়োঃ সেবক-
তৎপরঃ ॥ ১০০ ॥ ব্রহ্মজ্যোতা ব্রহ্মমত্তা ব্রহ্মা-
ষেধমামসঃ । যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ ত্যৎ
সাক্ষাদব্রহ্মেন্তি ভাবয়ন্ ॥ ১০১ ॥ ন মিথ্যা-
ভাষণং কুধ্যায় পরানিষ্টচিত্তমন্ ৩ পবিত্রী-
গমনকৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জয়েৎ ॥ ১০২ ॥

তঁাহাদের কোন কল হই না এবং তঁাহারা
যে বৈধ-কর্মের অনুষ্ঠান না করেন, তাহা-
তেও তঁাহাদের কোন পার্শ স্পর্শ হয় না ।
ব্রহ্মমন্ত্র-সাধন হেতু তঁাহাদিগের কোন বিষ
বা প্রত্যবায় হয় না । ৯৪—৯৮ ৭ হে মহে-
শ্বর ! এই ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইলে
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারপরায়ণ,
নির্বিকার-চিত্ত ও সদাশয় হইতে হয় ।
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি মাৎসর্য-বিহীন, দত্তবহিত,
দয়ালু, বিশুদ্ধ হৃদয়, মাতাপিতার প্রিয়কারী
ও মাতাপিতার সেবায় তৎপর হইবেন ।
তিনি সর্বদা ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য শ্রবণ
করিবেন, ব্রহ্মচিন্তা করিবেন ও সর্বদা
ব্রহ্মের অনুসন্ধান বা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করি-
বেন । তিনি সর্বদা মৎসর্যচিন্তা ও দৃঢ়বুদ্ধি
হইবেন, তিনি সর্বদা 'ব্রহ্ম সাক্ষাৎ' ইহা
ভাবনা করিবেন । তিনি কখন মিথ্যা কহি-
বেন না, পরের অনিষ্ট করিবেন না । ব্রহ্ম-

তৎসাদিতি বদেদেব জারজে সর্বকর্মণাম্ ।
লক্ষ্যপূর্ণমন্ত্র বাক্য পান ভোজনাদৃশ্যণে ॥
১০৩ ॥ যেনোপায়েন মন্ত্রান্নাং লোকযাত্রা
প্ৰসিদ্ধাতি তদেব কায্যং লক্ষ্যৈকনিমগ্ন মন্থং
মনাতনম্ ॥ ১০৪ ॥ অথ সাক্ষ্যবিধিং ব্রহ্মা
লক্ষ্যমন্ত্র শান্তবি । যাং কৃৎস্না ব্রহ্মসম্পত্তিং
লভতে ভূবি মানবাঃ ॥ ১০৫ ॥ প্রাতর্মধ্যাহ্ন-
মায়াহ্নে যথাদেশে যথামনে । পূর্ববৎ পরমলগ্ন
ধ্যাত্বা সাধকসমুদয়ঃ ॥ ১০৬ ॥ ত্রয়োক্তরূপতঃ
দেবি গায়ত্রীজপমাচরেৎ । জপং সমর্প্য
বিধিবৎ পূর্ববৎ প্রণমেৎ প্রথাঃ ॥ ১০৭ ॥

মন্ত্রোপাসক ব্যক্তি পরপ্রীগমন করিবেন না ।
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, সকল কর্মের আরম্ভে, 'তৎ
সৎ' এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন । দেবি ।
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, পান ভোজনাদৃশ্য সমু-
দায় কর্মে 'ব্রহ্মপূর্ণমন্ত্র' এই বাক্য বলি-
বেন । 'যে উপায় দ্বারা, যজুয়া সকলের
উত্তমরূপে লোকযাত্রা নির্বাহ হয়, ব্রহ্মসম-
ব্যক্তি তাহাই করিবেন । ইহাই মনাতন ধর্ম
৯৯—১০৪ । হে শান্তবি । অতঃপরে ব্রহ্মমন্ত্রের
মন্ত্রোপাসনা-বিধি বলিতেছি । এই সাক্ষ্য-
বন্দনা করিয়া মানবগণ পৃথিবীতে ব্রহ্মরূপ
সম্পত্তি লাভ করিতে পারেন । হে দেবি ।
সাধকপ্রোক্ত রূপা ব্যক্তি প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন-
কালে ও সন্ধ্যাকালে, উপযুক্ত স্থলে যথোচিত
আমনে পূর্ববৎ উপবিষ্ট হইয়া, পরমব্রহ্মের
ধ্যান করিয়া একশত আট বার গায়ত্রী জপ
করিবেন । পরে যথাবিধানে ('ব্রহ্মপূর্ণমন্ত্র'
এই বলিয়া) জপ সমর্পণ করিয়া পূর্ববৎ

এষা সক্ষা ময়া প্রোক্তা সর্বথা ব্রহ্মসাধনে ।
 যদমুষ্ঠনিতো মন্ত্রী শুদ্ধান্তঃকরণো ভবেৎ ॥
 ১০৮ ॥ গায়ত্রীং শৃণু চার্বক্ষি সর্বপাপ-
 প্রণাশিনীম্ । পরমেশ্বরং তেহস্তমুত্তম বিদাহে
 তদনন্তরম্ ॥ ১০৯ ॥ পরতত্ত্বায় পদতো
 ধীমহীতি বদেৎ প্রিয়ে । তদনন্তরমীশানি
 তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়ৎ ॥ ১১০ ॥ ইয়ং
 ত্রীব্রহ্মগায়ত্রী চতুর্কর্গপ্রদায়িনী ॥ ১১১ ॥
 পূজনং যজ্ঞনৈকৈব স্নানং পানঞ্চ ভোজনম্ ।

প্রণাম করিবেন এই আমি তোমার
 নিকটে ব্রহ্মমন্ত্রদান বিষয়ক সক্ষা-বিধি বলি-
 লাম । এই সক্ষার অনুষ্ঠান করিলে সাধক
 ব্যক্তির অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় । ১০৫—১০৮ ।
 হে চার্বক্ষি । যাহা দ্বারা সর্বপাপ বিনষ্ট হয়,
 এক্ষণে সেই গায়ত্রী বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
 প্রথমতঃ চতুর্থীর একবচন-বিত্ত্যন্ত পরমে-
 শ্বর পদ অর্থাৎ “পরমেশ্বরায়” উচ্চারণ
 করিয়া পরে “বিদাহে” এইটী উচ্চারণ
 করিতে হইবে । তৎপরে “পরতত্ত্বায়” পদ
 উচ্চারণ করিয়া “ধীমহি” এই পদ উচ্চারণ
 করিতে হইবে । হে ঈশানি । তৎপরে
 “তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়ৎ” এই পদ উচ্চারণ
 করিতে হইবে । (সমুদায় পদ ঘোজনা
 করিয়া) এইরূপ গায়ত্রী হইবে, যথা,—
 “পরমেশ্বরায় বিদাহে পরতত্ত্বায় ধীমহি
 তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়ৎ”) এই ব্রহ্ম-গায়ত্রী
 হইতে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতু-
 র্কর্গফল লাভ করিতে পারা যায় । পূজা,
 ধর্ম, স্নান, পান, ভোজন প্রভৃতি যে যে কর্ম

যদ্বৎ কর্ম প্রকুবর্ত্ত ব্রহ্মমন্ত্রেণ সাধয়েৎ
 ১১২ ॥ ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তে প্রোচ্যতঃ প্রণম্য
 ব্রহ্মদং গুরুম্ । ধ্যাত্বা চ পরমং ব্রহ্ম যথা-
 শক্তি মনুষ্য শ্যরেৎ । পূর্ব্ববৎ প্রণমেদ ব্রহ্ম
 প্রাতঃকৃত্যমিদং শ্রুতম্ ॥ ১১৩ ॥ দ্বাত্রিংশতা
 সহস্রৈশ জপৈনাম্র পূর্ব্বকিয়া । তদন্যংশেন
 হবনং তর্পণং তদন্যংশতঃ ॥ ১১৪ ॥ সেচনং
 তদন্যংশেন তদন্যংশেন স্নন্দরি । ব্রাহ্মণানু
 ভোজয়েন্নম্রী পুরশ্চরণকর্ম্মণি ॥ ১১৫ ॥
 ভক্ষ্যাত্তক্ষ্যবিচারোহত্র ত্যাজ্যং গ্রাহ্যং ন
 বিদ্যতে । ন কালশুদ্ধিনিয়মো ন বা স্থান-

করিতে হয়, তাহা এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সাধন
 করিবে । ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উক্তি হইয়া ব্রহ্ম-
 মন্ত্রদাতা গুরুকে প্রণাম করিবারন্তর পরম-
 ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া, যথাশক্তি মন্ত্র শ্রবণ
 করিবে । অনন্তর ব্রহ্মকে পূর্ব্ববৎ নমস্কার
 করিবে । ব্রাহ্মোপাসকদিগের ইহাই প্রাতঃ-
 কৃত্য বর্ণিত হইয়াছে । ১০৯—১১৩ ।
 ব্রহ্ম এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিতে হইলে,
 দ্বাত্রিংশৎ সহস্র জপ করিতে হইবে ।
 জপের দশমাংশ হোম, হোমের দশমাংশ
 তর্পণ করিতে হইবে । তর্পণের দশমাংশ
 ভাষিক । হে স্নন্দরি । মন্ত্রসাধক ব্যক্তি
 পুরশ্চরণ-কর্ম্মে ভাষিকের দশমাংশ
 ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । ব্রহ্ম-পুর-
 শ্চরণ করিবার সময়ে ভক্ষ্যাত্তক্ষ্য বিচার
 নাই, ত্যাজ্যাত্যাজ্য বিচার নাই, কাল-
 শুদ্ধিরও নিয়ম নাই, স্থানেরও নিরূপণ
 নাই । ভুক্ত হউক বা ভুক্তই হউক,

নিরূপণম্ ॥ ১১৬ ॥ অভূক্ষ্যে বাপি ভূক্ষ্যে
বা স্নাতো বাস্নাত এব, বা । সাধয়েৎ পরমং
মন্ত্রং স্বচ্ছাচারেণ সাধকঃ ॥ ১১৭ ॥ বিনা-
য়াসং বিনা কেশং স্বেচ্ছাক্রমে কবচং বিনা । বিনা
জামং বিনা মূর্দ্ধাং বিনা সেতুং বরাননে ॥
১১৮ ॥ বিনাচৌরগণেশাদিজপঞ্চ কুণ্ডলঞ্চ
বিনা । অকম্পাৎ পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারো
ভবেদ্বৈশ্বনরম্ ॥ ১১৯ ॥ সঙ্কল্পে হস্মিন্ মহামন্ত্রে
গানমঃ পরিকীর্তিতঃ । সাধনে ব্রহ্মমন্ত্রস্ত
ভাবস্তদ্বিধীয়তে ॥ ১২০ ॥ সর্বং ব্রহ্মসং
দেবি ভাবয়েদ্বৈশ্বনরম্ । ন চান্ত প্রত্য-
বায়োহস্তি নাক্ষবৈশ্বনরমেব চ । মহামনে :

স্নাত হউক বা স্নাতই হউক, যথেষ্টানু-
সারে এই পরম মন্ত্রের সাধনা করিবে । এই
ব্রহ্মসাধন বিষয়ে রোম নাই, আয়াস নাই,
স্তব বা কবচ পাঠ করিতে হয় না, জাম বা
মূর্দ্ধা প্রদর্শন করিতে হয় না । হে বরাননে ।
অন্ত মন্ত্রে যে প্রকার হৃদয়ে সেতুচিন্তা
করিতে হয়, সে প্রকার সেতুচিন্তা ইহাতে
আবশ্যক নাই । ১১৪—১১৮ । এই ব্রহ্ম-
মন্ত্র-সাধন বিষয়ে চৌরগণেশাদি ব্রহ্ম জপ
করিতে হয় না, কুণ্ডল কাণ্ড বিগ্রহাদি করিতে হয়
না । এই সমুদায় অমুষ্ঠান ব্যতিক্রমেও
অজ্ঞানদের মধ্যে নিশ্চয়ই পরমব্রহ্মের
সাক্ষাৎকার লাভ হয় । এই মহামন্ত্র-সাধন
বিষয়ে গানমিক সঙ্কল্প কথিত হইয়াছে ।
ইহাতে ভাবস্তদ্বিধি নিত্য আবশ্যক ।
দেবি ! ব্রহ্মসাধক ব্যক্তি সমুদায় ব্রহ্মময়
ভাবনা করিবেন । এই ব্রহ্মসাধনে ক্রীড়ী

সাধনে তু ন্যস্তং সাধ্যতে কামম্ ॥ ১২১ ॥
কলৌ পাপমুগে ধোনে পাপহীনহতি-
তুস্তরে । নিস্তারবীজমেতাবদ্বক্ষ্যমন্ত্রস্ত সাধ-
নম্ ॥ ১২২ ॥ সাধনানি বহুকানি নানাতন্ত্রা-
গমাদিগু । কলৌ দুর্দলজীৱানামসাধনানি
মহেশ্বরী ॥ ১২৩ ॥ অজ্ঞায়মঃ স্বজবুজা জ্ঞা-
দীনামবঃ প্রিয়ে । পূজা ধনোপার্জনে ব্যজ্ঞাঃ সপা-
চগণমানসাঃ ॥ ১২৪ ॥ সমাধাৱস্তিরমিয়ো
যোগাক্ষমাদিফলঃ । তেমাং দিত্য
মৌল্যায় নক্ষত্রাণোহম্মীরিতঃ ॥ ১২৫ ॥

হইলে অদ্বৈতগুণা ঘটে না এবং প্রত্যায়ও
হয় না । এই মহামন্ত্রের সাধনে, কোন স্থল
অপহীন হইলেও, তাহা নিশ্চয় সাক্ষ হইয়া
উঠে । এই অতি দুস্তর তন্ত্রাহীন ধোর
পাপময় কলিমুগে, ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই এক
মাত্র নিস্তারের উপায় হইয়াছে । হে
মহেশ্বরী । নানা তন্ত্রে ও নানা আগমাদি
শাস্ত্রে নানাপ্রকার সাধনের বিষয় বলিয়াছি ;
পবন কলিমুগে দুর্দল জীবের পক্ষে সেই
সমুদায়ই অসাধ্য । ১১৯—১২৩ । প্রিয়ে ।
কলিমুগের গানবগণ অজ্ঞায় ; তাহারা সম-
দিক অমুষ্ঠান করিতে পারে না । তাহারা
অমগতপ্রাণ । তাহারা লজ, ধনোপার্জনে
ব্যস্ত ও সর্বদা চলাচলিত । সমাধিতে
তাহাদের বুদ্ধি স্থির থাকিবে না । তাহারা
যোগজনিত কোন ফল করিতে অপারগ,
অতএব তাহাদের দ্বিতেব নিমিত্ত এবং
মোক্ষের নিমিত্ত এই ব্রহ্মসাধনানু-
শাসি প্রকাশ করিলাম । মোহ । জ্ঞান

কলৌ নাশ্চ্যাব নাশ্চ্যাব সত্যং সত্যং
ময়োচ্যতেন ব্রহ্মদীক্ষাং বিনা দেবি কৈবল্যায়
সুখায় চ ॥ ১২৬ ॥ প্রাতঃকৃত্যং প্রাতঃরেব
সন্ধ্যাং কুর্ধ্যাৎ ত্রিকালতঃ । মধ্যাহ্নে পূজনং
কুর্ধ্যাৎ সৰ্ব্বতজ্জেষয়ং বিধিঃ পরব্রহ্মা-
পাসনে তু সাধকেচ্ছাবিধিঃ শিবে ॥ ১২৭ ॥
বিধয়ঃ কিস্করা যত্র নিষেধাঃ প্রভবোহপি
ন । স্বেচ্ছাচারেণেষ্টমিচ্ছিস্তদ্বিনা কোহম-
মাত্রায়ৈ ॥ ১২৮ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানিগুরুং প্রাপ্য
শান্তং নিশ্চলমানসম্ । যত্না তচ্চরণান্তোজ্য
প্রার্থয়েদ্ ভক্তিভাবতঃ ॥ ১২৯ ॥ করুণাময়
দীনেশ তবাহং ধরণং গতঃ । ত্বংপদান্তো-

সত্য সত্য বলিতেছি, কলিয়ুগে ব্রহ্মদীক্ষা
ব্যতিরেকে সুখের ও মুক্তির নিমিত্ত অল্প
কোন উপায় নাই । ১২৪—১২৬ । সৰ্ব্ব
তজ্জেষয়ং এই আছে যে, প্রাতঃকালে
প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ত্রিকাল সন্ধ্যা
করিবে এবং মধ্যাহ্নে পূজা করিবে । শিবে ।
পরমব্রহ্মের উপাসনাতে সাধকের ইচ্ছাই
বিধিবরূপ গণ্য করিতে হইবে ব্রহ্মসাধনে
শাস্ত্রীয় বিধি সমুদায় কিস্কর স্বরূপ হন,
নিষেধ সমুদায়ও প্রভুত করিতে পারে না,—
স্বেচ্ছানুসঙ্গ আচরণ দ্বারাই ইষ্টমিচ্ছা হয় ;
ঈদৃশ ব্রহ্ম-সাধন ব্যতিরেকে আর কি অব-
লম্বন করা যাইতে পারে ? শিরচিত্ত প্রশান্ত
ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুকে প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার
চরণ-কমল ধারণ করিয়া, ভক্তিভাবে প্রার্থনা
করিবে যে, “হে করুণাময় ! হে দীনজনের
ঈশ্বর ! আমি আপনার শরণাগত হইলাম ।

কহচ্ছায়াং দেহি মূৰ্ধি যশোধন ॥ ১৩০ ॥
ইতি প্রার্থ্য গুরুং পশ্চাত্ পূজয়িত্বা
স্বশক্তিতঃ । কৃতাজলিপুটে ভূত্বা ভূমীং
তিষ্ঠেদ্গুরোঃ পূৰ্বং ॥ ১৩১ ॥ গুরুবিচার্য
বিধিবদ্যথোক্তং নিয়ালক্ষণম্ । জাহ্নয়
কৃপাদানদয়াং সচ্ছিত্যয় মহামমুম্ ॥ ১৩২ ॥
উপবিষ্টাসনে জ্ঞানী প্রাজুখো বাপুদমুখঃ ।
স্ববাসে শিষ্যমানীয় কারুণ্যোণাবলোক-
য়েৎ ॥ ১৩৩ ॥ ততঃ শিষ্যস্ত শিরসি ঋষি-
ত্বাসপুঃসরম্ । জপেদষ্টমতং মন্তং সাধক-
শ্রেষ্ঠমিচ্ছয় ॥ ১৩৪ ॥ দক্ষকর্ণে ব্রাহ্মণানা-
মিতরেযাক বামতঃ । সন্তুধা আবয়েম্মন্তং
সদৃশং করুণানিধিঃ ॥ ১৩৫ ॥ উপদেশবিধিঃ

হে যশোধন ! আপনি আমার মস্তকে আপ-
নার চরণ-কমলের ছায়া প্রদান করুন ।”
১২৭—১৩০ । শিষ্য এইরূপ প্রার্থনা করিয়া
যথাশক্তি গুরুর পূজা করিবে ; পরে গুরুর
মস্তকে কৃতাজলিপুটে ভূমীভূত হইয়া
থাকিবে । অনন্তর গুরু যথাবিধানে যথোক্ত
শিষ্য-লক্ষণ পরীক্ষাপূর্বক মন্ত শিষ্যকে
আহ্বান করিয়া কৃপাবিষ্ট-হৃদয়ে মহামন্ত
প্রদান করিবেন । পরে সেই জ্ঞানী গুরু
পূৰ্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপ-
বেশনপূর্বক শিষ্যকে আপনার বামদিকে
বসাইয়া করুণাপূর্ণ হৃদয়ে অবলোকন করি-
বেন । অনন্তর সাধকের ইষ্টমিচ্ছির নিমিত্ত
ঋষিত্বাস করিয়া শিষ্যের মস্তকে একশত আট
বার মন্ত জপ করিবেন । পরে করুণানিধি
সদৃশ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ-কর্ণে, অস্ত্র জাতির

প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রঃ কালিকে । নাত্র পূজায়া-
পেক্ষান্তি সঙ্কল্পং মানসং চরেৎ ॥ ১৩৬ ॥
ততঃ ত্রীশ্রুপাদাভ্যে দণ্ডবৎ পতিত্বৈং
শিশুং । উপপদ্যেদুগুণৈঃ স্নেহাদিমং মঙ্গমুদী-
রয়ন ॥ ১৩৭ ॥ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোহসি ব্রহ্ম-
জ্ঞানপরো ভব । জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী বলা-
রোগাৎ সদা স্ত তে ॥ ১৩৮ ॥ তত উদ্যমঃ শ্রুত্বৈ
যথাসঙ্কল্পসারতঃ । সন্ধিগাং শ্বং ফলং
বাপি দদ্যাৎ সধকমন্তমঃ । গুরোরাক্ষ-
বনীভূয় বিহরেদেববহুবি ॥ ১৩৯ ॥ মন্ত্র-
গ্রহণমাত্রেণ তদাত্মা তদায়েভ্যে ভবেৎ ॥ ব্রহ্ম-

বাক্যকর্মে সপ্তবার মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন ।
১৩১—১৩৫ । হে কালিকে । এই তোমার
নিকট ব্রহ্মমন্ত্রের উপদেশ-বিধি কহিলাম ।
ইহাতে পূজাদির অপেক্ষা নাই । ইহাতে
কেবল মানসিক সঙ্কল্প করিতে হইবে ।
অনন্তর শিষ্য, গুরুর পাদপদ্মে দণ্ডবৎ
পতিত হইলে, গুরু তাঁহাকে স্নেহ প্রসূক্ত
এইমন্ত্র পাঠপূর্বক উত্থাপন করিবেন যে,
“বৎস । তুমি উত্তিষ্ঠ হও, তুমি মুক্ত
হইয়াছ ; তুমি ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হও ;
তুমি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হও ; সর্বদা
তোমার বল ও আরোগী অক্ষত রূপে
থাকুক ” অনন্তর সেই সাধকশ্রেষ্ঠ উত্তিষ্ঠ
হইয়া গুরুকে যথাসঙ্কল্প দক্ষিণা স্বরূপ ধন
বা ফল প্রদান করিবেন । পরে গুরুর
অক্ষর বশবর্তী হইয়া দেবতার আয়
ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন । যিনি ব্রহ্মমন্ত্র
ক্লেশ বহন, তাঁহার আত্মা মন্ত্র গ্রহণ

ভূতস্য দেবেশি কিমৈকৈর্গুণসাম্যমৈঃ । ইতি
মন্ত্রোক্তপতো ব্রহ্মদীক্ষা তে কথিতা শ্রিয়ে ॥
১৪০ ॥ গুরুকার্য্যমাত্রেণ ব্রহ্মদীক্ষা সমা-
চরেৎ ॥ ১৪১ ॥ শাক্তাঃ শৈবঃ বৈষ্ণবাঃ
সৌরা গাণপত্যশ্রুগা । বিভ্রা বিভ্রোত্তরাশৈব
সর্বেষ্যপ্যত্রাধিকারিণঃ ॥ ১৪২ ॥ অহং মৃত্যুভয়ো
দেবি দেবদেবো জগদগুরুঃ । পোচ্ছাচারী
নির্দিকতো মন্ত্রশাস্ত্র প্রসাদতঃ ॥ ১৪৩ ॥ তামু-
মেব ব্রহ্মমন্ত্রং মন্তঃ পূর্বমুপাসিতাঃ । ব্রহ্মা
ব্রহ্মর্ষিশ্রুতাপি দেবা দেবর্ষয়শ্চ যথা ॥ ১৪৪ ॥
দেবর্ষিভূতাননয়স্তেভ্যো ব্রাহ্মণ্যঃ শ্রিয়ে ।

করিবামাত্র তুময় হইয়া যায় । দেবি । যিনি
ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহার আর অস্ত
বহু সাধনে আবশ্যক কি ? শ্রিয়ে । এই
তোমার নিকট সংক্ষেপে ব্রহ্মদীক্ষা
কহিলাম । ১৩৬—১৪০ । যে সময়ে গুরুর
করণা হইবে, সেই সময়েই ব্রহ্মমন্ত্রে
দীক্ষা গ্রহণ করিবে । শাক্ত হউক
বা শৈব হউক, বৈষ্ণব হউক বা সৌর
হউক, অথবা গাণপত্য হউক,—যে কোন
মন্ত্র উপাসক হউক, ব্রাহ্মণ হউক বা তান্ত্রিক
কোন জাতীয় হউক, সকলেই এই ব্রহ্ম-
মন্ত্রে অধিকারী । দেবি । আমি এই মন্ত্রের
প্রসাদে মৃত্যুভয়, দেবদেব, জগদগুরু, পোচ্ছা-
চারী ও নির্দিক হইয়াছি । পূর্বে ব্রহ্মা
এবং ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, ইন্দ্র প্রভৃতি
দেবগণ ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, আমি
হইতে এই ব্রহ্মমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া উপাসনা
করিয়াছিলেন । হে শ্রিয়ে । নারদ প্রভৃতি

উপাসিতা ব্রহ্মভূতাঃ পরমাত্মপ্রসাদতঃ ॥
 ১৪৫ ॥ ব্রাহ্মো মনো মহেশানি বিচারো নাস্তি
 কুত্রচিৎ । দ্বীয়মঙ্গলং গুরুদ্যচ্ছিয়োভো
 হবিচারয়ন ॥ ১৪৬ ॥ পিতাপি দীক্ষয়েৎ
 পুত্রান্ ভাতা ভ্রাতৃন পতিঃ স্ত্রিয়ম্ । মাতুলো
 ভাগিনেয়াশ্চ নপুত্রান্ মাতামহোহপি চ ॥
 ১৪৭ ॥ স্বমঙ্গদানে যো দোষস্তথা পিত্রাদি-
 নীক্ষয় । সিদ্ধে ব্রহ্মমহামন্ত্রে তদোষো নৈব
 বিদ্যতে ॥ ১৪৮ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানি মুখ চক্ৰতঃ যেন
 কেন বিধানতঃ । ব্রহ্মভূতো নরঃ পুতঃ পুণ্য-
 পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৪৯ ॥ ব্রহ্মমলোপাসিতা

হইতে ব্যাসাদি মুনিগণ এবং তাঁহাদিগের
 নিকট হইতে জনকাদি রাজর্ষিগণ এই
 মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বার প্রসন্নতা
 প্রযুক্ত ব্রহ্মরূপ লাভ করিয়াছিলেন ।
 ১৪১—১৪৫ । হে মহেশ্বর । ব্রহ্মমন্ত্রে
 কোন বিষয়েই বিচার নাই । গুরু অবি-
 চারিত-চিত্তে শিষ্যকে নিজ মন্ত্র প্রদান
 করিতে পারেন । পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা
 ভ্রাতাকে, পতি স্ত্রীকে, মাতুল ভাগিনেয়কে
 এবং মাতামহ দৌহিত্রকে দীক্ষিত করিতে
 পারেন । নিজমন্ত্র প্রদানে যে দোষ কীৰ্ত্তিত
 হইয়া থাকে এবং পিত্রাদি-কৃত দীক্ষায় যে
 দোষ উল্লিখিত আছে, এই মহাসিদ্ধ ব্রহ্ম-
 মন্ত্রে সে সমুদায় দোষ ঘটিবে না । ব্রহ্ম-
 জ্ঞানী গুরুর মুখে, যে কোন বিধানে ব্রহ্ম-
 মন্ত্র শ্রবণ করিলে, মনুষ্য ব্রহ্মভূত ও পবিত্র
 হয়, সুতরাং সে আর পুণ্য-পাপে লিপ্ত হয়
 না । যে সকল ব্রাহ্মণ বা অন্তর্জাতী

যে গৃহস্থা ব্রাহ্মণাদয়ঃ । দ্বন্দ্ববর্ণোত্তমাস্তে তু
 পূজ্যা মায়া বিশেষতঃ ॥ ১৫০ ॥ ব্রাহ্মণা
 যতয়ঃ সাক্ষাদিতরে ব্রাহ্মণৈঃ সমাঃ । তস্মাৎ
 সর্বৈ পূজয়েৎ সাক্ষান ব্রহ্মদীক্ষিতম্ ॥ ১৫১ ॥
 যে চ তানবগম্যন্তে তে নরা ব্রহ্মযাতিমঃ ।
 পতন্তি বোরনরকে যাবতাস্কর-তারকম্ ॥
 ১৫২ ॥ যৎ পাপং স্ত্রীবধে প্রোক্তং যৎ পাপং
 ভ্রূণঘাতনে । তস্মাৎ কোটিগুণং পাপং
 ব্রহ্মোপাসকনিদনং ॥ ১৫৩ ॥ যৎ ব্রহ্মোপ-
 দেশেন বিমুক্তঃ সর্বপাতকৈঃ । গচ্ছন্তি
 ব্রহ্মসামুদ্রাৎ তথৈব তব সাধনাৎ ॥ ১৫৪ ॥
 ইতি তৃতীয়োহঙ্গমঃ ॥ ৩ ॥

ব্যক্তি ব্রহ্ম-মন্ত্রের উপাসনা করেন, তাঁহারা
 নিজ বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূজ্য ও বিশেষরূপে
 মান্য হন । ১৪৬—১৫০ । ব্রহ্মোপাসক
 ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎ যতি স্বরূপ এবং অপর-
 জাতীয় ব্যক্তির ব্রাহ্মণের সদৃশ । এইজন্য
 সকলেরই ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির
 পূজা করা কর্তব্য । যাহারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে
 অবমাননা করে, তাহারা ব্রহ্মযাতক এবং
 তাহারা, যে পর্য্যন্ত সূর্য ও তারা থাকিবে,
 সে পর্য্যন্ত ঘোর মরকে অবস্থান করিবে ।
 স্ত্রীহত্যা কিংবা ভ্রূণহত্যায় যে পাতক হয়,
 ব্রহ্মোপাসকের নিন্দাতে তাহা হইতে কোটি-
 গুণাধিক পাপ হয় । ব্রহ্মমন্ত্রে উপদিষ্ট হইলে
 লোক যেমন সর্বপাপ হইতে বিনির্মুক্ত
 হইয়া ব্রহ্ম-সামুদ্র লাভ করে, তেমনি
 সাধনদ্বারাও সেইরূপ হয় । ১৫১—১৫৪ ।
 তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ উল্লাসঃ ।

ব্রহ্মা সমাক্রান্তঃ পরমেশ্বরঃ ।
পারমহংসম্পন্নঃ শঙ্করঃ পরিপূর্ণত্বাৎ ॥
১ ॥ ত্রীদেব্যাচ্চ । কথিতং যৎ ত্বয়া নাথ
ব্রহ্মোপাসনমুত্তমম্ । সর্বলোকপ্রিয়করং
সাক্ষাদব্রহ্মপদপ্রদম্ ॥২॥ তেজোবুদ্ধিবৈশিষ্ট্য
দায়কং সুখদায়কম্ । তুম্যস্মি জগদীশ ন
তব বাক্যমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥ যত্নতঃ কৰুণা-
মিক্রো যথী ব্রহ্মনিবেশনং । গচ্ছন্তি ব্রহ্ম-
সামুজ্যং তথৈব মম সাধনং ॥ ৪ ॥ এতদ-
বেদিতুমিচ্ছামি মদীয়সাধনং পরম্ । ব্রহ্ম-
সামুজ্যজননং যৎ ত্বয়া কথিতং প্রভো ॥ ৫ ॥

চতুর্থ উল্লাসঃ ।

অনন্তর ভগবতী, পরমব্রহ্ম উপা-
সনা বিধিরূপে প্রদান করিয়া, পরমানন্দ-
হইয়া শঙ্করকে ভিজ্ঞাসা করিলেন,—নাথ ।
আপনি যে ব্রহ্মোপাসনার বিষয় বলিলেন,
ইহা সর্বলোকের প্রিয় ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদ-
দায়ক । এই ব্রহ্ম-সাধন হইতে তেজ,
বুদ্ধি, বল ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হয় এবং ইহা
সর্বস্থানের সাধন । জগদীশ্বর । আমি
তোমার বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা আদ্বুত ও
পরিপূর্ণ হইয়াছি । কৰুণামিক্রো । আপনি
বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মসাধন দ্বারা যেরূপ ব্রহ্ম-
সামুজ্য লাভ হয়, সেইরূপ আমার সাধন
দ্বারাও ব্রহ্মসামুজ্য লাভ করিতে পারে ।
প্রভো । যাহা আপনি বলিয়াছেন, যাহা দ্বারা

বিধানতঃ কীদৃশং তত্ত্ব সাধনং কেনং যথা ॥
মন্তঃ কো ব্যক্তি বিহিতো ধ্যানপূজাদিকক-
কিম্ ॥ ৬ ॥ সবিশেষং সারশেষমা মুলাবত্যা-
মহংস । মম প্রীতিকরং দেব লোকানাং
হিতকারকম্ । কো হ্যব্রহ্মমুতে শস্তো তব-
ব্যাক্তিভিষগ্-গুরুঃ ॥৭॥ ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা
দেবদেবো মহেশ্বরঃ । উবাচ পরমা প্রীত্যা
পার্বতী পার্বতীপতিঃ ॥ ৮ ॥ শ্রীমদাম্বি-
উবাচ । শৃণু দেবি মহাভাগে ত্বাভাষন-
কারকম্ । তব সাধনতো যেন ব্রহ্মসামুজ্য-
মবুতে ॥৯॥ তৎ পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ

ব্রহ্মসামুজ্য লাভ হয়, তাদৃশ মদীয় সাধন,
আমি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি । ১-৫ ।
মদীয় সাধনের বিধি এবং কিরূপে পথ অব-
লম্বন করিয়াই বা সাধন করিতে হইবে ?
তাহার মন্ত কি, ধ্যান পূজা প্রভৃতিই বা
কি ? দেবদেব । আপনি এই সমুদায়
বিশেষরূপে ও সম্পূর্ণরূপে আদ্যোপা-
দ্য বলুন । ইহাতে আমার প্রীতি ও লোকের
হিতানুষ্ঠান হইবে । শস্তো । আপনি ব্যক্তি-
রেক কোন ব্যক্তি সম্ভাররূপ ন্যাদি নিবারণ
করিতে সমর্থ হইবে ? আপনি সঠিক এবং
উপদেশী । পার্বতীপতি দেবদেব মহাদেব,
পার্বতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, যার-পর-
নাই প্রীতিপূর্বক কহিলেন,—হে মহা-
ভাগে । হে দেবি । মানবগণ তোমার সাধন
দ্বারা ব্রহ্মসামুজ্য লাভ করিতে পারে, এই-
জন্য আমি তোমার আরাধনার বিষয়
বলিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি সাক্ষাৎ

পরমাত্মনঃ । ত্বত্তা জ্ঞাতং জগতং সৰ্ব্বং
ত্বং জগজ্জননী শিবে ॥ ১০ ॥ মহাদাদ্যু-
পর্যন্তং যদেতং পচরাং ত্বৈবোৎপাদিতং
ভদ্রে তদধীনমিদং জগৎ ॥ ১১ ॥ ত্বাদ্যা
সৰ্ববিদ্যানামস্মাকমপি জ্ঞাতুঃ । ত্বং জানাসি
জগৎ সৰ্বং ন হ্যং জানাতি কশ্চন ॥
১২ ॥ ত্বং কালী জাগ্রী কুর্গা যোড়নী
ভুবনেশ্বরী । ধুমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী
ছিন্নমস্তকা ॥ ১৩ ॥ ত্বমম্পূর্ণা বাগদেবী ত্বং
দেবী কমলালয়া । সৰ্বশক্তিধরা ত্বং
সৰ্বদেবময়ী তনুঃ ॥ ১৪ ॥ ত্বমেব সূক্ষ্মা

পরমব্রহ্ম । পরম প্রকৃতি, অর্থাৎ শক্তি ।
এই সমুদায় জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন
হইয়াছে । শিবে । তুমি সমুদায় জগতের
জননী । ৬—১০ ॥ ভদ্রে । মহত্ত্ব অর্থাৎ
পরমাণু পর্যন্ত এং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সমুদায়
স্বাবর-জগৎ-স্বরূপ জগৎ তোমা কর্তৃকই
উৎপাদিত হইয়াছে । এই সমুদায় জগৎ
তোমাদেই অধীন । তুমি সুকলেব আদ্যা
অর্থাৎ আদিভূতা । সমুদায় বিদ্যা এবং
আমরা সকলে, তোমা হইতেই উৎপন্ন
হইয়াছি । সমুদায় জগতের সমুদায় শিব,
তুমি জানিতে পারিতেছ । তোমাকে কেহই
জানিতে পারে না । তুমি কালী, তুমি
জাগ্রী, তুমি কুর্গা, তুমি যোড়নী, তুমি
ভুবনেশ্বরী, তুমি ধুমাবতী, তুমি বগলা, তুমি
ভৈরবী, তুমি ছিন্নমস্তা, তুমি অম্পূর্ণা, তুমি
বাগদেবী, তুমি কমলালয়া কম্পী, তুমি
সৰ্বশক্তিধরা এবং তুমি সৰ্বদেবময়ী ।

সূক্ষ্মা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী । নিরাকারাপি
সাকারা বস্ত্রং বেদিভুমর্হতি ॥ ১৫ ॥ উপা-
সকানাং কার্যার্থং জ্ঞেয়মে জগতামপি ।
দানবানাং বিনাশায় ধ্বংস নানাবিধাস্তনুঃ ॥
১৬ ॥ চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা যতুভুজা ষ্ঠভুজা
তথা । ত্বমেব বিশ্বাক্ষার্থং নানাসস্ত্র-
ধারিণী ॥ ১৭ ॥ তত্তদ্রূপভেদেন মন্ত্রযজ্ঞ দি-
সাধনম্ কথিতং সৰ্বভক্ত্যে ভাবাস্ত কথিতা-
স্তঃ ॥ ১৮ ॥ পশুভঃ কলৌ নাস্তি দিব্য-
ভাবোহপি দুর্লভঃ । বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্য-
ক্ষাণি কলৌ যুগে ॥ ১৯ ॥ কুল এং বিনা
দেবি কলৌ নিকির্ন জায়তে । ৥ ২০ ॥ সৰ্ব-
প্রযত্নেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্ ॥ ২১ ॥ কুলা-

তুমি সূক্ষ্মা; তুমিই সূক্ষ্মা; তুমি ব্যক্ত-স্বরূপিণী,
তুমিই অব্যক্ত-স্বরূপিণী; তুমি নিরাকারা
হইয়াও সাকারা । তোমাকে কেহই জানিতে
পারে না । ১১—১৫ । তুমি উপাসকদিগের
কার্যের নিমিত্ত, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত
এবং দানাদিগের সংহারের নিমিত্ত সময়ে
সময়ে নানাবিধ দেহ ধারণ করিয়া থাক ।
তুমি বিশ্ব-বক্ষার্থ কখন চতুর্ভুজা, কখন
দ্বিভুজা, কখন যতুভুজা কখন বা ষ্ঠভুজা,
হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া
থাক । সমুদায় তন্ত্রে সেই নানা রূপেই
নানারূপ মন্ত্র, নানারূপ যজ্ঞাদি ও নানা
সাধন কথিত হইয়াছে । পশু, দিব্য এবং
বীর—এই তিন প্রকার ভাব কথিত আছে
কলিযুগে পশুভা নাই । দিব্যভাও দুর্লভ ।
কলিযুগে, বীর-সাধনই প্রত্যক্ষ ফলদায়ক ।

চ'রেন দেবেশি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজ্ঞাপ্যতে । ব্রহ্ম-
জ্ঞানযুক্তো মর্ক্যো জীবগুক্তো ন সংজ্ঞয়ঃ ॥
২১ ॥ জ্ঞানেন মেধ্যামধিলমমেধ্যং জ্ঞানতো
ভবেৎ । ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপাদে মেধ্যামেধ্যং ন
বিদ্যতে ॥ ২২ ॥ যো জ্ঞানান্তি পরং ব্রহ্ম
সর্বব্যাপি সনাতনম্ ।* কিমন্তমেধ্যং
তস্তাগ্রে সর্বং ব্রহ্মেতি জ্ঞানতঃ ॥ ২৩ ॥ অং
সর্বরূপিনী দেবী সর্বৈষাং জননী পরা ।
তুষ্টিয়াক্তুয়ি দেবেশি সর্বৈষাং তোষণং
ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ স্বষ্টেরাদৌ ত্বমেকাশীস্তমো-
রূপমগোচরম্ । ত্বক্তা জাতং জগৎ সর্বং

হে দেবী! কলিযুগে কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধি
হইতে পাবে না। অতএব সর্বপ্রযত্ন দ্বারা
কুল সাধন-করিবে। ১৬—২০। দেবী!
কুলাচার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। যে মহুযোব
ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনি জীবমুক্ত, তাহাতে
সন্দেহ নাই। শাস্ত্রোথিত জ্ঞান দ্বারা সমু-
দায় বস্ত পবিত্র বোধ হয় এবং শাস্ত্রোথিত
জ্ঞান দ্বারাই সমুদায় বস্তু অপবিত্র বোধ
হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ব্রহ্মজ্ঞান
লাভ হয়, তখন পবিত্র অপবিত্র কোন
বস্তুই থাকে না। যিনি জ্ঞানেন, সনাত-
ন পরব্রহ্ম সর্বব্যাপী, তাহাব কাছে
কোন বস্তু অপবিত্র আছে? কারণ, তিনি
সকল জগৎ ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞানেন। দেবেশি!
তুমি সর্বরূপিনী এবং সংসাররূপ চক্র
দ্বারা ক্রীড়া-কর্তা ও সকলের পরম জননী।
কুমি পরিতুষ্ট হইলে সকলেরই পরিতোষ
জন্ম। স্বষ্টির আদিতে একমাত্র তুমিই

পরব্রহ্মসিদ্ধম্ ॥ ২৫ ॥ মহত্ত্বাদি-ভূতাত্ত্ব-
ত্বয়া স্বষ্টমিদং জগৎ । নিমিত্তমাত্ম্যং তদুত্রাক্ষ
সর্বকারণকারণম্ ॥ ২৬ ॥ সদৃশং সর্বতো
ব্যাপি সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি । সনৈবকল্পপং
চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ববস্তবু ॥ ২৭ ॥ ন
করোতি ন চায়াতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি ।
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবজ্ঞানমগোচরম্ ॥ ২৮ ॥
তন্তোচ্ছ্রামাত্রমালম্ব্য অং মহাযোগিনী
পরা । কবোষি পাসি হংসাত্তে জগদেত-
চ্চুরাচরম্ ॥ ২৯ ॥ তব রূপং মহাকালো

তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতিরূপে বিদ্যমান ছিলে।
তোমার সেই রূপ,—বাক্য ও মনের
অগোচর। পরমব্রহ্মেব সিদ্ধম্ হেতু,
তোমা চইতে সর্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।
২১—২৫। মহত্ত্বং অবধি মহাত্ত্বত পৃথিবী
পর্যন্ত সর্বজগৎ তোমা হইতেই স্বষ্ট।
সর্বকারণের কারণ, সেই ব্রহ্ম নিমিত্তমাত্র।
তিনি সংস্বরূপ ও সর্বব্যাপী, সমুদয়
জগৎকে বেষ্টন করিয়া আবদ্ধ করিতেছেন,
সর্ববস্ততে সর্বদা একরূপ পরিণম-গ্রহিত,
চিন্মাত্র এবং নির্লিপ্ত। তিনি কোন কাণ্ড
করেন না; তিনি ভ্রমণ করেন না, গমন
করেন না। কোন বস্তুবিষয়ে তাহার
অবস্থিতি নাই। তিনি নিষ্ক্রিয়; তিনি সত্য-
স্বরূপ; তিনি আদি-অন্ত-গ্রহিত; তিনি
বাক্য এবং মনের অগোচর। তুমি পরা-
পরা মহাযোগিনী। তুমি তাঁহার ইচ্ছামাত্র
অবগমন করিয়া, এই গচরাচর জগৎ স্বষ্টি
করিতেছ, এই জগৎকে পালন করিতেছ

জগৎসংহারকারকঃ । মহাসংহারসময়ে
কালঃ সর্বত্র প্রসিধ্যতি ॥ ৩০ ॥ কলনাৎ
সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ । মহা-
কালস্ত কলনাৎ ত্রয়াদ্যা কালিকা পরা ॥ ৩১ ॥
কালসংগ্রহসনাৎ কালী সর্বৈষামাদিরূপিনী ।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়সে ॥
৩২ ॥ পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরা-
কৃতিঃ । বাচাতীতং মনোগম্যং ত্রয়ৈকৈবাব-
শিষ্যসে ॥ ৩৩ ॥ সাকারাপি নিরাকারা
মায়য়া বহুরূপিনী । ত্বং সর্বাদিরনাদিস্ত্বং

এবং সর্বশেষে সর্বজগৎকে সংহার করি-
তেছ । জগৎসংহারকারক মহাকাল,—
ইহা তোমার একটী রূপ । এই মহাকাল,
মহাসংহার সময়ে সমুদায় গ্রাস করিবেন ।
২৬—৩০ । সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ
গ্রাস করেন বলিয়া, তিনি মহাকাল নামে
প্রকীর্তিত হইয়াছেন । তুমি মহাকালকে
কলন অর্থাৎ গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তোমার
নাম আদ্যা পরমা 'কালিকা' । তুমি কালকে
গ্রাস কর, এই নিমিত্ত তুমি 'কালী' । তুমি
সকলের আদি । তুমি সকলের কালস্বরূপ ।
এবং আদিভূতা, এই নিমিত্ত তোমাকে
লোকে আদ্যাকালী বলিয়া কীর্তন করে ।
তুমি সর্বসংহার সময়ে—প্রলয়কালে বাক্যের
অতীত, মনের অগম্য, তমোময়, আকৃতি-
বিহীন স্বরূপ অবলম্বন পূর্বক একমাত্র
অবশিষ্ট থাক । তুমি সাকারা হইয়াও
নিরাকারা । তুমি মায়্য দ্বারা বহুরূপ ধারণ
কর; তুমি সকলের আদি, অনাদি, কলী,

কলী হলী চ পালিকা ॥ ৩৪ ॥ অতন্তে
কথিতং ত্রয়ে ব্রহ্মমন্ডলং দীক্ষিতঃ ।
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তৎ ফলং তৎ
সাধনাং ॥ ৩৫ ॥ নানাচারেণ ভাবেন দেশ-
কালাদিকারিণাম্ । বিশেষদ্বয়ং কথিতং দেবি
কুন্তেচিদন্তপ্তসাধনম্ ॥ ৩৬ ॥ যো যত্রাধিকৃত্য
মর্ত্যান্তে তত্র ফলভাগিনঃ । ভবিষ্যন্তি ত্রি-
যান্তি মানুষা গত্যকিম্বিধাঃ ॥ ৩৭ ॥ বহু-
জ্ঞমার্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ কুলাচরে মতির্ভবেৎ ।
কুলাচারেণ পুত্ৰায়া সাক্ষাচ্ছিবময়ো ভবেৎ ॥
৩৮ ॥ যত্রাস্তি ভোগবাহল্যং তত্র যোগস্ত
কা কথা । যোগেহপি ভোগবিরহঃ কোল-

হলী এবং পালিকা । ত্রয়ে । অর্থাৎ এই
হেতু তোমার নিকট বলিগ্রাহি যে, ব্রহ্মমন্ডলে
দীক্ষিত ব্যক্তি, যে ফল লাভ করে, তোমার
সাধন দ্বারাও তাহার সেই ফল লাভ হইতে
পারে । ৩১—৩৫ । দেবি । দেশ, কাল
ও অধিকারভেদে, নানা আচার ও ভাব
প্রকাশ করিয়াছি । কোন কোন তন্ত্রে
শুশ্রূষাধনও আমাকর্তৃক কথিত হইয়াছে ।
ইহার মধ্যে যে সকল মনুষ্য যেরূপ সাধনে
অধিকারী, তাহারাই তদনুরূপ অনুষ্ঠান
করিলে, ফলভাগী হইবে এবং পাপ-রহিত
হইয়া ভব-সাগর পার হইবে । বহু জ্ঞা-
র্জিত পুণ্য দ্বারা জীবের কুলাচরে মতি
হয় । কুলাচার দ্বারা যাহার আত্মা পবিত্র
হইয়াছে, তিনি সাক্ষাৎ নিবময় হন । যে
স্থলে ভোগ-বাহল্য আছে, সে স্থলে যোগের
সম্ভাবনা কি আছে? যেস্থলে যোগের

সুভয়মস্ম তে ॥ ৩৯ ॥ একশেষে কুলতত্ত্বঃ
পূজিতো যেন সুভতে । সর্বৈ দেবাস্তে
দেবাস্তে পূজিতা জ্ঞানী সৎপথঃ ॥ ৪০ ॥
পৃথিবীং হেমসম্পূর্ণাং সত্যং ফলমাপ্নয়াৎ ।
তস্যাং কোটিভুগং পুণ্যং লভতে কোলিকা-
র্চনাং ॥ ৪১ ॥ খপচেহপি কুলজ্ঞানী
ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে । কুলাচারবিহীনস্ত
ব্রাহ্মণঃ খপচাধমঃ ॥ ৪২ ॥ কোলধর্ম্যং
পরো ধর্ম্যো নাস্তি জ্ঞানে তু মাগকে ।
যত্নানুষ্ঠানমাত্রেণ ব্রাহ্মজ্ঞানী নরো ভবেৎ ॥
৪৩ ॥ সত্যং ব্রহ্মীমি তে দৌবি ছদি

কৃত্যবদারয় । সর্বধর্ম্যোজমাং কোলাং পরো
ধর্ম্যো ন বিদ্যতে ॥ ৪৪ ॥ অগ্নয় পরমো
মার্গো শুভোহস্তি পশুসম্বন্ধে । নক্ষীভবি-
য়াত্যাচিরাং সংব্রজে প্রবলে কলৌ ॥ ৪৫ ॥
কলিকালে প্রব্রজে তু সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ।
ন শ্রাম্যস্তি বিনা কোলান্ পশাবো মানবা ভুবি
৪৬ ॥ যদাতু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী
তথা । ন শ্রাম্যস্তি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ
কলিঃ ॥ ৪৭ ॥ যদা তু পুণ্যপাপানাং পরীক্ষা
বেদসম্ভবা । ন শ্রাম্যস্তি শিবে শাস্ত্রে তদৈব
প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৮ ॥ কচিস্থিমা কচিস্থিমা

অনুষ্ঠান আছে, সেখানে ভোগেরও সম্ভাবনা
সৃষ্টিগোচর হয় না । কুলাচারে প্রবৃত্ত জীব,
ভোগ ও শ্রেণী—এই উভয় ভোগ করি-
বেন । সুভতে । যে ব্যক্তি কর্তৃক কুলতত্ত্ব-
জ্ঞানী একজন সাধক পূজিত হন, তাঁহা
কর্তৃক সর্বদেব এবং সর্বদেবী পূজিত হন,
তাঁহাতে সংশয় নাই । ৩৬—৪০ । সুবর্ণ-
পরিপূর্ণ পৃথিবী দান করিলে যে ফল লাভ
করিতে পারা যায়, কুলাচার-নিবৃত্ত এক
ব্যক্তির পূজা করিলে তাহার কোটিভুগ পুণ্য
লাভ হয় । যদি চণ্ডালও কুলতত্ত্বজ্ঞানী
হন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ।
কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি কুলাচার-হীন হন, তাহা
হইলে তিনি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হন ।
আমাকে জানিতে হইলে, কুলধর্ম্য অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠতর অন্য কোন ধর্ম্য নাই । এই যে
কুলধর্ম্য—ইহার অনুষ্ঠান মাত্রে মানবগণ
ব্রাহ্মজ্ঞানী হন । দেবি । আমি তোমাকে

সত্য কথা বলিতেছি, তুমি সত্য মর্মে
অবধারণ কর । কুলধর্ম্য—সর্বধর্ম্য অপেক্ষা
উত্তম ; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্য
নাই । এই পরম পথ, পশুসমূহে ও প্রাণী
আছে । যখন প্রবল কলি প্রবৃত্ত হইবে, তখন
অচিরে এই পথ প্রকাশ হইয়া উঠিবে ।
৪১—৪৫ । আমি সত্য সত্য বলিতেছি,
যখন কলিকাল প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্তি হইবে,
তখন কোলাচারী মনুষ্য ভিন্ন পশুচারী
মনুষ্য পৃথিবীতে থাকিবে না । বরারোহে ।
যখন দেখিবে যে, বৈদিকী দীক্ষা ও পৌরা-
ণিকী দীক্ষা পৃথিবীতে থাকিবে না, তখন
বুঝিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে । শাস্ত্রে ।
শিবে । যৎকালে পাপ-পুণ্যের বেদোক্ত
পরীক্ষা থাকিবে না, তখনই বিবেচনা করিবে
যে, কলি প্রবল হইয়াছে । কুলেশ্বর ।
যৎকালে সুর-ভরদ্বিজী কেবল শিবে,
কোণীও ভিন্ন হইবেন, তখনই বুঝিবে যে,

যদা সুবতরঙ্গিণী । ভবিষ্যতি কুলেশানি
তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৯ ॥ যদা তু
শ্লেচ্ছজাতীয়া বাজানো ধনলোলুপাঃ । ভবি-
ষ্যতি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫০ ॥
যদা প্তিরোহতি দুর্দান্তঃ কৰ্কশাঃ কলহে
বতাঃ । গর্হিষ্যতি চ ভক্তীরং তদৈব প্রবলঃ
কলিঃ ॥ ৫১ ॥ যদা তু মনবা ভূমো
ক্রাজিতাঃ কামকিন্ধবাঃ । দ্ৰুহতি গুরুমিত্র-
দীংস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫২ ॥ যদা ক্ষৌণী
স্বপ্নফলা ভোয়দাঃ স্তোকবধিগাঃ । অসম্যক-
ফলিনো বৃক্ষাস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৩ ॥
ভাতরঃ স্বপ্ননামাত্য । যদা ধনকণেহয়া ।
মিথঃ সংগ্রহিষ্যতি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥
৫৪ ॥ প্রকৃটে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দা-দণ্ড-

কলি প্রবল হইয়াছে । মহাপ্রাজ্ঞে ।
যৎকালে শ্লেচ্ছজাতীয়েরা বাজা হইবে এবং
তাহারা ধনলোলুপ হইবে, তখনই বুঝিবে
যে কলি প্রবল হইয়াছে । ৪৬—৫০ ।
যৎকালে জীগণ অতি দুর্দান্ত, কৰ্কশভাষিণী
ও কলহ-নিরতা হইয়া স্বামীর নিন্দা করিবে,
তখনই বুঝিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে ।
যৎকালে পৃথিবীতে মনুষ্যগণ,—কামকিন্ধর
ও স্ত্রীর বশীভূত হইয়া গুরু, মিত্র প্রভৃতির
অবমাননা করিবে, তখনই বুঝিবে যে, কলি
প্রবল হইয়াছে । যখন পৃথিবী স্বপ্নফলা
মেঘনমুহু, স্বপ্নবর্ষী ও বৃক্ষসমূহ স্বপ্নফল
হইবে, তখনই বুঝিবে যে, কলি প্রবল
হইয়াছে । যৎকালে ভাতরগণ, স্বপ্ননগণ ও
অমাত্যগণ বিস্তারিত-আকাজ্ঞা দ্বারা পর-

বিবর্জিত । গুঢ়পানং চরিষ্যতি তদৈব
প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৫ ॥ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-
যথা মদ্যাদিসেবনম্ । কল্যাবপি তথা কুর্ঘ্যাৎ
কুলধর্ম্মানুসারকঃ ॥ ৫৬ ॥ যে • কুর্ষতি
কুলাচারং সত্যপুত্র জিতেন্দ্রিয়াঃ । ব্যক্তা-
চাৰা দয়শীলা ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥
৫৭ ॥ গুরুশ্রাবণে যুগ্মা ভক্তা মাতৃপদা-
নুজে । অনুবক্তা° অপদেয় ন হি তান্
বাধতে কলিঃ ॥ ৫৮ ॥ সত্যবতাঃ সত্যনিষ্ঠাঃ
সত্যধর্ম্মপরাধনাঃ । কুলমাধনমন্ত্যা যে ন

স্বাধা বিবাদ করিয়া গ্রহণ করিবে, তখনই
বুঝিবে যে, কলি প্রবল হইয়াছে । যৎকালে
প্রকাশ্য স্থানে মদ্য-মাংস খাইলে নিন্দা ও
দণ্ড বর্জিত হইবে, এবং সকলে গুঢ়রূপে
সুরাপান করিবে, তখনই বুঝিবে যে, কলি
প্রবল হইয়াছে । ৫১—৫৫ । সত্য, ত্রেতা
ও দ্বাপর যুগে প্রকাশ্যে যে প্রকাব মদ্যাদি
সেবন করা হইত, সেইরূপে কলিযুগেও
কুল-ধর্ম্মানুসারে সেবন করিতে পারিবে ।
যাহারা সত্য দ্বারা পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয়
হইয়া কুলাচারের অনুষ্ঠান করিবেন, যাহা-
দের আচার সর্বত্র ব্যক্ত হইবে, যাহারা
দয়ালী হইবেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া
দিতে পারিবে না । যাহারা গুরু-শ্রাব্য
নিযুক্ত থাকিবেন, যাহারা মাতার চরণ-কমলে
ভক্তি করিবেন, যাহারা অপত্নীতেই অনু-
রক্ত থাকিবেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া
দিতে পারিবে না । যাহারা সত্যবত
সত্যনিষ্ঠ ও সত্যধর্ম্ম-পরাধন হইয়া, কুল-

• হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৫৯ ॥ কুলমার্গেণ
তত্ত্বানি শোণিতানি চ যোগিনে । যে দ্ব্যুঃ
সত্যবচসে নহি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬০ ॥
হিংসা-মাৎসর্য্য-বিহিতা দন্তদ্বৈষম্যবিজ্ঞতাঃ ।
কুলধর্ম্মেণ নির্জা যে নহি তান্ বাধতে
কলিঃ ॥ ৬১ ॥ কৌলিকৈঃ সহ সৎসর্গং
বসতিং কুলমাধু । কুর্কস্তি কৌলসেবাং
যে ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬২ ॥ নানা-
বেশধরো কৌলাঃ কুলাচারেণ নিঃশলাঃ ।
সেবন্তে ত্রাং কুলাচারৈর্নহি তান্ বাধতে
কলিঃ ॥ ৬৩ ॥ জ্ঞানং দানং তপস্ত্যাগি ব্রতং

সাধনকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন,
কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না ।
যাঁহারা কুলধর্ম্মের পদ্ধতি অহুঁমাবে গোপিত
মন্ত্র, মাংস, মদ্য প্রভৃতি, সত্যবাদী
যোগীকে প্রদান করিবেন, কলি তাঁহাদিগকে
পীড়া দিতে পারিবে না । ৫৯—৬০ ।
যাঁহারা হিংসা ও মাৎসর্য্য-বিহীন ; যাঁহারা
দন্ত ও দ্বৈষম্য এবং যাঁহারা কুলধর্ম্মনিষ্ঠ,
কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না ।
যাঁহারা কৌলিকদিগের সহিত সৎসর্গ করেন,
কুলমাধুদিগের নিকট বসতি করেন, কুল-
মধুদিগের সেবা করেন, কলি তাঁহাদিগকে
পীড়া দিতে পারিবে না । যে মকল কুলধর্ম্ম-
বলম্বী, কুলাচার হইতে বিচলিত না হইয়া
বিবিধ বেশ ধারণপূর্ব্বক কুলাচারক্রমে
ভোমার পূজা করেন, কলি তাঁহাদিগকে
পীড়া দিতে পারিবে না । যাঁহারা কুলাচার
অনুসারে, জ্ঞান, দান, তপস্যা, তীর্থদর্শন,

তর্পণম্বেব চ । যে কুর্কস্তি কুলাচারৈর্নহি
তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ৬৪ ॥ জীবসেকাদি-
সংস্কারো পিতৃশ্রাদ্ধাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । যে
কুর্কস্তি কুলাচারৈর্নহি তান্ বাধতে কলিঃ ॥
৬৫ ॥ কুলতত্ত্বং কুলজ্ঞানং কুলযোগিনেব চ ।
নমস্কুর্কস্তি যে ভক্ত্যা নহি তান্ বাধতে
কলিঃ ॥ ৬৬ ॥ কৌটিল্যানুতর্কীনাং
অচ্ছানাং কুলমার্গিনাম্ । পরোপকাযভিত্তি-
সাবুনাং ক্রিয়বঃ কলিঃ ॥ ৬৭ ॥ কলসেদ্য-
সমুদ্রস্তা মহানিবো গুণং লিখে । সত্য-
প্রতিজ্ঞকৌলানাং শ্রেয়ঃ সঙ্গজমাত্ততঃ ॥ ৬৮ ॥
অপরে হু যুগে দেবি পুণ্যং পাপক মানসম্ ।

ব্রত ও তর্পণ করেন, কলি তাঁহাদিগকে
পীড়া দিতে পারিবে না । যাঁহারা কুলাচার
অনুসারে গভাধান প্রভৃতি সাধনের সংস্কার
হইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ করেন,
কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না ।
যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক কুলতত্ত্ব ও কুলজ্ঞানের
আর্চনা করেন এবং কুলযোগীকে নমস্কার
করেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে
না । ৬১—৬৩ । কুটিলতা ও মিথ্যাচার-
বিহীন, নিশ্চলচিত্তকর, কুলমার্গানুসারী,
পরোপকায-ব্রত দাঙ্গি ও নহি কলি মা-
দিগের দাম-ব্রত হইয়া থাকে । যে যি যে
বিবিধ দোষ-সমুদ্রের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া
গুণ আছে যথা—মাংসভোজন কৌলিক
গণের মঙ্গলমার্গেই শোভনোক্ত হয় । যে
দোষী । অর্থাৎ মানবগণের পাপ পুণ্য
মানসিক ভিল, অর্থাৎ মঙ্গল হানি, হইতে,

নৃণামাসীৎ কলৌ . পুণ্যং কেবলং নতু
 দুষ্কৃতম্ ॥ ৫৯ ॥ কুলাচারৈর্বিহীনা যে সত্যত-
 সত্যভাষিণঃ । পরজ্ঞোহপরা যে চ তে নরাঃ
 কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৬০ ॥ কুলবর্জ্যস্তত্ত্বা যে
 পরযোষিৎসু কাযুকাঃ । ষেষ্ঠারঃ কুল-
 নিষ্ঠানাং তে জ্ঞেয়াঃ কলিকিঙ্করাঃ ॥ ৬১ ॥
 স্গাচারপ্রমত্তেন কলেঃ প্রাবল্যলক্ষণম্ ।
 মৎক্ষপাৎ কথিতং ভদ্রে প্রীতয়ে তব
 পার্শ্বতি ॥ ৬২ ॥ একটোহন কলৌ দেবি সর্ক-
 ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ । দ্ব্যস্ত্যত্যেকং সত্যমাত্রং
 তস্যাৎ সত্যময়ো ভবেৎ ॥ ৬৩ ॥ সত্যধর্ম্মং সম-
 শ্রিত্য যৎ কৰ্ম্ম কুপ্যতে নরঃ । তদেব সফলং
 কৰ্ম্ম সত্যং জানীহি সূত্রতে ॥ ৬৪ ॥ নহি

কলিয়ুগে কেবল মানসিক পুণ্য হইবে,—
 পাপ হইবে না । যাহারা সত্যত মিথ্যা-বাক্য
 করে, যাহারা পরেব অনিষ্টাচরণে তৎপর,
 যাহারা কুলাচার-বিহীন, সেই সকল মনুষ্য
 কলির কিকর । যাহারা কুলগার্গে অভক্তি
 করে, যাহারা পরজ্ঞী-কাযুক এবং যাহারা
 কুলাচার-নিরত ব্যক্তিদিগের দ্বেষ করে,
 তাহাদিগকে কলিব দাস বলিয়া জানিতে
 হইবে । ৬৭—৭১ । হে পার্শ্বতি । হে
 ভাদে ! স্গাচার-প্রমত্তে ভোগাব প্রীতির
 নিমিত্ত সৎক্ষেপে কলিব প্রবলতার লক্ষণ
 কথিত হইল । হে দেবি । এই কলি প্রবল
 হইলে সমুদায় ধর্ম্মই দুর্ব্বল হইবে, কিন্তু
 একমাত্র সত্যই থাকিবে । অতএব সত্যময়
 হওয়া সকলেবই কর্তব্য । হে সূত্রতে !
 মানব, সত্যধর্ম্ম আভ্যাস কবিয়া যে কৰ্ম্ম

সত্যং পদো ধর্ম্মো ন পাপমমৃত্যুং পবম্ ।
 তস্যাধী সর্কাসানা মর্ত্যঃ সত্যমেবকং সমাপ্রয়েৎ ॥
 ৭৫ ॥ সত্যহীনো বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা
 জপঃ । সত্যহীনং তপো ব্যর্থম্ যদেব বপনং
 যথা ॥ ৭৬ ॥ সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি
 পরমং তপঃ । সত্যমূল্যঃ ক্রিয়াঃ সর্কাসঃ সত্যং
 পরতরো নহি ॥ ৭৭ ॥ অতএব সয়া প্রোক্তং
 দুষ্কৃতে প্রবলে কলৌ । কুলাচরোহপি
 সত্যেন কৰ্ত্তব্যো । ব্যক্তভাবতঃ ॥ ৭৮ ॥
 গোপনাকীরতে সত্যং ন শুশ্রীষনুতং বিনা ।
 তস্যাৎ প্রকাশতঃ কুর্য্যাৎ কৌলিকঃ কুলসাধ-
 নম্ ॥ ৭৯ ॥ কুলধর্ম্মস্তা শুশ্রীষ্য নানুতং

করিবে, সেই কৰ্ম্মই সফল হইবে, ইহা
 সত্য বলিয়া জানিবে । সত্য-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
 ধর্ম্ম আর কিছুই নাই ; মিথ্যা হইতে
 পাপ-কার্য্য আর কিছুই নাই । অতএব
 মানবের কর্তব্য এই যে, সর্কাসব্ধায় একমাত্র
 সত্য অবলম্বন করা । দ্বার-ভূমিতে বীজ-
 বপন যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ সত্যহীন পূজা
 বৃথা, সত্যহীন জপ বৃথা, সত্যহীন তপস্যাও
 বৃথা । ৭২—৭৬ । সত্যরূপই পরমব্রহ্ম,
 সত্যই পরম তপস্যা স্বরূপ, সকল ক্রিয়াই
 সত্যমূলক ; সত্য হইতে শ্রেষ্ঠতব আর
 কিছুই নাই । অতএব আমরা কর্তব্য উক্ত
 হইল যে, পাপময় কলি প্রবল হইলে সত্য
 অবলম্বনপূর্ব্বক প্রকাশভাবে, কুলাচারেব
 অনুষ্ঠান করিবে । গোপন করিলে সত্যের
 হানি হয় । মিথ্যা-বাক্য ব্যতীত গোপন
 সম্ভব হয় না, অতএব কৌলিক-ব্যক্তি

শ্রীজ্ঞেপ্তিতম্ । যত্নঃ কুলতঃ স ন শস্তং
প্রবলে কলৌ ॥ ৮০ ॥ কুতে ধর্মশ্রুতাদ-
স্তে অয্যং পাদহীনকঃ । দ্বিপাদো দ্বাপবে
দেবি পাদমাত্রং কলৌ যুগ্ম ॥ ৮১ ॥ তত্রাপি
সত্যং বলবৎ তপঃ ধর্মঃ দয়াপি চ । সত্য-
পাদে কুতে লোপে ধর্মলোপঃ প্রজায়তে ।
তস্যাং, সত্যং, সমাজিত্য সর্গকর্ম্মাণি
সাধয়েৎ ॥ ৮২ ॥ কুলাচারং বিনা যত্র
নাষ্টপত্রঃ কুলেশ্বরী । তত্রানুতপ্রবেশশ্চেৎ
কুতো নিঃশ্রয়সং ভবেৎ ॥ ৮৩ ॥ সর্গথা
সর্গপুত্ৰা মনুখেরিতবর্জনা । সর্গং কস্য
নবঃ কুর্য্যাৎ স্ববর্ণপ্রমোদিতম্ ॥ ৮৪ ॥

প্রকাশ্যভাবে কুলসাধন করিবে । আমি
পূর্বে কুলশ্রেণে বলিয়াছি যে, কুলধর্ম্মের
রক্ষার নিমিত্ত মিথ্যা-বাক্য নিষিদ্ধ নহে;
কিন্তু কলির প্রবলতা হইলে, এই উপদেশ
প্রশস্ত নহে । সত্যযুগে চতুষ্পাদ অর্থাৎ
পরিপূর্ণ ধর্ম্ম ছিল । ত্রেতাযুগে তাহার এক
পদ হীন হইয়া ত্রিপাদ হয় । দ্বাপব যুগে
ধর্ম্ম দ্বিপাদমাত্র । কলিযুগে সেই ধর্ম্মের
এক পাদমাত্র অবশিষ্ট আছে । ৭৭—৮১ ।
সেই একপাদ ধর্ম্মেরও তপস্যা ও দয়া
রূপ দুই অংশ ভগ্ন হইয়াছে,—একমাত্র
সত্যংশই বলবৎ আছে । এক্ষণে সেই
সত্যরূপ পাদ ভগ্ন করিলে, ধর্ম্ম লোপ হইয়া
যাইবে । হে কুলেশ্বরী ! সেই কারণে সত্যকে
সম্যকরূপে অবলম্বন করিয়াই সমুদায়
কর্ম্ম সাধন করিবে । যে কলিকালে কুলাচার
ব্যতিরেকে উপায়াস্তর নাই, সেই কলিকালে

দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুণ্ডরীকতর্পণম্ ।
অতোষাহৌ পুংসবনং গীমন্তোদয়নং তথা ॥
৮৫ ॥ জাতকর্ম্ম তথা নাম-চুড়াকরণমেব
চ । সূতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্যাদাগম-
সম্মতম্ ॥ ৮৬ ॥ তীর্থজ্ঞং রয়োৎসর্গং
শারদোৎসবমেব চ । যাত্রাং গৃহপ্রবেশক
নববস্ত্রাদিধারণম্ ॥ ৮৭ ॥ বাপীকপত্ভাগা-
নাং সংস্কারং তিথিকর্ম্ম চ । গৃহারম্ভ-
প্রতিষ্ঠাক দেবানাং স্থাপনং তথা ॥ ৮৮ ॥
দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পর্ষকৃত্যং তৈষব চ ।
ঋতুস-বর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকম্ যৎ ॥
৮৯ ॥ কর্তব্যং যদকর্তব্যং ত্যাক্ত্যং প্রায়শ্চ-
যত্তবেৎ । যতোক্তেন বিধানেন তৎ সর্গং

যদি মিথ্যা আচার প্রবেশ করে, তাহা হইলে
কখনই মুক্তিলাভ হয় না । অতএব
সর্গতোভাবে সত্য দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া,
সংকথিত পথানুসারে মানবগণ স্ব স্ব বর্ণ
এবং আশ্রমেব উপযোগী দীক্ষা, পূজা, জপ,
হোম, পুণ্ডরীক, তর্পণ প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম
আচরণ করিবে । বিশেষতঃ এইরূপে তাত,
উষাহ, পুংসবন, গীমন্তোদয়ন, জাতকর্ম্ম,
নামকরণ, চুড়াকরণ, অস্তোষ্টিক্রিয়া, পিতৃ-
শ্রাদ্ধ আগম সংগত করিবে । তীর্থজ্ঞ,
রয়োৎসর্গ, শারদোৎসব, যাত্রা, গৃহ-প্রবেশ,
নবন বস্ত্রাদি রাশি পরিধান, বাপী কপ
তভাগ প্রভৃতি ধন ও সংস্কার, তিথিকৃত্য-
কর্ম্ম, গৃহারম্ভ, গৃহপ্রতিষ্ঠা, দেবতা-স্থাপন,
দিবাকৃত্য, রাত্রিকৃত্য, পর্ষকৃত্য, মাসকৃত্য,
ঋতুকৃত্য, বর্ষকৃত্য, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম,

সাধয়েন্নরঃ ॥ ৯০ ॥ ন কুর্যাদৃযদি মোহেন
 দুর্গত্যপ্রকৃতিপি বা । বিনষ্টঃ সর্বকর্মেভ্যো
 বিষ্ঠায়াং স ভবেৎ কৃমিঃ ॥ ৯১ ॥ যদি
 মন্যতমুৎসৃজ্য মহেশি প্রবলে কনৌ
 যনা যৎ ক্রিয়তে কর্ম বিপরীতায় তত্বেৎ ॥
 ৯২ ॥ মন্যতামন্যতা দীক্ষা সাধকপ্রাণ-
 ষাতিনী । পূজাপি বিফলা দেবি ছত্ৰং
 ভস্মার্চনং যথা ॥ ৯৩ ॥ দেবতা কুপিতা
 তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৯৪ ॥ কলিকালে
 প্রবৃক্ষে তু জ্ঞাতা মচ্ছাস্ত্রমগ্নিকে । যোহন্ত্ৰ-

কর্তব্য-কর্ম, অকর্তব্য-কর্ম, ত্যাজ্য-কর্ম,
 গ্রাহ্য-কর্ম—এই সমুদায় মহুজ্ঞ বিধানানু-
 সারে সাধন করিবে। ৮২—৯০। যদি
 কোন ব্যক্তি মোহে বশতঃ, দুর্বুদ্ধি বশতঃ
 অথবা অপ্রজ্ঞা বশতঃ উক্ত কার্য সমুদায়
 মহুজ্ঞ বিধানানুসারে সাধন না করে, তাহা
 হইলে সে ব্যক্তি সর্ব-কর্ম-বহিস্কৃত হইয়া
 পরিশেষে বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া জগদ্রহণ
 করিবে। হে মহেশ্বর! কলিযুগ প্রবল
 হইলে যদি কেহ আমার মত পরিত্যাগ
 করিয়া কর্ম করে, তাহা হইলে ঐ কর্ম
 বিপরীত-ফলজনক হইবে। হে দেবি!
 আমার মতের অসম্মত দীক্ষা, সাধকের
 প্রাণষাতিনী হইবে এবং ভস্মে আচ্ছতি-
 প্রদানের জ্ঞায় তাহার পূজাও নিষ্ফল হইবে।
 বিশেষতঃ তাহার প্রতি দেবতা কুপিতা হই-
 বেন এবং তাহার পদে পদে বিঘ্ন হইবে।
 হে অগ্নিকে! কলিকাল প্রবল হইলে যে
 ব্যক্তি মৎকথিত শাস্ত্র অবগত থাকিয়াও,

মার্গেঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥
 ৯৫ ॥ ত্রতোদ্বাহৌ প্রকুর্বাণৌ যে হন্ত্য
 মার্গেণ মানবঃ । স যাতি নরকং যোয়ং
 ধাবচ্চাদিবা কুরৌ ॥ ৯৬ ॥ ত্রতে ত্রয়াং
 প্রোক্তঃ ত্রাতো । মাণবকো ভবেৎ । কেবলং
 সূত্রবাহোহসৌ চাশ্বিনাদধমোহপি সঃ ॥ ৯৭ ॥
 উদ্বাহিতাপি বা নারী জ্ঞানীয়াং সা তু
 গাহিতা । উদ্বোঢ়াপি ভবেৎ পাপী সংসর্গাৎ
 কুলনাগ্নিকে । বেষ্টাগমমজ্ঞং প্রাপ্য তস্য
 পুংসো দিনে দিনে ॥ ৯৮ ॥ তদ্বস্তাদম-
 তোয়াদি নৈব গুরুস্তি দেবতাঃ পিতরো-
 হপি ন চান্ধস্তি যতস্তমালপুষ্যবৎ ॥ ৯৯ ॥

অন্য পথ অনুসারে কর্ম করিবে, সে মহা-
 পাতকী হইবে। ৯১—৯৫। ঐ ব্যক্তি অন্য
 পথ অবলম্বন করিয়া হত বা বিবাহ করিবে,
 যতকাল চন্দ্র-সূর্য থাকিবে, সেই ব্যক্তি
 ততকাল নরকবাসী হইবে। অন্য মতে
 উপনয়ন হইলে ত্রক্ষত্যা পাতক হইবে;
 যাহার উপনয়ন হইবে, সে ত্রাতা হইবে;
 সে ব্যক্তি কেবল সূত্রবাহী এবং সে
 চাণ্ডাল অপেক্ষাও অধম হইবে। হে
 কুলনাগ্নিকে! তন্ত্র পদ্ধতি অনুসারে যে
 নারী বিবাহিতা হইবে, সে নিন্দিতা এবং ঐ
 বিবাহকারী পুরুষও তাহার সংসর্গে পাপী
 হইবে, ইহা জানা উচিত। তাদৃশ বিবাহিতা
 স্ত্রী গমনে, পুরুষের দিনে দিনে বেষ্টাগমন-
 জনিত পাপ হইবে। দেবতারা সেই নারীর
 হস্ত হইতে অন্ন-জলাদি গ্রহণ করিবেন না,
 পিতৃলোকও তাহা শুষ্কণ বা পান করিবেন

ভয়োরপত্য কানীনঃ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিকৃতঃ ।
দৈবে পৈত্রে কুলাচারে নাদিকারোহুতঃ
জায়তে ॥ ১০০ ॥ অশান্তিবন মার্গেণ
দেবতাস্থাপনং চরেৎ । ন সান্নিধ্যং ভবেৎ
তত্র দেবতাস্থাঃ কথংকন । ইহামুত্র ফলং
নাস্তি কাশ্যকেশো ধনদায়কঃ ॥ ১০১ ॥ আগ-
মোক্তবিধিং হিত্বা যঃ শ্রীকৃত্য কুরুতে নরঃ ।
শ্রীকৃত্য তদ্বিকলং মোহপি পিতৃভির্নরকং
ব্রজেৎ ॥ ১০২ ॥ তন্তোয়ং শোণিতসমং
পিণ্ডো মলময়ো ভবেৎ । তস্মান্মর্ত্যঃ প্রয-
জ্বেন শাক্ষরং মতমাত্রয়েৎ ॥ ১০৩ ॥ বহুনা

না ; কারণ, তাহা মল-পুষ্ণের তুল্য ।
সেই শ্রী-পুষ্ণের যে সন্তান হইবে, সে
কানীন এবং সৰ্ব্ব-ধৰ্ম্ম-বহিকৃত ১০১—১০০
মুতরাং অশান্তি শাস্ত্র অর্থাৎ তন্ত্র ত্রিগ শাস্ত্র
দ্বারা তাহার দৈবকর্ম, পিতৃকর্ম ও কুলাচার
কর্ম অধিকার থাকিবে না । অশান্তি
অর্থাৎ তন্ত্র ত্রিগ শাস্ত্র-পদ্ধতি অনুসারে
দেবমূর্তি স্থাপন করিলে, ঐ মূর্তিতে দেবতার
সান্নিধ্য হইবে না ; তাহার হহলোক ও
পরলোকে কোন ফল হইবে না । তাহার
কেবল কাশ্যকেশ ও ধনদায়কতার সার হইবে ।
যে ব্যক্তি আগমোক্ত বিধি ত্যাগ করিয়া
শ্রীকৃত্য করিবে, তাহার সেই শ্রীকৃত্য নিষ্ফল
হইবে এবং শ্রীকৃত্য, পিতৃলোকের সহিত
নরকে গমন করিবে । তৎপ্রদত্ত জল
শেষমিত-সদৃশ ও পিণ্ড মলময় হইবে ।
অতএব মনুষ্যের সর্বতোভাবে শাক্ষর-
প্রদর্শিত মত আশ্রয় করা কর্তব্য । যে

কিমুজ্জেন সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ।
অশান্তিবং কৃত্য কৰ্ম্ম সৰ্ব্বং দেবি নিরর্থ-
কম্ ॥ ১০৪ ॥ অজ্ঞ তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ
পূর্বধর্ম্মোহপি নশ্রুতি । শান্ত্বাচারহীনশ্রু-
নরকাগ্নেয় নিকৃতিঃ ॥ ১০৫ ॥ মনুদীরিত-
মার্গেণ নিত্যনৈমিত্তিককর্মণাম্ । সাধনং
যদাহোহানি তদেব তব সাধনম্ ॥ ১০৬ ॥
বিশেষাশ্রায়নং তত্র মন্ত্রযজ্ঞানিসংযুতম্ ।
ভেদজং কলিরোগাপাৎ ভায়তাং গদতো
মম ॥ ১০৭ ॥
ইতি শ্রীমহানির্বানতন্ত্রে পরাক্রান্তিসাধনো-
পক্রমো নাম চতুর্থ উল্লাসঃ ॥ ৪ ॥

দেবি । এখানে অধিক আর কি বলিব ?
আমি সত্য সত্য বলিতেছি, শিবের অসম্মত
যে কর্ম করিবে, সে সমুদায়ই নিষ্ফল
হইবে । যাহারা মনুপ্রোক্ত আচার-হীন,
তাহাদের তন্ত্র-কর্ম-জাত ধর্ম্ম নরকে থাকুক,
পূর্ব সন্ধিত ধর্ম্মও নষ্ট হইবে এবং তাহাদের
আর নরক হইতে উদ্ধার হইবে না । যে
মহেশানি । মনুজ্ঞ পদ্ধতি অনুসারে যে
নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের সাধন, তাহাই
তোমার সাধন হইবে । তাহার মধ্যে কলিরূপ
রোগের ঔষধ প্রকৃপ বহুবিধ মন্ত্র ও যজ্ঞাদি-
সংযুক্ত তোমার বিশেষ আশ্রয়না আমি
বলিতেছি, শ্রবণ কর । ১০১—১০৭ ।

চতুর্থ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম উল্লাসঃ ।

শ্রীমদানির্ব্ব উবাচ । ত্বাদ্যা পবমা
শক্তিঃ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী । তব শক্ত্যা বহু
শক্তাঃ সৃষ্টি স্থিতি-লয়াদ্যু ॥ ১ ॥ তব
রূপাণ্যনন্তানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ । নানা-
প্রয়াস-সাধ্যানি বর্ণিতুং কেন শক্যতে ॥ ২ ॥
তব কার্যলেশেন কুলতজাগমাংদ্যু । তেষা-
মর্চা-সাধনানি কথিতান যথামতি ॥ ৩ ॥
গুপ্তসাধনমেতৎ তু ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্ ।
অন্ত প্রসাধাৎ কল্যাণি ময়ি তে করুণে-
দৃশী ॥ ৪ ॥ ত্বয়া পৃষ্টমিদানীং তন্মাহং গোপ-

পঞ্চম উল্লাসঃ ।

শ্রীমদানির্ব্ব কহিলেন,—তুমি আদ্যা ও
পরমা-শক্তি । তুমি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা ।
তোমার শক্তিপ্রভাবে আমার সৃষ্টি, স্থিতি
ও প্রলয়াদি নানা-কার্য্যে সমর্থ হইয়াছি ।
তোমার নানা বর্ণ, নানা আকার-বিশিষ্ট
এবং বহুপ্রয়াসে সাধনার অনন্ত রূপ আছে ।
কোন ব্যক্তি সে সমুদায় রূপ বর্ণন করিতে
পারে ? তোমার রূপালেশ দ্বারা কুলতজ
প্রভৃতি এবং আপম সমুদায়ে তোমার সেই
সমুদায় রূপের পূজা ও সাধন যথামতি
বলিয়াছি । কিন্তু এই গুপ্তসাধন কোথাও
প্রকাশ করি নাই । হে কল্যাণি ! এই
গুপ্তসাধন-প্রসাধে আমার প্রতি তোমার
এতদূরী কৃপা হইয়াছে । প্রিয়ে । এমনে
তোমা কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া গোপন করিতে

দিতুং ক্ষমঃ । কথয়ামি তব প্রীত্যৈ মম
প্রাণাধিকুং প্রিয়ে ॥ ৫ ॥ সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং
সর্ব্বাপদিনিবারকম্ । তৎপ্রাপ্তিমূলমচিরাৎ
তব সন্তোষকারণম্ ॥ ৬ ॥ কলিকালস্যদীনানাং
নুনাং স্বপ্নায়ুধাং প্রিয়ে । বহুপ্রয়াসানন্তানা-
মেতদেব পরং ধনম্ ॥ ৭ ॥ ন চাত্র শ্রাস-
বাহল্যাং নোপবাসাদিসংযমঃ । সুখসাধা-
মবাহল্যাং ভক্তানাং ফলদং মহৎ ॥ ৮ ॥
তত্রাদৌ শৃণু দেবেশি মন্ত্রোদ্ধারক্রেমুং শিবে ।
যন্ত অবশমাত্রেণ জীবনুক্তঃ প্রজায়তে ॥ ৯ ॥
প্রাপেশৈস্তেজসীকৃতো ভৈরুণ্ডাব্যোমবিন্দুমান্ ।

সমর্থ হইলাম না । অতএব তাহা আমার
প্রাণ অপেক্ষাও সমধিক প্রিয়তর হইলেও
তোমার প্রীতির নিমিত্ত বলিতেছি—
এই গুপ্তসাধন,—সর্ব্বদুঃখ-শান্তিজনক সর্ব্ব-
বিপদ-বিনাশকারক ; এই গুপ্তসাধন তোমার
সন্তোষের কারণ এবং ইহা দ্বারা অচিরাৎ
তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । প্রিয়ে ।
কলিকালে স্বপ্নায়ু, কলিকাল্যুধ দ্বারা কাতর ও
বহুপরিশ্রমে অসমর্থ মনুষ্যদিগের পক্ষে এই
গুপ্তসাধনই পরম ধন । এই গুপ্তসাধনে,
শ্রাস-বাহল্য নাই, উপবাস প্রভৃতি সংযমও
নাই । এই সাধন সুখসাধা, সংক্ষিপ্ত ;
অথচ ভক্তগণের চতুর্কর্গ-ফলদাতা, সুতরাং
ইহাই প্রেষ্ঠ । হে দেবেশি ! হে শিবে ।
আমি প্রথমতঃ সে বিষয়ের মন্ত্রে দ্বারের ক্রেম
বলিতেছি—অবশ কর । মনুষ্যগণ ইহা
অবশ করিবাগাত্র জীবনুক্ত হইবে । হে
প্রিয়ে । তৈজসে অর্থাৎ রেফে আকৃত

বীজমেতৎ, সমুদ্ভূতঃ দ্বিতীয়মুক্তঃ প্রিয়ে ॥
১০ ॥ মক্ষা রক্ষসমাক্রুতা বামমেতেন্দু-
সংযুতা তৃতীয়ং শূন্য কল্যাণি দীপসংস্থঃ
প্রজাপতিঃ ॥ ১১ ॥ গোবিন্দবিন্দুসংযুক্তঃ
সাধকানাং সুখাবহঃ বীজত্রয়োক্তে পরমেশ্বর
সম্বোধনং পদম্ ॥ ১২ ॥ বহ্নিকান্তাবধিঃ
প্রোক্তো দশাঙ্গোহয়ং মনুঃ শিবে । সর্ববিদ্যাস-
ময়ী দেবী বিদ্যোঃ পবনেশ্বরী ॥ ১৩ ॥
আদ্যত্রয়োং বীজানাং প্রত্যেকং ত্রয়-

প্রাণেশ অর্থাৎ হকারে ভেক্তা (ঐ) যোগ
করিয়া তাহাকে বোমবিন্দু অর্থাৎ অনুস্বাব-
বিশিষ্ট করিবে, (ক্রীং) বীজ উচ্চারণ করিয়া,
দ্বিতীয় বীজ উচ্চারণ করিবে । ৬—১০ । মক্ষা
(ক্ষ) রক্তের (ব) উপর আব্রোহণ করিবে,
তাহাতে বামনৈত্র (ঐ), ইন্দু অর্থাৎ
অনুস্বাব যোগ করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র (ক্রীং)
হইবে, কল্যাণি । পঞ্চাং তৃতীয় মন্ত্র অবন
কর । প্রজাপতি (ক), দীপের (রেকের)
উপর থাকিবে । তাহাতে গোবিন্দ (ঐ)
এবং বিন্দু (ং) সংযোগ করিতে হইবে ।
এই (ক্রীং) বীজ সাধকদিগের সুখজনক ।
এই বীজত্রয়ের পবে “পবনেশ্বরী” এই
সম্বোধন পদ । এই মন্ত্রের শেষাংশে
বহ্নিকান্তা, ‘স্বাহা’ এই পদ, থাকিবে ; হে
শিবে । (ক্রীং ক্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী স্বাহা)
এই দশাঙ্গের মন্ত্র কথিত হইল । সর্ব-
বিদ্যা স্বরূপা এই মন্ত্রাঙ্গিকা • দেবী, পর-
মেশ্বরী বিদ্যা । সাধকগ্রেষ্ঠ সর্বাঙ্গীষ্ট-
নামিঃ, চাপ্য বীজত্রয়ের মধ্যে,

মেব বা । আজপেং সাধকাদীশঃ সর্ব-
কামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৪ ॥ বীজাদ্যত্রয়োং দ্বিতী-
মস্ত নাপি দশাঙ্গেরী । কামবাগুজব-
ত্তাদ্যা সস্ত নাপি দশাঙ্গেরী ত্রিধা ॥ ১৫ ॥
দশাঙ্গমন্ত্রপদাং কালিকে পদমুচ্চরেৎ ।
পুনরাদ্যত্রয়োং বীজং বহ্নিকান্তা ততো
বদেৎ ॥ ১৬ ॥ যোড়শীং সমাখ্যাতা সর্ব-

একটি একটি বীজ কিংবা তিনটিই জপ
করিবে । মন্ত্র-প্রথম বীজত্রয় (ক্রীং ক্রীং
ক্রীং) পরিত্যাগ করিলে, কথিত দশাঙ্গের
মন্ত্র একটি সপ্তাঙ্গের মন্ত্র (পরমেশ্বরী
স্বাহা) রূপেও পরিণত হয় এবং এই
সপ্তাঙ্গের মন্ত্রের পূর্বে কাম-বীজ (ক্রীং)
বা বীজ (ক্রীং) তার (ওঁ) যোগ করিয়া
দিলে, তিনটি অষ্টাঙ্গের মন্ত্র হয় । (যথা—
ক্রীং পরমেশ্বরী স্বাহা । ক্রীং পরমেশ্বরী
স্বাহা । ওঁ পরমেশ্বরী স্বাহা) । ১১—১৫ ।
পূর্বেক্ত দশাঙ্গের মন্ত্রের সম্বোধন পদের
অন্তে, ‘কালিকে’ এই পদ উচ্চারণ করিবে ।
তৎপরে আদ্য বীজত্রয় (ক্রীং ক্রীং ক্রীং)
উচ্চারণ করিয়া, বহ্নিবিন্দু (স্বাহা) পদ
বলিবে । (ক্রীং ক্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী
কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা) এই
যোড়শ-বর্ণময়ী মন্ত্র যোড়শী বলিয়া
আখ্যাতা ; সমুদায় তন্ত্রে এতদা আচরন ।
এই মন্ত্রের আদিতে যদি বনু (স্বীং)
অথবা (ওঁ) যোগ করা যায়, তাহা হইলে
হুইটী সপ্তদশাঙ্গের মন্ত্র হইবে । (যথা—
স্বীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী কালিকা

তন্ত্রেযু গোপিতা । বধ্বাদ্যা প্রণবাদ্যা চেদেযা
সম্পদশীর্ণবিধা ॥ ১৭ ॥ তব মন্ত্রা অসংখ্যাতাঃ
কোটি কোটি বর্ষনাস্তথা । সংক্ষেপাদত্র কথিতা
মন্ত্রাণাং দ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ১৮ ॥ যেষু যেষু চ
তন্ত্রেযু যে যে মন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ তে সর্বৈ
তব মন্ত্রাঃ সূত্রমাদ্যা প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১৯ ॥
এতেষাং সর্বমন্ত্রাণামেবমেব হি সাধনম্ ।
কথয়ামি তব শ্রীতৈ তথা লোকহিতায় চ ॥
২০ ॥ কুলাচারং বিনা দেবি শক্তিমন্ত্রে ন
সিদ্ধিঃ । তস্যাং কুলাচারতঃ সাধয়েচ্ছক্তি-
সাধনম্ ॥ ২১ ॥ মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মূত্রা
মৈথুনমেব চ । শক্তিপূজাবিধানাদ্যে পঞ্চ-
তন্ত্রং প্রকীর্তিতম্ ॥ ২২ ॥ পঞ্চতন্ত্রং বিনা

ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা । ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং
পরমেশ্বরী কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা) ।
হে প্রিয়ে ! তোমার কোটি কোটি অর্ঘ্যদ,
সুতরাং অসংখ্য মন্ত্র । এখানে সংক্ষেপে
দ্বাদশটি মাত্র কথিত । যে যে তন্ত্রে যে যে মন্ত্র
কথিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই তোমার
মন্ত্র । যেহেতু তুমিই আদ্যা প্রকৃতি । এই
সমুদায় ত্রিগুণ মন্ত্রে সাধন একই
প্রকার ; আমি জগতের হিতসাধন এবং
তোমার শ্রীতির নিমিত্ত সেই সাধন বলি-
তেছি । ১৩—২০ । হে দেবি ! কুলাচার
বিনা শক্তি-মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না । অতএব
কুলাচারে নিরত হইয়া, শক্তি সাধন করিতে
হইবে । হে আদ্যা ! শক্তি পূজা-বিধানে
মদ্য, মাংস, মৎস্য, মূত্রা, মৈথুন—এই
পঞ্চতন্ত্র কীর্তিত হইয়াছে । পঞ্চতন্ত্র ব্যতীত

পূজা অভিচারায় বজ্রতে । নেষ্টসিদ্ধির্ভবেৎ
তন্ত্র বিম্বস্তস্ত পদে পদে ॥ ২৩ ॥ শিলায়াং
শস্ত্রবাপে চ যথা নৈবাকুরো ভবেৎ । পঞ্চতন্ত্র
বিহীনায়াম্ পূজায়াম্ ন ফলে ভবঃ ॥ ২৪ ॥
প্রাতঃকৃত্যং বিনা দেবি নাদিকারী তু কস্মিন্ ।
তস্মাদাদৌ প্রথম্যামি প্রাতঃকৃত্যং যথো-
চিতম্ ॥ ২৫ ॥ রজনীশেষয়ামস্ত্র শেবার্জ-
মরুণোদয়ঃ । তদা সাধক উথায় মুক্তস্বাপঃ
কৃতাসনঃ । ধ্যায়ৈচ্ছিমি শুক্লান্ত্রে দ্বিনেত্রং
দ্বিভুজং গুরুম্ ॥ ২৬ ॥ শ্বেতাস্বরপরিধানং
শ্বেতমাল্যানুলেপনম্ । বরাভয়করং শান্তং
করণাময়বিগ্রহম্ ॥ ২৭ ॥ বাসেনোৎপল-

পূজা করিলে, তাহা অভিচারেব নিমিত্ত
অর্থাৎ প্রাণধাতক হইয়া উঠে । তাহাতে
সাধকের ইষ্টসিদ্ধি হয় না এবং পদে পদে
বিম্ব হয় । প্রস্তরের উপরে শস্ত্র বপন
করিলে যেমন ভাস্কর হয় না, সেইরূপ
পঞ্চতন্ত্র-বিহীন পূজাতে ফল জন্মিতে পারে
না । হে দেবি ! প্রাতঃকৃত্য না করিলে
কস্মি অধিকার হয় না, তজ্জন্ম সর্বত্র
যথোচিত প্রাতঃকৃত্য বলিতেছি । ২১—২৫ ।
রজনীর শেষ প্রহরের শেষার্ধ্বে অরুণোদয়
সময় বনে ; সেই সময়ে সাধক নিদ্রা-
পরিত্যাগপূর্বক উষিত হইয়া আমন বন্ধ
করিয়া, মস্তকে শুক্ল-পদ্মে উপবিষ্ট, দ্বিভুজ,
দ্বিনেত্র গুরুকে ধ্যান করিবেন । তিনি
শুক্ল-বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, তিনি
শ্বেতমাল্য-যুক্ত ও শ্বেতচন্দন দ্বারা অলু-
গিষ্ঠ এবং একহস্তে বর ও এক হস্তে

ধারিণ্যা শঙ্খালিঙ্গিতবিগ্রহম্ । মোরানরং
সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ২৮ ॥ •এবং
ধ্যাত্বা কুলেশানি মানসৈরুপচারৈকঃ । পূজ
য়িত্বা জপেশ্বরী বাগ্ভবং বীজমুত্তমম্ ॥ ২৯ ॥
যথাশক্তি জপং কৃত্বা সমর্প্য দক্ষিণে করে ।
ততস্ত্ব প্রণমেদীমান্ মন্ত্রোণানেন সদুত্তরম্ ॥
৩০ ॥ ভবপাশবিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদর্শিন ।
নমঃ সদুত্তরবে তুভ্যং ভুক্তি-মুক্তিপ্ৰদায়িনে ॥
৩১ ॥ নরাকৃতিপরব্রহ্ম-রূপায়জ্ঞানহারিনে ।
কুলধর্মপ্রকাশায় তমৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩২ ॥

অভয় দ্বান করিতেছেন । তিনি শান্ত এবং
করণাময়-শরীর, অর্থাৎ শরীর দেখিলেই
তঁাহাকে দয়ালু বলিয়া বোধ হয় । বাম-ভাগ-
স্থিতা উৎপলধারিণী তদীয় শক্তি তঁহার
শরীর আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন । তঁহার
বদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত, তিনি সুপ্রসন্ন এবং
সাধুদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করিতেছেন ।
হে কুলেশ্বরী ! মন্ত্র-সাধক ব্যক্তি এইরূপ
ধান করিয়া, মানসিক উপচার দ্বারা পূজা
করিয়া গুরু-মন্ত্র-শ্রেষ্ঠ বাগ্ভব বীজ (ওঁ)
জপ করিবে । সুবুদ্ধি ব্যক্তি এইরূপে
যথাশক্তি জপ করিয়া, দক্ষিণ-হস্তে জপ
সমর্পণপূর্বক, বাম্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া,
মঙ্গলরূপে প্রণাম করিবে । আপনি সমস্ত
শুভাল-মোচনের জন্ত জ্ঞানদেব উদীয়িত
করিয়া দিয়াছেন এবং আপনি ভোগ ও
মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন । অতএব
আপনি সদুত্তর ;—আপনাকে নমস্কার, ।
যিনি মনুষ্যরূপী হইয়াও পবনসদৃশ-রূপ

প্রণেতা এবং গুরু তত্ত্ব চিন্তয়েমিচ্ছদেতাঃ ।
পূর্ববৎ পূজয়িত্বা তং মূলমন্ত্রজপং চরেৎ ॥
৩৩ ॥ যথাশক্তি জপং কৃত্বা দেব্যা বামকরে-
হর্পয়েৎ । মন্ত্রোণানেন মতিমান প্রণমেদিত্ত-
দেবতাম্ ॥ ৩৪ ॥ নমঃ মল্লম্বরূপিণী জগ-
দ্ধাত্রো নমো নমঃ । আদ্যাট্যে কালিকাট্যে
তে কট্টো হট্টো নমো নমঃ ॥ ৩৫ ॥ নমস্কা
বহির্গচ্ছেদামপাদপুংসম্ । তাত্ত্বম্ মূর-
পুত্রীয়ক দত্তদাতনমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥ ততো গুরা
জলাভ্যামে জ্ঞানং কৃত্বা যথাবিধি । আদ্যাবপ
উদ-শ্রুত প্রবিশেৎ সলিলে ততঃ ॥ ৩৭ ॥

যিনি অজ্ঞান-বিনাশক এবং কুলধর্ম প্রকা-
শক, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার । ২৬ ৩২ ।
এইরূপে গুরুকে প্রণাম করিয়া, নিজ দেব-
তাকে চিন্তা করিবে । অনন্তর পূর্ববৎ
অর্থাৎ মানস-উপচার দ্বারা নিজ দেবতাব
পূজা করিয়া মূল-মন্ত্র জপ করিবে । যথা-
শক্তি জপ করিয়া দেবীর বাম-হস্তে জপ
সমর্পণ করিবে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি নক্ষত্র-ম-
ন্ত্র দ্বারা ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিবে, —
তুমি মল্লম্বরূপিণী,—তোমাকে নমস্কার ।
তুমি জগদ্ধাত্রী,—তোমাকে পুনঃপুনঃ নম-
স্কার এবং তুমি জগদ্ধাতন পিতৃ-সাম্ভারবদ্য
আদ্যা কালিকা,—তোমাকে পুনঃপুনঃ
নমস্কার । এইরূপে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম
করিয়া অগ্রে বামচরণে অগ্রেপপূর্বক বহির্গমন
করিবে । পরে মল-মূর পরিমাণ করিয়া
মুস্তদাবন করিবে । অনন্তর বিন্দুগণের
নিবর্তি গমন পূর্বক জলাশয় প্রাচীর করিয়া

নাভিমাংসজলে স্থিত্বা মলানামপনুত্তয়ে ।
সকল জ্ঞান তথোন্মাদ্য মন্ত্রমাচমনং চরেৎ ॥
৩৮ ॥ আত্মবিদ্যাশিবৈবৈষ্ণবৈঃ সাহাঈষ্ঠঃ
সাধকগ্রন্থীঃ । ত্রিঃ প্রাণাপো দ্বিরমৃত্যু
চাচমেৎ কুলসাধকঃ ॥ ৩৯ ॥ কুলযজ্ঞং মন্ত্রগর্ভং
বিগিধ্য সলিলে সুধীঃ । মূলমন্ত্রং দ্বাদশধা
তথোপরি জপেৎ প্রিয়ে ॥ ৪০ ॥ তেজোরূপং
জগৎ ধাত্বা সূর্য্যমুদ্যত্বা দেশিকঃ । তন্তে যৈ-
স্ত্যাগ্নীনাং দত্ত্বা তেনৈব পাথমা ত্রিধা । অভি-
যিচ্য স্বমূর্দ্ধানং সপ্তচ্ছিদ্ভাগি রোধয়েৎ ॥ ৪১ ॥
ততস্ত দেবতাপ্রীত্যে ত্রির্নিমজ্জ্য জগান্তরে ।

জলে অবতরণ করিবে । ৩৩—৩৭ । নাভি-
মাংস জলে অবস্থিত হইয়া, শরীরের
মল অপনয়ন নিমিত্ত একবারমাত্র স্নান
করিয়া, উন্নয়ন হইয়া মন্ত্রাচমন করিবে ।
সাধকপ্রাণ কুলসাধক “আত্মতত্ত্বায় সাহা,
বিদ্যাভ্যাসায় সাহা, শিবতত্ত্বায় সাহা” এই মন্ত্র
দ্বারা তিনবার জলপান পূর্বক দুইবার
ওষ্ঠাবর মার্জ্জমরূপ আচমন করিবে ।
সুধী ব্যক্তি, জলেত্রিকোণ কুলযজ্ঞ লিখিয়া,
তন্মধ্যে মূলমন্ত্র লিখিবে । হে প্রিয়ে । তাহার
উপর দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ করিবে । পরে
সাধক, সেই মন্ত্রপুত জলকে তেজোরূপ
ভাবনা করিয়া, সূর্য্যদেবের উদ্দেশে তিন
অঞ্জলি জল প্রদান পূর্বক, সেই জল দ্বারা
তিনবার আপনার মস্তক অভিযিজ্ঞ করিয়া
মুখ, নাসিকাধর, কর্ণধর ও চক্ষুধর—এই
সপ্তচ্ছিদ্র রোধ করিবে । অনন্তর দেবতার
প্রীতির নিমিত্ত জলমধ্যে তিনবার নিমগ্ন

উথায় গাত্রং সংমার্জ্জ্য পিদধ্যাক্কুণ্ডলমস্মা ॥ ৪২ ॥
সূর্য্যদ্যা ভগ্নানাং বাপি ত্রিপুণ্ড্রং বিন্দুসংযুতম্ ।
ললাটে তিলকং কুর্ধ্য দণ্ডায়ত্যা বন্ধকুণ্ডলং ॥ ৪৩ ॥
বৈদিকীং তান্ত্রিকীং যথাক্রমে যোগতঃ ।
সম্ব্যং সমাচরেৎগতী তান্ত্রিকীং শৃণু কথ্যতে ॥
৪৪ ॥ আচম্য পূর্ববৎ তৌরৈস্তীর্থাত্মাবাহয়ে-
চ্ছিবৈ ॥ ৪৫ ॥ গঙ্গে চ যমুনে চৈব
গোদাবরি সরস্বতি । নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি
জলেহস্মিন্ সন্নিধিৎ কুরু ॥ ৪৬ ॥ মন্ত্রেণানেন
মতিমান্ মুদ্রয়াক্ষুণ্ণসংজ্ঞয়া । আবাহ্য তীর্থং
সলিলে দ্বীলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ৪৭ ॥ তত-

হইয়া উথানপূর্বক গাত্র মার্জ্জন করিয়া
শুদ্ধ বস্ত্রদ্বয় অর্থাৎ উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্র
ধারণ করিবে । ৪৩—৪২ । অনন্তর গায়ত্রী
দ্বারা শিখা বদান করিয়া, মস্তিকা অথবা
ভস্ম দ্বারা ললাটে বিন্দুযুক্ত ত্রিপুণ্ড্র তিলক
ধারণ করিবে । সাধক, যথাক্রমে বৈদিকী
ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবে । তান্ত্রিকী সন্ধ্যা
বলিতেছি—প্রাণ কর । হে শিব । জল
দ্বারা পূর্ববৎ মন্ত্রে আচমন করিয়া বক্ষ্যমাণ
মন্ত্র দ্বারা নানাতীর্থের আবাহন করিবে ।
মন্ত্র,—হে গঙ্গে । হে যমুনে । হে
গোদাবরি । হে সরস্বতি । হে নর্ম্মদে ।
হে সিন্ধু । হে কাবেরি । তোমরা এই
জলে সন্নিহিত হও । বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই
মন্ত্র পাঠ করিয়া অক্ষুণ্ণ-মুদ্রা দ্বারা জলমধ্যে
তীর্থ আবাহন করিবে এবং আবাহিত
তীর্থ-জলের উপর দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ
করিবে । ৪৩—৪৭ । পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ-

স্তোত্রোত্তমো বিষ্ণুস্তোত্রো ভূমৌ যিনিষ্কিপেৎ ।
মধ্যমাণামিকাযোগাণ্ডুলোচনপূর্বকম্ ॥৪৮॥
সম্ভবান্ সমুদ্রানগভিষিচ্য ততো জলম্ ।
বামহস্তে সগাদায় চ্ছাদয়েৎ কপালিনী ॥৪৯॥
জ্ঞান-বায়ুবরণ-বহ্নীজ-বীজপঞ্চকম্ । প্রজপা-
বেদধা তেয়ং দক্ষহস্তে সমানয়েৎ ॥ ৫০ ॥
বীজ্য তেজোময়ং ধাত্বা চৈড়য়াকৃত্য সাধকঃ ।
দেহান্তঃ কলুষং তেন রেচরেৎ পিঙ্গাখায়া ॥
৫১॥ নিকৃষ্য শুরভৌ বজ্রশিলায়া যজ্ঞমুচ্চ নু ।
ত্রিবারং তাড়য়ন্ যজ্ঞী হস্তৌ প্রক্ষালয়েৎ
ততঃ ॥ ৫২ ॥ আচম্যোক্তেন মন্ত্রেণ সূর্য্য-

পূর্বকং সেই জল হইতে পরস্পর-সংযুক্ত
মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ভূমিতে
তিনবার জলক্ষিপ্য মন্ত্রেণ করিবে ।
ঐরূপে ঐ জলবিদ্যুৎ দ্বারা আপনার মস্তক
অভিষিক্ত করিবে । পরে কিঞ্চিৎ জল
বাম-করতলে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা
আচ্ছাদন করিবে । পরে ঐ বাম-হস্ত
জলের উপর জ্ঞানবীজ, (হং), বায়ুবীজ,
(যং), বরণবীজ, (বং), বহ্নীবীজ (বং) ইন্দ্র-
বীজ (লং), এই—পাঁচটি বীজ, চারিবার
জপ করিয়া, সেই জল দক্ষিণ-হস্তে গ্রহণ
করিবে । পরে সাধক সেই জলকে দক্ষিণ
এবং তাহাকে তেজোময় ভাবনা করিয়া,
ইড়া (বাম-নাসিকা) দ্বারা অকর্ষণপূর্বক
সহি জলের সহিত শারীরিক ও মানসিক
পাপ পিঙ্গল্যাদায়ী নাড়ী (দক্ষিণ-নাসিকা)
দ্বারা নিঃসারিত করিবে । সাধক, কলুষ
নিঃসারিত করিয়া, 'মহী' এই মন্ত্র উচ্চারণ

স্বার্থ্য নিবেদয়েৎ ॥ ৫৩ ॥ তারমায়াহংস-
ইতি স্থানিহৃদ্য ততঃ পরম্ । ইদমর্থাৎ তুভ্য-
মুক্তা দদ্যাম্ স্বাহেতুাদীরয়ন্ ॥ ৫৪ ॥ ততো
ধ্যানেমহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্ ।
প্রাতঃকালং প্রাতঃকালং ত্রিকপাৎ গণপ্তেদতঃ ॥
৫৫ ॥ প্রাতঃকালং রক্তবর্ণাং দ্বিজুজা
কুমারিকাম্ । কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমক্ষমালাক-
বিন্ধতীম্ । কৃষ্ণাজিনাঃ পরধরাং হংসাকৃতাং
শুচিষিতাম্ ॥ ৫৬ ॥ মধ্যাহ্নে তাম্ শ্যাম-
বর্ণাং বৈকটীক চতুর্ভুজাম্ । শম্ভাচক্ৰ-
গদাপদ্মধারিণীং গরুড়াসনাম্ ॥ ৫৭ ॥
পীনোত্তুঙ্গকুচবদ্রাং বনমালাবিভূষিতাম্ ।

করত সমুখে কল্পিত বজ্রশিলার উপরিভাগে
সেই জল তিনবার তাড়িত করিয়া হস্তদ্বয়
প্রক্ষালন করিবে । ৪৮—৫২ । অনন্তর
আচমন করিয়া, বক্ষ্যমাণ এসিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা
স্বার্থ্য প্রদান করিবে । তার (ওঁ), মায়া
(হ্রীং), ইহার পর 'স্থানি হৃদ্য' তাহার পর
'ইদমর্থাৎ তুভ্যং' বলিয়া 'স্বাহা' পদ উচ্চারণ
করত অর্ঘ্য দান করিবে । অনন্তর প্রাতঃ-
কালে, মধ্যাহ্নকালে এবং সন্ধ্যাকালে, এবং
তারতম্যানুসারে ত্রিকপিনী পরম-দেবতা
মহাদেবী গায়ত্রীর ধ্যান করিবে । প্রাতঃকালে
রক্তবর্ণা, দ্বিজুজা কুমারী, তীর্থোদক-পূর্ণ
কমণ্ডলু এবং মিশ্রল মালা-ধারিণী, কৃষ্ণাজিন-
পরিধায়া, হংসাকৃতা এবং বিভূষিতা-
শোভিতা ত্র্যম্বকী ব্রহ্ম শক্তিকে ধ্যান করিবে ।
মধ্যাহ্নকালে শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, শম্ভাচক্ৰ-
গদা-পদ্মধারিণী, গরুড়াসনা, বদন্তী, পীন ও

সুবর্তীং সত্ত্বং ধ্যায়ৈশ্বর্যো মার্কণ্ডেয়মণ্ডলে ॥
 ৫৮ ॥ সায়োহে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং
 সংসারেন্দ্রিতিঃ । শুক্রাং শুক্রাশ্বরধরাং বুধাসন-
 কৃতান্তরাম্ ॥ ৫৯ ॥ ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশাং
 শূলক নৃকরোটিকাম্ । বিভ্রতীং কবপদ্বন্দ্বাট
 বৃক্ষাং গলিতযৌবনাম্ ॥ ৬০ ॥ এবং ধ্যাত্বা
 মহাদেবৈঃ জ্ঞানানামঞ্জলিত্রয়ম্ । দত্তা জপেৎ
 তু গায়ত্রীং দশধা শতধাপি বা ॥ ৬১ ॥
 গায়ত্রীং শৃণু দেবেশি বদামি তব ভাবতঃ ।
 আদ্যাঠে পদমুচ্চাৰ্য্য বিদ্রাহে তদনন্তরম্ ॥
 ৬২ ॥ পরমেশ্বর্যো ধীমহি তন্নঃ কালী প্রচো-

উচ্চস্তনী বনমালা-বিভূষিতা বৈষ্ণবী শক্তিকে
 রবিমণ্ডলে সত্ত্বং ধ্যান করিবে । ৫০—৫৮ ।
 জিতেজিয় ব্যক্তি সায়ংকালে শুক্রবর্ণা, শুক্র-
 বস্ত্র-পরিধারী, বুধাসনে আসীন, ত্রিনেত্রা,
 কবকমল-চতুষ্টয়ে বর, পাশ, শূল ও নৃকপাল
 ধারিণী বৃক্ষা এবং বিগত যৌবনা বরদা
 গায়ত্রী-দেবীকে স্মরণ করিবে । এইরূপ
 ধ্যান করিয়া মহাদেবীকে তিন অঞ্জলি জল
 প্রদানপূর্ব্বক শতবার কিংবা দশবার গায়ত্রী
 জপ করিবে । হে দেবেশি ! আমি তোমার
 অভিপ্রায় অনুসারে গায়ত্রী বলিতেছি—
 জপ কর : প্রথমতঃ ‘আদ্যাঠে’ পদ উচ্চা-
 রণ করিয়া, পরে ‘বিদ্রাহে’ এই পদ উচ্চারণ
 করিবে । পরে পরমেশ্বর্যো ধীমহি তন্নঃ
 কালী প্রচোদয়াৎ’ ইহা বলিবে । (‘আদ্যাঠে
 বিদ্রাহে পরমেশ্বর্যো ধীমহি তন্নঃ কালী
 প্রচোদয়াৎ’ এই সম্পূর্ণ গায়ত্রী । ইহার
 অর্থ,—আমরা আদ্যা পরমেশ্বরীকে প্রাণ

দয়াৎ । এমাতু তব গায়ত্রী মহাপাপ-
 প্রণাশিনী ॥ ৬৩ ॥ ত্রিগন্ধামেত্যাং প্রাজপম্
 সন্ধায়াঃ ফলমাপ্নুয়ৎ । ততস্ত তপয়েদ্-
 ভজে দেবর্ষিপিতৃ দেবতাঃ ॥ ৬৪ ॥ প্রণব
 সন্ধিতীর্থাখ্যাং তপাং মি নমঃপ্ৰদম্ । শক্তৌ
 তু প্রণবে মায়াং নমঃস্থানে দ্বিষ্টং বদেৎ ॥
 ৬৫ ॥ মূলান্তে সর্ব্বভূতান্তে নিবাসিষ্ঠে পদং
 বদেৎ । সর্ব্বস্বরূপাং ঐশ্বর্য্যাকং সায়ুধাপি
 ত্বা পঠেৎ ॥ ৬৬ ॥ সাবরণাং সচতুর্থীং

হইবার নিমিত্ত যাহাকে চিন্তা করি ও
 যাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, সেই জগৎ
 কারণ-স্বরূপা কালী আশাদিগকে ঐশ্বর্য্য, অর্থ,
 কাম ও মোক্ষে বিনিযুক্ত করুন ।) মহাপাপ-
 ধ্বংসকারিণী এই তোমার গায়ত্রী বলিলাম ।
 ৫৮—৬৩ । হে ভজে । যিনি ত্রিগন্ধা
 ইহা জপ করেন, তিনি নিত্য ত্রিগন্ধা-
 কবণের ফল লাভ করেন । পবে দেব,
 ঋষি, পিতৃগণ এবং ঐষ্টদেবতাকে তর্পণ
 করিবে । প্রথমতঃ প্রণব উচ্চারণ করিয়া,
 দ্বিতীয়ান্তে তত্ত্বং নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক
 পরিশেষে ‘তপ্যামি নমঃ’ এই পদ উচ্চারণ
 করিবে । শক্তি-বিষয়ে অর্থাৎ ঐষ্টদেবতা-
 তর্পণে প্রণবস্থলে মায়াগীজ (হ্রীং) যোগ
 করিয়া, ‘নমঃ’ স্থানে দ্বিষ্ট অর্থাৎ ‘স্বাহা’
 যোগ করিবে । মূল-মন্ত্রের (হ্রীং ক্রীং ক্রীং
 পরমেশ্বরী স্বাহা এই মন্ত্রের) পর ‘সর্ব্বভূত’
 এই পদ, তৎপরে ‘নিবাসিষ্ঠে’ এই পদ
 উচ্চারণ করিবে । অনন্তর ‘সর্ব্বস্বরূপাং’
 এই পদ উচ্চারণ করিয়া, ‘সায়ুধাং’

উক্ত দেব পরাম্পরায় । অদ্যাপি কালকটায়
তে ইদমর্থ্যং ততো দ্বিত্যং ॥ ৬৭ ॥ অনেন্দ্রিয়
মহাদেবৈক মত্যা গুলং অপেৎ সুধীঃ । যথা-
শক্তি জপং কৃতা দেব্যা বামকরে পূর্ণয়েৎ ॥ ৬৮ ॥
প্রথম দেবীং পূজার্থং জলমাদায় সাধকঃ ।
নত্যা তীর্থং পঠন জ্যোতিং দেবতাদ্বায়-
তৎপরঃ ॥ ৬৯ ॥ যগমপূর্ণাগত্য পানি-
পাদৌ বিশোধয়েৎ । ততো দাবস পুরতঃ
সামান্যার্থং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭০ ॥ ত্রিকোণ-
বৃত্তভূমিস্থং মণ্ডলং রচয়েৎ সুধীঃ । আধার-
শক্তিং মংপূজ্য তত্রাধারং নিয়োজয়েৎ ॥ ৭১ ॥

এই পদ পাঠ করিবে । অনন্তর 'সাবরণাথে
পরাম্পরায় অদ্যাপি কালকটায়' এই পদ
উচ্চারণ করিয়া, 'ইদমর্থ্যং ততো দ্বিত্যং' ইত্য-
নলিবে । সুধী ব্যক্তি, এই মন্ত্র দ্বারা মহা-
দেবীকে অর্ঘ্য দান ও তৎপরে যথাশক্তি
মূল-মন্ত্র জপ করিয়া, দেবীর বামহস্তে জপ
সমর্পণ করিবে । ৬৪—৬৮ । পরে সাধক,—
দেবীকে প্রণাম, পূজাব নিমিত্ত জলগ্রহণ
এবং তীর্থকে নমস্কার কবিয়া স্তন পাঠ করিতে
করিতে ইষ্টদেবতার ধ্যানে তৎপর হইয়া
যাগমপূর্ণে 'আগমনপূর্বক' হস্ত পদ শোধন
করিবে ; তদনন্তর দ্বারদেবতার সামুদ্রিক
সামান্যার্থ্য স্থাপন করিবে । সামান্যার্থ্য করি-
বার বিবরণ এই,—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি একটি
ত্রিকোণ, তাহার বহির্দেশে একটি গোলা-
কার মণ্ডল, তাহার বহির্দেশে একটি চতু-
কোণ মণ্ডল রচনা করিয়া তাহাতে ('ও
আধারশক্তয়ে নমঃ' 'এই মন্ত্র পাঠপূর্বক

অন্তেণ ত্রিকোণে প্রকল্প্য জগদ্রাজ্যং প্রাপুয়ীত ।
নিখিপ্য নক্ষত্র পুষ্পক তীর্থপ্রাবাহয়েৎ ততঃ
॥ ৭২ ॥ আধার পাঠেত্তোষেযু বহ্যকর্মনিমিত্তঃ
তম্ । পূজয়িত্ত্বতদনন্তর্য্যামানবীজেন মন্ত্রয়েৎ ৭৩
প্রদর্শয়েৎকৈরুযোনিং সামান্যার্থ্যমিদং স্মৃতম্ ।
ততস্তজ্জলপূর্ণপাণ্ড পুস্তকদ্বারদেবতঃ ॥ ৭৪ ॥
গণেশং দেবং পালকং বটুকং যোগিনীং তথা ।
গজাংকং যমুনাটকং লক্ষ্মীং বালীং ততো

গজ-পুষ্পাদি দ্বাবা) আধারশক্তির পূজা
কবিয়া, তাহাতে আধার স্থাপন করিবে ।
অনন্তর 'অত্রায় মট্ট' এই মন্ত্র দ্বারা পাঠ
প্রকালন করিয়া, ('ঐ পাঠ রাখিয়া) 'নমঃ'
এই মন্ত্র দ্বারা তাহা জল-পূর্বিত্ত করিবে,
তাহাতে গজ-পুষ্প নিষ্কলন করিয়া তীর্থ
সকল আনাহন করিবে । আধারে অগ্নির,
পাঠে সূর্য্যমণ্ডলের এবং জলে চন্দ্রমণ্ডলের
পূজা করিয়া, দলবার সামান্যীজ ('ঐ') জপ
দ্বারা সেই জল মঙ্গলপুত্র করিবে । অনন্তর
তৎপরি ধেনুমজা ও যোগিনীমো প্রদর্শন
করিবে । এইটি সামান্যার্থ্য বলিয়া কথিত ;
পরে সেই জল ও পুষ্প দ্বারা দ্বারদেবতা-
দিগের পূজা করিবে । ৭২—৭৪ । এই
দ্বারদেবতাগণেরা মদো গণেশ, ক্ষেত্রপাল,
বটুক, যোগিনী, গজা, যমুনা, লক্ষ্মী ও মর-
জতী—ইত্যাদিগকে (গং গণেশায় নমঃ, ক্ষে-
ত্রপালায় নমঃ, বং বটুকায় নমঃ, গাং
যোগিনৌ নমঃ, গাং দক্ষাটয় নমঃ, গাং
যমুনাটয় নমঃ, জীং লক্ষ্মীয়া নমঃ, গীং মর-
জতৌ নমঃ, এই সমুদ্র য মন্ত্র দ্বারা) পূজা

যজ্ঞে ॥ ৭৫ ॥ ক্রিষ্ণে স্পৃশ্যে বামশাখাঃ
 বামপাদপূরঃসূর্য্যে মারুতে দেব্যাঃ পদা-
 ভ্রোজঃ মণ্ডপঃ ত্রিংশৎ সূর্য্যঃ ॥ ৭৬ ॥
 নৈমিত্ত্যাদি দ্বিগুণা দ্বিগুণা ত্রিগুণা সম-
 র্চয়ন্ত । সামান্ত্যার্থেন ত্রৈলোক্যে প্রোক্ষয়েৎ-
 যাগমন্দিরম্ ॥ ৭৭ ॥ অনন্তরং সাধকেন্দ্রো
 দিব্যদৃষ্টাবলোকনৈঃ । দিব্যানুসারয়েদ্বিরা-
 নস্তাতিশ্যাস্ত্রিগুণম্ ॥ ৭৮ ॥ পার্শ্বদ্বাভ্য-
 ত্তিষ্ঠিতৌমানিতি শিখান্ নিবারণয়েৎ ।
 চন্দনামৃতকম্বুরীকপূৈর্যোগমণ্ডপম্ ॥ ৭৯ ॥
 ধূপয়েৎ স্থাপনেশার্থং চতুঃস্রং ত্রিকোণকম্ ।

করিবে । পরে জ্ঞানবান ব্যক্তি দ্বাবস্থিত
 চতুঃস্রের বামদিকের কাষ্ঠ ক্রিষ্ণে স্পর্শ
 পূর্ব্বক বামপাদ অগ্রসর করিয়া, ভগবতীর
 পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে করিতে পূজাগৃহে
 প্রবেশ করিবে । পরে পূজাগৃহ মধ্যে
 নৈমিত্তিকোণে (ও বাস্তপুরুষায় নমঃ ও ঈশায়
 নমঃ, ও ব্রহ্মণে নমঃ এইরূপ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক
 গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা) বাস্তপুরুষ, ঈশ ও
 ব্রহ্মার আর্চনা করিয়া সামান্ত্যার্থের জল
 দ্বারা যাগমন্দির প্রোক্ষিত করিবে । পরে
 সাধকেন্দ্র, অনিমেঘ-নয়নে উর্দ্ধদর্শন দ্বারা
 দিব্য বিদ্য সকল বিদূরিত করিবে এবং ‘ফট্’
 এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলক্ষেপে আকাশ-
 সম্বন্ধা যঃ বিদূর করিবে । পবে
 তিনবার পদতলপার্শ্ব আয়তে ভৌম
 বিদ্য নিবারণ করিবে । চন্দন, অমৃত,
 কম্বুরী ও কপূৈ দ্বারা পূজাগৃহ আয়ো-
 দিত করিবে । আপনার উপবেশনার্থ,

বিলিখ্য পূজয়েৎ তত্র কামরূপায় নমঃ ॥
 ৮০ ॥ তদাসনং সমাপ্তীর্ঘ্য কামমাদার-
 শক্তিভ্যঃ কমলাসনায় নমো মন্ত্রেণ বাসনং
 যজ্ঞে ॥ ৮১ ॥ উপবিষ্টাসনে বিদ্বান্
 প্রোক্ষ্য বা পুষ্পমুখঃ । বক্রবীরাসনো মন্ত্রা
 বিজয়াং পরিমোদয়েৎ ॥ ৮২ ॥ তারং মায়াং
 সমুচ্চার্য্য অমৃত্তে অমৃত্তোক্তবে । অমৃত্তবর্ষিনি
 ত্তে হমৃত্তমাকর্ষয় দিবা ॥ ৮৩ ॥ মক্ষিৎ দেহি
 ত্তে ক্রাব্যং কাশিকং মে তত্তৎ পশুম্ বশ-
 মানয় ঠংসয় সংবিদ শোভনে মন্ত্রে ॥ ৮৪ ॥
 মূলমন্ত্রং দ্ব্যস্তবারং প্রোক্ষ্য বিজয়োপবি ।
 অ বাহুদ্ব্যদিমুদয় ধেমুযে নিং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৮৫

ত্রিকোণ গর্ভ, চতুঃস্র মণ্ডল লিখিয়া, ঐ
 মণ্ডলে কামরূপকে “কামরূপায় নমঃ” এই
 মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে । ৭৫—৮০ । পবে
 সেই মণ্ডলের উপরি, আসন বিস্তারিত
 করিয়া কম্বীজ (ক্রীং) উচ্চারণপূর্ব্বক
 “আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ”—এই
 মন্ত্র দ্বারা অসনকে পূজা করিবে । ধর্ম্মজ
 সাধক ব্যক্তি পূর্ব্বমূল বা উত্তরমূল হইয়া
 বীর সন রহে সেই পূজিত আসনে উপবেশন
 পূর্ব্বক বিজয় শোধন করিবে । তার (ও)
 ও মায়াগীজ (হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া,
 “অমৃত্তে অমৃত্তোক্তবে অমৃত্তবর্ষিনি অমৃত্ত-
 মাকর্ষয়াকর্ষয় দিহি দেহি কাশিকং মে
 বশমানয় স্বাহা ।” সংবিদ শোভনের এই
 মন্ত্র । অনন্তর সেই বিজয়ার উপরি সাতবার
 মূলমন্ত্র জপ করিয়া, আবাহনী, স্থাপনী,
 সন্নিধাপনী, সম্বিরোধিনী, সমুখীকরণী, ধেমু

তুংগং গাংগা মংগাংগাং যথা মংগেতমুদয়ং ।
 ত্রিষ্টুপং তপ্পোদনবীং হুং ন মুং মনুচরনু ॥
 ৮৬ ॥ বাগ্ভবং বদমুখ্যং বাগ্গাংনি পদং
 ততঃ । মংগ জিহ্বাগ্রে স্থিতিভব সর্বসম-
 বগন্ধম্ । স্বাহান্তেইব মনুমা জুহুয়াং কুণ্ডলী-
 মুখে ॥ ৮৭ ॥ স্বীকৃত্য সংবিদ্যাং বাগকর্ণোক্তে
 শ্রী গুরু বঃমং । দক্ষিণে চ গণেশানমাদ্যাং
 মধ্যে সনাতনৌ ॥ ৮৮ ॥ কুম্ভাঙ্কিণ্ডো
 জুহু দেবীধ্যানপরায়ণঃ । পূজাজ্যোতি
 সর্বাণি দক্ষিণে স্থাপয়েৎ সুধাঃ । বামে
 জুবাসিতং জোযং কুলদ্রব্যাদি য নি চ ॥ ৮৯ ॥
 অস্ত্রান্তমূলমন্ত্রেণ স্যামান্ত্রার্থোদকেন চ ।

এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে । যেকপ
 সঃকতমুদ্রা জ্ঞানার্থে শুকপদিস্ত তৎসুদা দ্বারা
 • সহস্রাব পদো, বিজয়া দ্বারা তিনবার গুরুব
 তপ্পি করিবে ; সেইরূপ মূল মন্ত্র উচ্চারণ
 করিয়া, হুংয়ে তিনবার দেবীর তপ্পি করিবে ।
 ৮১—৮৬ । বাগ্ভব (ত্রৈং) পরে 'বদ বদ'
 তাহার পর 'বাং দিনি' এই পদ ; অনন্তর
 'মং জিহ্বাগ্রে স্থিতিভব সর্বসমভাষকবি
 স্বাহান্ত' এই মন্ত্র, অর্থাৎ "ত্রৈং বদ বদ
 বাগ্গাংনি সর্বসমভাষকবি স্বাহা" ইহা পাঠ
 করিয়া, কুণ্ডলী-মুখে বিজয়া দ্বারা অভ্যর্থিত
 দিবে । উক্তরূপে বিজয়া প্রণ করিয়া,
 বাগকর্ণের উর্দ্ধদেশে শ্রী গুরুকে, দক্ষিণ-
 কর্ণের উর্দ্ধদেশে গণেশকে এবং মধ্য-
 স্থানে সনাতনৌ জাদ্যা কালীকে লগাম
 করিবে । সুবুদ্ধি মঞ্চক কুম্ভাঙ্কিণ্ডো
 দেবীকে দ্যান করিয়া সকল পূজাদ্যা

মন্ত্রোচ্চারণ সর্ববস্তুর নিবেদন করিয়া ।
 বহির্ভূতেন দোহণি বঃহঃ প্রকারমাচর্য ॥ ৯০ ॥
 পুষ্পং চন্দনমংগুস্তমাদায় বঃহঃ প্রদেয়ঃ ।
 অস্ত্রণ খর্ষিভ্য তৎ প্রদেয়ং করতলয়ে ॥ ৯১ ॥
 তর্জিনী মধ্যমাত্মানং বামপাণি তলে দিবেৎ
 উক্তে কৃত্যলজিতয়ং দয়া দিব্যকনং তৎ ॥
 অস্ত্রণ ছোটিকাভিঃ জুতস্তজিমথাচর্য ॥
 ৯২ ॥ অস্ত্রে নিধায় চ করতলানৌ সাধকোত্তমঃ
 মনো নিবেশ্য মূলে চ হৃদ্যাংগৈব কুণ্ডলীম্ ॥
 ৯৩ ॥ উপাধ্য হংসমন্ত্রেণ পবিত্রা ॥ মনিতাক

দক্ষিণে এবং জুবাসিত জপ ও যাহা কুল-
 দ্রব্য, তৎসমুদায় বামে রাণিঃবন । মূল-
 মন্ত্রের আন্তে 'ফট্' যোগ করিয়া তাহা পাঠ
 করত সামান্ত্রার্থের অংশীভূত জল দ্বারা
 সমুদায় পূজোপকরণ প্রোক্ষিত করিয়া জল-
 দ্বারা দিয়া বেষ্টন করিবে । পরে বহির্ভূত
 (৯২) মন্ত্র দ্বারা বহিঃপ্রাচার করিবে ।
 পনে করতল করিবার জন্ত হুই হস্তে চন্দন-
 মংগুস্ত পুষ্প গ্রহণপূর্বক "কঃ" এই মন্ত্র
 পাঠ করত ঐ মচন্দন পুষ্প যথল করিয়া
 ফেলিয়া দিবে । ৮৭—৯১ । হে শিবো ।
 পুষ্পব-মিলিত তর্জিনী ও মধ্যমা তর্জুণী
 দ্বারা বাম-হস্ত-তলে নামে উক্ত দোহা ণি-
 বার তালি দিয়া 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ করত
 ছোটিকা (অক্ষুণ্ণি দানি) দ্বারা দর্শনদান
 ও তৎপশ্চাৎ ভূতক্ষাতি করিবে । ভূতক্ষাতি
 নিবরণ এই,—সামকণোঠ, কীয়া কোড়ে
 উচ্চারণ (টিৎ) করত শব্দ স্থাপন এবং 'অন-
 ত্র মনকে নৃগাংগৈব (প্রাণ চরক) পবি

ভাম্ । স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্ত্বং তেজো
নিয়োজয়েৎ ॥ ৯৪ ॥ গন্ধাদিজ্ঞানসংযুক্তাং
পৃথিবীমঙ্গু সংহরেৎ । রসাদি জিহ্বয়া
সার্কং জলমুগৌ বিলাপয়েৎ ॥ ৯৫ ॥ রূপাদি
চক্ষুযা সার্কমগ্নিং বায়ৌ বিলাপ্য চ । স্পর্শা-
দিত্তগুণতঃ বায়ুযাকালেশ্চবিলাপয়েৎ ॥ ৯৬ ॥
অহঙ্ক বে হরেদ্যোম সশব্দং তদাহত্যপি । মহ-
ত্বং প্রাকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ ॥ ৯৭ ॥
ইথাং বিলাপ্য মতিমান্ বায়ুশ্চৌ বিচি-
ন্তয়েৎ । পুরুষং কৃষ্ণবর্ণং বক্তৃশাশ্রবিলো-

বেশিত করিয়া জ্ঞান দ্বারা কুণ্ডলীকে উত্থা-
পন এবং পরে “হংস” এই মন্ত্র পাঠ করিতে
করিতে পৃথিবীর সহিত তাঁহাকে স্বাধিষ্ঠানে
(দ্বিতীয় চক্রে নাভিমূলে) আনয়নপূর্বক
পৃথিবী প্রভৃতি সকল কার্যতত্ত্ব, যথাক্রমে
জলাদি কারণ-তত্ত্বে প্রবেশিত করিবে ।
স্রোতেন্দ্রিয়, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দের
সহিত পৃথিবীকে জলে সংহত করিবে,
রসেন্দ্রিয় এবং রসাদিগুণ চতুষ্টয়ের সহিত
জলকে অগ্নিতে (তেজে) বিলীন করিবে ।
রূপাদিগুণত্রয় এবং চক্ষুস সহিত অগ্নিকে
(তেজ) বায়ুতে বিলীন করিয়া স্পর্শ, শব্দ,
ত্বক-ইন্দ্রিয়-সমস্তিব্যাহত বায়ুকে আকাশে
বিলীন করিবে । ৯২—৯৬ । শব্দ, অর্থাৎ
শব্দ ও শ্রোত্র সহ আকাশকে অহঙ্কারে
এবং অহঙ্কারকে বুদ্ধিতত্ত্বে সংহত করিবে ।
বুদ্ধিতত্ত্বকে প্রকৃতিতে এবং সেই সর্ব-
প্রাসিনী প্রকৃতিকে ব্রহ্মে লীন করিবে ।
অবুদ্ধি ব্যক্তি এইরূপে ওহু সকল বিলীন

চক্ষু ॥ ৯৮ ॥ খড়্গা-চর্ম্মধবং ক্রৌঞ্চমধুঃ-
পরিমণকম্ । সর্বপাপপ্লবণং সর্বদা-
ধে‘মুখস্থিতম্ ॥ ৯৯ ॥ ততস্ত বামনাসায়াং
“বং” বীজং ধূমার্ণবম্ । সংচিন্ত্য পুরয়েৎ
তেন বায়ুং ফেড়শমাত্রয়া । তেন পাপিত্তাবৎ
দেহং শোষয়েৎ সাধকান্ধ্রীঃ ॥ ১০০ ॥
নাভৌ “১২” রক্তবর্ণং ধ্যান্তা তজ্জাতবাহিনী ।
চতুষ্টয়ং কুন্তকেন দহেৎ পাপপ্লবণং তনুম্ ১০১
ললাটে বারুণং বীজং শুক্রবর্ণং বিচিন্ত্য চ ।
দ্বাত্রিংশতা বেচঃ কন প্ল বয়েদমৃতাস্তসা ॥ ১০২

কবিষা বায়ু কুন্তিকে, কৃষ্ণবর্ণ তাত্র-লোহিত-
শাশ্র, আরক্ত-নয়ন, খড়্গা-চর্ম্মধারী, ক্রৌঞ্চা-
বিশ্ট, অসুষ্ঠমাত্র-পরিমিত, সর্বদা অধোমুখে
অবস্থিত, সর্বপাপ প্লবণ পুরুষকে চিন্তা
করিবে । তাহার পর বাম নাসিকায় ধূম-
বর্ণ “বং” বীজ চিন্তা করিয়া ষোড়শবার ঐ
বীজ জপ করিতে করিতে সেই বামনাসা
দ্বারা বায়ু আবির্ঘণ করিবে । অনন্তর সাধকো-
ক্তম সেই আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা পাপপ্লবণ দেহকে
শোষিত করিবে । নাভিতে রক্তবর্ণ (রং)
বীজ ধ্যান করত কুন্তক (নিশাম-প্রশাম
রোধ) করিয়া চতুষ্টয়বার ঐ বীজ জপ
করিতে করিতে তজ্জাত অগ্নি দ্বারা পাপ
পরাধু নিজ দেহ দহ করিবে । ৯৭—১০১ ।
ললাটে শুক্রবর্ণ বারুণ বীজ (বং) চিন্তা
করিয়া আকৃষ্ট ও তৎপশ্চাৎ কুন্তিত নিশাম
বায়ু ত্যাগ করত ঐ বীজ দ্বাত্রিংশবার জপ
করিতে করিতে ওহুংপন্ন অমৃত-জল দ্বারা
দহ প্লবণকে প্রাবিত করিবে । এইরূপে

আপাদ-লীয়াপধ্যস্তমাপ্রা-ব্য তদনন্তরম্ । উৎ-
পন্নং ভাবয়েদেহং নবীনং দেবতাময়ম্ ॥
১০৩ ॥ পৃথিবী-বীজং পীতবর্ণং মূলাধারে
বিচিস্তম্ । তেন বিদ্যাবলোকেন দৃষ্টী-
কুৰ্য্যানিজাং তনম্ ॥ ১০৪ ॥ হৃদয়ে হস্তমাদায
আং ক্রীং ক্রৌং হং ম উচ্চবন্ । সোহহং
মমেন তদেহে দেব্যাঃ প্রাণান্নিনীপযেৎ ॥
১০৫ ॥ ভূতশুদ্ধিঃ বিধায়েতং দেবী-স্বরূপ-
ময়ঃ । সমাহিতমনাঃ কুৰ্য্যান্নাতৃকাক্ষাসম-
ন্বিকৌ ॥ ১০৬ ॥ মাতৃকায়া ঋষিভ্যঃ গায়ত্রী চন্দ্র-
ঈরিতম্ । দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জন-
সংজ্ঞকম্ ॥ ১০৭ ॥ পরাশ্রিত্য শ্রীভগবতঃ সর্গঃ

পাদ ইহিতে মস্তক পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে
প্লাবিত কবিয়া তাহার পর দেবতাময় নব-
শরীর উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা ভাবিবে ।
পরে মূলাধার-চক্রে পীতবর্ণ পৃথিবী-বীজ
(লং) চিত্তা করত ঐ বীজ উচ্চারণ ও
অনিমেঘ-দর্শনে অচির-জাত নিজ শরীরকে
দৃঢ় করিবে । স্ত্রী বর্ণে হস্ত স্থাপন করিয়া,
'আং ক্রীং ক্রৌং হংসঃ' উচ্চারণের পর
'সোহহং' যোগ কবিয়া ঐ মন্ত্র দ্বারা সেই
নবজাত দেবতাময় দেহে দেবী-প্রাণ-
প্রতিষ্ঠা করিবে । ১০৬ অঙ্গিকৈ । এইরূপে
ভূতশুদ্ধি বিধান করিয়া "আমি দেবী-স্বরূপ"
এই চিন্তা করত একাগ্র-চিত্তে মাতৃকাক্ষাস
করিবে । ১০২—১০৬ । (মাতৃকাক্ষাস
যথা—) এই মাতৃকাক্ষাসের অঙ্গ—নাথ,
গায়ত্রী—চন্দ্র, মাতৃকা সর্বস্বতী-দেবী--দেবতা,
ব্যঞ্জনবর্ণ—গীং, ধ্রুববর্ণ—খাঁকি এবং বিসর্গ

কীলক-পরিণীতম্ । লিপিক্ষাসে ময়া
দেবি বিনিয়োগপ্রয়োগিতা । ঋষিভ্যাসং বিধা-
য়েবং করাক্ষাসমাত্রেণ ॥ ১০৮ ॥ আং আং
মধ্যে কবর্গক হ্রীং ঈং-মধ্যে চবর্গকম্ । উৎ-
উৎ-মধ্যে টবর্গক এবং ঐং-মধ্যে তবর্গকম্ ॥
১০৯ ॥ ওং ওং-মধ্যে পবর্গক যাদি-জাতং
ববাননে । বিম্বসর্গাক্ষরালে চ যডুজে মম
ঈরিভঃ ॥ ১১০ ॥ বিম্বসর্গাক্ষাসনিধিনা ধ্যায়ৈমাতৃ-

—কীলক বলিয়া বীজিত হইয়াছে । হে
মহাদেবি । লিপিক্ষাসে বিনিয়োগ প্রয়োগ
করিবে । এইরূপে ঋষিভ্যাস করিয়া কব-
ক্ষাস এবং হৃদয়াদি আক্ষাস করিতে-
হইবে । (১) 'অং' 'আং' এই দুই বর্ণের
মধ্যে কবর্গ (ককাবাদি পদ্যবর্ণ) অর্থাৎ
প্রথমে 'অং' তাহার পর 'কং খং গং ঘং
ঙং' পবে 'আং' (এইরূপ অর্থ আক্ষাস-
জানিবে) । (২) 'ইং' 'ঈং' এই দুই
বর্ণের মধ্যে চকারাদি পদ্যবর্ণ, (৩) 'উং'
'ঊং' দুই বর্ণের মধ্যে টকারাদি পদ্যবর্ণ,
(৪) 'এং' 'ঐং' ইহার মধ্যে তকারাদি
পদ্যবর্ণ, (৫) 'ওং' 'ঔং' এই দুই বর্ণের
মধ্যে পকারাদি পদ্যবর্ণ, (৬) আক্ষাস
(অং) ও বিসর্গ (অ) ইহার মধ্যে য
হইতে য পয্যন্ত ভাব্য বর্ণ, করাক্ষাস এবং
আক্ষাসমগজরূপে করিত হইয়াছে । আক্ষাস-
বিধি আক্ষাসের (অর্থাৎ পূর্বোক্ত এক এক
জেনী মম উচ্চারণ ৪ ভাবে মনোযোগে)
(১) অক্ষুণ্ণভায়ে নমঃ, (২) অক্ষুণ্ণভায়ে
স্বাহা, (৩) মমামাত্রেণ স্বাহা, (৪)

সরস্বতীম্ ॥ ১১১ ॥ পঞ্চাশত্তিপিত্তিবিভক্ত-
মুখদোঃ পঞ্চাবক্ষঃস্থলাং ভাস্তগৌলিনিবন্ধ-
চন্দ্রলকলামপীনতুঙ্গস্তনীম্ । মুদ্রমক্ষণং
স্থধাত্যকলমং বিদ্যাং হস্তাশুট্টৈর্বিভ্রাণাং
বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগেদবতাযাত্রাং ১১২
ধ্যাতৈবং মাতৃকাং দেবীং ষট্ চক্রেষু বিভ্রা-
সেৎ । হস্তৌ লম্বমাগে পদে কঠে চ ষোড়শ
খণ্ডান্ ॥ ১১৩ ॥ হৃদয়জ্ঞে হৃদি-ঠাত্তান্ বিভ্রা-
কুলসাধকঃ । ডাদি-ফাত্তান্ নাভিদেহে বাদি-

অনামিকাত্তাং জং (৫) কনিষ্ঠাত্তাং
শৌযট্ (৬) করতলপৃষ্ঠাত্তাং অস্ত্রায
ফট্ উচ্চারণ—এই করতাস-বিধি,—তাহার
পর ত্রৈলোক্য মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক (১) হৃদয়ায়
নমঃ, (২) শিরসে স্বাহা, (৩) শিখাটায়
বসট্, (৪) কবচায় জং, (৫) নেত্রত্রয়ায়
শৌযট্, (৬) করতল-পৃষ্ঠাত্তাং অস্ত্রায ফট্
উচ্চারণ—অঙ্গতাস বিধি অনুসারে কব ও
অঙ্গতাস করিয়া মাতৃকা-সরস্বতীর ধ্যান
করিবে । ১০৭—১১১ । ধ্যান যথা ;—
স্বাহার মুখ, বাহু, পাদ, কটিদেশ এবং বক্ষঃ-
স্থল—পঞ্চাশদ্বর্ণে বিভক্ত, স্বাহাব কিরীট—
উজ্জ্বল-শনিকলা-নিবন্ধ, স্বাহার স্তন—পীন
ও উচ্চ এবং ঘিনি কর-কলচতুষ্ঠয়ে তত্ত্ব-
মুদ্রা, অক্ষমালা, অমৃতপূর্ণ কলস এবং বিদ্যা
ধারণ করিতেছেন, সেই স্বরূপা ত্রিনয়না
বাগেদতাকে আশ্রয় করি । এইরূপে মাতৃকা-
দেবীর ধ্যান করিয়া ষট্ চক্রে মাতৃকাতাস
করিবে ;—কুলসাধক, জ-মধ্যস্থিত পদে 'হ'
'ক' এই দুই বর্ণের, কঠস্থিত পদে অকারাদি

লাস্তা ষট্ লিঙ্গকে ॥ ১১৪ ॥ মূলধারে চতুঃপদে
বাদিসাত্তান্ প্রবিষ্টাসেৎ । ইত্যন্তর্গমনসা গ্রন্থ
মতৃকার্ণান্ বহির্ন্যাসেৎ ॥ ১১৫ ॥ ললাট-
স্থবক্ষাঙ্কি-প্রতি-প্রাণেযু গণ্ডয়োঃ । ওষ্ঠ-
দন্তোস্তমাস্তাদোঃ পংস্কাগ্রাণেযু চ ॥ ১১৬ ॥
পার্শ্ববেঃ পৃষ্ঠকো নাভৌ জঠরে হৃদয়াং-
সয়োঃ । কঙ্কদ্যং চ জং পূর্বং পানিপাদ-
যুগে ততঃ ॥ ১১৭ ॥ জঠরামনয়োর্নাশ্তে মাতৃকার্ণান্
যথাক্রমম্ । ইৎখং লিপিং প্রবিষ্টান্ত প্রাণ-
রামং সমাচরেৎ ॥ ১১৮ ॥ মায়াবীজং ষোড়শধা

বিসর্গান্ত ষোড়শ প্রেরব এবং হৃৎপদে ক
হইতে ঠ পর্য্যন্ত বর্ণ বিভ্রাস করিয়া নাভি-
দেশে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত, লিঙ্গমূলে বর্ণীয়
ব হইতে ল পর্য্যন্ত এবং চতুর্দল মূলধার
চক্রে অস্ত্রম্ ব হইতে ম পর্য্যন্ত বর্ণের ত্রাস
করিবে । এইরূপ অস্ত্রে মাতৃকাবর্ণ ত্রাস
করিয়া বহির্দেশেও ঐ মাতৃকাবর্ণের ত্রাস
করিবে ;—ললাট, মুখ, চক্ষুদ্বয়, বর্ণদ্বয়,
নাসিকাদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠ, অধর, উভয় দন্ত-
পঙ্ক্তি, মস্তক, আশ্রবিবর, বাহুদ্বয়ের
সন্ধি ও অগ্রভাগ, পদদ্বয়ের সন্ধি ও
অগ্রভাগ, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর,
হৃদয় ক্ষুদ্রদ্বয়, ককুদ, হৃদয় হইতে
দক্ষিণ-বাহু, হৃদয় হইতে বাম-বাহু, হৃদয়
হইতে দক্ষিণ-পদ, হৃদয় হইতে বাম-পদ,
অনন্তর হৃদয় হইতে জঠর ও হৃদয় হইতে
মুখ,—এই সকল স্থানে যথাক্রমে সকল
মাতৃকাবর্ণ ত্রাস করিবে । এইরূপ বর্ণতাস
করিয়া, প্রাণায়াম করিবে । ১১২—১১৮ ।

জ্ঞান। বামেন বায়ুনা । পুরয়েদাঙ্গনো দেহং
চতুষ্টয়া তু কুস্তয়েৎ ॥ ১১৯ ॥ কনিষ্ঠানা-
মিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ধ্বজা নামাঙ্গয়ং সূর্য্যীঃ । দ্বাত্রিংশ-
মতাঙ্গপদং বীজং বায়ুং দক্ষণং রেচয়েৎ ॥
১২০ ॥ পুনঃপুনঃস্মিরান্বিত্য প্রাণায়াম ইতি
স্মৃতঃ । প্রাণায়ামং বিধয়েৎখম্বিত্যাসং
সমাচবেৎ ॥ ১২১ ॥ অস্ত্র মস্ত্রঞ্চ ঋষীয়া
ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্যস্তথা ।* গায়ত্র্যাঙ্গীনি চন্দ্রাঙ্গীনি
আদ্যা কালী তু দেবতা ॥ ১২২ ॥ অদ্যা-
বীজং বীজমিতি শক্তির্গয়া প্রকটিতঃ ।
কমলা কীলকং প্রোক্তং স্মানেষেতেষু
বিদ্যন্তেৎ । শিরো-বদন-হৃদ-গুহ-পাদ-
সর্বাঙ্গকেষু চ ॥ ১২৩ ॥ মূলমন্ত্রেণ হস্তাভ্যা-

মায়াবীজ (ক্রীং) ষোড়শবার জপ করত
বাগ-নামায় আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা নিজ শরীর
পূর্ণ করিবে। দক্ষিণ-হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা
এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নামাঙ্গয় ধারণ করিয়া
চতুষ্টয়বার জপ করত কুস্তক করিবে।
অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ত্যাগ করিয়া কেবল দুই
অঙ্গুলি দ্বারা বাগ-নামা ধারণ করিয়া দ্বাত্রিংশ-
মবার জপ করত দক্ষ-নামা দ্বারাই ক্রমে
ক্রমে বায়ু পরিত্যাগ করিবে। তিনবার এই
কার্য্য, প্রাণায়াম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।
এইরূপে প্রাণায়াম করিয়া, ঋষিচ্ছাস করিবে।
ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্যগণ এই মন্ত্রের ঋষি; গায়ত্রী
ব্রহ্মী ইহার চন্দ্র; আদ্যা কালী ইহার
দেবতা; ক্রীং ইহার বীজ; আদ্যা মায়া
ইহার শক্তি; কমলা ক্রীং ইহার
লীলক। ইহা নিরোদেশে, মুখে, হৃদয়ে,

মাপাদ-মস্ত্রকাবধি। মস্ত্রকাং পাদপর্য্যন্ত
মস্ত্রধা বা ত্রিধা জপেৎ । অথবা
ব্যাপকচ্ছাসো যথোক্তফলসিদ্ধিঃ ॥ ১২৪ ॥
যদ্বীজাদ্যা ভবেন্দ্রিয়া তদ্রোক্তেনাঙ্গকল্পনা
অথবা মূলমন্ত্রেণ যদুর্নীর্থেণ বিনা ক্রিয়ে।
১২৫ ॥ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং তর্জনীভ্যাং মধ্যমাভ্যাং
তর্জিব চ । অনামাভ্যাং কনিষ্ঠাভ্যাং করয়ো-
স্তলপৃষ্ঠয়োঃ । নমঃ পাহা নমঃ হং চ বৌয়ট্
ফট্ কেমশঃ সূর্য্যীঃ ॥ ১২৬ ॥ হৃদয়ায় নমঃ
পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা । শিখায়ৈ বযড়ি-
ভাস্ত্রং কবচায় হুমীরিতম্ ॥ ১২৭ ॥ নেত্র-
ত্রায়ায় বৌয়ট্ চ অস্ত্রায় ফড়িতি জপেৎ ।

গুহে, চরণদ্বয়ে ও সর্বাঙ্গের যথাক্রমে জাস
করিতে হইবে। ১১৯—১২৩। মূলমন্ত্র
পাঠপূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা চরণ হইতে মস্ত্রক
পর্য্যন্ত এবং মস্ত্রক হইতে চরণ পর্য্যন্ত
সাতবার বা তিনবার জাস করিবে। এই
ব্যাপকচ্ছাস, যথোক্ত ফলসিদ্ধি দানেন সমর্থ।
যে মূলমন্ত্রের আদ্যঙ্গরে যে বীজ হইবে,
তাছাড়া জেমশঃ চয়নী দীর্ঘম্বর—আ ঙ্গি
ইত্যাদি যোগ করিয়া, অথবা তদ্ব্যতিরেকে
অঙ্গুষ্ঠক ক্রী নীজ দ্বারা আঙ্গচ্ছাস করিবে।
অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে, তর্জনীদ্বয়ে, মধ্যমাঙ্গয়ে, অনা-
মিকাঙ্গয়ে, কনিষ্ঠাঙ্গয়ে, করতল-পৃষ্ঠে জেমশঃ
নমঃ, পাহা, নমঃ, হং, বৌয়ট্, ফট্ মন্ত্র উচ্চ
হইয়াছে। আদিতে হৃদয়ে নমঃ, মস্ত্রকে
বহ্নিবল্লভা (পাহা), শিখাতে বযড়ি—এই
মন্ত্র কথিত হইয়াছে,—কবচদ্বয়ে হং, নেত্র-
ত্রায়ে বৌয়ট্ এবং (করতল-পৃষ্ঠদ্বয়ে) অস্ত্রায়

যজ্ঞানি নিধায়েত পীঠস্থাসং সমাচরেৎ ॥
 ১২৮ ॥ আধারশক্তিঃ কুর্শ্বক শেযং পৃথ্বীং
 তথৈব চ । সুধামুখিঃ মণিহীপং পারিজাত-
 তরুং ততঃ ॥ ১২৯ ॥ চিত্তামনিগৃহ্যৈকং
 মণিমানিক্যবেদিকাম্ । তত্র পদ্মাসনং বীরো
 বিষ্ণুসেদ্ধদগ্ন্যজ্ঞে ॥ ১৩০ ॥ দক্ষবাহ্যং সয়ো-
 র্ণামকটৌ দক্ষকটৌ তথা । ধর্ম্যং জ্ঞানং
 তথৈব ধর্ম্যং বৈরাগ্যং ক্রমতো জ্ঞাসেৎ ॥ ১৩১ ॥
 মুখপার্শ্বে নাভিসঙ্গপার্শ্বে সাধকস্তমঃ । নত্র
 পূর্বাণি চ তাচ্ছ্রব ধর্মাদীনি যথাক্রমম্ ॥ ১৩২ ॥
 আনন্দকন্দং হৃদয়ে সূর্য্যং সোমং ততশ্চনম্ ।
 সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব বিন্দুযুক্তাদিমাক্ষরৈঃ ॥

নট—ইহা উক্ত হইয়াছে । সুদী-ব্যক্তি
 ক্রমে ক্রমে এইরূপ যজ্ঞস্থাস করিয়া পীঠ-
 স্থাস করিবে । ১২৪—১২৮ । পীঠস্থাস
 যথা—বীর সাধক স্বীয় হৃৎপদ্মে আধার-
 শক্তি, কুর্শ্ব, অনন্ত, পৃথ্বী, সুধামুখি, মণিহীপ,
 পারিজাত-তরু, চিত্তামনি-গৃহ, মণিমানিক্য-
 বেদিকা ও তৎস্থিত পদ্মাসন—এই সমুদায়ের
 স্থাস করিবে । দক্ষিণ-পক্ষে, বাম-কটিতে,
 দক্ষিণ-কটিতে ক্রমশঃ ধর্ম্য, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও
 বৈরাগ্যের স্থাস করিবে । সাধকোক্তম,—
 মুখ, বাম-পার্শ্বে, নাভিতে, দক্ষিণ-পার্শ্বে,
 নত্র পূর্ষক সেই ধর্ম্যাদির (অর্থাৎ অধর্ম্য,
 অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্যের) যথা-
 ক্রমে স্থাস করিবে । পরে হৃদয়ে আনন্দকন্দ,
 সূর্য্য, সোম, অগ্নি এবং আদ্যাক্ষরের অনুসার
 ধোণ করিয়া, সত্ত্ব, রজ, তম এবং কেশর
 সকল ও কর্ণিকায় স্থাস করিয়া, হৃৎপদ্মের

কেশরান কর্ণিকাক্ষর পদেযু পীঠনায়িকাঃ ॥
 ১৩৩ ॥ মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপরা-
 জিতা । নন্দিনী নারসিংহী চ বৈষ্ণবীত্যষ্ট
 নায়িকাঃ ॥ ১৩৪ ॥ অসিতাঙ্গো রুক্মচণ্ডঃ
 ক্রোধোদ্রক্তো ভয়ঙ্করঃ । কপালী ভীষণ-
 শৈব সংহারীত্যষ্ট - ভৈরবাঃ । দলাগ্রেষু
 জ্ঞাসেদেতান্ প্রাণায়ামং ততশ্চরেৎ ॥ ১৩৫ ॥
 গন্ধ-পুষ্পে সমাদায় করকচ্ছপমুদ্রয়া । হৃদি
 হৃক্কৌ সমাধায় ধ্যানেদেবীং সনাতনীম্ ॥
 ১৩৬ ॥ ধ্যানকৃৎ দ্বিবিধং ছোক্তং সক্রপাক্রপ-
 ভেদতঃ । অক্রপং তব যজ্ঞানমধাত্ত-
 মনসগোচরম্ ॥ ১৩৭ ॥ অব্যক্তং সর্ব্বতো
 ব্যাপ্তমিদমিখং বিবর্জিতম্ । অগম্যং

পত্র সমুদায়ে পীঠনায়িকাদিষ্টে স্থাস
 করিবে । ১২৯—১৩৩ । অষ্টনায়িকার নাম
 যথা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরা-
 জিতা, নন্দিনী, নারসিংহী ও বৈষ্ণবী ।
 অসিতাঙ্গ, রুক্ম, চণ্ড, ক্রোধোদ্রক্ত, ভয়ঙ্কর,
 কপালী, ভীষণ ও সংহারী—এই অষ্টজন
 ভৈরবকে অষ্টদল হৃৎপদ্মের প্রত্যেক দলের
 অগ্রভাগে স্থাস, পরে প্রাণায়াম করিবে ।
 অনন্তর কচ্ছপমুদ্রা-যুক্ত করতলে গন্ধ-
 পুষ্প গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে হস্তদ্বয় স্থাপন-
 পূর্ষক সনাতনী দেবীর ধ্যান করিবে । ধ্যান
 দুই প্রকার ;—সক্রপ ও অক্রপ, অর্থাৎ
 সাকার ও নিরাকার । সক্রপ অর্থাৎ সাকার
 অক্রপ অর্থাৎ নিরাকার এইরূপ বিষয়-ভেদে
 ধ্যান দুই প্রকার কথিত হইয়াছে । তোগার
 নিরাকার-বিষয়ক যে ধ্যান, তাহা বাক্য ও

যোগিভির্গম্য কৃষ্ণৈর্বহুসমাধিভিঃ ॥ ১৩৭ ॥
মনসে ধারণার্থায় শীঘ্রং স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে ।
স্বপ্নাধ্যানপ্রবোধায় স্থলধ্যানং বদামি তে ॥
১৩৯ ॥ অরূপায়াঃ কালিকয়াঃ কালমাতৃ-
র্মহাত্মতেঃ ১০ গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিচ্ছতে
রূপবল্লভা ॥ ১৪০ ॥ মেঘাসীং শশিশেখরাং
ত্রিনয়নাং রক্তাঙ্গরাং বিভ্রতীং পানিভ্যাম্ভয়ং
বরকং বিকসদ্বরজারবিদম্ভিতাম্ । নৃত্যন্ত
পুরতো নিপীয্য মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা-
কাং বীজ্য বিকাসিতাননবরামাদ্যাং ভজে
কালিকাম্ ॥ ১৪১ ॥ এবং ধাতুঃ শশিরসি

মনের অগোচর, স্মৃতির অবিদ্য, সর্বব্যাপী,
“ইহা এইরূপ” ইত্যাদি সাধারণের কুর্জ্ঞেয়,
উপদেশ-বহির্ভূত এবং বহু কষ্টে বহু সমাধি
দ্বারা কেবল যোগিগণের জ্ঞেয় । ১৩৮—
১৩৯ । এক্ষণে মনের ধারণার জন্ত, শীঘ্র
স্বাভীষ্ট-সিদ্ধির জন্ত এবং স্বপ্নাধ্যান অর্থাৎ
নিরাকার ধ্যান প্রবোধের জন্ত তোমায় স্থল
ধ্যান বলিতেছি । বস্তুতঃ নিরাকার কাল-
জননী মহাত্মা কালিকার গুণ-ক্রিয়ানুসারে
রূপকল্পনা করা হয় । যাহার ভাজ মেঘের
ছায় কৃষ্ণবর্ণ, যাহার ললাটদেশে চন্দ্ররেখা
বিরাজিত, যিনি ত্রিলোচনা, যিনি রক্তাঙ্গর
পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, যিনি পানি-
যুগল দ্বারা অভয় ও বর অর্থাৎ এক
হস্তে অভয় ও অপর হস্তে বর ধারণ
করিতেছেন, যিনি প্রস্তুটিত রক্ত পদোর
উপরি অবস্থিতি করিতেছেন এবং মধুর
মাধ্বীক অর্থাৎ মধুর-পুষ্পজাত মদ্য

পুষ্পং দত্ত্বা তু সাধকঃ । পূজয়েৎ পরম
ভক্তা মনসৈরুপচারকৈঃ ॥ ১৪২ ॥ অংগ-
গাম্যং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ । পাদ্যং
চরণয়োদ দ্যাম্মনজ্জ্বল্যং নিবেদয়েৎ ॥ ১৪৩ ॥
ভোমামৃতেনাচমনং জানীয়মপি কলয়েৎ ।
অ্যাক শতভুং বসনং গন্ধকং গন্ধতত্ত্বমু ॥
১৪৪ ॥ চিত্তং আবজয়েৎ পুষ্পং ধূপং
প্রণাম আবজয়েৎ ॥ তেজস্তত্ত্বং দীপার্থে
নৈবেদ্যকং সুধাশুধিমু ॥ ১৪৫ ॥ অনাহত-
ধ্বনিং শব্দাং বায়ুতত্ত্বকং চামমু । নৃত্য-
মিত্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যাং মনসস্তথা ॥ ১৪৬ ॥

পানানন্তর নৃত্য-পরায়ণ মহাকালকে সমুখে
দর্শন করিয়া যাহার বদনকমল প্রফুল্ল
হইয়াছে, সেই আদ্যা কালিকাকে ভজনা
করি । সাধক নিজের মস্তকে পুষ্প প্রদান-
পূর্বক এইরূপ ধ্যান করিয়া, পরম ভক্তি
সহকারে মানস উপচার দ্বারা পূজা করিবে ।
মানস-পূজার বিবরণ যথা,—আসনরূপে অং-
গকে প্রদান করিবে, সহস্র-দল কমলচ্যুত
অমৃত দ্বারা চরণদ্বয়ে পদ্য প্রদান করিবে;
মনকে অর্ঘ্য করিয়া নিবেদন করিবে । সেই
অর্থাৎ সহস্রদল-কমলচ্যুত অমৃত দ্বারাই
আচমনীয় ও জানীয় ভোগ, বসনরূপে
আকাশতত্ত্ব এবং গন্ধরূপে গন্ধতত্ত্ব কথিত
করিবে । চিত্তকে পুষ্পরূপে কথনা
করিবে । পদ্য প্রাপকে ধূপরূপে কথনা
করিবে । দীপ স্থানে তেজস্তত্ত্ব, সুধাশুধিকে
নৈবেদ্যরূপে, অনাহত-ধ্বনিকে শব্দোদ্যমি-
রূপে, বায়ুতত্ত্বকে চামর এবং ইন্দ্রিয়ের

পুষ্পং নানাবিধং দদাদাত্মনো ভাবমিক্রমে ॥
 ১৪৭ ॥ অমায়মনহকারমবাগমমদং তথা ।
 অমোহকমদন্তক অদেবাকোভকে তথা ।
 অমাংসমধ্যমলোভক দশ পুষ্পং প্রকৌর্তিতম্ ॥
 ১৪৮ ॥ অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়-
 নিগ্রহঃ । দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চ পুষ্পং
 উত্তমং পরম্ ॥ ১৪৯ ॥ ইতি পঞ্চদশৈঃ পুষ্পৈ-
 র্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ । সুধানুধিং মাংস-
 নৈলং ভর্জিতং মৌনপর্বতম্ ॥ ১৫০ ॥
 মুদ্রারাবিঃ সুভক্তকং যত্নাকং পায়সং তথা ।
 কুণামৃতকং তৎপুষ্পং পীঠস্থাপনাবি চ ॥
 ১৫১ ॥ কামক্ৰোধৌ বিঘ্নরূপৌ বজ্রং দত্তা

যাবতীর কার্য্য এ মনো চাক্ষর্য্যকে নৃত্যরূপ
 কল্পনা করিবে । আপন'ব অভ্যষ্ট-মিদ্ধি
 অষ্ট নানাবিধ পুষ্প দেবীকে প্রদান করিবে ।
 মীয়া-রাহিত্য, অহঙ্কারাভাব, রাগবাহিত্য,
 মদরাহিত্য, মোহরাহিত্য, দম্ভরাহিত্য, ছেদ-
 রাহিত্য, ক্ষোভরাহিত্য, মাংসমধ্য-রাহিত্য,
 লোভরাহিত্য—এই দশ বিঘ্ন পুষ্প বলিয়া
 কৌর্তিত হইয়াছে । ১৪৭—১৪৮ । তাহার
 পর অহিংসারূপ পরম পুষ্প, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-
 রূপ পুষ্প, দয়ারূপ পুষ্প, ক্ষমারূপ পুষ্প
 এবং জ্ঞানরূপ পুষ্প—এই পঞ্চপুষ্প প্রদান
 করিবে । এইরূপ পঞ্চদশবিধ ভাবরূপ পুষ্প
 দ্বারা পূজা করিবে । পবে সুবার মাগর,
 মাংসের পর্বত, ভর্জিত মৎস্যের পর্বত,
 অর্থাৎ প্রভূত মৎস্য মাংস, মুদ্রার রাশি,
 উত্তম রস, সুভক্ত পায়স, কুণামৃত অর্থাৎ
 শক্তিঘটিত অমৃত-বিশেষ, তৎপুষ্প অর্থাৎ

জপং চরেৎ । মালা বর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলী-
 সূত্রযুক্ততা ॥ ১৫২ ॥ গাবিন্দুং মন্ত্রগুচ্চার্য্য
 মূলমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ । অকারাদি-লকারাব্য-
 মনুগোম ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৫৩ ॥ পুনর্লকার
 মারভ্য ক্রীকণ্ঠ্যং মনুং জপেৎ । বিশোগ
 ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষারো মেরুক্ষতাতে ॥ ১৫৪ ॥
 অষ্টবর্ণাতিমৈর্বর্ণৈঃ সহগুণমথাস্তকম্ । এব-
 মষ্টোত্তবক্ষতং জপ্ত্বানেন সমর্পয়েৎ ॥ ১৫৫ ॥
 সর্বান্তবায়নিলয়ে স্বাস্ত্যজ্যোতিঃস্বরূপিণি ।

দ্বীপুষ্প প্রঃ পীঠস্থাপন বারি অর্থাৎ দ্বী-
 লোকের অঙ্গবিশেষ-প্রাকালন-জল মনে মনে
 দেবীকে প্রদানপূর্বক বিঘ্নকারী কাম এবং
 ক্রোধকে বলি দিয়া জপ আরম্ভ করিবে ।
 কুণ্ডলীসূত্রে গ্রথিত বর্ণময়ী মালা জপমালা
 বলিয়া কথিত হইয়াছে । প্রথমতঃ বিন্দুসহিত
 অকারাদি লকারান্ত বর্ণ উচ্চারণ করিয়া,
 মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিবে । আং হ্রীং ক্রীং
 পরমেশ্বরী স্বাহা আং হ্রাং ইত্যাদি এই
 জপ অনুগোম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ।
 ১৪৯—১৫০ পুনর্লকার বিন্দুযুক্ত লকার
 হইতে অকার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের এক
 একটি কবিতা বিন্দুযুক্ত আটটি জপ করিবে ।
 ইহা বিশোগ জপ বলিয়া বিখ্যাত । ক্ষ,
 ইহার মেরু স্বরূপ । অনন্তব অষ্ট বর্ণের
 অর্থাৎ স্বরবর্ণ, ককারাদি পঞ্চ, টবর্ণ, তবর্ণ,
 পবর্ণ, যকারাদি চারবর্ণ ও লকারাদি পঞ্চ-
 বর্ণের অষ্টম বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র যোগে
 একশত আট বার জপ করিবা, উহা বক্ষ্য-
 মান মন্ত্র দ্বারা সমর্পণ করিবে । মন্ত্র

গৃহাণাতুর্জপং মাতবাদ্যে কালি নমোহস্ত
তে ॥ ১৫৬ ॥ সমর্প্য অপমেতেন সীষ্টাঙ্গং
প্রণমেক্ষিয়া । ইত্যন্তর্যজনং কীতা বহিঃপূজাং
সমারভেৎ ॥ ১৫৭ ॥ বিশেষার্থ্যাং সংস্কার-
স্ত্রাদ্যাদৌ কথ্যতে শৃণু । • যন্ত স্থাপনমাত্রেন
দেবতা মুপ্রসীদতি ॥ ১৫৮ ॥ দৃষ্ট্বা পীতং
যোগিত্তো ব্রহ্মাদাং দেবতাগণাঃ । ভৈরবা
অপি নৃত্যন্তি ত্রীত্যা সিদ্ধিং দদত্যপি ॥ ১৫৯ ॥
স্ববাসে পুরতো ভূমৌ সামান্যার্থ্যাং বারিণা ।
মায়াগর্তং ত্রিকোণকং বৃক্কং চতুষ্ককম্ ॥ ১৬০ ॥

যথা,—ইহ সর্বাস্তঃকরণ-বাসিনি । হে
অস্ত্ররাজ-জ্যোতিঃস্বরূপে । হে মাতঃ । হে
অদ্যো কালিক । তোমাকে প্রণাম করি ;
আমার এই মানস-জপ গ্রহণ কর । এই
মন্ত্র দ্বারা অঙ্গ-সমর্পণ করিয়া, মনে মনে
সীষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে । এইরূপে মানস-
পূজা করিয়া, বাহ্য-পূজা করিতে আরম্ভ
করিবে । প্রথমতঃ সেই বিশেষার্থ্যে
সংস্কার বলিতেছি—প্রবণ কর । যাহা
স্থাপনমাত্র দেবতা প্রদত্ত হন । ১৫৪—১৫৮
ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, যোগিনীগণ ও
ভৈরবগণ, অর্ধ্যপাত্র দর্শন করিয়া নৃত্য
করিতে থাকেন এবং পীতরূপে
সিদ্ধি প্রদান করেন । আপনার বামদিকে,
মঙ্গলস্থলে, সামান্যার্থ্যে অঙ্গ দ্বারা একটি
ত্রিকোণ-মণ্ডল, তদাধো মায়াবীজ (ক্রীং)
দ্বারা, ত্রি ত্রিকোণ মণ্ডলের বাহিরে
একটি গোলাকার, মণ্ডল এবং তাহার
বাহিরে, একটি চতুষ্কোণ, মণ্ডল লিখিয়া,

বিলিখা পুঙ্খযেৎ তত্র মায়াবীজপূরঃসরম্ ।
ভেদস্তামাধারশক্তিকাং নমঃশস্যমানিকাম্ ॥
১৬১ ॥ ততঃ প্রাকালিতায়াং দিষ্ট্য
মণ্ডলেপরি । মং বহিমণ্ডলাং ভেদস্তং
দশকলাভ্যনে ততঃ ॥ ১৬২ ॥ নমোহস্তেন
চ সংপূজ্য দশায়েদর্ধ্যপাত্রকম্ অস্ত্রেন
স্থাপয়েৎ তত্র আধারোপরি সাধকঃ ॥ ১৬৩ ॥
অমর্কমণ্ডলায়োক্তম্ দ্বাদশাভ্যুপাধানে ।
নমোহস্তেন যজ্ঞেং পাত্রং মূলে নৈব অপূ-
য়েৎ ॥ ১৬৪ ॥ ত্রিভাগমলিমাপূর্বা শেষং
তোয়েন সাধকঃ । গদাপুষ্পে তত্র দস্তা
পুঙ্খয়েদমুনাসিকে ॥ ১৬৫ ॥ যট্টপং বিমু-
গুতং ভেদস্তং নৈ চন্দ্রমণ্ডলম্ । মোড়শাস্ত্রে

তাহাতে “ক্রীং আধারশক্তিকে নমঃ” এই মন্ত্র
দ্বারা আধার-শক্তির পূজা করিবে । পরে
সেই মণ্ডলের উপরি প্রাকালিত পাত্র স্থাপন
করিয়া, তাহাতে “মং বহিমণ্ডলায় দশ-
কলাভ্যানে নমঃ” মন্ত্র দ্বারা পূজা এবং “মট্”
মন্ত্র দ্বারা অর্ধ্য পাত্র প্রাকালিত করিয়া,
সেই আধারে উপরি স্থাপন করিবে ।
১৫৯—১৬৩ । হে অমিকে । পরে “মং
অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাভ্যানে নমঃ” এই মন্ত্র
দ্বারা পূজা করিবে । অনন্তর মল-মল দ্বারা
অর্ধ্যপাত্র পুণিত করিবে । তৎপরে মানক
তিন ভাগ মদ্য ও অবশিষ্ট ভাগ জল দ্বারা
এই অর্ধ্যপাত্র পূর্ণ করিয়া তাহাতে গদা-
পুষ্প প্রদান করিবে । অনন্তর ব্রহ্মা-মন্ত্র
দ্বারা তাহাতে পূজা করিবে । “উং চন্দ্র-
মণ্ডলায় মোড়শকলাভ্যানে নমঃ” এই মন্ত্র

কলাশজাদাব্জানে নম ইত্যপি ॥ ১৬৬ ॥
 ততস্ত্রৈফলে পত্রে বস্ত্রচন্দনচাৰ্চনম্ ।
 দুর্বাপুষ্পাং সাক্ষতক কৃত্বা তত্র নিধাপয়েৎ ॥
 ১৬৭ ॥ মূলেণ তীর্থমাবাহ্য তত্র দেবীং
 বিভাব্য চ । পূজয়েদগ্নিপুষ্পাত্যাং মূলং
 দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ১৬৮ ॥ ধেনুযোনী দর্শ-
 যিত্বা ধূপদীপৌ প্রদর্শয়েৎ । তদমু প্রোক্ষণী-
 পাত্রে কিকিঁমিঞ্চিপ্য সাধকঃ ॥ ১৬৯ ॥
 আত্মানং দেয়বস্তুনি প্রোক্ষয়েৎ তেন মজ্জিবৎ
 পূজ্যসমাপ্তিপৰ্য্যন্তমৰ্য্যপাত্রং ন চালয়েৎ ॥
 ১৭০ ॥ বিশেষার্থস্য সংস্কারঃ কথিতোহহং
 শুচিশিতে । যমরাজং প্রোক্ষ্যামি সমস্ত-
 পুরুষার্থদম্ ॥ ১৭১ ॥ মায়াগৰ্ভং ত্রিকোণক

দ্বারা পূজা করিয়া বিজপত্রে রক্তচন্দনাক্ত
 দুর্বা, পুষ্প ও আতপ-তণুল রাখিয়া তৎ-
 সমুদায় পাত্রেব অগ্রভাগে স্থাপন করিবে ।
 অনন্তর তাহাতে মূলমন্ত্র দ্বারা তীর্থ আবাহন-
 পূর্বক দেবীর ধ্যান করিয়া, গন্ধ-পুষ্প দ্বারা
 পূজা করিবে । পরে দ্বাদশবার মূলমন্ত্র জপ
 করিবে । ১৬৪—১৬৮ । অনন্তর সাধক
 ধেনুমুক্তা ও যোনিমুক্তা দেখাইয়া ধূপ দীপ
 প্রদর্শন করাইবে । অনন্তর সেই জল,
 কিকিঁ প্রোক্ষণীপাত্রে নিম্নিপু করিয়া, সেই
 জল দ্বারা আপনাকে ও দেয় জব্য-সমুদায়কে
 প্রোক্ষিত করিবে । মন্ত্রজ ব্যক্তি পূজা-
 সমাপ্তি পর্যন্ত বিশেষার্থ্য-পাত্র চালিত
 করিবে না । হে নির্মলশিতে ! এই
 বিশেষার্থ্যের সংস্কার কহিলাম, ধর্ম্ম অর্থ,
 কাম, মোক্ষ—এই চতুর্কর্গপ্রদ যমরাজ অর্পণ

তদ্বাহ্যে বৃন্তসূচকম্ । তযোর্মধ্যে যুগ্মযুগ্ম-
 ক্রেমাৎ^১ যোড়শ কেশরান্ ॥ ১৭২ ॥ তদ্বাহ্যে-
 হষ্টদলং পদ্মং তদ্বহির্ভূপুং নলিখেৎ ।
 চতুর্দ্বাবিসমায়ুক্তং জুবেখং স্তম্বনোহরম্ ॥
 ১৭৩ ॥ স্বর্গে বা রাজতে তাত্রে কুণ্ডগোল-
 বিশেষপিতে । স্ময়ভুকুসুমৈশু ক্রে চন্দনাগু-
 কুসুমৈঃ ॥ ১৭৪ ॥ কুশীদেনাত্ব বা লিখেৎ
 স্বর্গময্যা শলাকয়া । মালুরকণ্টকেনাপি
 মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ । বিলিখেদ্বন্দ্বরাজস্ত
 দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ॥ ১৭৫ ॥ অথবোৎকীল-
 বেখাভিঃ স্ফাটিকে বিক্রমেহপি বা । বৈদর্য্যে

তাহার লেখন-বিধি বলিতেছি । একটী
 ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তন্মধ্যে মায়াবীজ^২
 লিখিবে । তাহার বাহিরে গোলাকাব মণ্ডল-
 দ্বয় লিখিবে । ঐ গোলাকাব মণ্ডলদ্বয়ের
 মধ্যে দুইটী দুইটী কবিতা যোড়শ কেশর
 লিখিবে । ঐ বৃন্তদ্বয়ের বহির্দেশে অষ্টদল
 পদ্ম লিখিবে । ঐ পদ্মের বাহিরে চতুর্দ্বাবি-
 যুক্ত, মবল-বেখা-বিশিষ্ট, স্তম্বনোহর ভূপুং
 লিখিবে । ১৬৯—১৭৩ । কুণ্ড দ্বাবা, গোল
 দ্বারা (শক্তিবিশেষের পুষ্প) অথবা স্ময়ভু-
 কুসুম (অগ্নাস্ত শক্তিবর্জিত পুষ্প) দ্বারা
 তিপ্ত, চন্দন, অগুৎ ও কুসুম দ্বারা, অথবা
 কেবল রক্তচন্দন দ্বারা তিপ্ত জুবর্ণময় পাত্রে,
 রাজতময় পাত্রে অথবা তাম্রময় পাত্রে স্বর্গময়
 শলাকা দ্বারা, অথবা মালুরকণ্টক দ্বারা মূলমন্ত্র
 উচ্চারণ করিতে করিতে দেবতার ভাব-
 সিদ্ধির নিমিত্ত উক্ত যমরাজ লিখিবে ;
 স্ফাটিক-নির্মিত পাত্রে কিংবা শ্রবাল-

কাবচেন্দ্রমণ্ডল কারুকেণ সুনির্মিতা ॥ ১৭৬ ॥
 জুহুতিষ্ঠিঃ কুলা স্থাপয়েদেবমাস্তবে ।
 নশ্যন্তি তুষ্টিভূতানি গ্রহরোগভয়ানি চ ॥ ১৭৭ ॥
 পুত্রপৌত্রসুখৈশ্বৰ্য্যৈর্ঘোষোদতে তীক্ষ্ণ মন্দিরম্ ।
 দাতা ভক্তা যশসী চ ভবেদু যশপ্রসাদতঃ ॥
 ১৭৮ ॥ এবং যজ্ঞং সমালিখ্য বৎসিংহাসনে
 পুরঃ । সৎস্থাপ্য তীৰ্থত্ৰাসো ক-মিগিনা
 পীঠদেবতঃ । সৎপূজ্য কর্ণিকামঘো পূজয়ে-
 যুদেবতাম্ ॥ ১৭৯ ॥ কলসস্থাপনং বক্ষ্যে
 চক্রসুষ্ঠানমেব চ । যেন সুষ্ঠুগমাভ্যেণ
 দেবতা সূত্রগীদতি । মজ্জসিদ্ধিৰ্ভবোন্নয়ন-
 মিচ্ছাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১৮০ ॥ কলং

কলং গৃহীত্ব তু দেবানাং শিবকৰ্মণা ।
 নির্মিতোহংসদেব যশাং কলমাস্ত্রেনকণাভে ॥
 ১৮১ ॥ মণ্ডিতমদ্যুলাসামং মোড়শাঙ্গুল-
 মুচ্চদেবঃ । চতুঃস্কন্ধকং বর্ধ্য মুখং ত্রয়া
 যুগ্মকম্ । পঞ্চাঙ্গুলিমিতং মূলং বিদ্যমং
 পটনির্মিতো ॥ ১৮২ ॥ সৌবর্ণং বাজিতং
 তাম্রং কাংক্ষজং মুস্তিকোক্তম্ । পামাণং
 কাচকং বাপি পটমস্তুতমদমে । কাবচেন-
 দেবতাপীঠো বিস্তাৰ্য্য নিবর্ত্যয়েৎ ॥ ১৮৩ ॥
 সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষ-
 দায়কম্ । তাম্রং প্ৰীতিকরং ক্ষেপ্যং কাংক্ষজং
 পুষ্টিবৰ্দ্ধনম্ ॥ ১৮৪ ॥ কাচং বক্ষ্যকরং প্রোক্তং

নির্মিত পাল্লব বা বৈদর্ভ্যনির্মিত পাত্রে,
 উত্তম শিল্পনিপুণ কারুকের দ্বারা, যজ্ঞরেখা
 ক্ষোদিত করিয়া প্রতিষ্ঠাপূর্বক গৃহাভ্যন্তরে
 স্থাপন করিবে। এইরূপ করিলে, ঐ যজ্ঞ-
 প্রসাদে তুষ্টি ভূত সমুদায়, গ্রহ সমুদায়,
 রোগ সমুদায় ও ভয় বিদ্বিত হয়। তাহার
 গৃহ,—পুত্র, পৌত্র, সুখ ও ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি
 আনন্দিত হয় এবং পঃ সেই ব্যক্তি এই
 যজ্ঞেব প্রসাদে দাতা, ভক্তা ও যশসী
 হইবে। ১৭৮—১৭৯ এইরূপে যজ্ঞ লিখিয়া,
 সমুখস্থিত বৎসিংহাসনে স্থাপনপূর্বক
 তীৰ্থত্ৰাসো বিধি-অঙ্গুসারে পীঠদেবতা-
 দিগেব পূজা করিয়া, কর্ণিকামঘো মূল-
 দেবতার পূজা করিবে। এসময়ে কলস-
 স্থাপন ও চক্রসুষ্ঠান বলিতেছি,—নান্দ
 করিবামাত্র নিশ্চয়ই দেবতার সূত্রগীতা,
 মজ্জসিদ্ধি ও ইচ্ছাসিদ্ধি হইয়া পকে। বিশ্ব-

কৰ্ম্ম কতক দেবতাদিগেব এক এক কলা
 (অংশ) গ্রহণ করিয়া ইহা নির্মিত হইয়াছে
 বলিয়া তাহা 'কলশ' শব্দে কথিত। ইহা
 ৩৬ অঙ্গুলি অর্থাৎ দেড় হস্ত বিস্তৃত,
 মোড়শ অঙ্গুলি উন্নত, চারি অঙ্গুলি ইহার
 কর্ণের পরিমাণ, মুখেব বিস্তার (পদ) ত্রয়া
 অঙ্গুলি এবং তলদেশেব পরিমাণ পাঁচ
 অঙ্গুলি,—কলসনিৰ্ম্মাণেব এই বিধি।
 দেবতান পীঠির নিমিত্ত এই সূত্ৰময়,
 রাজতময়, তাম্রময়, কাংক্ষময়, সৌবর্ণ-
 পামাণময় বা কাচময় কোন অঙ্গুস অঙ্কিত
 পট নিৰ্ম্মাণ কাইবে। ইহাতে বিস্তার্য্য
 করিবে না। ১৮০-১৮৩। সূত্ৰময় কলস
 ভোগ প্রদান বনে- ইহা-ভক্ত হইয়াছে;
 রাজতময় কলস, মোক্ষপ্রদ হয়; -তাম্রময়
 কলস, প্ৰীতিকর—ইহা জাতব্য; কাংক্ষ-
 ময়, কলস, পুষ্টিবৰ্দ্ধক; কাচময় কলস,

পাশাণং শুভ্রকর্ণাণি । মূলায়ং সৰ্বকারণ্যমু
 সুদৃশ্যং সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৮৫ ॥ স্বাগমভাগে
 যট্টকোণং ত্রয়াধ্যৈ ব্রহ্মবজ্রায়ম্ । তদ্বহির্ভূত-
 মালিখ্য চতুঃস্রয়ং ততো বাহঃ ॥ ১৮৬ ॥
 সিন্দূর-রজমা বাপি বস্ত্রচন্দনকেন বা ।
 নির্মায় মণ্ডলং তত্র যজ্ঞেদধারদেবতাম্ ॥
 ১৮৭ ॥ মায়ামাধারশক্তিক ৬-নমে'হস্ত'ং
 সমুচ্চরেৎ ॥ ১৮৮ ॥ নমসা কালিতাধা ২
 স্থাপয়েমশুলোপরি । অস্ত্রোণ কালিতং
 কুন্তং তত্র ধারে নিবেশয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥ ককা-

করণে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে ;
 পাশাণ-নির্মিত কলস শুভ্রম কার্ণ্যে এবং
 মূলায় কলস, সকল কার্ণ্যেই প্রশস্ত হইবে
 পূর্বেও জ্ঞেয় দ্বারা নির্মিত সকল প্রকার
 কলসই সুদৃশ্য ও সুপরিষ্কৃত হইবে । নিজ
 বামভাগে একটি যট্টকোণ মণ্ডল, ত্রয়াধ্য
 একটি শূন্য এবং ত্রি যট্টকোণ মণ্ডলের
 বাহিরে একটি গোলাকার মণ্ডল লিখিয়া
 তাহার বহির্ভাগে একটি চতুঃকোণ মণ্ডল
 লিখিবে । এইরূপে সিন্দূর, রজঃ বা রক্ত-
 চন্দন দ্বারা মণ্ডলকে লিখিয়া তাহাতে অধাব
 দেবতার পূজা করিবে । অধাব-দেবতার
 পূজায় 'হ্রীং' মাধাবশক্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্র
 উচ্চারণ করিবে । অনন্তর 'নমঃ' এই মন্ত্র
 দ্বারা প্রক্ষালিত আধার (মুৎপিণ্ডাদি)
 মণ্ডলোপরি স্থাপন করিবে । পরে 'ফট্'
 এই মন্ত্র দ্বারা কুন্ত প্রক্ষালিত করিয়া ত্রি
 কুন্ত আধারে উপর স্থাপন করিবে ।
 ১৮৪--১৮৯ । মন্ত্রজ্ঞ, ব্যক্তি, হইতে

রাটোয়রকারাটোবর্ভৈর্দ্বিসমায়ুতৈঃ । মূলং
 সমুচ্চরেন্ন মল্লী কারণেন প্রাপুংয়েৎ ॥ ১৯০ ॥
 অধারকুন্তভীর্যেযু ব্রহ্মকর্ণশিমুগুণম্ ।
 পূর্ষৎ পূজয়েদ্বিধান দেবীভাষপরায়ণঃ ॥
 ১৯১ ॥ রক্তচন্দন-সিন্দূর-বস্ত্রমালালু-
 লেপনৈঃ । ভূষয়িত্ব তু কলসং পক্ষীকরণ-
 মাচরেৎ ॥ ১৯২ ॥ ফটী দর্ভেণ সমুদ্যত
 বীজেনাবগুষ্ঠয়েৎ । হ্রীং দিব্যদৃষ্ট্যা সৎসীক্ষ্য
 নমসাত্ম্যধ্বং চরেৎ । মূলেণ গন্ধং ত্রির্দদ্যাৎ
 পক্ষীকরণমীরিতম্ ॥ ১৯৩ ॥ প্রণম্য কলসং
 বস্ত্রপুষ্পং দত্ত্ব বিশোধয়েৎ ॥ ১৯৪ ॥ এক-

অকার পর্যন্ত বৈপরীত্যে সম্মিলিত
 বর্ণসমুদায় বিন্দুযোগ করিয়া স্ত্রী সকল
 মন্ত্র উচ্চারণ ও অনন্তর মূল-মন্ত্র উচ্চ-
 রণ করত কলস (মদ্য) দ্বারা কুন্ত
 পূরিত করিবে । কুলাচারজ্ঞ ব্যক্তি, দেবী-
 ভাব-পরায়ণ হইয়া, আধারে বস্ত্রমণ্ডল,
 কুন্তে স্বর্ঘ্যমণ্ডল ও কুন্তস্থিত পূর্বেও
 মদ্যেও চন্দ্রমণ্ডলের পূজা করিবে । পরে
 রক্তচন্দন, সিন্দূর, রক্তমালা অলুপন দ্বারা
 কলস ভূষিত করিয়া পক্ষীকরণ করিবে ।
 'ফট্' এই মন্ত্র পাঠ করত কলস দ্বারা কলসে
 তাড়না করিয়া, 'হ্রীং' মন্ত্র পাঠ করত অধ-
 ণ্ড ১ মূদ্র দ্বারা কলস আওঁঠ করিবে ।
 পরে 'হ্রীং' বীজ পাঠ করত অনিমেয দর্শনে
 সকল নিরীক্ষণ করিয়া 'নমঃ' মন্ত্র পাঠ করত
 জল দ্বারা কলস অভ্যক্ষিত করিবে । মূলমন্ত্র
 দ্বারা তিনবার কলসে চন্দন প্রদান করিবে ।
 হ্রীং পক্ষীকরণ নামে, কথিত । পরে

মেব গিরং হৃদা হৃদ-স্বাস্থ্যমঃ, কদম্ব ।
কচোক্তং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নান্যায়ামহম্ ॥
১৯৫ ॥ সূর্যামণ্ডলমধ্যস্থে বক্রণালয়মস্তবে ।
রমাবীজময়ে দেবি শুক্রশীপাঙ্গিমুচাতাম্ ॥
১৯৬ ॥ দেবানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দ-
মহৎ যদি, তেন সন্তোষ্য তে দেবি ব্রহ্ম-
হত্যা ব্যাপোহতু ॥ ১৯৭ ॥ হ্রীং হংসঃ শুচি-
সমুদ্রস্তরীক্ষমকৌতা বেদিমদতিথিছুরৌ-
লসৎ, নৃনম্রবৃত্তমদ্যোমসদভা গোজা
ঋতজা অজিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ১৯৮ ॥
বাক্রণেন চ বীজেন যদুদীর্ঘবভাজিনা ।
ব্রহ্মণাপবিশকান্তে মোচিভাটৈ পবং বদেৎ ।
সুধাদেবো নমঃ পশ্চাৎ সপথ্য ব্রহ্মশাপহুং ॥
১৯৯ ॥ অক্ষুণ্ণং দীর্ঘবট্টকেন নৃপং ক্রীমায়দা

কন্যাকে প্রণাম ও তৎস্থিত সুবাস্তে ব্রহ্ম-
পুণ্ড্র প্রদান করিয়া, ব্যাকরণ মন্ত্র দ্বারা সুধা
শোধন করিবে । ১৮৯—১৯৪ । প্রথমতঃ
অধিতীয় স্থল ও সূর্যময় এবং নিত্য । আমি
তঁহার দ্বারা কচঅনিত-ব্রহ্মহত্যা নাম
করি । হে দেবি ! হে সূর্যামণ্ডল-মধ্যস্থে ।
হে সমুদ্রগর্ভ-মস্তকে ! হে অমাবীজময়ি !
তুমি শুক্রশীপ হইতে উদ্ভূত হও ব্রহ্মময়
প্রণব বেদের বীজপদপ । হে দেবি ! সেই
সত্য দ্বারা তোমার ব্রহ্মহত্যা নাম হউক ।
বক্রণ-বীজে (২২) ব্রহ্মশাপ হইতে দীর্ঘপর
যোগ করিয়া, 'ব্রহ্ম' শব্দের পর 'মোচিভাটৈ'
পদ বলিবে, পশ্চাৎ 'সুধাদেবো নমঃ' এই
ধ্বনি উচ্চারণ করিবে । এই মন্ত্র মণ্ডবার
পঠ করিলে ব্রহ্মশাপ-মোচন হইবে । মন্ত্র

মন্ত্র । সুধা পান্যং ব্রহ্মশাপং মোচয়েতি
পদং ততঃ । অমুখং ভাবয়েদুদ্বৈতং দ্বিষ্টস্তো
মনুবীজিতঃ ॥ ২০০ ॥ এবং দ্বাপাণো চরিত্তা
যজ্ঞং তত্র সমাহিতঃ । আনন্দভৈরবং
দেবমানন্দভৈরবীং তথা ॥ ২০১ ॥ সহস্রমল-
শকাভ্যে বরমুং মিলিতং বদেৎ । আনন্দ-
ভৈরবং দেহভ্যং বদন্তো মনুর্মুখঃ ॥ ২০২ ॥
অস্ত্রাণ্যং বিপরীতকঃ প্রাণে নামলোচনা ।
সুধাদেবো বৌমভ্যো মনুর্মুখাঃ প্রপূজনে ॥
২০৩ ॥ গাহরস্তং তয়োস্তন ব্যাধা

যথা,—বা বী বৃ বৈ বৌ বঃ ব্রহ্মশাপ বিমো-
চিভাটৈ সুধাদেবো নমঃ । ১৯৫—১৯৯ ।
ব্রহ্মশাপ অর্থাৎ "ব্রহ্মশাপ" এই পদ দীর্ঘপর
হইতে যোগ করিয়া (ক্রীং) ক্রীবীজ ও
মারাবীজ (হ্রীং) যোগ করিতে হইবে ।
ইহার পর "সুধা" পদ, পরে "ব্রহ্মশাপং
মোচন" এই পদ । পরে "অমুখং ভাবয়
অমুখ" শব্দে 'স্বাছা' এই মন্ত্র কথিত হই-
যাচ্ছে । এইরূপে শাপ মোচন করিয়া, একাত্ত-
ভায়ে তাহাতে আনন্দভৈরব ও অমুখভৈরব-
বীজ পূজা করিবে । "সহস্রমল" পদের পর
'বরমুং' ইহার সহিত মিলিত করিয়া 'আনন্দ
ভৈরবং' বলিবে, শব্দে বসট্ থাকিবে ;—
ইহা আনন্দভৈরবের মন্ত্র । আনন্দভৈরবী
পূজার সময়, 'সহস্রমলবরমুং' এই মন্ত্রের
অর্থ অর্থাৎ মূল বর্গের বিপরীত অর্থাৎ
"হংস" পাঠ করিবে, প্রাণে নামলোচনা
স্থানে বারলোচ । অর্থাৎ ঐক্য পাঠ
করিবে, পশ্চাৎ সুধাদেবো 'বৌমভ্যো' এই

তদমৃতপ্লুতম্ । ত্র্যায় বিজ্ঞান তত্ত্বোক্তে
মূলং দ্বাদশধা জপেৎ ॥ ২০৪ ॥ মূলেন দেবতা-
বুদ্ধা দত্তা পুষ্পাঞ্জলিঃ ততঃ । দর্শয়েদ-
রূপ-দীপৌ চ যট্টাবাননপূর্বকম্ ॥ ২০৫ ॥
ইথা তীর্থস্ত সংস্কারঃ সর্বদা দেবপূজনে ।
ব্রতে হে মে বিবাহে চ তথৈবোৎসবকর্মণি ॥
২০৬ ॥ মাংসমানীয় পূবতস্তি কাণমণ্ডলা-
পরি । ফটাভুক্ষ্য বায়ু-বহ্নিবীজাভ্যাং
মন্ত্রয়েৎ ত্রিধা ॥ ২০৭ ॥ কবচেনাবগুষ্ঠাথ
সংরক্ষ্যেচ্চাস্ত্রমন্ত্রতঃ । ধেয়া বসমুতীকৃত্য

দুইটা পদ প্রয়োগ করিতে হইবে (ইহাতে
মন্ত্রোক্তার যথা — হসক্ষমগবরয়ীং আনন্দ-
ভৈরবৈ বৌষট্ । অনন্তর সেই কলসে
আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর সম-বসতা
ধান করিয়া, তদমূল দ্বারা সংসিক্ত হইয়াছে
ভাবনা করিয়া, তদুপরি দ্বাদশ বার মূলমন্ত্র
জপ করিবে । ২০০-২০৪ । অনন্তর
দেবতাবোধে সেই মন্দের উপরি মূলমন্ত্র
পাঠ করিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান
করিবে । অনন্তর যট্টাধ্বনিপূর্বক তাহাতে
রূপ দীপ প্রদর্শন করিবে । দেবপূজা, ব্রত,
হোম, বিবাহ ও অগ্ন্যাদি উৎসবে এইরূপে
সুত্র-সংস্কার । সমুদ্রাঙ্কিত ত্রিকোণ মণ্ডলের
উপরিভাগে আনয়নপূর্বক ‘কট্’ মন্ত্র দ্বারা
অভ্যুজ্জিত করিয়া বায়ুবীজ (ফ) ও বহ্নি-
বীজ (ক) দ্বারা ইহা তিনবার অভিমুখিত
করিবে । পরে কবচ অর্থাৎ ‘কুং’ এই মন্ত্র
পাঠপূর্বক অবগুষ্ঠনমুদ্রা দ্বারা অবগুষ্ঠিত
করিয়া অস্ত্র অর্থাৎ ‘ফট্’ মন্ত্র দ্বারা রক্ষা

মন্ত্রমেতমুদারয়েৎ ॥ ২০৮ ॥ । বনোৎসবমাণ
যা দেবী যা দেবী শঙ্করস্ত চ । মাংসং মে
পবিত্রীকুরুকুরু তদ্বিধোঃ পরমং পদম্ ॥ ২০৯ ॥
ইথা মীনং লমানীয় প্রোক্তমন্ত্রেণ সাংস্ক-
তম্ । মন্ত্রোপাঙ্গনন মতিমাংস্তুং মীনমন্তি-
মন্ত্রয়েৎ ॥ ২১০ ॥ ত্র্যয়কং যজ্ঞাগ্রে স্তবগ্গিৎ
পুষ্টিবর্জনম্ । উর্ঝাককমিব বন্ধনানুতো-
র্গুনীয় মামতাং ॥ ২১১ ॥ তথৈব মূজামাদায়
শোধয়েদমুনা শ্রিয়ে ॥ ২১২ ॥ তদ্বিধোঃ
পরমং পদং সদা পশুতি সুরয়ঃ । দিবীব
চক্ষুরাততম্ ॥ ২১৩ ॥ তু তদ্বিধা না বিপ-
ণ্যনা জাগ্রবাংসঃ সমিক্রান্তে । বিধো যৎ
পরমং পদম্ ॥ ২১৪ ॥ অথবা সর্বতত্ত্বানি

করিবে । পরে ‘বং’ এই মন্ত্র পাঠপূর্বক
ধেনুগুদ্রা দ্বারা উহা অমৃতীকৃত করিয়া,
বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে । যে দেবী বিষ্ণু
বক্ষ্যঃস্থলে এবং যে দেবী শঙ্করের বক্ষ্যঃস্থলে
থাকেন, তিনি আমার এই মাংস পবিত্র
করুন—তিনি আমার সমক্ষে বিষ্ণুর প্রধান-
পদ করুন । (ইহা মাংসপোষণ) । ২০৫—
২০৯ । কুলধর্ম্যস্ত ব্যক্তি ত্রৈক্যে মংস্ত
আনয়নপূর্বক উক্ত মাংস-শোধন-মন্ত্র দ্বারা
শোধিত করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা অভি-
মুখিত করিবে । হে শ্রিয়ে । অনন্তর মূজা
আনয়ন করিয়া, “তদ্বিধোঃ পরমং পদং
সদা পশুতি সুরয়ঃ” ইত্যাদি, “তু তদ্বি-
প্রোমোবিপ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা উহা
শোধন করিবে । অথবা মূলমন্ত্র দ্বারাই
পবিত্র শোধন করিবে । যিনি মূলমন্ত্রে

মূলে নৈব বিশোধয়েৎ । মূলে তু শ্রদ্ধা নো
যঃ কিং তত্র দণ্ডশাখায়া ॥ ২১৫ ॥ কেবলং
মুগমস্ত্রৈণ যদ্রব্যং শোধিতং ভবেৎ । উদেব
দেবতাপ্রীত্য স্তু প্রশস্তং ময়েচ্চাতে ॥ ২১৬ ॥
যথাকালম্ সংক্ষেপাৎ সধকানবকাশতঃ ।
সৰ্বং মূলেণ সংশোধ্য মহাদেবায় নিবে-
দয়েৎ ॥ ২১৭ ॥ ন চাত্র প্রত্যবায়োহস্তি
নাঙ্গবৈগুণ্যদূষণম্ । সত্যং সত্যং পুনঃ
সত্যমিতি শঙ্করশাসনম্ ॥ ২১৮ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ঝাণতন্ত্রে মন্ত্রোক্তার-
কলসম্বাপন-তন্ত্রসংস্কারো নাম
পঞ্চম উল্লাসঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীকাম্বিত, ঐহিক শাখা-পরিবে প্রয়োজন
কি? কেবল মুগমস্ত্র দ্বারা যে দ্রব্য পরি-
শোধিত হইবে, তাহাই দেবত-প্রীতির
নিমিত্ত স্তু প্রশস্ত হইবে,—ইহা আমি বলি-
তেছি । যখন সময় সংক্ষেপ হইবে, যখন
সাধকের অবসর থাকিবে না, তখন সকল
দ্রব্যই মুগমস্ত্র দ্বারা পরিশোধিত করিয়া মহা-
দেবীকে নিবেদন করিবে । মুগমস্ত্র দ্বারা
শোধিত তত্ত্ব সমুদায় দেবীকে নিবেদন
করিলে, কোন প্রত্যবায় হইবে না, কোন
অঙ্গবৈগুণ্য-দোষও ঘটিবে না । ইহা সত্য
সত্য ; পুনর্বার বলিতেছি—ইহা সত্য,—
ইহা শঙ্করের শাসন । ২১০—২১৮ ।

পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ উল্লাসঃ ।

শ্রীদেবীবাচ ।

যৎ ত্বয়া কথিতং পকাততঃ পূজাদি-
কর্মণি । বিশিয়া কথ্যতে নাথ যদি তেহপি
কৃপা ময়ি ॥ ১ ॥ শ্রীমদাদিব উবাচ । গোড়ী
পৈপ্তী তথা মাম্বী ত্রিবিধা চোক্তমা সুরা ।
সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখর্জুরমস্ত্রবা ॥
২ ॥ তথা দেশভেদে নানাদ্রব্য-ভেদে তঃ ।
বজ্রধ্বং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতাস্তনে ॥ ৩ ॥
যেন কেন সমুৎপন্ন যেন কেনাঙ্কুতাপি বা ।
নাত্র জাতিভেদোহস্তি শোধিতা সৰ্ব-
সিদ্ধিদা ॥ ৪ ॥ মৎসক্য ত্রিবিধং প্রোক্তং

ষষ্ঠ উল্লাসঃ

শ্রীদেবী জিজ্ঞাসিলেন,—নাথ ! আপনি
পূজাদি কর্ম সময়ে পকাত আমাকে কহিয়া-
ছেন ; যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা
থাকে, তাহা হইলে তাহা এখন বিশেষরূপে
বলুন । শ্রীমদাদিব কহিলেন,—উত্তম সুরা
তিন প্রকার ;—গোড়ী, পৈপ্তী এবং মাম্বী ।
এই সুরা তাল-খর্জুরাদি-মস্ত্র হওয়াতে
নানারূপে কথিত হইয়া থাকে । তত্ত্বাৎ
দেশভেদে এবং নানাদ্রব্য-ভেদে এই সুরা
অনেকরূপে উক্ত আছে । এই সকল সুরাই
দেবী-অর্চনায় প্রশস্ত । এই সুরা যে
কোনরূপেই সমুৎপন্ন হউক, যে কোন ব্যক্তি
দ্বারা অনীত হউক, শোধিত হইলে সৰ্ব-
সিদ্ধি প্রদান করে । সুরানির্ঘয়ে জাতি-

জল-ভূচর-খেচরম্ । যস্যাম্ উস্মাৎ সমানীতঃ
 যেন তেন বিবাত্তিতম্ । তৎ সৰ্ব্বং দেবতা
 শ্রীতৈঃ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ সাধ-
 কেচ্ছ। বলবতী দেয়ে বস্তনি দৈবতে ।
 যদ্যদাশ্রয়ঃ জ্বাৎ তত্তদিষ্টায় কল্পয়ৎ ॥
 ৬ ॥ বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ
 পশুঃ । স্ত্রীপশুর্ন চ হস্তবান্ধ্রো শান্তব-
 শাসমাৎ ॥ ৭ ॥ উত্তমাত্ত্রিবিধা মৎস্যঃ শাল-
 পাঠীন বোহিতাঃ । মধ্যমাঃ কণ্টকৈর্হীন্য
 অধমা বহুকণ্টকঃ । তেহপি দেবৈ
 প্রদাতব্যা যদি স্তুষ্ট বিতর্জিতঃ ॥ ৮ ॥
 মুদ্রপি ত্রিবিধা প্রোক্তা উত্তমাদিবিভেদতঃ ।
 চন্দ্রবিন্দুনিভঃ শুভ্রঃ শালিলতুলসস্তবম্ ॥ ৯ ॥

বিশেষ নাই । মাংস ত্রিবিধ ;—জলচর,
 ভূচর এবং খেচর । এই মাংস যে কোন
 স্থান হইতে অনীত হউক, যে কোন
 ব্যক্তি কর্তৃক বাতিত হউক, তৎসমুদায়
 দেবতার শ্রীতির নিমিত্ত হইবে—সন্দেহ
 নাই । দেবতা-বিষয়ে দেয় বস্ততে সাধকে
 ইচ্ছাই বলবতী । যে যে বস্তু আপ-
 নার শ্রিয়, তাহাই ইষ্ট দেবতাকে দিবে ।
 ১—৬ । দেবি । বলিদানে পুরুষ পশুই
 বিহিত হইয়াছে । মহাদেবের শাসন হেতু
 স্ত্রী-পশু হনন করিলে না । শাল, বোয়াল
 ও কুই মাছ,—এই তিন প্রকার মাছই
 উত্তম । আশ্রিত কণ্টকহীন মৎস্য মধ্যম,
 বহু-কণ্টকযুক্ত মৎস্য অধম । বহু-কণ্টক-
 যুক্ত মৎস্যও সুন্দররূপে সাজিয়া, দেবীকে
 দেওয়া যাইতে পারে । মুদ্রাও উত্তম, মধ্যম

যব গোমুগ্ধং বাপি দ্ব্যপকং মনোহরম্ ।
 মুদ্রমুস্তমা মধ্যা ভূষ্টধাত্বাদিস্তব্যা । ভাজ্য-
 তাল্লজবীজানি অধমা পরিকী ত্ততা ॥ ১০ ॥
 মাংসং মীনঞ্চ মুদ্রা চ কলমুগানি যানি চ ।
 সুধাদানে দেবত বৈ সংজ্ঞেয়াঃ শুদ্ধীরিতা ॥
 ১১ ॥ বিনা শুদ্ধা হেতুদাত্ত পূজানাং
 তর্পণং তথা । নিষ্ফলং ত্রাহতে দেবি দেবতা
 ন প্রসীদতি ॥ ১২ ॥ শুদ্ধিঃ বিনা মদ্যপানং
 কেবলং বিষভক্ষণম্ । চিররোগী ভবেন্দ্রী
 স্তম্ভ যুতিযতেহচিরং ॥ ১৩ ॥ শেযতত্ত্বং মহে-
 শানি নিকীর্যে প্রবলে কলৌ । প্রকীয়া

এবং অধম,—ত্রিবিধ হইয়া থাকে । যাহা
 চন্দ্রবিন্দু-সদৃশ শুভ্র, যাহা শালিতুল্য দ্বারা
 প্রস্তুত, অথবা যাহা যব বা গোমুগ দ্বারা
 প্রস্তুত হইবে এবং যাহা দ্ব্যপক ও মনোহর,
 তাহা মুদ্রাই উত্তম । যাহা ভূষ্ট ধাত্ব
 প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত, তাহা মধ্যম মুদ্রা ।
 যাহা অল্প প্রকার শস্ত ভাজিয়া প্রস্তুত
 হইবে, তাহা অধম মুদ্রা বলিয়া কীর্তিত
 হইবে । ৭—১০ । দেবীকে সুধা দান
 করিবার সময় যে মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, কল,
 মূল প্রভৃতি হইবে, তৎসমুদায় শুদ্ধি শব্দে
 অভিহিত হইবে । শুদ্ধি বিনা দেবীকে
 সুধাদান করিয়া পূজা বা তর্পণ করিলে
 সমস্ত নিষ্ফল হইবে এবং তাহাতে দেবতা
 প্রসন্ন হইবেন না । শুদ্ধি বিনা মদ্যপান
 করিলে, তাহা কেবল বিষ ভক্ষণ হয় এবং
 চিররোগী ও দম্ভাশু হইয়া অচিরং মৃত্যু
 হয় । মহেশানি ! নিকীর্য বলি প্রবল

কেবলা জেয়া সর্বদোষ-বিবর্জিতা ॥ ১৪ ॥
অথ বাজ স্বমুদ্রাদি কুসুমং প্রাণ-স্নেহে ।
কথিতং তৎপ্রতিনিবোধো কুযৌঃ পবিত্রীকৃতি-
তম্ ॥ ১৫ ॥ অনোরধিতানি তু ত্বনি পত্র-পুষ্প-
ফলানি চ । নৈব দদ্যানাহংকেষ্য মদ্রা বৈ
নারকী ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ ত্রীপাত্রস্থাপনং
কুৰ্য্যৎ স্বীয়য়া গুণশীলয়া । অভিমুখেৎ
কারণেন স্নাতাত্যাদৌদকেন বা ॥ ১৭ ॥
আদৌ বাজঃ সমুচ্চর্য্য ত্রিপুরাটয় ততো
বদেৎ । নমঃসকলবদানে চ ইমাং শক্তি-
মুদীরেৎ ॥ ১৮ ॥ পবিত্রীকৃতশব্দে মম
শক্তিঃ কুরু শক্তিঃ ॥ ১৯ ॥ অদীক্ষিতা যদা

হইলে, শেষমুদ্রাধীন একমাত্র সর্বদোষ-
বিবর্জিত স্বকীয়া পরীতেই সম্পন্ন হইবে ।
প্রাণস্নেহে । অথবা আমি কে স্বমুদ্র-
কুসুমাদির কথা বলিয়াছি, তৎপ্রতিনিবিশলে,
রক্তচন্দন কথিত হইল । ১১—১৫ । উক্ত
পত্রতত্ত্ব এবং ফল, মূল, পত্র, শোভন না
করিয়া দেবীকে দান করিলে না ; করিলে
নরকগামী হইতে হইবে । গুণশীলা স্বীয়
পরী দ্বারা ত্রীপাত্র স্থাপন করিবে এবং
ঐ পরীকে কারণ দ্বারা, সামান্যাদ্যের জল
দ্বারা অভিষিক্ত করিবে । অভিষেক মন্ত,—
প্রথমতঃ “ঐং ক্রীং মোঃ” উচ্চারণ করিবে,
পরে “ত্রিপুরাটয় নমঃ” উচ্চারণ করিবে,
তৎপরে “ইমাং শক্তিঃ” এই পদ বলিবে ;
পরে “পবিত্রীকুরু” এই শব্দের অন্তে “মম
শক্তিঃ কুরু স্বাহা” এই পদ উচ্চারণ
করিবে । যদি নারী অদীক্ষিতা থাকে, তবে

নারী কর্ণে মায়াং সমুচ্চরেৎ । শঙ্করোহস্তা
পূজনীয়া নারী স্নাতনকর্ম্মণি ॥ ২০ ॥ অথবা-
যজ্ঞোর্ম্মধ্যে মায়াগর্ভঃ ত্রিকোণকম্ । বৃক্কঃ
যট্ কোণমালিখা চতুঃপ্রাং লিখেন্নরিঃ ॥ ২১ ॥
অত্র কোণে পূর্বশৈলমুদ্রায়ানং ত্রৈলোক্য-
আমন্ত্রণং কামরূপং মচতুর্থী-নামোদ্রুতকম্ ।
নিজনাগাদিবীজাচ্চ পূজয়েৎ সমকোষমঃ ২২
যট্ কোণেনু মূড়ঙ্গানি মূলে নৈব ত্রিকোণকম্ ।
মায়ায়াধারশক্তিঃ নমোহস্তন প্রপূজয়েৎ ॥
২৩ ॥ নমসা ক্ষালিতাধারঃ সংস্থাপ্য তত্র

তাহার কর্ণে মায়াবীজ উচ্চারণ করিবে ।
মৈশ্বরতত্ত্ব-সম্পাদনার নিমিত্ত অন্যত্র যে
সমুদায় পরকীয়া শক্তি থাকিলে, তাহা-
দিগকে পূজা করিবে । ১৬—২০ । অনন্তর
আপনি ও যজ্ঞ—এই উভয়ের মধ্যে একটি
ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া, তাহার মধ্যে
মায়াবীজ লিখিবে । পর ঐ ত্রিকোণ
মণ্ডলের বাহিরে একটি যট্ কোণ মণ্ডল
লিখিয়া, তাহার বাহিরে একটি চতুষ্কোণ
মণ্ডল লিখিবে । অনন্তর সমকোষমঃ,
ঐ চতুষ্কোণ মণ্ডলের চারি কোণে “পূঃ
পূর্বশৈলায় পীঠায় নমঃ, উঃ উত্তরশৈলায়
পীঠায় নমঃ, জঃ জালশৈলায় পীঠায় নমঃ,
কঃ কামরূপায় পীঠায় নমঃ” এই মন্ত-
চতুষ্টয় পূর্বশৈল, উত্তরশৈল, জালশৈল,
কামরূপ—এই পীঠচতুষ্টয়ের পূজা করিবে ।
পরে যট্ কোণ বৃক্কের দ্বয় কোণে, “স্বঃ স্বঃ
স্বীং নমঃ, বৃঃ বৃঃ বৈঃ নমঃ, বৌঃ বৌঃ
বঃ নমঃ” এই ছাতি চতুষ্টয় পূজা করিবে ।

পূর্ববৎ । বৃক্শোপরি যজ্ঞবৃক্শঃ কলাঃ
ব্রহ্মাদিমাম্বৈঃ ॥ ২৪ ॥ ধূমার্চির্জালিনী
সুশ্রীঃ সুরূপা
কপিলা হব্যকবাহা তপা ॥ ২৫ ॥ সচতুর্থী-
নমোহন্তেন পূজ্য বহুঃ কলা দশ ॥ ২৬ ॥
মং বহিঃগুণায়েতি দশান্তে চ কলাগানে
অবসানে নমো দত্ত পূজয়েৎ ক্রমশঃ ॥
২৭ ॥ ততোহধ্যাপ্যমানীয় ফট্কারেন
বিশোধিতম্ । আধারে স্থাপয়িত্ব তু কলাঃ
সূর্য্যম্ব দাদশ । কভাদিবর্ণীজেন ঠডান্তেন
প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮ ॥ তপিনী তাপিনী ধূম

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিবে । পরে
ত্রিকোণ মণ্ডলে “ক্রীং সাধার-শব্দেয় নমঃ”
এই মন্ত্র পাঠপূর্বক সাধার-দেবতার পূজা
করিবে । অনন্তর ‘নমঃ’ এই মন্ত্র দ্বারা
প্রক্ষালিত সাধার পূর্বের জায় সেই স্থানে
সংস্থাপন করিয়া, তাহাতে স্ব স্ব আদিম
অক্ষর উচ্চারণপূর্বক বহিঃ দশ কলা পূজা
করিবে । দশ কলার নাম ;—ধূম, অর্চিঃ,
জালিনী, সুশ্রী, জালিনী, বিষ্ণুলিঙ্গিনী,
সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা ও হব্যকবাহা ।
২৫—২৭ । এই সমুদায় শব্দে চতুর্থী
বিত্তি প্রয়োগ করিয়া, অন্তে ‘নমঃ’ শব্দ
প্রয়োগপূর্বক বহিঃ দশ কলা পূজা
করিবে । অনন্তর “মং বহিঃগুণায়ে দশ-
কলাগানে নমঃ” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক বহিঃ-
মণ্ডলের পূজা করিবে । অনন্তর ফট্কার
দ্বারা বিশোধিত আধ্যাপাত্র অনায়নপূর্বক,
আধারে স্থাপন করিয়া, কভ প্রভৃতি ঠড

মরীচির্জালিনী কচিঃ । সুধূম ভোগদা
বিশ্বাবোধিনী ধারিনী কমা ॥ ২৯ ॥ অং
সূর্য্যমণ্ডলায়েতি দাদশান্তে কলাগানে ।
নমোহন্তেনাধ্যাপাত্রে তু পূজয়েৎ সূর্য্য-
মণ্ডলম্ ॥ ৩০ ॥ বিলোমগাত্তাৎ উদগুণ-
মণ্ডলং সমুচ্চরন্ । ত্রিভাগং পূরয়েৎ কলাস-
থেন হেতুনা ॥ ৩১ ॥ বিশেষার্থ্যজৈঃ
শেষং পূরয়িত্ব সমাহিতঃ । যোড়শব্র-
বীজেন নামমজ্ঞেণ পূজয়েৎ । সচতুর্থী-
নমোহন্তেন কলাঃ সোমস্ত যোড়শ ॥ ৩২ ॥
অমৃত মানদা পূজা তুষ্টিঃ পৃষ্ঠী রতিধৃতিঃ ।

পর্যন্ত বর্ণ বীজ পূর্বক উচ্চারণপূর্বক
সূর্য্যের দাদশ কলার পূজা করিবে । দাদশ
কলার নাম ;—তপিনী, তাপিনী, ধূম,
মরীচি, জালিনী, কচি, সুধূম, ভোগদা,
বিশ্বা, বোধিনী, ধারিনী ও কমা । অনন্তর
জধ্যাপাত্রে “অং সূর্য্যমণ্ডলায় দাদশকলা-
গানে নমঃ” এই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল পূজা
করিবে । ২৬—৩০ । পরে মন্ত্রস্ত ব্যক্তি
স্বাকার হইতে অকার পর্য্যন্ত বিলোম গাত্তকা-
বর্ণ ও তদন্তে মূল-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে
করিতে, কলমস্ত সূর্য্য দ্বারা আধ্য-পাত্রের
তিন ভাগ পূর্ণ করিবে । অনন্তর সমাহিত-
চিহ্ন বিশেষার্থ্যের জল দ্বারা, আধ্য-পাত্রের
শেয়াংশ পূরণ করিয়া, যোলটি ব্র বীজের
অন্তে চতুর্থান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া, অন্তে
‘নমঃ’ শব্দ প্রয়োগপূর্বক চন্দ্রের যোড়শ
কলা পূজা করিবে । যোড়শ কলার নাম ;—
অমৃত, মানদা, পূজা, তুষ্টি, পৃষ্ঠী,

শশিনী চক্ষিকাকান্তির্জ্যোৎস্নাত্তীঃ প্রীতি-
রঙ্গদা । পূর্ণাপূর্ণামৃত কামদায়িনীঃ শশিনীঃ
কলাঃ ॥ ৩৩ ॥ উৎ সোমমণ্ডলায় যোড়-
শান্তে কলায়নে । নমোহস্তেন যজ্ঞমজী
পূর্ববৎ সোমমণ্ডলম্ ॥ ৩৪ ॥ দূর্বাঙ্কতং
রক্তপুষ্পং বর্ষরামপরাজিতাম্ । মায়য়া
প্রসিপেৎ পাত্রে তীর্থগাবাহয়েদপি ॥ ৩৫ ॥
কবচেনাবগুষ্ঠ্যাস্তমুদয়া রক্ষণং চরেৎ । ধেনা
চৈবমৃতীকৃত্য চ্ছাদয়েন্নমঃশুদ্রয়া ॥ ৩৬ ॥
মূলং মঞ্জপা দর্শধা দেবতাবাহনং চুরেৎ ।
আবাহ্য পুষ্পাঞ্জলিনা পুজয়েদিষ্টদেবতাম্ ।
অথগোদৈঃ পঞ্চমলৈর্মজ্জয়েৎ তদনন্তম্ ॥
৩৭ ॥ অথগৈকরসানন্দাকরে গরস্থধাঙ্গনি ।

রতি, ধৃতি, শশিনী, চক্ষিকা, কান্তি,
জ্যোৎস্না, ত্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও
পূর্ণামৃত; এই ষোড়শ কলা কামদায়িনী
অর্থাৎ কামনা-ফলদাত্রী । পরে ঐ অর্ঘ্য
পাত্রের জলে “উৎ সোমমণ্ডলায় যোড়শ-
কলায়নে নমঃ” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক সোম-
মণ্ডলের পূজা করিবে । তৎপরে দূর্বা,
আঙ্কত, রক্তপুষ্প, বর্ষরামজ, অপরাজিতা
পুষ্প—এই সমুদায় গ্রহণ করিয়া, ‘ত্রীং’ এই
মন্ত্র দ্বারা পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, তীর্থ
আবাহন করিবে । পরে ‘হুং’ এই বীজ
পাঠপূর্বক অবগুষ্ঠনমুদ্রা দ্বারা অর্ঘ্য-পাত্রের
সুপ্রান্তবর্ত্তিত করিয়া, অঙ্গমুদ্রা দ্বারা রক্ষা
করিবে । অনন্তর ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকৃত
করিয়া, উহা মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন
করিবে । অনন্তর সেই অর্ঘ্যপাত্রস্থ স্বরার

স্বচ্ছন্দস্বরধামজা নিদেহি কুলরূপিনি ॥ ৩৮ ॥
অনন্তরামৃতাকারে শুদ্ধজ্ঞানকল্যবরে ।
অমৃতং নিদেহ্যসিনু বস্তনি ক্রিয়রূপিনি ॥
৩৯ ॥ তদ্রূপৈককণ্ঠ্যং কণ্ঠ্যং তৎসর-
পিনি । ভুত্বা কুলামৃতাকারমপি বিষ্ণুৰণং
কুৰ ॥ ৪০ ॥ ত্র্যম্বকুরম-মন্ত্রতমশেষরম-মন্ত্রবম্ ।
আপুৰিতং মহাপাত্রে পীযুষরসমাবহ ॥ ৪১ ॥
অহস্তাপাত্রভরিতনিদন্তাপরমামৃতম্ । পরা-
হস্তাময়ে বহৌ হোমসীকারলক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥
ইতামগ্ন্যা ততস্তস্মিন শিবয়োঃ সামন্ত্যকম্ ।

উপরি দর্শনার মূলমন্ত্র জপ করিয়া, তাহাতে
ইষ্টদেবতার আবাহনপূর্বক পুষ্পাঞ্জলি দিয়া
অর্ঘ্য প্রভৃতি পঞ্চমন্ত্র দ্বারা সুপ্রান্তবর্ত্তিত
করিবে । ৩১—৩৭ । পাঠ্য মন্ত্রের অর্থ
যথা ;—(১) হে কুলরূপিনি । তুমি এই
পরম সুধাময় বস্ততে অর্ঘ্য একমাত্র সান্ত-
রম ও সাত্ত্বিক-প্রদায়িনী । তুমি অর্ঘ্য
সুর্ভুক্ত প্রদান কর । (২) তুমি অনন্ত
অমৃত পদ্রুপা, নিঃসঙ্গ জ্ঞানই তোমার শরীর ।
তুমি ক্রিয়রূপ এই বস্ততে অমৃত নিদান
কর । (৩) হে স্বরূপরূপিনি । তুমি অর্ঘ্য
মপূর্বরসরূপে এই পুষ্পাঙ্করূপ মদ্য
ত্রিকার অর্থাৎ অর্ঘ্য সামান্য মাপুণ্যানিষ্ট করিয়া
কুলামৃতরূপ হইয়া আমার প্রক্তি সামান্য
কর । (৪) হুং দ্বারা পূর্ণ এই মহাপাত্র
ত্র্যম্বকুরমন্ত্র, অশেষ রসের আবরণ ও
পীযুষ রসময় কর । (৫) আত্ররূপ
পাত্রে ব্যক্তি ইদন্তাপরম অমৃত, মদ্য-
রূপ বস্তিতে অহস্তাদি পাত্র ইদন্তাদির

বিভাব্য পূজয়েদ্ধূপ-দীপাবপি চ দর্শয়েৎ ॥
 ৪৩ ॥ ইতি শ্রীপাত্ৰসংস্কারঃ কথিতঃ
 কুলপূজনে । অকুহা পাপভাজ্ঞী পূজা
 চ বিফলা ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥ খট শ্রীপাত্ৰয়োঃ-
 র্মাধো পাত্ৰাণি স্থাপয়েদ্বুধঃ । গুরুপাত্ৰং
 ভোগপাত্ৰং শক্তিপাত্ৰমতঃ পরম্ ॥ ৪৫ ॥
 যোগিনী-বীরপাত্রে চ বলিপাত্ৰং ততঃ
 পরম্ । পাদ্যচমনয়োঃ পাত্ৰং শ্রীপাত্ৰেণ
 নব ক্রমাৎ । সামান্যার্থাশ্চ বিধিনা পাত্ৰাণাং
 স্থাপনং চরেৎ ॥ ৪৬ ॥ কলসস্থ মূর্তেনৈব
 ত্রিভাগং পরিপূর্য্য চ । মায়প্রমাণং পাত্রেণ
 শুদ্ধিখণ্ডং নিয়োজয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ বাম সূচী-

সহিত স্বীকার-লক্ষণ হোম জাহতি প্রদান
 কর । এইরূপে সূরা অভিমন্ত্রিত করিগা
 তাহাতে শিব-শিবীর সম-রসজা ধাম ও
 পূজা করিগা ধূপ-দীপ প্রদর্শন করিবে ।
 কুলপূজা বিষয়ে এই শ্রীপাত্ৰ-সংস্কার ভোগার
 নিকট কথিত হইল । মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যদি
 এইরূপে সংস্কার না করে, তাহা হইলে
 পাপভাগী হইবে এবং তাহার পূজা বিফল
 হইবে । জানী ব্যক্তি খট এবং শ্রীপাত্ৰের
 মধ্যস্থলে গুরুপাত্ৰ, ভোগপাত্ৰ, শান্তিপাত্ৰ,
 আতঃপর যোগিনীপাত্ৰ, বীরপাত্ৰ, বলিপাত্ৰ,
 আচমন-পাত্ৰ ও পাদ্যপাত্ৰ, শ্রীপাত্ৰের সহিত
 এই নয়টি পাত্ৰ স্থাপন করিবে । সামান্যার্থা
 স্থাপনের বিধি অনুসারে পাত্ৰ-স্থাপন
 কর্তব্য ৩৮—৪৬ । অনন্তর ঐ সকল
 পাত্ৰের তিন ভাগ কলসস্থিত সুধা দ্বারা
 পুণ্ডিত করিগা, ঐ সমুদয় পাত্রে মায়প্রমাণ

নামিকাত্যামমৃতং পাত্ৰসংস্থিতম্ । গৃহীত্ব
 শুদ্ধিখণ্ডেন দক্ষযা তত্তমুদ্রয়া । সর্বত্র
 তর্পণং কুর্যাদবিধিরেখ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৮ ॥
 শ্রীপাত্ৰাং পরমং বিন্দুং • গৃহীত্ব শুদ্ধি-
 সংযুক্তম্ । আনন্দভৈরবং দেবং ভৈরবীক
 প্রতর্পয়েৎ ॥ ৪৯ ॥ গুরুপাত্ৰামূর্তেনৈব
 তর্পয়েদ্বগুরুসম্মতিম্ । সহস্রাবে নিজগুরুং
 সপতীকং প্রতর্প্য চ । বাগ্ভবদ্যস্বস্বনামা
 তদ্বদ্বগুরুচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫০ ॥ ততঃ স্বহৃদয়া-
 ভোজ্যে ভোগপাত্ৰমূর্তেন চ । আদ্যাং
 কালীং তর্পয় মি নিজবীজপূরঃসবম্ ॥ ৫১ ॥

শুদ্ধিখণ্ড নিম্নপ করিবে । পরে বামকরের
 অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পত্রস্থিত অমৃত
 শুদ্ধিখণ্ডের সহিত গ্রহণ করিগা, তত্তমুদ্রিত
 দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সমুদায় পাত্রেই তর্পণ
 করিবে । এই তর্পণের বিধি পরে বলি-
 তেছি । শ্রীপাত্ৰ হইতে শুদ্ধিখ সহিত পরম
 বিন্দু অর্থাৎ সুধাবিন্দু লইয়া আনন্দভৈরব
 এবং আনন্দ-ভৈরবীর তর্পণ করিবে ।
 পরে গুরুপাত্ৰস্থ অমৃত দ্বারা গুরু-সমূহকে
 তর্পণ করিবে । ব্রহ্মরজ্জ্বস্থিত সহস্রদল-
 কমলে পতীর সহিত নিজ গুরু তর্পণ
 করিগা, বাগ্ভব বীজ অর্থাৎ ঐ বীজ
 আদিতে যোগ করিগা পশ্চৎ গুরু-
 চতুষ্টয়ের অর্থাৎ গুরু, পবনগুরু, পরাপব
 গুরু ও পরমেশ্বরী গুরু নিজ নিজ নামো-
 চ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে । মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি
 পরে নিজ হৃৎপদ্মে ভোগপাত্ৰস্থ অমৃত দ্বারা
 প্রথমে জ্ঞানবীজ হ্রীং শ্রীং ক্রীং পরমেশ্বরী

স্বাহাশ্রুতনাদ্রা মন্ত্রা তপসোদেবতাম্ ।
শক্তিপাতাশ্রুতদেবতাবর্ণতর্পণম্ ॥ ৫০ ॥
যোগিনীপাতসংহেতু সাযুধাং সপরীকরাম্ ।
সন্তর্পা কালিকামাদ্যাং বটুকৈভো বলিং
হরেৎ ॥ ৫১ ॥ স্ববামভাগে সান্নিধ্যং মণ্ডলং
রচয়েৎ সুধীঃ । সংপূজ্য স্থাপয়েৎ তত্র
সান্নিধ্যং সুধাশিতম্ ॥ ৫২ ॥ বামভাগে
কমলাবক বটুকায় নমঃপদম্ । সংপূজ্য পূর্ব-
ভাগে চ বটুকায় বলিং হরেৎ ॥ ৫৩ ॥ ততঃ
বাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা যাম্যং হবদ্বজিম্ ॥
৫৪ ॥ বডুদীর্ঘমুখং সমীকৃতং মেম্পালায়

আম্রুঃ । অনেন মেম্পালায় বলিং দদ্যাৎ
তু পশ্চিমে ॥ ৫৫ ॥ খাস্তবীজং সমুচ্চা-
বডুদীর্ঘমুখং ॥ ৫৬ ॥ গণপাত-
কোভো বহিঃজামাং ততো বদেৎ ॥ ৫৭ ॥
উত্তরভাগে গণেশায় বলিং দেতুম্ কজাযম্ ।
মধ্যে তথা সর্গভূতবলিং দদ্যাৎমধ্যস্থিতম্ ॥
৫৮ ॥ ক্রীং ক্রীং সর্গভূতভোক্তাং বিষ্ণ-
কৃত্যস্ততো বদেৎ । সর্গভূতভোক্তা ইত্যু-
ক্তং বটু স্বাহা মনুর্মুখং ॥ ৫৯ ॥ ততঃ শিবায়ৈ
বিধিবদ্বজমেবং প্রকল্পয়েৎ । গুরু দেবি
মহাভাগে শিব কালান্ধরীপতি ॥ ৬০ ॥

স্বাহা, তৎপরে জাদ্যাং কালীং তর্পয়ামি,
অন্তে স্বাহা এই মন্ত্রে তিন বার ইষ্টদেবতার
তর্পণ করিবে, তৎপরে ঐ শক্তিপাত্রেব অমৃত
দ্বারা অষ্টদেবতা ও আবরণ-দেবতার তর্পণ
করিবে । ৪৭—৫২ । যোগিনী-পাত্রে অমৃত
দ্বারা অস্ত্র এবং পরিকরের সহিত বর্তমান
জাদ্যা-কালিকার তর্পণ করিয়া বটুকাদি-
দিগকে বলি প্রদান করিবে । সুধী ব্যক্তি
নিজ বামভাগে একটা সামান্য চতুষ্কোণ
মণ্ডল রচনা করিবে । অনন্তর তাহা অর্চনা
করিয়া তাহাতে মদ্যযুক্ত সান্নিধ্য অন্ন স্থাপন
করিবে । বাকু (ক্রীং), মাদ্রা (ক্রীং),
কমলা (ক্রীং) ও 'বক' পদে 'বটুকায় নমঃ'
এই—পদ, এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলেব পূর্ব-
ভাগে বটুকের বলিদান করিবে । ৫৩—৫৫ ।
তদন্তর "বাং যোগিনীভ্যঃ স্বাহা" এই মন্ত্র
দ্বারা মণ্ডলের দক্ষিণদিকে যোগিনীদিগকে
বলি প্রদান করিবে । পরে ছয় দীর্ঘমুখ-

মুখ সান্বর্ত (ক্র) অর্থাৎ স্বাহা ক্রীং ক্রীং
ক্রীং ক্রীং ৩০, অন্তর "মেম্পালায় নমঃ"
এই মন্ত্র দ্বারা মণ্ডলের পশ্চিম-দিকে মেম-
পালের বলি প্রদান করিবে । ৫৬—৫৭ ।
ছয়টি দীর্ঘমুখ (বা) এই বর্ণের অস্ত্র বীজ
(গ) অর্থাৎ গং গীং ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া,
চতুর্দীর এক-চতুস্ত গণপতি শব্দ (গণ-
পতয়ে) উচ্চারণপূর্বক অনন্তর বহিঃজামা
(স্বাহা) পদ উচ্চারণ করিবে ; এই মন্ত্র
দ্বারা মণ্ডলের উত্তরদিকে গণেশের বলি
প্রদান করিবে এবং মণ্ডলের মধ্যভাগে
যথাবিধি সর্গভূতের বলি প্রদান করিবে ।
"ক্রীং ক্রীং সর্গ" এই পদ উচ্চারণ করিয়া,
অনন্তর "বিষ্ণুভোক্তাঃ" এই পদ উচ্চারণ
করিবে । পরে "সর্গভূতভোক্তাঃ" এই পদ
বলিয়া "কুং কুং স্বাহা" এইরূপ উচ্চারণ
করিবে । ইহাই সর্গভূত-বলি-গজ-বলিয়া
স্বীকৃত হইয়াছে । তৎপরে "গুরু দেবি

শুভাশুভং ফলং ব্যক্তং ত্রিহি গৃহ বলিং
তব । মূলমেষ বলিঃ পশ্চাৎ শিবায়ে নম
ইত্যপি । চক্রানুষ্ঠানমেতৎ তু তথাগ্রে
কথিতং শিবে ॥ ৬২ ॥ চন্দনগুণ্ডবস্তুরী-
বাসিতং স্তম্বনোহরম্ । পুষ্পং গৃহীত্বা
পানিভ্যাং কবকচ্চপমুদ্রয়া ॥ ৬৩ ॥ নীত্রা
স্বহৃদয়াজোজে ধ্যায়ৈদাদ্য্যং পরাংপরাম্ ॥
৬৪ ॥ মহাস্থায়ৈ মহাপদ্যৈ স্তম্বায় ত্র্যক্ষাং ত্র্যনা ।
নীত্রা সানন্দিতাং কৃত্বা বৃহদ্বিধাসবর্জনা ।
দীপাদীপান্তুরমিধ তত্র পুষ্প নিযোজ্য চ ॥
৬৫ ॥ যন্তে নিধাপষেয়ঙ্গী দৃঢ়ভক্তিসমমিতঃ

মহাভাগে । শিবে কালাগ্নিক পণি । শুভাশুভং
ফলং ব্যক্তং ত্রিহি গৃহ বলিং তব” মূলমন্ত্র
(“ক্রীং ক্রীং” ইত্যাদি) “এষ বলিঃ” তৎ-
পশ্চাৎ “শিবায়ৈ নমঃ” অর্থ্যাৎ হে দেবি ।
হে মহাভাগে । হে শিবে । হে কালাগ্নি-
রূপিণি । গ্রহণ কর । আমার শুভাশুভ
ব্যক্তরূপে বল । তোমার এই বলি গ্রহণ
কর, এই বলি শিবাকে দিলাম । এই মন্ত্র
পাঠ করিয়া যথাবিধি শিবকে একটী বলি
প্রদান করিতে হইবে । হে শিবে । এই
আমি তোমার নিকট চক্রানুষ্ঠান করিলাম ।
৬২—৬৩ । অনন্তর চন্দন, অগুরু, কুস্তুরী
দ্বারা অতিশয় সুগন্ধীকৃত স্তম্বনোহর পুষ্প,
কচ্চপ-মুদ্রিত হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া, নিজ
হৃদয়-পদ্যে পরাংপর আদ্যা কালীকে
আনিয়া ধ্যান করিবে । অনন্তর স্তম্ব্যরূপ
ত্র্যক্ষাং দ্বারা ভগবতীকে “মহাস্থায়ৈ মহাপদ্যৈ
স্তম্বায়-গিয়া, নির্মল স্তম্বা দ্বারা তাঁহাকে

কৃতাজলিপুটে ভূত্বা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ ॥
৬৬ ॥ দেবেশি ভক্তিমূলভে পরিবারসমমিত ।
যথীং ত্বাং পূজয়িষ্যামি তবং ত্বং স্তুতি ।
ভব ॥ ৬৭ ॥ ক্রীমাদ্যে কালিকৈ দেবি পরি-
বারাদিভিঃসহ । ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” উচ্চারণ
ইহুতিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ ॥ ৬৮ ॥ ইহর্ষক্যং সন্নি-
ধেহি ইহ-সন্নিপদ্যং ততঃ । কৃধ্যস পদমাত্ময়া
মম পূজাং গৃহাণ চ ॥ ৬৯ ॥ ইখমাবাহনং
কৃত্বা দেব্যঃ প্রাণান্ প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ৭০ ॥
আং ক্রীং ক্রোং ক্রীং বহ্নিজয়া প্রতিষ্ঠামগ্ন
ঈরিতুঃ । অমুখ্যা দেবতায়ান্ত প্রাণা ইহ

আনন্দিতা করিয়া, বৃহৎ নিখাসকপ পথ দ্বারা,
প্রদীপ হইতে প্রজালিত অল্প প্রদীপের
দ্বায় ভগবতীকে হস্তস্থিত সেই পুষ্প
সংক্রমণপূর্বক যন্তে স্থাপন করিয়া, পরে
মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, দৃঢ় ভক্তিমুক্ত হইয়া কৃতাজলি-
পুটে ইষ্টদেবতার নিকট প্রার্থনা করিবে ;—
হে দেবেশি । হে ভক্তিমূলভে । হে বহু-
পরিবার-পরিবৃত্তে । আমি যে পর্য্যন্ত তোমার
পূজা করিব, সে পর্য্যন্ত তুমি স্তুতিরা হও ।
“ক্রীং আদ্যে কালিকে দেবি । পরিবারা-
দিভিঃ সহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” উচ্চারণ
করিয়া, “ইহুতিষ্ঠ ইহুতিষ্ঠ,” পরে “ইহ” শব্দ,
পরে “সন্নিধেহি,” অনন্তর “ইহ সন্নি” পদ,
পরে “কৃধ্যস” পদ বলিয়া, “মম পূজাং
গৃহাণ” পাঠ করিবে । এই প্রকার দেবীর
আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে ।
৬৩—৭০ । অর্থ্যাৎ “আং ক্রীং ক্রোং ক্রীং
বহ্নিজয়া (বাহা) আদ্যাকালীদেবতায়ঃ

উক্তঃ পরম্ । প্রাণা ইতি তত্ত্বঃ পঞ্চ বীজানি
তদনন্তরম্ ॥ ৭১ ॥ অমৃষা জীব ইহ চ
স্থিত ইত্যুচ্চারণে পুনঃ । পঞ্চ বীজান্যমৃষাশ্চ
সর্কেল্লিগানি কীর্তয়েৎ ॥ ৭২ ॥ পুনশ্চ
পঞ্চবীজানি অমৃষা বচনান্ততঃ । বাঙ্মনো-
নয়ন-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-ভুকৃপদভেদে ॥ ৭৩ ॥
প্রাণা ইহাগত্য সূখং চিরং তিষ্ঠন্তু ঐশ্বর্যম্ ॥
৭৪ ॥ ইতি ত্রিধা যজ্ঞমাধা লেখনানাম্-
মুদ্রয়া । সংস্থাপ্য বিধিবৎ প্রাণান কৃতাজলি-
পুটো বধেৎ ॥ ৭৫ ॥ আদ্যে কালি স্মরণতঃ
তে সূক্ষ্মাগতমিদং তব । আসনকেণিমাত্র

প্রাণা ইহ" তিনস্তর "প্রাণাঃ" ইহা, পরে
উক্ত পঞ্চবীজ (আং হ্রীং ইত্যাদি),
তদনন্তর "আদ্যাকালীদেবতাসা জীব ইহ
স্থিতঃ" ইহা উচ্চারণ করিবে । পুনর্বার সেই
"পঞ্চবীজ আং হ্রীং ইত্যাদি আদ্যাকালী-
দেবতাসাঃ সর্কেল্লিগানি" উচ্চারণ করিবে ।
পুনর্বার সেই "পঞ্চবীজ আদ্যাকালীদেব-
তাসাঃ" কথাতে "বাঙ্মনোনয়নং গজোক্তপদকু"
পদ, অনন্তর "প্রাণা ইহাগত্য সূখং চিরং
তিষ্ঠন্তু ঐশ্বর্যম্ (স্বাঃ)" পাঠ করিবে ।
অর্থাৎ আদ্যাকালীর প্রাণ এক স্থানে প্রাণ,
আদ্যাকালীর জীবাত্মা এইস্থানে প্রাণকণ,
আদ্যাকালীর সকল ইঞ্জিয়, আদ্যাকালীর
বাক্য, মন, চক্ষু, নাসা, কর্ণ, ভ্রু এবং
প্রাণ ইহাতে এককাল স্থখে অবস্থিতি
করুক । যজ্ঞমধ্যে এইরূপ প্রাণপ্রতিষ্ঠা-মত
তিনবার পাঠ করিয়া লেখনানামুদ্রা দ্বারা
উহাতে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া,

স্বয়ংক্রিয়ঃ পরমেশ্বরী ॥ ৭৬ ॥ ততো
বিশেষার্থ্যজটিলক্রিয়া মূলং সমুচ্চরন । প্রোক্ত-
য়েদেবভুক্তার্থং যড়ৈশ্বঃ সকলীকৃতিঃ ॥ ৭৭ ॥
দেবতাসে যড়জ্ঞানং জ্ঞানং জ্ঞানং সকলী-
কৃতিঃ । ততঃ সংপূজয়েদেবীং যোড়শৈ-
রুপচারভৈকঃ ॥ ৭৮ ॥ পাদ্যার্থ্যচমনীয়ঞ্চ জ্ঞানং
বসন-ভূষণে গন্ধ পুষ্পে ধূপ-দীপো নৈবেদ্যা-
চমনে তবা ॥ ৭৯ ॥ অমৃতং তাম্রমূলং
ভূষণং নমস্ক্রিয়া । তাম্রোজযেদার্কনাম্-
মুগচায়াশ্চ যোড়শ ॥ ৮০ ॥ আদ্যাবীজ-
মিদং পাদ্যং দেবতাসে নমঃ পরম্ । পাদ্যং

কৃতাজলিপুটে বলিবে,—হে আদ্যে কালি।
তোমার স্মরণতঃ সূক্ষ্মাগতঃ তোমার
এই আসন আছে, হে পরমেশ্বরী । ইহাতে
তুমি উপবেশন কর । ৭১—৭৩ । পরে
দেবতাস্তম্ভের নিমিত্ত তিনবার মন্ত্র উচ্চারণ
করত বিশেষার্থ্যের জল দ্বারা দেবীকে
প্রোক্ষিত করিবে, পরে যড়ঙ্গ-মন্ত্র দ্বারা
সকলীকরণ করিবে । দেবতার আদেশ
যড়ঙ্গ-জ্ঞান সকলীকরণ । ৭৭ পশ্চাৎ
যোড়শোপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিবে ।
পাদ্য, অর্ঘ্য, জ্ঞানচমনীয়, জ্ঞান, বসন, ভূষণ,
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনর্বার-
চমনীয়, অমৃত, তাম্রমূল, ভূষণ, নমস্কার,-
দেবাপূজার সময় এই যোড়শ উপচার
প্রযোজিত করিবে । আদ্যা বীজ (আং
হ্রীং কোং পরমেশ্বরী স্বাঃ) "ইহং পাদ্যং
আদ্যে কালো নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা চরণ
দ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবে ; পরে তাম্রপ

চরণয়োর্মুখ্যাদিহস্তাং নিবেদয়েৎ ॥ ৮১ ॥
 স্বাহাপদেন মতিমান্ অধোভ্যচমনীয়কম্
 মুখে নিয়োজয়েন্নী মধুপকং মুখামুজ্ঞে ।
 বৎসধেতি সগুচ্চাৰ্য্য পুণরাচমনীয়কম্ ॥ ৮২ ॥
 স্বানীয়ে সৰ্ব্বগাত্রেষু বসনং ভূষণানি চ ।
 নিবেদয়ামি মনুনা দদ্যাৎদেতানি দেশিকঃ ॥
 ৮৩ ॥ মধ্যমানামিকাত্যাক গন্ধ দদ্যা-
 ত্তদন্তুজে । নমোহন্তেন চ মন্ত্ৰেণ বৌষড়ন্তেন
 পুষ্পকম্ ॥ ৮৪ ॥ ধূপ-দীপৌ চ পূরতঃ
 সংস্থাপ্য শ্রোক্ষণাদিভিঃ । নিবেদয়ামি
 মন্ত্ৰেণ উৎসজ্য তদনন্তরম্ ॥ ৮৫ ॥ জয়ধ্বনি-

('নমঃ' পদের পরিবর্তে) স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা
 মন্ত্ৰকে অৰ্ঘ্য নিবেদন করিবে; জ্ঞানী
 সাধক ঐরূপ (নমঃ পদের পরিবর্তে)
 অধোভ্য মন্ত্র দ্বারা মুখে আচমনীয় ও উক্ত
 মন্ত্র দ্বারা দেবীর মধুপদে মধুপক প্রদান
 করিবে; এই মন্ত্ৰের অন্তে (কেবল অধার
 পরিবর্তে) "নিবেদয়ামি" মন্ত্র দ্বারা দেবীর
 সৰ্ব্বগাত্রে স্বানীয়ে, বসন, ভূষণ, এই সকল
 প্রদান করিবে। ৭৭—৮৩। (সৰ্ব্ব
 প্রথমে মত) অন্তে 'নমঃ' পদযুক্ত মন্ত্র
 দ্বারা মধ্যমা এবং অনামিকা দ্বারা দেবীর
 হৃদয়-কমলে গন্ধ দান করিবে, পরে নমঃ
 পদের পরিবর্তে বৌষট্-মন্ত্ৰে মন্ত্র-দ্বারা
 পুষ্প প্রদান করিবে। তৎপরে ধূপ দীপ
 সমুখে সংস্থাপনপূর্বক শ্রোক্ষণাদি দ্বারা
 সংশোধিত ও (বৌষট্ পদের পরিবর্তে)
 "নিবেদয়ামি" অন্ত মন্ত্র দ্বারা উৎসর্গ করিয়া
 তদনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি জয়ধ্বনিমন্ত্র "মাতঃ

মন্ত্রমাতঃ আহোতি মন্ত্রপূর্বকম্ । ম-পূজ্য
 যন্তাং স্বামেন বাদয়ন্ দক্ষিণেন তু ॥ ৮৬ ॥
 ধূপং গৃহীত্বা মতিমান্ নামিকাত্যো নিয়ো-
 জয়েৎ । দীপক দৃষ্টিপথান্তং দশর্থা জাময়েৎ
 পুঃ ॥ ৮৭ ॥ ততঃ পাত্রক শুদ্ধিঞ্চ সমাদায়
 করয়ৈ। মূলং সমুচ্চরন্ মন্ত্রৌ যজ্ঞমধ্যে
 নিবেদয়েৎ ॥ ৮৮ ॥ পবমং বারুণীকম্
 কোটিকলান্তকারিণি । গৃহাণ শুদ্ধিসম্বিতং
 দেহি মে মোক্ষমব্যয়ম্ ॥ ৮৯ ॥ ততঃ
 সামান্তবিধিনা পূরতো মণ্ডলং তিথেৎ ।
 ততোপরি ক্রমেণ পাত্রং নৈবেদ্যপরিপূরিতম্ ॥
 ৯০ ॥ শ্রোক্ষণকাবণ্ডঠকা রক্ষণকাগৃভীকৃতম্ ।

স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠপূর্বক 'যন্তা' পূজা
 করিয়া, উহা কীম-হস্ত দ্বারা বাদন করিতে
 করিতে দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা ধূপ গ্রহণ করিয়া
 দেবীর নামিকার নিম্নে নিয়োজিত করিবে;
 দীপকে দেবীর সমুখে চক্ষু পর্য্যন্ত দশবার
 ভ্রমণ করাইবে। পরে পানপাত্র এবং
 শুদ্ধি (মাংসাদি) হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া
 মূলমন্ত্র পাঠপূর্বক যজ্ঞ-মধ্যে নিবেদন
 করিবে। ৮৪—৮৮। হে কোটিকলান্ত-
 কারিণি! এই পবম বারুণীকম শুদ্ধি
 সম্বিত গ্রহণ কর, আমাকে অক্ষয় যুক্তি
 প্রদান কর—এই প্রার্থনা করিবে। তদনন্তর
 সামান্ত বিধি অনুসারে সমুখে মণ্ডলা
 লিখিয়া, তদুপরি নৈবেদ্য-পূ ত পাত্র
 স্থাপন করিবে। পরে 'ফঃ' এই মন্ত্র দ্বারা
 নৈবেদ্য-প্রোক্ষণ, 'তৎ' মন্ত্র দ্বারা অবগুঠন,
 'ফট' মন্ত্র দ্বারা 'রক্ষণকরণ' এবং 'মন্ত্র' দ্বারা

মূলেন সপ্তবাহুঃ। অধ্যাত্তিবিবেদয়েৎ ॥
 ৯১ ॥ মূলমন্ত্রে তু সিদ্ধং সর্কোপকরণা-
 দ্বিহ্ম। নিবেদয় যৌষ্টদেবৈঃ জুয্যেভ্যঃ
 হবিঃ শিবে ॥ ৯২ ॥ ততঃ প্রাণাদিমুদ্রাতিঃ
 পকতিঃ প্রাণৈয়কবিঃ ॥ ৯৩ ॥ ব'মে নৈবেদ্য-
 মুদ্রাং বিকচেৎ পশমসমিত্তাম্। ঈদর্শৈয়গ্ন
 মন্ত্রেণ প নার্ব্য তীর্থপুত্রিতম্ ॥ ৯৪ ॥ কলমং
 বিনিবেদ্য পুনরাচমনীকম্। ততঃ
 শ্রীপ'ত্রেনং হেনামুতেন তর্পয়েৎ ত্রিণা ॥ ৯৫ ॥
 উত্তমাজ-হৃদাধার-পাদমর্কজবেষু চ। পক
 পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৯৬ ॥
 কৃতাজলিপুটো ভূত্বা প্রাণৈয়দ্বিষ্টদেবতাম্।

অমৃতীকরণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা সপ্তবার
 অভিমুখিত করিয়া অর্ঘ্যাজ্ঞ দ্বারা নিবেদন
 করিবে। মূলমন্ত্র (“হ্রীং শ্রীং ইত্যাদি)
 “সর্কোপকরণাবিতং সিদ্ধমং ইষ্টদেবতায়ৈ
 নিবেদয়ামি শিবে হবিরিদং জুয্যে” ইহা
 নিবেদনের মন্ত্র। অনন্তর প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা
 প্রদর্শনপূর্বক দেবীকে হবিঃ (ভোজ্য)
 ভোজন করাইবে। পরে বাম-হস্তে
 প্রাণুটিত-পদ্মাকৃতি নৈবেদ্য মুদ্রা প্রদর্শন
 করাইবে, অনন্তর মূল-মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক
 পানার্থ তীর্থ-পুত্রিত (সুরা পুত্রিত) কলম
 এবং পুনরাচমনীয় নিবেদন করিয়া, অনন্তর
 শ্রীপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা ত্রিবার তর্পণ
 করিবে। সাধক মূলমন্ত্র দ্বারা দেবীর
 নিবেদনেশে, হৃদয়ে, আধারে, চরণ-গুণ্ণে
 এবং সর্বদে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া
 কৃতাজলিপুটে ইষ্টদেবের নিকটে প্রার্থনা

তবাবরণদেৱাং পূজয়ামি নমো বদেৎ ॥ ৯৭ ॥
 অগ্নিনিষ্ক'তিবায়ীশপুত্রতঃ পুত্রিতঃ ত্রিণা ॥
 যজ্ঞানি চ সংপূজ্য গুরুপংক্তীঃ সমর্চয়েৎ ॥
 ৯৮ ॥ গুরুক পরমাদিক পবাপরগুরুং তথা।
 পরমেষ্ঠীগুরুকো যজ্ঞে কুলগুরুনিমান্ ॥
 ৯৯ ॥ গুরুপাত্রায়ুতেনৈন ত্রিগুণগণমাচরেৎ।
 ততোহষ্টদগমঘো তু পূজয়েদষ্ট নায়িকাঃ ॥
 ১০০ ॥ মঙ্গলা বিজয়া ভদ্রা জয়ন্তী চাপ-
 রাজিতা। নন্দিনী নারসিংহী চ কোমারী-
 ত্যষ্টে মাতরঃ ॥ ১০১ ॥ দশাশ্রো যজ্ঞেদষ্ট

করিবে এবং “তা আবরণদেবান্ পূজয়ামি
 নমঃ” অর্থাৎ তোমার আবরণদেবতাদের
 পূজা করি—ইহা বলিবে। ৯৭—১০১। যজ্ঞের
 অগ্নি, নৈষ্ক'তি, বায়ু ও ঈশানকোণ, সমুখ
 প্রদেহ ও পশ্চাৎগে যথাক্রমে যজ্ঞ পূজা
 করিয়া গুরুপংক্তির আর্চনা করিবে। গুরু,
 পরমগুরু, পরাপরগুরু এবং পরমেষ্ঠীগুরু—
 এই সকল কুলগুরুর আর্চনা করিবে।
 গুরুপাত্রস্থিত অমৃত দ্বারা ত্রিবার তর্পণ
 করিবে * অনন্তর অষ্ট দগ মন্যে অষ্ট-
 নায়িকার পূজা করিবে। মঙ্গলা, বিজয়া,
 ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নার-
 সিংহী এবং কোমারী—এই অষ্ট জন
 (নায়িকা) মাতা। ৯৮—১০১। সাধক-
 ত্রোষ্ঠে,—দশাশ্রো অসিতাজ, রত্না, চণ্ড,

* তর্পণের মন্ত্র গণা ;—প্রথমে “ও” পরে
 যাহার তর্পণ করিবে, দ্বিতীয়াঙ্ক সেই নামের
 উল্লেখ ; তৎপরে “তর্পয়ামি নমঃ”। গণা : —
 “ও” গুরু তর্পয়ামি নমঃ ইত্যাদি।

ভৈরবান্ দীপকে ভুজঃ ॥ ১০২ ॥ অসিতাঙ্গো
কুরুচক্ৰঃ ক্রোধে যাত্তে ভুজঃ ॥ কপালী
ভীষনৈব সংহাবোহস্তৌ চ ভৈরবঃ ॥ ১০৩ ॥
ইন্দ্রাদিদিশদিকৃপালান্ ভূপুংসুঃ প্রপূজয়েৎ ।
তোয়ামস্তানি তদ্বহে পূজয়েৎ তপস্বয়েৎ
ততঃ ॥ ১০৪ ॥ সর্কোপচারৈঃ সম্পূজ্য বলিং
দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ১০৫ ॥ মৃগচ্ছাগচ্চ
মেঘচ্চ শূকপাং শূকরজ্জ্বলা । শরকী শশকো
গোধা কুশ্মঃ খড়্গী দশ স্মৃতাঃ ॥ ১০৬ ॥
অস্তানপি পশুন্ দদ্যাৎ সাধকেচ্ছানুসারতঃ ॥
১০৭ ॥ সুলক্ষণং পশুং দেব্যা অগ্রে

ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষন এবং
সংহার—এই অষ্টভৈরবের পূজা করিবে ।
ভূপুংসু ইন্দ্রাদি দিশদিকৃপালগণের পূজা
করিবে, তদ্বহির্ভাগে দিকৃপালগণের অস্ত্র-
সমূহের পূজা করিবে * অনন্তর দিকৃপাল-
গণকে তর্পণ করিবে । এইরূপে একাগ্র-
চিত্তে পাদ্যাদি সর্কোপচার দ্বারা দেবীর
পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে । মৃগ, ছাগ,
মেঘ, মহিষ, শূকর, শরকী, শশক, গোধা,
কুশ্ম ও গজার—এই দশবিধ পশু বলিদানে
প্রশস্ত, বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ১০২—১০৬ ।
সাধকের ইচ্ছানুসারে অস্ত্রাচ্চ পশুও বলি
প্রদান করিবে । মঙ্গলবিৎ সুধী সাধক
রোগাদিশুষ্ক সুলক্ষণ পশুকে দেবী-সম্মুখে

* বিশেষ মন্ত্র কথিত না হইলে প্রথমে
“ও” মন্ত্রে চতুর্নাম ও অগ্রে “নমঃ” একত্রে
মন্ত্র বলিয়া নিদিষ্ট । যথা;—ও গঙ্গনায়ে
নমঃ ইত্যাদি ।

সংস্থাপ্য মঙ্গলবিৎ । অর্ঘ্যাদ্যেকেন সংগ্রহ্য
ধেনুগুদামৃতীকৃতম্ ॥ ১০৮ ॥ কুশা চ্ছাগায়
পূশবে নম ইত্যমুনা সুধীঃ ॥ সম্পূজ্য গন্ধ-
মিন্দুব-পুষ্পা-নৈবেদ্য-পাথসা । গায়ত্রীং
দক্ষিণে কর্ণে জপেৎ পাশবিমোচনীম্ ॥ ১০৯ ॥
পশুপাশায় শব্দন্তে বিদ্যাং পদমুচ্চরেৎ ।
দিশকর্মণে চ পদাদ্ ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥
১১০ ॥ ততঃ চোদীরয়েমস্তী তমো জীঃ
প্রচোদয়াৎ । এষা তু পশুপায়ত্রী পশুপাশ-
বিমোচনী ॥ ১১১ ॥ ততঃ খড়্গাং সমাদায়
কুর্চবীজেন পূজয়েৎ । তদগ্র-মধ্য-মূলেষু
ক্রমতঃ পূজয়েদিমান্ ॥ ১১২ ॥ বাণীশ্বরীক

স্থাপন, অর্ঘ্যাজল দ্বারা প্রোক্ষণ এবং ধেনু-
গুদা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া “ছাগায় পূশবে
নমঃ” যথাসম্ভব ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গন্ধ,
মিন্দুব, পুষ্প, নৈবেদ্য ও জল দ্বারা পূজা
করিয়া পশুর দক্ষিণ-কর্ণে পাশবিমোচনী
গায়ত্রী জপ করিবে । “পশুপাশায়” শব্দের
পর “বিদ্যাং” পদ উচ্চারণ করিবে, পরে
“দিশকর্মণে” এই পদের পর “ধীমহি” পদ
বলিবে; অনন্তর “তমো জীঃ প্রচোদয়াৎ
উচ্চারণ করিবে । ইহাই পশুপাশ-বিমো-
চনী পশুপায়ত্রী* । অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ
খড়্গগ্রহণপূর্বক কুর্চবীজ অর্থাৎ “হুং”
এই মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে খড়্গের অগ্র,

* যেস্থলে এইরূপ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে ও
হইবে, তথ্যে ছদের অমুরোধে ঋতু যত
ভাবে প্রযুক্ত উক্ত পদগুলিকে একত্রিত
করিলে যতব্য মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে ।

ব্রহ্মাণ্য লক্ষ্মী-নারায়ণৌ ততঃ । উমা-
মহেশ্বরৌ মূলে পূজয়েৎ সাধকে স্তমঃ ॥ ১১৩ ॥
অনন্তরং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-শক্তিযুতায় চ ।
খড়্গায় নম ইত্যন্তমনুনা খড়্গাপূজনম্ ॥
১১৪ ॥ মহাবাক্যেন চোৎসৃজ্য কৃতাজ্জলি-
পুটো বদেৎ । যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্ত
সমর্পিতম্ ॥ ১১৫ ॥ ইথা নিবেদ্য চ পুস্তক-
ভূমিসংস্থ কীরয়েৎ ॥ ১১৬ ॥ দেবীভক্তি-
পরো ভূত্বা হস্তাং তীর্থপ্রহারতঃ । স্মরং বা
ভ্রাতৃপুত্রৈর্বা ভ্রাতা বা সূহৃদৈর্বা বা ।
সপিণ্ডমাথবা ক্ষেদ্যো নারিপক্ষং নিযোজ-
য়েৎ ॥ ১১৭ ॥ ততঃ কবোধ্যং রুধিরং

মধ্য ও মূলপ্রদেশে বাগীশ্বরী-ব্রহ্মা, লক্ষ্মী-
নারায়ণ, উমা-মহেশ্বরের পূজা করিবে ।
১০৭—১১৩ । অনন্তর “ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব-
শক্তিযুতায় খড়্গায় নমঃ” এই মন্ত্র দ্বারা
খড়্গা পূজা করিবে । অনন্তর “মহাবাক্য
দ্বারা পুস্তক উৎসর্গ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে
“যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্ত সমর্পিতম্”
ইহা পাঠ করিবে । এইরূপ বিধানানুসারে
নিবেদন করিয়া, পুস্তকে ভূমিসংস্থ করিবে ।
দেবীভক্তি-পরায়ণ হইয়া তীর্থ প্রহারে
পুস্তকেদন করিবে । পুস্তকেদন,—স্মরং,
ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, সূহৃৎ অথবা সপিণ্ড এই
সকল দ্বারা কর্তব্য ; শত্রুপক্ষকে কদাপি
মিযুক্ত করিবে না । অনন্তর “এম কবোধ্য-
রুধিরবলিঃ ও বটুকেভ্যো নমঃ” এই মন্ত্র
উচ্চারণপূর্বক বটুকগণকে ভগদেহ (মদ্যো-
নির্গত) রুধিরবলি দিবে এবং “এম মগ্র-

বটুকেভ্যো বলিং হরেৎ । মগ্রদীপনীধ-
বলিন্মো দেবে্য নিবেদয়েৎ ॥ ১১৮ ॥ এবং
বলিবিধিঃ প্রোক্তঃ কোলিকানাং কুলার্চনে ।
অন্থথা দেবতাপ্রীতির্জায়তে ন কদাচন ॥
১১৯ ॥ ততো হোমং প্রাকুর্ন্যত তদ্বিধানং
শৃণু শ্রিয়ে ॥ ১২০ ॥ স্বদক্ষিণে বাহুকান্তি-
র্গুণ্ডমং চতুঃস্রবম্ । চতুঃস্রপরিমিতং বৃত্তা
মূলে ন বীজগম্ । অঙ্গেন ভাঙয়িত্ব চ তেনৈব
প্রোক্ষণং চরেৎ ॥ ১২১ ॥ কাকবীজেনাবৃত্তা
দেবতানামপূর্বকম্ । স্তুতিয়ায় নম ইতি
যজ্ঞং সাধকসম্বন্ধমঃ ॥ ১২২ ॥ প্রাগজ্ঞা উব-
গপ্রাণ্চ রেখাঃ প্রাদেশমংমিতাঃ । তিস্তিস্তি-
বিধাতব্যাস্তত্র সংপূজয়েদিমান্ ॥ ১২৩ ॥

দীপ-নীর্থবলিঃ ও হ্রীং দেবে্য নমঃ” এই
বলিয়া দেবীকে নীর্থবলি প্রদান করিবে ।
কোলিকগণের কুলার্চনে এইরূপ বলিবিধি
উক্ত হইয়াছে ; অন্থথা অর্থাৎ ইহা না
করিলে, কদাপি দেবতার প্রীতি জন্মে না ।
হে শ্রিয়ে ! তদনন্তর হোম করিবে, তাহার
বিধান বলিতেছি—শ্রবণ কর । সাধকশ্রেষ্ঠ
আপনার দক্ষিণদিকে বাহুকান্তি দ্বারা
চতুঃস্র-পরিমিত চতুঃস্র মণ্ডল করিয়া
মূলমন্ত্র দ্বারা বীজগম, আর (বট) মন্ত্র দ্বারা
ভাঙনা, উক্ত মন্ত্র দ্বারাই প্রোক্ষণ এবং
কাকবীজ (১২) দ্বারা আবৃত্তন করিয়া,
দেবতা-নামোচ্চারণপূর্বক “স্তুতিয়ায় নমঃ”
এই মন্ত্র উচ্চারণ করত “স্তুতিলের পূজা
করিবে । ১১৪—১২২ । পরে (স্তুতিলে)
প্রাদেশ-পরিমিত তিনটা পূর্বপ্রাণ ও তিনটা

আগ্রাশ্রু চ রেখাশ্রু মুকুলেশপুন্দরান ।
 ত্রক্ষাশ্রু বসন্তেশ্রু চ উত্তরাশ্রু পুষ্করেশ্রু ॥
 ১২৪ ॥ ততঃ স্থিতিমধ্যে তু হমোঃ গভঃ
 ত্রিকোণকম্ । যটকোণঃ তদ্বহির্ভুক্তঃ
 ততে হৃষ্টদলপদম্ । ভূপুং তদ্বিবিধান
 বিলিখেন যজমুখমম্ ॥ ১২৫ ॥ মূলে ন পুষ্পা-
 ঞ্জলিনঃ সংপূজ্য প্রণবন তু । হোমস্রাব্যনি
 সংপ্রোক্ষ্য কর্ণিকায়াং যজ্ঞঃ সুধীঃ
 মায়ামাধাদনভ্যাগীন প্রত্যেকং বা প্রপু-
 জয়েৎ ॥ ১২৬ ॥ অগ্নাদিকোণে ধর্ম্যক জ্ঞানং

উত্তরাগ্র রেখা বিধান করিবে ; তাহাতে এই
 অর্থাৎ বক্ষ্যমান দেবগণের পূজা করিবে ।
 পূর্বাগ্র রেখাত্রে মুকুল, ঈশ, পুন্দরের
 এবং উত্তরাগ্র রেখাত্রে ত্রক্ষা, বৈবস্বত ও
 ইন্দুর যথাক্রমে পূজা করিবে । তৎপরে
 বিচক্ষণ সাধক হৃষ্টদলমধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল
 করিবে, তাহার মধ্যে হমোঃ এই শব্দ
 থাকিবে । ত্রিকোণ মণ্ডলের বহির্ভাগে
 যটকোণ, তাহার বহির্ভাগে বৃত্ত ও তাহার
 বহির্ভাগে অষ্টদল পদ ও তাহার বহির্ভাগে
 ভূপুং বিলিখন করিবে ; এইরূপে উত্তম
 যজ্ঞ রচনা করিবে ; পরে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া
 পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা লিখিত যজ্ঞ পূজা এবং
 পশ্চাৎ প্রণবোচ্চারণ দ্বারা হোমস্রাব্য
 প্রোক্ষণ করিয়া, অষ্টদল পদের কর্ণিকাতে
 মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীং উচ্চারণপূর্বক আধার-
 শক্তিগণের একদা পূজা করিবে বা প্রত্যেক-
 কের পৃথক পৃথক পূজাবিধান করিবে ।
 ১২৩—১২৬ । যজ্ঞের অগ্নি প্রভৃতি চতুর্দিকে

বৈরাগ্যমবচি । ঐশ্বর্য্য পুষ্করিকা তু
 পূর্ব দিগ্ দিগ্ ক্রমাৎ ॥ ১২৭ ॥ অধর্ম্যমজ্ঞান-
 মিতি অটোরাগ্যমন্তরম্ । অনৈশ্বর্য্য
 বিজ্ঞানমো মধোহনন্তক পদমম্ ॥ ১২৮ ॥
 কলামহিউর্ধ্বাশ্রু তথা সোমশ্রু মণ্ডলম্ ।
 আগাদিকেশরেষু যথা চৈতঃ প্রপুজয়েৎ ॥
 ১২৯ ॥ পীতা শ্বেতারুণা কৃষ্ণা ধূমা তীত্ৰা
 তথৈব চ । ফুলিজিনি চ কচিরা জলিনীতি
 তথা ক্রমাৎ ॥ ১৩০ ॥ প্রণবানিনমে হস্তেন
 সর্ষত পুজয়ৎ চরেৎ । বহু বহু গিনায়েতি
 নমোহস্তেন প্রপুজয়েৎ ॥ ১৩১ ॥ বাগীশ্বরী-
 মৃতুম্নাতা নীলেন্দীবরলোচনাম্ । বাগীশ্বরেণ
 সংযুক্তাং ধাতা মন্ত্রী তদামন ॥ ১৩২ ॥

ধর্ম্য-জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের এবং
 পূর্বাগ্নি চতুর্দিকে, অধর্ম্য, অজ্ঞান, অটো-
 রাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের যথাক্রমে পূজা করিয়া,
 সাধক মুখে অনন্ত, পদ, কলা-মহিত স্বর্ধা-
 মণ্ডল ও সোমমণ্ডলের পূজা করিয়া,
 আগাদি কেশরে যথাক্রমে পীতা, শ্বেতা,
 অরুণা, কৃষ্ণা, ধূমা, তীত্ৰা, ফুলিজিনি,
 কচিরা ও জলিনী—ইহাদিগকে পূজা
 করিবে । সর্ষত দেবতার নামের আদিত
 প্রণব ও অস্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া পূজা
 করিবে । “বহু বহু গিনায়েতি” এই মন্ত্র
 দ্বারা বহির আমন পূজা করিবে । অনন্তর
 সাধক, মৃতুম্নাতা নীলেন্দুবরলোচনা বাগী-
 শ্বরীকে ধ্যান করিয়া ঐ বহুমানের মায়া
 (হ্রীং) বীজ উচ্চারণ করিয়া, ঐহাদের
 অর্ধঃ বাগীশ্বর ও বাগীশ্বরীকে পূজা করিবে ।

গায়ত্রী তৌ প্রপূজ্যেণ বিশেষতঃ স্মার্যেৎ ।
মূলেন বীক্ষ্যেৎ কৃত্বা ফটোবাহনমাচরেৎ ॥
১৩৩ ॥ প্রণবঞ্চ ততো বহ্নিঃ স্যাদগ্নীপীঠায়
সম্যগ্ । যন্তে পীঠে পূজয়িত্ব দিগ্ চৈব
প্রপূজয়েৎ । বামা জ্যোষ্ঠা তথা ব্রৌজী
অন্বিকেন্দি যথাক্রমাৎ ॥ ১৩৪ ॥ তন্তে-
হমুখ্যা দেবতায়ঃ স্তুতিয়ায় নমঃ পশু ॥ ইতি
স্বপ্নমপূজ্য তদ্ব্যবস্থা মূলপিত্তম্ ॥ ১৩৫ ॥
যাত্বা বামীপদেবীং বহ্নিগৌজপূরঃসংম
বহ্নিমুক্ততা মূলান্তে কুর্চমন্তঃ সমুচ্চন ॥
১৩৬ ॥ ক্রব্যাদেভ্য বহ্নিহ্মায় ক্রবাদেভ্য
শ্রিত্যেভ্য ॥ অন্তেণ বহ্নিঃ সংবীক্ষ্য কুর্চ-
নৈবাবগুষ্ঠয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥ ধেবা চৈবামৃতীকৃত্য

অনন্তর বিশ্রামসময়ে অগ্নি জালয়ন করিবে ;
পরে মূলমন্ত দ্বারা অগ্নিবীক্ষণ এবং 'ফট'
এই মন্ত পাঠপূর্বক আবাহন করিবে ।
অর্থাৎ, পরে, "বহ্নিঃ স্যাদগ্নীপীঠায় নমঃ" মন্ত
দ্বারা বহ্নিপীঠের পূজা করিয়া, পীঠ পূর্বাদি
চতুর্দিকে বামা, জ্যোষ্ঠা, ব্রৌজী ও অন্বিকাব
যথাক্রমে পূজা করিবে । ১২৭ - ১৩৪
তৎপরে "অমুখ্যা দেবতায়ঃ স্তুতিয়ায় নমঃ"
এই মন্ত দ্বারা স্তুতিপূজা করিয়া তদ্ব্যবস্থা
মূলপিত্ত বানীপদেবীকে দান করিয়া
বহ্নিবীজ (২২) উচ্চারণপূর্বক অগ্নি উদ্ভূত
করিয়া মূলমন্ত পাঠান্তর কুর্চবীজ (২২)
ও অস্ত্র (ফট) এই মন্ত উচ্চারণ করত
"ক্রব্যাদেভ্যঃ" পরে বহ্নিজ্যোষ্ঠা (১৩৫)
উচ্চারণপূর্বক বামগণের দেয় অংশ
দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবে । তদনন্তর

হস্তাভ্যাগমিমুক্তয়েৎ । প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণাগ্নি
ভ্রাময়ন্ত স্তুতিলোপরি ॥ ১৩৮ ॥ ত্রিধা জ্যো-
ষ্ঠভূমিঃ নিববীজং বিচিন্তয়ন্ত । আশ্রমো-
হহিমুখীকৃত্য যোনিয়ন্তে নিগোচ্চয়েৎ ॥
১৩৯ ॥ ততো মায়্যং সমুচ্চর্য বহ্নিমুক্তি-
ভেষুভ্যম্ । নমোহ্যন্তন প্রপূজ্যেণ সং
বহ্নিপূরঃ সূর্য্যঃ । চৈতন্যে নমো বহ্নি-
চৈতন্যে পরিপূজয়েৎ ॥ ১৪০ ॥ নমসা
বহ্নিমুক্তি চৈতন্যে পত্রিকয়া চ । প্রজালয়েৎ
ততো বহ্নিঃ মন্তেগানেন মন্তবিৎ ॥ ১৪১ ॥

অস্ত্রবীজ (ফট) দ্বারা অগ্নিকে বীক্ষণ
করিয়া কুর্চবীজ (২২) দ্বারা অবগুষ্ঠন
(তর্জনী-ভ্রামণ দ্বারা বহ্নিবেষ্টন) করিবে ।
ধেয়গুদা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া হস্তদ্বয়
দ্বারা অগ্নি উত্থাপিত করিবে এবং প্রাদক্ষিণ
ক্রমে স্তুতিপূজার উপরিভাগে তিনবার ভ্রামিত
করিয়া অগ্নিকে অস্ত্রবীজ বহ্নিয়া চিন্তা করত
জ্যোষ্ঠা দ্বারা ভূমি পার্শ্বপূর্বক দ্বিজভিগুণ
করিয়া যোনিয়ন্তের উপর স্থাপন করিবে ।
১৩৫—১৩৯ । অনন্তর স্ত্রী-সাদক মাদা-
বীজ (২২) এবং পরে চতুর্থী বিভক্তির
একবচনান্ত বহ্নিমুক্তি শব্দোচ্চারণ ও অন্তে
নমঃ শব্দ যোগ করিয়া বহ্নিমুক্তির পূজা
করিবে এবং "২২ বহ্নি" পরে "চৈতন্য
নমঃ" অর্থাৎ বহ্নিচৈতন্যের পূজা করিবে ।
"নমঃ" মন্ত দ্বারা বহ্নিমুক্তি ও বহ্নিচৈতন্য
মনে মনে পরিকল্পনা করিয়া এই (বহ্নি-
মন্ত) মন্ত পাঠপূর্বক অগ্নি প্রজালিত
করিবে । প্রথমে প্রণবোচ্চারণ পূর্বক

প্রথম পূর্বমুক্ত্য চিৎপিঙ্গলপদং তথা ।
 হনয়্যৎ দহ দহ পচ পচেতি ততো
 বদেৎ ॥ ১৪২ ॥ সর্বজ্ঞাপয় স্বাহা
 বহ্নিপ্রজ্ঞালনে মনুঃ । ততঃ কৃতাজলিভূত্যা
 প্রকুর্যাদগ্নিবন্দনম্ ॥ ১৪৩ ॥ অগ্নিং প্রজ্ঞ-
 লিতং বদে জাতবেদং ছতানম্ । সূবর্ণবর্ণ-
 মমলং সগন্ধং সর্বতোমুখম্ ॥ ১৪৪ ॥
 ইত্যপশ্যত্য দহনং ছাদয়েৎ শ্রুতিং কুর্শেঃ ।
 স্তেইনাম বহ্নিনাম কৃত্যভ্যর্চনমাত্রৈঃ ॥
 ১৪৫ ॥ তারো বৈশ্বানরপদাজ্জাতবেদঃপদং
 বদেৎ । ইহাবহাবহেভ্যাক্তা লোহিতাক্ষ-
 পদান্তরম্ ॥ ১৪৬ ॥ সর্বকর্মানি পদতঃ

সাধরাভ্যেহগ্নিবন্দন । ইত্যভ্যর্চ্য হিরণ্যাদি-
 মস্তজিহ্বাঃ প্রাপুজয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥ সহস্রার্চিঃ-
 পদং ভেদন্ত্য হৃদযায় নমো বদেৎ । বডুজ-
 পুজয়েৎ স্তেইনতো মূর্ত্যর্গজে স্তম্বীঃ । জাত-
 বেদঃ প্রভূতয়ো মূর্ত্যুং চৈব প্রাকীর্ষিতাঃ ॥
 ১৪৮ ॥ ততো যজেনঃ শত্রৌত্রিঙ্গাদ্যাস্তদ-
 নন্তরম্ । পদাদ্যষ্টনির্মিত্য যজেদিত্যাদি-
 দিকৃপত্তীন্ ॥ ১৪৯ ॥ বজ্রাদ্যস্তানি মংগুভ্যা
 প্রাদেশপরিমাণকম্ । কুশপত্রদ্বয় নীত্যা
 ঘৃতমধ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ১৫০ ॥ বামে ঘ্যায়ৈ-
 দিভ্যং নাভীং পিঙ্গলীং দক্ষিণে তথা । মধ্যে
 সূর্য্যায় গন্ধিত্য দক্ষিণাগং সমাধিতঃ ॥ ১৫১ ॥

“চিৎপিঙ্গল” পদ, তৎপরে “হন হন”
 তৎপরে “দহ দহ” এবং তৎপরে “পচ পচ”
 পাঠ করিবে । ১৪০—১৪২ । অনন্তর
 “সর্বজ্ঞাপয় স্বাহা” এই মন্ত্র বহ্নি-
 প্রজ্ঞালনে নির্দিষ্ট হইয়াছে । পরে কৃতাজলি
 হইয়া অগ্নিবন্দনা করিবে । প্রজলিত, সূবর্ণ
 (তুলা, নির্মাল, প্রদীপ্ত ও সর্বতোমুখ, জাত-
 বেদ ছতানকে বন্দনা করি,—এইরূপে
 অগ্নিবন্দনা করিয়া, কুশ দ্বারা শ্রুতিং আচ্ছা-
 দিত করিবে । অনন্তর নিজ ইষ্টদেবতার
 নামোচ্চারণপূর্বক বহ্নি-নামোচ্চারণ করিয়া
 অভ্যর্থনা করিবে । প্রথম (৩) “বৈশ্বানর”
 পদ, তদনন্তর “জাতবেদ” পদ উচ্চারণ
 করিবে । তৎপরে “ইহাবহাবহ” এই বাক্য
 কথনান্তে “লোহিতাক্ষ” পদ, পরে “সর্ব-
 কর্মানি” পদ, পরে “সাধয়” তদন্তে অগ্নি-
 বন্দনা অর্থাৎ “স্বাহা” এইরূপঃ মন্ত্র পাঠ-

পূর্বক বহ্নি অভ্যর্থনা করিয়া হিরণ্যাদি
 মস্তজিহ্বাব পূজা করিবে । ১৪৩—১৪৭ ।
 অনন্তর স্তম্বী মঞ্চ, চতুর্থী বিভক্তির এক
 বচনান্ত সহস্রার্চিঃ শব্দ অর্থাৎ ‘সহস্রার্চিয়ে
 জনয়ায় নমঃ’ বলিয়া, হৃদযাদি বহ্নি-বডুজ
 পূজা করিবে ; পরে বহ্নিমূর্তির পূজা
 করিবে । জাতবেদঃ প্রভৃতি বহ্নির অষ্টমূর্তি
 পূর্বকই বলা হইয়াছে । পরে ত্রিঙ্গী
 প্রভৃতি অষ্টমূর্তির পূজা করিবে । তদনন্তর
 পদাদি অষ্টনির্মিত পূজা করিয়া, ইত্যাদি
 দিকৃপত্তীগণের পূজা করিবে এবং দিকৃপতি-
 গণের বজ্রাদি অস্ত্রগণের পূজা করিয়া
 প্রাদেশ-পরিমিত কুশপত্রদ্বয় গ্রহণপূর্বক
 ঘৃতমধ্যে স্থাপিত করিবে । ১৪৮—১৫০ ।
 ঘৃতের বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে
 সূর্য্য নাভীকে চিত্তা করিয়া, পরে একাগ্র-
 চিত্তে দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া সূর্য্য

অঙ্গায় গৃহীত্ব মতিমান দক্ষনেত্রে ততো-
নিকুঃ । মঙ্গলানেন জুহুয়াৎ প্রণবান্তেহগ্নয়ে
পদম্ ॥ ১৫২ ॥ স্বাহান্তো মনুরাখ্যাতো
বামভাগান্নিহ্নিরেৎ । বামনেত্রে ত্রৈলোক্যেরোৎ
সোমায় দ্বিষ্ঠো মনুঃ ॥ ১৫৩ ॥ মধ্যভাগ্যৎ
সমানীয় ললাটে হননং চরেৎ । অগ্নী-
যোমো সপ্রণবো তুর্যাদিবচনাদিতো ॥ ১৫৪ ॥
স্বাহান্তোহয়ং মনুঃ প্রোক্তঃ পুনর্দক্ষিণতো
হবিঃ । গৃহীত্বা নমস্ মা মগ্নী প্রণবং
পূর্বমুক্তবেৎ ॥ ১৫৫ ॥ অগ্নয়ে চ দ্বিষ্ট-
কৃতে বহ্নিকান্ত্যৎ ততো বদেৎ । ত্রৈলোক্যেন

নিহ্নিবদনে জুহুয়াৎ সাধকোঽগ্নিঃ । তুর্ভুঃ-
স্বিষ্ঠান্তেন ব্যাহৃত্য হোমমাত্ররেৎ ॥ ১৫৬ ॥
তারো বৈশ্বানরপদজ্ঞাতবেদ ইহাবহা ।
বহ লোহি-পদান্তে চ তান্ন সর্বপদং বদেৎ ।
কর্মানি সাধয় স্বাহা ত্রিধানেন্নজতীর্হরেৎ ॥
১৫৭ ॥ ততোহগ্নৌ দ্বিষ্টমাবহা দীর্ঘদৈত্যঃ
সহ পূজনম্ । কৃত্বা স্বাহ'তুমহুনা মূলে
পদবিংশতীঃ ॥ ১৫৮ ॥ তত্রা বহ্ন্যাগ্নৌ-
দেব্যা ত্রৈকং সত্যবয়নং দিষ্টা । একাদশা-
ভতীত্বা মূলেদেন্নদেবতাঃ ॥ ১৫৯ ॥ তত্রা
সকামগুদিশ্য ত্রিলাভ্যামগুদিশ্যৈতঃ পূর্ব-
বিজদলৈর্দাপি দ্যাবিহিতবশ্যতঃ ॥ ১৬০ ॥

সাধক, এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রানুসারে অগ্নি-
দক্ষিণ নেত্রে আছতি প্রদান করিবে । প্রথমে
প্রণব, তদনন্তর “অগ্নয়ে” এই পদ, তান্ত্রে
“স্বাহা” শব্দ;—ইহাই মন্ত্র বলিয়া আখ্যাত ।
বামভাগ হইতে হবিঃ গ্রহণ করিবে এবং
অগ্নির বাম-নেত্রে আছতি প্রদান করিবে;
ইহার মন্ত্র,—“ওঁ সোমায় স্বাহা” মধ্যভাগ
হইতে আত্ম্য গ্রহণপূর্বক বহ্নিললাটে
আছতি প্রদান করিবে । ওঙ্কারযুক্ত চতুর্থী
বিভক্তির বিগচনাত “অগ্নীষোম” শব্দ অর্থাৎ
ওঁ “অগ্নীষোমাত্মম্ ।” পরে “স্বাহা” ইহা
ললাটে আছতি প্রদানের মন্ত্র বলিয়া উক্ত
হইয়াছে পরে মঙ্গল ব্যক্তি নমঃ শব্দ
দ্বারা দক্ষিণ-ভাগ হইতে পুনর্বার হবিঃ
গ্রহণ করিয়া প্রথমে প্রণবোচ্চারণ করিবে,
“অগ্নৌ দ্বিষ্টকৃতে” এবং তদনন্তর বহ্নি-
জায়া (স্বাহা) শব্দ উচ্চারণ করিবে ।
সাধক এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নিমুখে হোম

করিবে । পরে প্রথমে প্রণব ও আত্ম্য
স্বাহা যোগ করিয়া ক্রমান্বয়ে ভুঃ, ভূঃ ও
স্বঃ—এই তিন ব্যাহতি দ্বারা হোম করিবে ।
১৫১—১৫৬ । অনন্তর প্রথমতঃ প্রণব,
পরে “বৈশ্বানর” পদ, তৎপরে “জ্ঞাতবেদ
ইহাবহাবহ লোহি” তৎপরে “তান্ন সর্ব-
কর্মানি সাধয় স্বাহা” এই পদ উচ্চারণ
করিবে । এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া
তিনবার আছতি প্রদান করিবে । তদনন্তর
অগ্নিতে অগ্নৌ ঈদেবতাকে আবাহনপূর্বক
সৌমাদি মহিত জাহাব পূজা করিয়া স্বাহান্ত
মন্ত্রমন্ত্র দ্বারা অগ্নিগর্ভে অকলিংশত আছতি
প্রদান করিয়া, বাক দ্বারা বাহু, দেবী ও নিজ
আত্ম্য ব ত্রৈক্য চিন্তা করত মূর্ত্ত্যু দ্বারা
একাদশ আছতি দান করিয়া অগ্নিদেবতার
উদ্দেশ্য করিয়া হোম করিবে । অনন্তর
সকামিনা উদ্দেশ্য করিয়া ত্রিলাভ্যামগুদিশ্য

যথাশক্ত্যাহতিং দদ্যাদাষ্টনামাং প্রকল্পয়েৎ ॥
 ১৬১ ॥ ততঃ পূর্বাহতিং দদ্যাৎ ফলপত্র-
 সমন্বিতাম্ । স্বাহান্তমূলমন্ত্রেণ ততঃ সংহার-
 মুদ্রয়া । ওমাদেবীং সমানীয়া স্থাপয়ে-
 দ্ভদ্রাদানুজে ॥ ১৬২ ॥ ক্ষমস্তুতি চ মন্ত্রেণ
 বিহুজেৎ তৎ হতশনম্ । কৃতদক্ষিণকে
 মন্ত্রী অচ্ছিন্নমবধারয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥ হতশেষং
 ক্রবোর্মমো ধারয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৬৪ ॥
 এষ হোমবিধিঃ প্রোক্তঃ সর্বত্রাগমকর্ম্মণি ।
 হোমকর্ম্ম সমাপ্যেব সাধকো জপমাচারেৎ ॥
 ১৬৫ ॥ বিধানং শৃণু দেবেশি যেন বিদ্যা

মিশ্রিত পুষ্প, বিলদল কিংবা যথাবিহিত
 বস্ত্র দ্বারা যথাশক্তি আহতি প্রদান করিবে ।
 অষ্ট সংখ্যার ন্যূন আহতি দিবে না ।
 ১৫৭—১৬১ । অনন্তর স্বাহান্ত মূলমন্ত্র দ্বারা
 অগ্নিতে ফল ও তামূল-সমন্বিত পূর্বাহতি
 প্রদান করিবে । পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা
 দেবীকে অগ্নি হইতে আনয়নপূর্ব্বক হৃৎ-
 পদ্মে স্থাপন করিবে । অনন্তর সাধক
 “(ওমঃ) ক্ষমস্তু” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া
 অগ্নি বিসর্জন করিবে । পরে দক্ষিণান্ত
 করিয়া অচ্ছিন্নাবধারণ করিবে । তদন্তর
 সাধকশ্রেষ্ঠ হতাবশিষ্ট দ্রব্য (হৃতমিশ্রিত
 ভক্ষ্য) জলয়ের মধ্যদেশে ধারণ করিবে ।
 সন্তল আগমকর্ম্মে এইরূপ হোম-বিধি উক্ত
 হইল । অনন্তর সাধক এইরূপে হোমকর্ম্ম
 সমাপ্ত করিয়া জপ করিবে । হে দেবেশি ।
 যাহা দ্বারা বিদ্যা প্রদত্ত হইল, আমি চ্ছাদন
 জপাহুষ্ঠানের বিধান বলিতেছি—শ্রবণ কর ।

প্রদীপতি । দেবতা গুরুমন্ত্রাণামৈক্যাং সম্ভব-
 যেক্ষিমা ॥ ১৬৬ ॥ মন্ত্রাণাং দেবতা প্রোক্তা
 দেবতা গুরুপিতৃণী । অভেদেন যজ্ঞে দৃশ্য
 তত্ সিন্ধিরুত্তম ॥ ১৬৭ ॥ গুরুং শিরসি
 সন্ধিত্য দেবিতাং ভদ্রাদানুজে । রসনায়াং
 মূলবিদ্যাং তেজোরূপাং বিচিত্ত্যা চ ।
 ত্রয়াণাং তেজসাত্মানমেকীভূতং বিচিত্তয়েৎ ॥
 ১৬৮ ॥ তাদেণ সংপূর্ত্তিকৃত্য মূলমন্ত্রং
 সপ্তধা । জপ্ত্বা তু সাধকঃ পশ্চাত্মাতৃকা-
 পুষ্টিত্যাং শ্বরেৎ ॥ ১৬৯ ॥ মায়াবীজং
 শ্মিরিশি দশধা প্রকল্পেৎ সুধীঃ । বদনে
 প্রণবং তৎ পুনর্যায়্য হৃদয়ুজে । প্রজপা

মানে মনে দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য
 চিন্তা করিবে । ১৬২—১৬৬ । মন্ত্রাণাং,
 দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং দেবতা
 গুরু-রূপিতা ; যে ব্যক্তি এই তিনের অভেদ
 জানে পূজা করিবেন, তাঁহাব অন্তঃসম
 সিদ্ধি লাভ হইবে । মন্ত্রকে গুরুকে চিন্তা
 করিয়া হৃদয়-কমলে দেবতাকে এবং রস-
 নাতে তেজোরূপ মূলমন্ত্রাঙ্কিকা বিদ্যাকে
 চিন্তা করিয়া গুরু, দেবতা ও মূলমন্ত্র—এই
 তিনের তেজঃ দ্বারা একীভূত আত্মাকে চিন্তা
 করিবে । মূলমন্ত্রকে প্রণব-সংপূর্ত্তিত কর-
 নাতে সপ্তবার উহা জপ করিয়া পরে
 মাতৃকাপুষ্টিত করিয়া সপ্তবার শ্রবণ করিবে ।
 বিচক্ষণ সাধক নিজ নিরোদেশে মায়াবীজ
 (হ্রীং) দশবার মন করিবে । সেইরূপ
 স্বীয় মুখে দশবার প্রণব জপ করিবে ।
 পুনরায় হৃৎপদ্মে সপ্তবার মায়াবীজ বীজ

সমুদ্রা মস্তী প্রণাম্যামঃ সমাচরেৎ ॥ ১৭০ ॥
ততো মালাং সমাদায় প্রাণাদিসমুদ্ভবাম্ ।
মালে মালে মহামালে সৰ্বশক্তিধরপিতৃ ॥
১৭১ ॥ চতুর্দশর্গে চিত্তস্তম্ভায়া সিদ্ধি-
ভব । ইতি সম্পূজ্য তাম্ মালাং ত্রীপাত্র-
গুণেন চ ॥ ১৭২ ॥ ত্রিধা মুগ্ধেন মন্তব্য-
স্থিরচিত্তো জপং চরেৎ । *অষ্টোত্তমসহস্র-
বাপ্যথবাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৭৩ ॥ প্রাণায়ামঃ
ততঃ কৃৎবা ত্রীপাত্রজলপুষ্পটেকঃ । ওষ্ঠাভি-
শুদ্বগোপ্তী ত্বং গৃহাণ সাক্ষতঃ জপম্ ।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বং প্রাসাদামহেশ্বরী ॥
১৭৪ ॥ ইতি মন্ত্রেণ মতিমান্ *দেব্যা
বাক্যকরাশুভে । তোজোরূপং জপকনং

করিয়া পূর্ববৎ প্রাণায়াম করিবে । তদনন্তর
প্রাণাদি-নির্মিত মালা গ্রহণ করিয়া, হে
মালে ! হে মালে ! হে মহামালে ! হে সর্ব-
শক্তিধরপিতৃ ! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,
এই চতুর্দশই তোমাতে বিদ্যন্ত আছে,
সেই হেতু তুমি আমাকে সিদ্ধি প্রদান কর,
—এই মন্ত্র দ্বারা সেই মালাব পূজনাতে
মূলমন্ত্র উচ্চরণপূর্বক ত্রীপাত্রস্থিত গমুত
দ্বারা তিনবার মালায় তর্পণ করিয়া স্থিরচিত্তে
অষ্টোত্তর-সহস্র অথবা অষ্টোত্তর-শতবার
মূলমন্ত্র জপ করিবে । ১৬৭—১৭৩ ।
তদনন্তর প্রাণায়াম করিয়া হৃদয় মাধক,
হে দেবি । হে মহেশ্বরী ! তুমি শুণ্য
আত্মপ্রহা ও রক্ষাবর্তী ; তুমি আমাকর্তৃক
কৃত জপ গ্রহণ কর । তোমার প্রসাদে
আমার সিদ্ধিলাভ হউক,—এই মন্ত্র পাঠ-

সমপ্য প্রণামেদুবি ॥ ১৭৫ ॥ ততঃ কৃতজ্ঞা-
ভূতাস্তোদক কবচং পরেৎ ॥ ১৭৬ ॥ ততঃ
প্রদক্ষিণীকৃত্য বিশেষাধ্যায় *সাধকঃ ।
বিলোমাধ্যপ্রদানেন কুর্যাদাগ্ন্যসমর্পণম্ ॥
১৭৭ ॥ ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম-
দিকারতঃ । জাগ্রৎসপ্নসুপ্ত্যন্তে অবস্থাস্থ
প্রকীর্তয়েৎ ॥ ১৭৮ ॥ মনসাভ্যন্তে বদেধাচা
কর্মণা তদনন্তরম্ । হস্তাভ্যং পদতঃ
পাশ্চাত্মদরেণ ততঃ পরম্ ॥ ১৭৯ ॥ শিগয়া
যৎ কৃতকোত্তম যৎ স্মৃৎ পদতো বদেৎ ।
যজুস্তং তৎ সর্কসমিতি ব্রহ্মার্পণমুদীরয়েৎ ।
ভবন্তো মাং মদীরং সকলং তদনন্তরম্ ॥
১৮০ ॥ আদ্যাকালীপদান্তে জে অপর্ণামি

পূর্বক ত্রীপাত্র-স্থিত জল ও পুষ্প দ্বারা
দেবীর বাম-করকমলে তেজ রূপ তপস্বল
সমর্পণ করিবে । সমর্পণ করি। ভূতলে
প্রণাম করিবে । পরে কৃতজ্ঞা হইয়া
শ্রব ও কবচ পাঠ করিবে । পরে সাধক
প্রদক্ষিণ করিয়া বিলোম মন্ত্র উদ্যোতনপূর্বক
স স্থাপিত বিশেষাধ্য-প্রদান হে দেবীকে
জাগ্রৎসমর্পণ করিবে । “ইতঃ পূর্বং প্রাণ-
বুদ্ধিদেহধর্মাদিকারতঃ জাগ্রৎসপ্নসুপ্তি”
এই পদের পর “অবস্থাস্থ” পদ কীর্তন
করিবে ; পরে “মনসা” তৎপরে “বাচা
কর্মণা” পদ বলিবে ; তৎপরে “হস্তাভ্যং”
এই পদের পর “পাশ্চাত্মদরেণ”, তদনন্তর
“শিগয়া যৎ কৃতং” এই পদোচ্চারণান্তে
“যৎ স্মৃৎ” পদ, তৎপরে “যজুস্তং তৎ সর্কং”
পাঠ করিবে ; তদনন্তর “ব্রহ্মার্পণম্” এই

পদং বদেৎ । প্রণবং তৎসদিভ্যাক্তা
কুৰ্যাদাশাসমর্পণম্ ॥ ১৮১ ॥ ততঃ কৃতাজলি-
ভূক্তা প্রার্থয়েদিষ্টদেবতাম্ । মায়াবীজং
সমুচ্চর্য্য শ্রীমাদ্যো কালিকে বদেৎ ॥ ১৮২ ॥
পূজিতাসি যথাশক্ত্যা ক্ষমস্বেনতি বিশ্বজ্য চ ।
সংহারমুদ্রয়া পুষ্পমাদ্রায় স্থাপয়েদ্ধৃদি ॥
১৮৩ ॥ ত্রিশাঙ্ক্যং মণ্ডলং কৃত্ব ত্রিকোণং
সুপরিষ্কৃতম্ । তত্র সংপূজয়েদেবীং নির্ঘাল্য-

শব্দ উচ্চারণ করিবে । তৎপরে “ভবতু”
তদন্তে “নাং মদীরং সকলং,” তৎপরে
“আদ্যাকালী-পদাভোজ্যে অর্পয়ামি” (অর্থাৎ
ইহার পূর্ব-প্রাণ-বুদ্ধি-দেহ-ধর্ম্মাদিকারে
জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুশুপ্ত এই তিন অবস্থাতে
মন, বাক্য, কৰ্ম্ম, হস্তধর্য, পদধর্য, উদর ও
উপস্থ দ্বারা যথাসম্ভব বাহ্য কৃত, স্মৃত ও
উক্ত হইয়াছে ; তৎসমস্তই ত্র্যম্বে আপতি
হউক, আগিও যাবতীয় বস্তুতে আমার
বলিয়া অভিমান আছে, তাহা আদ্যাকালীর
ত্রীচরণ-কমলে নর্পণ-বা-লাম) এই পদ
পাঠ করিবে । তদন্তর প্রণব (ঔ) তৎ-
সং উচ্চারণ করিয়া দেবীকে আশ্রয়সমর্পণ
করিবে । ইহা আশ্রয়সমর্পণের মন্ত্র ।
১৭৪—১৮১ । তৎপরে (সাদক) কৃতাজলি
হইয়া ইষ্টদেবতাব নিকট প্রার্থনা করিবে ।
মায়াবীজ (হ্রীং) উচ্চারণ করিয়া
“শ্রীমাদ্যো কালিকে” এই পদ উচ্চারণ
করিবে, তৎপরে “যথাশক্ত্যা পূজিতাসি
ক্ষমস্ব” এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে । এই-
রূপে ইষ্টদেবতাকে বিসর্জনপূর্বক সংহার

পুষ্পবারিণা । হ্রীং নির্ঘাল্যপদকোত্তরা
বাসিনৈম্ নম ইত্যপি ॥ ১৮৪ ॥ ত্র্যক্ষ-বিষ্ম-
শিবাতিভ্যঃ সর্ষদেবে ভ্যএব চ । নৈবেদ্যং
বিতরেৎ পশ্চাদ্গৃহীয়াৎ শক্তিমাধকঃ ॥
১৮৫ ॥ স্বীয়শক্তিং বামভাগে সংস্থাপ্য
পৃথগাসনে । একামনোপবিষ্টো বা পাত্রে
কুৰ্য্যাগ্নেনোরমম্ ॥ ১৮৬ ॥ পানপাত্রে প্রবুদ্ধীত
ন পকতোলকাধিকম্ । তোলকত্রিতয়া-
ন্যনং স্বাৰ্ণং রাজতমে চ ॥ ১৮৭ ॥ অথবা
কাচজনিতে নারিকেলেন্দ্রবক বা । অধারে-
পরিপ্লবংস্থাপ্য শুক্লিপাত্রে দক্ষিণে ॥ ১৮৮ ॥

মুদ্রা দ্বারা গৃহীত পুষ্পের আশ্রয় লইয়া
দেবীকে স্বহৃদয়ে স্থাপন করিবে । অনন্তর
সৈন্যনকোণে সুপরিষ্কৃত ত্রিকোণ মণ্ডল
করিয়া, তাহাতে নির্ঘালা পুষ্প ও জল দ্বারা
নির্ঘাল্য এই পদ উচ্চারণ করিয়া পরে
“বাসিনৈম্ নমঃ” ইহা বলিয়া দেবীকে
(হ্রীং নির্ঘাল্য-বাসিনীকে) পূজা করিবে ।
অনন্তর শক্তি মাধক ত্র্যক্ষ, বিষ্ম ও শিব
প্রভৃতি সকল দেবগণকে নৈবেদ্য বিতরণ
করিবে এবং পশ্চাৎ দ্রব্যং গ্রহণ করিবে ।
বামভাগে ত্রিম আসনে স্বীয় শক্তিকে
স্থাপন করিয়া অথবা তৎসহিত একা-
সনে উপবিষ্ট হইয়া পানাদি জল মনোরম
পাত্র স্থাপন করিবে । পরিমাণে পক-
তোলকের, অনধিক এবং ত্রিতোলকের
অন্যান্য সর্ষময় দ্রব্য বা রাজত বা কাচনির্মিত
অথবা নারিকেল-সম্প্রুত পানপাত্র করিবে ।
শুক্লিপাত্রে দক্ষিণভাগে, আধারোপরি

মহাপ্রসাদমণীয় পাত্রেণ পরিবেশয়েৎ ।
 স্বয়ং বা ভ্রাতৃপুত্রৈর্বা জ্যেষ্ঠানুক্রমতঃ স্তবীঃ ॥
 ১৮৯ ॥ পানপাত্রে স্তব্দা দেয়া শৌক্যো শুদ্ধা-
 দিকানি চ । ততঃ সাময়িকৈঃ সার্কিং পান-
 ভোজনমাচরেৎ ॥ ১৯০ ॥ আদ্যবাস্তবার্থায়
 গৃহীয়াচ্ছুদ্ধিমুত্তমম্ । ততোহতিশুদ্ধমনস্য
 সমস্তঃ কুলসাধকঃ ॥ ১৯১ ॥ স্বস্বপাত্রং
 সমাদায় পরমামৃতপূরিতম্ । মূলধারা-
 দ্বিজিহ্বাত্তাং চিহ্নপাং কুলকুণ্ডলীম্ ॥ ১৯২ ॥
 বিভাব্য তনুখাস্তোজৈ মূলমুগ্ধং সমুচ্চরন্ ।
 পরস্পরাজ্ঞামাদায় জুহুয়াৎ কুণ্ডলীমুখে ॥
 ১৯৩ ॥ জলিপানং কুলস্বীর্ণং গন্ধদ্বীকার-

সংস্থাপিত করিয়া, বিচক্ষণ সাধক, মহা-
 প্রসাদ আনয়নপূর্বক স্বয়ং, ভ্রাতা বা পুত্র
 দ্বারা জ্যেষ্ঠানুক্রমে পাত্রে পরিবেশন করা-
 ইবে । ১৮২—১৮৯ । পানপাত্রের স্তব্দা এবং
 শুদ্ধিপাত্রের শুদ্ধি (মাংস-মৎস্যাদি) প্রদান
 করিবে । অনন্তর দেবীর পূজা সময়ে সমা-
 গতগণের সহিত পান-ভোজন করিবে ।
 প্রথমতঃ আস্তরণের জন্ত উত্তমা শুদ্ধি
 (মাংসাদি) গ্রহণ করিবে । পরে সমস্ত
 কুলসাধক অতিথয় আনন্দিতচিত্তে উৎকৃষ্ট
 মদ্যপূরিত স্ব স্ব পাত্র গ্রহণ করিয়া, মূলধার
 হইতে জিহ্বা পর্যন্ত ব্যাপিনী চৈতন্যরূপা
 কুলকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিয়া, তাঁহার মুখ-
 কণ্ঠে মূলমুগ্ধ সমুচ্চারণপূর্বক পরস্পরের
 অঙ্গের গ্রহণ করিয়া কুণ্ডলীমুখে পরমাশ্রুত
 হোম করিবে । কুলজাগণের পক্ষে মদ্য-
 গন্ধ-গ্রহণই জলিপান এবং গৃহস্থ সাধক-

লক্ষণম্ । সাধকানাং গৃহস্থানাং পঞ্চপাত্রং
 প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৯৪ ॥ অতিপানং কুলীনানাং
 সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে ॥ ১৯৫ ॥ যাবদ্য চাল-
 দেদৃষ্টিং যাবদ্য চালচেষ্মনঃ । তাবৎ পানং
 প্রকুব্বীত পশুপানমতঃ পরম্ ॥ ১৯৬ ॥ পানে
 জাতিভেদদৃশ্য দ্বী চ শক্তিসাধকে । স
 পপিষ্ঠে কথং কামাদাদ্যাৎ কালীং ভজাম্যহম্ ॥
 ১৯৭ ॥ যথা ব্রহ্মার্চিত্তেহমাদৌ স্পৃষ্টদোষো
 ন বিদ্যতে । তথা তব প্রসাদেহপি জাতি-
 ভেদং বিবর্জয়েৎ ॥ এবমেব বিধানেন কুর্য্যাৎ
 পানক ভোজনম্ । হস্তপ্রক্ষালনং নাস্তি তব
 নৈবেদ্যসেবনে । লোপাপনোদনং কুর্য্যাদ্বৈতেন
 পাথসাপি বা ॥ ১৯৯ ॥ ততো নির্মাল্য-

গণের পক্ষে পঞ্চপাত্র-পূরিমিত মদ্যপান
 জলিপান বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে ।
 ১৯০—১৯৪ । কুলসাধকগণের, অতিরিক্ত
 পান করিলে সিদ্ধিহানি হয় । মদ্যপান
 যে পর্যন্ত দৃষ্টিকে ঘূর্ণিত করিতে না পারে,
 তাবৎ পর্যন্ত পান করিবে । ইহার অতি-
 রিক্ত পান পশুপান-তুল্য । পানে যাহার
 চিত্তবৈকল্য জন্মে এবং যে শক্তিসাধকে
 দ্বন্দ্বা করে, সে পাপিষ্ঠ "আমি জাদ্যা
 কালীকে ভজনা করি" এ কথা ক্রমে
 বলিবে ? যেমন ব্রহ্মে সমর্পিত অগ্নিদিতে
 স্পর্শদোষ নাই, অর্থাৎ জাতিভেদ বর্জিত
 হইয়াছে, তদ্রূপ তোমার প্রসাদেও জাতি-
 ভেদ বর্জন করিবে । এই প্রকার বিধানামু-
 সারে পান-ভোজন করিবে । তোমার
 নৈবেদ্য-সেবনে হস্ত-প্রক্ষালন নাই; এবং

কুসুমং বিধৃত্য নিরসা সুধীঃ । যজ্ঞপত্রং
কর্চদেশে, বিধবেদেবভূবি ॥ ২০০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে শ্রীপাত্রস্থাপন-হোম-
চক্রানুষ্ঠানকথনং নাম যষ্ঠ উল্লাসঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম উল্লাসঃ ।

অন্যাকালিকাদেব্যা মন্ত্রোক্তাঃ মহা-
ফলম্ । সৌভাগ্যমোক্ষজননং ব্রহ্মজ্ঞানৈক-
সাধনম্ ॥ ১ ॥ প্রাতঃকৃত্যং তথা জ্ঞানং সন্ধ্যাং
সংবিদিশোধনম্ । গ্রামপূজাবিধানকং বাহ্য-
জ্যোত্তরভেদতঃ ॥ ২ ॥ বলিপ্রদানং হোমকং
চক্রানুষ্ঠানমেব চ । মহাপ্রসাদসীকাঃ

বা জল ধারা হস্তলেপাপনয়ন করিবে ।
অনন্তর সুধী মাধক মস্তকে নির্মালা কুসুম
ধারণ করিয়া লেপদ্রব্য জয়গল-মধ্যে ধারণ
করিবে,—দেবতুল্য হইয়া ভূতলে বিচরণ
করিবে । ১৯৫—২০০ ।

যষ্ঠ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম উল্লাসঃ ।

মহাফল-জনক, সৌভাগ্য ও মোক্ষ-
প্রদ, ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের অদ্বিতীয় সাধন,
আন্যাকালিকাদেবীর মন্ত্রোক্তার, প্রাতঃকৃত্য,
জ্ঞান, সন্ধ্যা, সংবিদিশোধন, বাহ্য-মানস-
ভেদে গ্রাম ও পূজাবিধান, বলিদান, হোম,
ভৈরবী ও তন্ত্র-চক্রানুষ্ঠান এবং মহাপ্রসাদ-

পার্বতী হইয়াছেন । বিনয়াবনতা দেবী,
প্রোবাচ শঙ্করং প্রতি ॥ ৩ ॥ শ্রীদেবীবাচ ।
মদামিব জগন্নাথ জগতাং হিতকারক ।
কৃপয়া কথিতং দেব পরাপ্রতিমাধনম্ ॥ ৪ ॥
সংপ্রাণিহিতকরং ভোগমোক্ষৈককারণম্ ।
বিশেষতঃ কলিযুগে জীবানামাশু সিদ্ধিদম্ ॥
৫ ॥ তব বাগমুতাম্বোধৌ নিমজ্জয়াম মানসম্ ।
নোখাতুমীহতে স্নেহং ভূয়ঃ প্রার্থয়তে-
হচিরাং ॥ ৬ ॥ পূজাবিধৌ মহাদেব্যাঃ সৃচিতং
ন প্রকাশিতম্ । শ্তোত্রক কবচং দেব তদি-
দানীং প্রকাশয় ॥ ৭ ॥ শ্রীমদাম্বী উবাচ ।
শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যো শ্তোত্রমেতদমুস্তমম্ ।

গ্রহণ শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তা পার্বতী দেবী
বিনয়াবনতা-হইয়া শঙ্করকে বলিলেন,—
হে মদাম্বী । হে জগন্নাথ । হে জগতের
হিতকর্ত্তা দেব । তুমি কৃপা-পরবশ হইয়া
আমার নিকট,—প্রাণিগণের হিতকর ভোগ
ও মোক্ষের অদ্বিতীয় সাধন, বিশেষতঃ
কলিযুগে জীবগণের আশু নিষ্কিঞ্চদ পরমা-
প্রাকৃতি-সাধন করিলে । তোমার বাক্যরূপ
অমৃত-সাগরে ক্রমে নিমগ্নপ্রায় আমার মন
আগ্নে আগ্নে উত্তিত হইবার জন্ত চেষ্টা
করিতেছে না, বরং পুনর্বার তৎপ্রাপ্তির
জন্ত প্রার্থনা করিতেছে । মহাদেবীর পূজা-
বিধিতে শ্তোত্র ও কবচ-পাঠের সূচনা
করিয়াছ, কিন্তু তাহা প্রকাশ কর নাই ।
হে দেব । এক্ষণে তাহা প্রকাশ কর ।
১—৭ । শ্রীমদাম্বী বলিলেন,—হে
জগদ্বন্দ্যো । হে দেবি । এই মর্কোস্তম

পঠনাস্ত্রবণাদৃশ্য সৰ্বসিদ্ধিপ্রদো ভবেৎ ॥ ৮ ॥
 অসৌভাগ্যপ্রশমনং সুখসম্পদ্বির্জনম্ ।
 অকালমৃত্যুহরণং সৰ্বাপাৰ্হিনিবারণম্ ॥ ৯ ॥
 ক্রীমদাদ্যাকালিকায়াঃ সুখসামিধ্যাকরণম্ ।
 স্তবস্ত্রাশ্চ প্রসাদেন ত্রিপুরারিহিং শিবে ॥
 ১০ ॥ স্তোত্রস্ত্রাশ্চ ঋষির্দেবিসদাশিব উদা-
 ছতঃ । ছন্দে হনুষ্ঠুৎকৃতাদ্যা কালিকা পরি-
 কীৰ্ত্তিতা । ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ
 প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১১ ॥ হ্রীংকালী ক্রীংকরাণী চ
 ক্রীংকল্যাণী কলাবতী । কমলা কলিদর্পণী
 কপর্দীশকুপাবিতা ॥ ১২ ॥ কালিকা কাল-
 মাতা চ কালানলসমজ্যতিঃ । কপর্দিনী করা-

স্তোত্র বলিতেছি—শ্রবণ কর । যাহার
 পাঠে বা শ্রবণে, সৰ্বসিদ্ধির ঈশ্বর হয় ।
 ইহা দ্বারা অসৌভাগ্যের বিনাশ ও সুখ-
 সম্পত্তির বৃদ্ধি হয় ; ইনি অকাল-মৃত্যুকে
 হরণ ও আপদ-সমূহের নিবারণ করেন ।
 হে শিবে । এই স্তোত্র আদ্যা কালিকা-
 দেবীর সুখজনক-সমিধান-লাভের কারণ ।
 আমি এই স্তবের প্রসাদেই ত্রিপুরারি
 হইয়াছি । হে দেবি । সদাশিব এই
 স্তোত্রের ঋষি বলিয়া উদাহৃত হইয়াছেন ;
 ছন্দ অনুষ্ঠপ এবং আদ্যাকালিকা দেবতা-
 রূপে কীৰ্ত্তিতা হইয়াছেন ; ধর্ম, অর্থ, কাম
 ও মোক্ষ—এই চতুর্কর্মে বিনিয়োগ কীৰ্ত্তিত
 হইবে । ৮—১১ । স্তোত্র কথা ;—হ্রীং-
 রূপা কালী, ক্রীংরূপা করাণী এবং ক্রীং-
 রূপা কল্যাণী । কলাবতী, কমলা, কলিদর্প-
 নাশিনী, মহাদেবের প্রতি কুপাবতী ।

লাত্যা করুণামৃতসাগরা ॥ ১৩ ॥ কুপাময়ী
 কুপাধারা কুপাপারা কুপাগমা । কুশান্তঃ
 কপিলা কুম্ভা কুম্ভানন্দবিবর্জিনী ॥ ১৪ ॥
 কালরাজিঃ কামরূপা কামপাশবিমোচিনী ।
 কাদম্বিনী কলাধারা কলিকামনানিনী ॥ ১৫ ॥
 কুমারীপূজনপ্রীতা কুমারীপূজকালয়া । কুমারী-
 ভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিনী ॥ ১৬ ॥ কদম্ব-
 বনমধারা কদম্ববনবাসিনী । কদম্বপুপ-
 সম্ভোয়া কদম্বপুপমালিনী ॥ ১৭ ॥ কিশোরী
 কনকঠা চ কলনাদমিনাদিনী । কাদম্বরীপান-

কালিকা, কালমাতা অর্থাৎ কালেরও
 আদিভূতা, কালানল-সমজ্যতি অর্থাৎ যাহার
 তেজ প্রায়কালীন আগ্নির মদৃশ, কপর্দিনী,
 করালবদনা, করুণারূপ ভগ্নুতের মগ্নুতুল্য
 অর্থাৎ যাহার করুণা অপার অপরিমেয়
 এবং অক্ষয় । কুপাময়ী, কুপাধারা, কুপা-
 পারা, কুপাগমা অর্থাৎ যাহার নিজ কুপাবলে
 যাহাকে জানিতে পারা যায় । কুশান্তঃ,
 অর্থাৎ, অগ্নিরূপা, কপিলা, কুম্ভা, কুম্ভানন্দ-
 বিবর্জিনী । কালরাজিঃ, কামরূপা, কামপাশ-
 বিমোচনী অর্থাৎ কামবন্ধ-চ্ছেদিনী,
 কাদম্বিনী (মেঘমালারূপা), কলাধারা,
 কলিপাপহারিনী । ১২—১৫ । কুমারী পূজন-
 প্রীতা অর্থাৎ যিনি কুমারী-পূজনে প্রীতি-
 যুক্তা হন, কুমারীপূজকালয়া অর্থাৎ কুমারী-
 পূজকের নিকটেই অসম্মান করেন, কুমারী-
 ভোজনানন্দা অর্থাৎ কুমারীদিগকে ভোজন
 করাইলে আনন্দিত হন, কুমারী-রূপধারিনী ।
 কদম্ববন-মধারা (কদম্ববন-বিচারিনী),

রক্তা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া ॥ ১৮ ॥ কপাল-
পাত্রনিরুতা কঙ্কালমাল্যধারিণী । কমলাসন-
সমুদ্ভা কমলাসনবাসিনী ॥ ১৯ ॥ কমলালয়-
মধ্যস্থা কমলামোদমোদিনী । কলহংসগতিঃ
কৈবল্যমালিনী কামরূপিণী ॥ ২০ ॥ কামরূপ-
কৃতাবাসা কামপীঠবিলাসিনী । কমলীয়া
কমলতা কমলীয়াবিভূষণা ॥ ২১ ॥ কমলীয়া-

কদম্ববন বাসিনী, কদম্বপুষ্প-সন্তোষা অর্থাৎ
কদম্বপুষ্প ঘাঁহার সন্তোষ হয়, কদম্বপুষ্প-
মালিনী অর্থাৎ যিনি কদম্বপুষ্পের মাল্য
ধারণ করিয়া থাকেন । কিশোরী, কলকঠা
অর্থাৎ ঘাঁহার কণ্ঠস্থ অতীব মধুর, কলনাদ-
নিনাদিনী (কোকিলবৎ সুস্বরা), কদম্ববী-
পানরতা অর্থাৎ মদ্যপান-রতা, কাদম্বরী
প্রিয়া । কপালপাত্র-নিরুতা অর্থাৎ ঘাঁহার
পানপাত্র নর-কপাল, কঙ্কাল-মাল্যধারিণী
অর্থাৎ যিনি অস্থিমাল্য ধারণ করিয়া
থাকেন । কমলাসন-সমুদ্ভা, অর্থাৎ ব্রহ্মার
প্রতি সমুদ্ভা, কমলাসন-বাসিনী অর্থাৎ
পদ্মাসীনী । কমলালয়-মধ্যস্থা, কমলামোদ-
মোদিনী অর্থাৎ কমলগন্ধে ঘাঁহার আনন্দ
লাভ হয় । কলহংসগতি (রাজহংসবৎ
সুন্দরগামিনী), কৈবল্যমালিনী (ভক্তহৃৎখ-
হারিণী), কামরূপিণী, কামরূপ-কৃতাবাসা
(কামরূপ প্রদেশে ঘাঁহার স্থিতি), কামপীঠ-
বিলাসিনী । কমলীয়া, কমলতা (যিনি
কমলগতাব ত্রায় সাধকাতীষ্ট সম্পূর্ণ করেন),
কমলীয়াবিভূষণা । ১৬—২১ । কমলীয়া-
গুণাবিধ্যা অর্থাৎ কমলীয়া গুণসমূহই ঘাঁহার

গুণাবিধ্যা কোমলাঙ্গী কুশোদরী । কারণমৃত-
সন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা ॥ ২২ ॥ কারণ-
নন্দাপেষ্ঠা কারণার্চনহার্ষতা । কাবলার্ণব-
সংমগা কারণব্রতপালিনী ॥ ২৩ ॥ কন্তুরী-
সৌরভামোদক কন্তুরীতিশোকজ্জ্বলা । কন্তুরী-
পূজনরতা কন্তুরীপূজকপ্রিয়া । কন্তুরীদাহ-
জননী কন্তুরীমৃগতোষিণী ॥ ২৪ ॥ কন্তুরী-
ভোজনপ্রীতা কর্পূরামোদমোদিতা । কর্পূর-

আরাধনা-সাধন । কোমলাঙ্গী, কুশোদরী,
কারণমৃত-সন্তোষা অর্থাৎ মদ্যরূপ অমৃত
দ্বারা ঘাঁহার সন্তোষ হইয়া থাকে, কারণানন্দ-
সিদ্ধিদা (কারণ-পানে ঘাঁহার আনন্দ হয়
অর্থাৎ যে যথার্থ কুলসাধক, যিনি তাহাকে
সিদ্ধি প্রদান করেন), কারণানন্দ-জাপেষ্ঠা
অর্থাৎ কুলসাধকগণ জপাদি দ্বারা ঘাঁহাকে
অর্চনা করিয়া থাকে, কারণার্চন-হার্ষতা
অর্থাৎ কারণ দ্বারা পূজা করিলে যিনি প্রীতা
হইয়া থাকেন, কাবলার্ণবসংমগা অর্থাৎ
মিগোকাধার কারণ-সমুদ্রের অন্তর্নিহিতা,
কারণব্রত-পালিনী । কন্তুরী-সৌরভামোদা
(কন্তুরীগন্ধে যিনি আনন্দিতা হইয়া থাকেন,
কন্তুরীতিশোকজ্জ্বলা (কন্তুরী-তিশক
ধারণ করায় বিচিত্র কান্দিমালিনী), কন্তুরী
পূজনরতা অর্থাৎ কন্তুরী দ্বারা পূজা করিলে
ঘাঁহার অতি সন্তোষ হয়, কন্তুরী-পূজক-
প্রিয়া (যে কন্তুরী দ্বারা পূজা করে, সে
ঘাঁহার প্রিয়), কন্তুরীদাহ-জননী, কন্তুরীমৃগ-
তোষিণী । কন্তুরীভোজন-প্রীতা, কর্পূর-
মোদমোদিতা অর্থাৎ কর্পূর-গন্ধে আনন্দিতা,

মালাভরণা কপূরচন্দনোক্ষিতা ॥২৫॥ কপূর-
কারণাঙ্কনা কপূরামৃতপায়িনী । কপূরসাগর-
জাতা কপূরসাগরালয়া ॥ ২৬ ॥ কূর্চ্চগৌজ-
জপত্ৰীতা কূর্চ্চজাপপরায়ণা । কুলীনা কোলি-
কারাধা । কোলিকগণেশকারিণী । কুলাচারা
কৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী ॥ ২৭ ॥ কানী-
শ্বরী কষ্টহন্ত্রী কানীশ-বরদায়িনী । কানীশ্বর-
কৃতামোদো কানীশ্বরমনোরমা ॥ ২৮ ॥ কল-
মঞ্জীরচরণা কলংকাকীবিভূষণা । কাকনাভি-

কৃতাগারা কাকনাভিকৌমুদী ॥২৯॥ কামবীজ-
জপানন্দা কামবীজমুদ্রাপিণী । কুমতিধী কুলী-
নার্তিনাশিনী কুলকামিনী ॥ ৩০ ॥ ক্রীৎ ক্রীৎ
ঈৎ মন্ত্রবর্ণন কালকটকবাতিণী ॥ ৩১ ॥
ইত্যাদ্যাক্যালিকাদেব্যাঃ শতনাম প্রকীৰ্ত্তিতম
ককারকুটযটিতং কালীমুদ্ররূপকম্ ॥ ৩২ ॥
পূজাকালে পাঠেদ্যস্ত কালিকাকৃতমানসঃ ।
মন্ত্রসিদ্ধিৰ্ভবেদাশু তদ্রূপাণী প্রদীপতি ॥
৩৩ ॥ বুদ্ধিঃ বিদ্যাঞ্চ শতভেদে গুরোঃপ্রদে-
শমাত্রতঃ । ধনবান্ কীৰ্ত্তিমান্ ভূয়াদানন্দীলো-

কপূর-মালাভরণা (কপূরবাসিত-মালাবিভূ-
ষিতা), কপূরচন্দনোক্ষিতা অর্থাৎ যিনি
কপূর-মিশ্রিত চন্দন দ্বারা চর্চিতা । ২৫—
২৬ । কপূরকারণাঙ্কনা (কপূরমিশ্রিত
সুখা যাহার আনন্দ উৎপাদন করে),
কপূরামৃতপায়িনী অর্থাৎ যিনি কপূর-বাসিত
সুখ পান করিয়া থাকেন, কপূরসাগর-জাতা
অর্থাৎ যিনি কপূর-সুবাসিত জগৎপাশিতে স্থান
করেন, কপূরসাগরালয়া অর্থাৎ যিনি কপূর-
সাগরে অবস্থান করেন । কূর্চ্চগৌজ জপ-
ত্ৰীতা অর্থাৎ যিনি 'কুৎ' এই গৌজরূপে ত্রীত
হন । কূর্চ্চজাপ-পরায়ণা, কুলীনা, কোলিকা-
রাধা (কোলিকগণের উপাঙ্গা), কোলিক-
প্রিয়কারিণী অর্থাৎ যিনি কোলিকগণের প্রিয়-
কার্য্য-সাধনে তৎপর, কুলাচারা, কৌতু-
কিনী, কুলমার্গ-প্রদর্শিনী । কানীশ্বরী, কষ্ট
হন্ত্রী, কানীশবরদায়িনী অর্থাৎ যিনি শিবকে
বর দিয়া থাকেন । কানীশ্বর-কৃতামোদা
(মহাদেব যাহার আনন্দ-বিধানে সমর্থ)
কানীশ্বর-মনোরমা অর্থাৎ কানীশ্বরের মনো-

মোহিনী । কলমঞ্জীর-চরণা অর্থাৎ যাহার
চরণযুগলে মধুর-শব্দ ন্যূন বিরাজ করি-
তেছে, কলংকাকীবিভূষণা অর্থাৎ শঙ্কায়-
মানকাঞ্চীদাম-ভূষিতা । কাকনাভি-কৃত-
াগারা অর্থাৎ সুরেন্দ্র-পর্বতবাসিনী, কাকনা-
চণ-কৌমুদী (সুরেন্দ্র-পর্বতের জ্যোৎস্না-
মুদ্রাপা) । কামবীজ-জপানন্দা অর্থাৎ যিনি
'ক্রীৎ' এই বীজ-রূপে আনন্দিত হন, কাম-
বীজ-মুদ্রাপিণী, কুমতিধী অর্থাৎ কুম্ভকু-
নাশিনী কুলীনার্ত্তি-নাশিনী (কুলাচারিগণের
হুঃখহারিণী), কুলকামিনী এবং ক্রীৎ ক্রীৎ
ঈৎ মন্ত্রবর্ণন-প্রভায়ে কালকটক-বাতিণী
অর্থাৎ যমভয়-নাশিনী । ২৬—৩১ । হে
দেবি ! ককারকুটযটিত কালীমুদ্র-রূপ
আদ্যা-কালিকা-দেবীর এই শতনাম স্তোত্র
কীৰ্ত্তিত হইল । যে ব্যক্তি কালিকায় মন
অর্পণ করিয়া পূজাকালে এই স্তোত্র পাঠ
করে, সীত তাহার মঙ্গলিঙ্গ হয় এবং কুলী
তাহার প্রতি প্রসন্ন হন । গুরুর উপদেশ-

দয়াদিতঃ ॥ ৩৪ ॥ পুত্রপৌত্রমুখৈশ্বৰ্য্যমোদতে
সাধকো ভুবি ॥ ৩৫ ॥ ভৌমাবাস্তানিশাভাগে
মপঞ্চকসমিহঃ । পূজয়িত্বা মহাকালীমাদ্যাং
ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৩৬ ॥ পঠিত্বা শতনামানি
সাক্ষাৎ কালীময়ো ভবেৎ । নামাধ্যাং বিদ্যাতে
তস্ত্র ত্রিমু লোকেষু কিঞ্চন ॥ ৩৭ ॥ বিদ্যায়াং
বাকুপতিঃ সাক্ষাদ্ ধনে ধনপতির্ভবেৎ । সমুদ্র-
ইব গান্ধীৰ্য্যে বলে চ পবনোপমঃ ॥ ৩৮ ॥
তিষ্ঠাৎশুরিব হুস্ত্রাক্ষাঃ শশিচ্ছতদর্শনঃ ।
রূপে মূর্ত্তিধরঃ কামো যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ॥
৩৯ ॥ সৰ্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি স্তবস্ত্রান্ত্র প্রমা-

মাত্রে তাহার বুদ্ধি ও বিদ্যালাত্ত হয় (পরি-
শ্রম করিতে হয় না) । সে ধনবান, কীর্ত্তি-
মান, দাতা ও দয়ালু হয় । এবং সেই সাধক
পৃথিবীতলে পুন পৌত্র মুখ ঐশ্বৰ্য্যে আন-
ন্দিত থাকে । ৩২—৩৫ । হৃঙ্গলবার অমা-
বস্থা নিশাভাগে মদ্য প্রভৃতি পকতত্ত্ব-যুক্ত
হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী আদ্যা কালীকে পূজা
করিয়া এই শতনামস্তোত্র পাঠ করিলে
সাক্ষাৎ কালী-স্বরূপ হয় ;—ত্রিভুবনে
তাহার কিছুই অসাধ্য থাকে না । বিদ্যায়া
সাক্ষাৎ বাকুপতি (বৃহস্পতি), ধনে ধনপতি
(কুবের), গান্ধীৰ্য্যে সরিংপতি (সমুদ্র)
এবং বলে পবনোপম হয় । উষ্ণরশ্মির
(সূর্য্যের) জায় হৃদর্শন এবং শশধরবৎ
সৌম্যদর্শন হয় ; রূপে মূর্ত্তিমান কামদেবের
জায় হইয়া নারীগণের হৃদয়ে বিরাজ করে ।
৩৬—৩৯ । এই স্তব প্রমাদে সৰ্ব্বত্র বিজয়
লাভ করে । যে যে কামনা করিয়া এই

দত্তঃ ॥ ৪০ ॥ যঃ যঃ কামঃ পুরুষোত্তমো
মেতদুদীরয়েৎ । তঃ তঃ কামমবাপ্নোতি
শ্রীমদাদ্যা প্রমাদকঃ ॥ ৪১ ॥ রণে রাজকুলে
দ্যুতে বিবাদে প্রাণসঙ্কটে । দম্ভাগ্রস্তে গ্রাম-
দাহে সিংহরাজ্যাবৃতে তথা ॥ ৪২ ॥ অরণ্যে
প্রান্তরে হুর্গে গ্রহরাজভয়েহপি বা জর-
দাহে চিরব্যাধৌ মহারোগাদিসঙ্কলে ॥ ৪৩ ॥
বালগ্রহাদিরোগে চ তথা হুঃস্বপ্নদর্শনে ।
হুস্তরে সলিলে বাপি পোতে বাতবিপদগতে ॥
৪৪ ॥ বিচিন্ত্য পরমাং মায়ামাদ্যাং কালীং
পরাম্পরাম্ । যঃ পঠেচ্ছতনামানি দৃঢ়ভক্তি-
সমধিতঃ । সৰ্ব্বাপদভ্যো বিমুচ্যেত দেবি-
সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ জ পাপেভ্যো
ভয়ং তস্ত্র ন রোগেভ্যো ভয়ং কচিৎ ।

স্তব পাঠ করিবে, শ্রীআদ্যা কালিকার
প্রমাদে সেই সেই অতীষ্ট ফল প্রাপ্ত
হইবে ;—যুদ্ধে, রাজসভায়, দাতৃকীড়ায়,
বিবাদে (মোকদ্দমায়), প্রাণসঙ্কট সময়ে,
গ্রামদাহে, দম্ভাপূর্ণ স্থানে, সিংহ-ব্যাভ্রাদি
হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল স্থানে, প্রান্তরে, হুর্গে, গ্রহ-
ভয়ে, রাজভয়ে, জরদাহে, চিরব্যাধিতে,
মহারোগাদির আক্রমণে, বালগ্রহাদিযোগে,
হুঃস্বপ্নদর্শনে, হুস্তর-সমুদ্রে কিংবা বায়ুজনিত
বিপদাপন্ন পোতাপরি বিপদে যে ব্যক্তি
পরাম্পরা পরমা-মায়্যা আদ্যাকালীকে ধ্যান-
পূর্ব্বক দৃঢ়ভক্তি-সমধিত হইয়া এই শতনাম-
স্তোত্র পাঠ করিবে, সে সত্যই সকল বিপদ
হইতে মুক্তিলাভ করিবে,—হে দেবি ! ইহাতে
সন্দেহ নাই । তাহার কোন স্থলেই পাপ-

সর্বত্র বিজয়ন্ত্য ন ক্রাপ পরন্তবঃ ॥ ৪৬ ॥
তস্য দর্শনমাত্রেণ পলায়ন্তে বিপদগণাঃ ॥ ৪৭ ॥
স বক্তা সর্বশাস্ত্রাণাং স ভোক্তা সর্বম্প-
দাম্ । স কৰ্ত্তা জাতিধৰ্ম্মাণাং জাতীনাং প্রভু-
রেব সঃ ॥ ৪৮ ॥ বাণী তস্য বসেধন্তে কমলা
নিষ্ঠলা গৃহে । তন্ময়া মানবাঃ সৰ্ব্বৈঃ প্রা-
মত্তি সমস্তমঃ ॥ ৪৯ ॥ দৃষ্ট্য তস্য তৃপায়ন্তে
অগ্নিমান্যষ্টমিচ্ছয়ঃ ॥ ৫০ ॥ আদ্যাকালীস্বরূ-
পাখ্য শতনাম প্রকীৰ্ত্তিতম্ । অরোস্তব-
শতাবৃত্তা পুৰুষাশ্চ নীরতে ॥ ৫১ ॥ পু-
ষ্টিয়াষিতং স্তোত্রং সৰ্ব্বভীষ্টফলপ্রদম্ ॥ ৫২ ॥

ভয় থাকে না, রোগভয়ও থাকে না ;
তাহার সর্বত্র জয় হইয়া থাকে,—কোন
স্থানে পরাভব হয় না ; তাহার দর্শনমাত্রেই
বিপদসমূহ পলায়ন করে । ৪০—৪৭ । সে
ব্যক্তি সর্বশাস্ত্রের বক্তা হয় ; সে সমস্ত
সম্পত্তি ভোগ করে ; সে জাতি ও ধর্ম্মের
কর্ত্তা হয় এবং জাতিবর্গের প্রভু হয় ।
সরস্বতী তাহার মুখে ও লক্ষ্মী নিষ্ঠলা
হইয়া তাহার গৃহে বাস করেন । সমস্ত
মানব-মন্তুগী তাহার নাম শ্রবণমাত্রেই
সমস্তমে প্রাপ্য করে । অগ্নিমান্য অষ্টমিচ্ছ-
গণ তাহার দর্শনমাত্রেই তৃপৎ প্রাপ্তমান
হয় । (অর্থাৎ এরূপ পুরুষ দর্শনমাত্রেই
অগ্নিমান্য অষ্টমিচ্ছ বা ততোধিক কোন
বিষয় লাভ করা যায়) ; আদ্যাকালী
স্বরূপাখ্য শতনাম-স্তোত্র কীৰ্ত্তিত হইল ।
এই স্তোত্রের পুৰুষের অষ্টোত্তর-শতনার
পাঠ দ্বারা হইবে—ইহা কথিত হইয়াছে ।

শতনামস্ততিমিমামাদ্যাকালীস্বরূপিণী । পাঠে
পাঠয়েদ্যপি শৃণুয়াচ্ছ্রায়েদপি ॥ ৫৩ ॥ সর্ব-
পাপবিনিস্কৃতো ব্রহ্মসামুদ্রামগ্নয়তি ॥ ৫৪ ॥
কথিতং পরমং ব্রহ্ম প্রকৃতং ত্বনং মহৎ ।
আদ্যায়াঃ শ্রীকালিকায়াঃ কবচং শৃণু-
মাত্মনাম্ ॥ ৫৫ ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়ত্মক-
বচ-
চম্ম ঋষিঃ শিবঃ ছন্দোহুগুপ্তেব দেবতা চ
আদ্যা কালী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৫৬ ॥ মায়াবীজ-
বীজমিতি ব্রহ্ম শক্তি রুদ্রহুতা । ক্রীং কীলক-
কাম্যমিকৌ বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৫৭ ॥
হ্রীমাদ্যা মে শিবঃ পাতু ত্রীং কালী বদনং
মম । হৃদয়ং ক্রীং পরা শক্তিঃ পাশাৎ কর্ণং

এই স্তোত্র কৃত-পুৰুষের হইলে, সকল
অভীষ্ট ফল প্রদান করেন । যে ব্যক্তি এই
আদ্যাকালী-স্বরূপিণী শতনাম স্ততি পাঠ-
করে বা পাঠ করায়, শ্রবণ করে, বা শ্রবণ
করায়, সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া
ব্রহ্মসামুদ্র প্রাপ্ত হয় । ৪৮—৫৪ । হে
দেবি । তোমার নিকট পরম ব্রহ্মস্বরূপ
প্রকৃতির মহৎ স্তোত্র কহিলাম । ইদানীং
আদ্যা শ্রীকালিকার কবচ শ্রবণ কর । এই
ত্রৈলোক্য-বিজয় কবচের—শিব ঋষি, অহুগুপ্ত
ছন্দ, আদ্যাকালী—দেবতা, মায়াবীজ
(ক্রীং) ও ব্রহ্মবীজ (শ্রীং) শক্তি বসিয়া
কথিত হইয়াছে, ক্রীং কীলক এবং কাম্য-
মিচ্ছিতে ইহার বিনিয়োগ কীৰ্ত্তিত হইবে ।
“হ্রীং” রূপা আদ্যা আমার মস্তক এবং শ্রীং
রূপা কালী আমার বদন রক্ষা করুন । “ক্রীং”
রূপা পরাশক্তি হৃদয় এবং পরাংপরী কর্ণ

পরাম্পরা ॥ ৫৮ ॥ নেত্রে পাতু জগদ্ধাত্তী
কর্ণে রক্ষতু শঙ্করী । দ্বাণং পাতু মহামায়া
রসনাং সূর্যমঙ্গলা ॥ ৫৯ ॥ দন্তানু রক্ষতু
কৌমারী কপোলো কমলালয়া । ওষ্ঠাধরো
ক্ষমা রঞ্জেতিবুকং চাকুহাসিনী ॥ ৬০ ॥
গ্রীবাং পায়ং কুলেশানী ককুং পাতুকুপাময়ী ।
দ্বৌ বাহু বাহুদা রঞ্জেং করৌ কৈবল্যদায়িনী ॥
৬১ ॥ ক্ষকৌ কপর্দিনী পাতু পৃষ্ঠং
ত্রৈলোক্যতারিণী । পার্শ্ব পায়াদপর্ণা মে কটিং
মে কন্ঠাসনা ॥ ৬২ ॥ নাভৌ পাতু বিশালাক্ষী
প্রজাহানং প্রভাবতী । উরু রক্ষতু কল্যাণী
পাদৌ মে পাতু পার্শ্বতী ॥ ৬৩ ॥ জয়চূর্ণাবতু
প্রাণানু সর্ষাক্ষং সর্ষসিদ্ধিদা ॥ ৬৪ ॥

রক্ষা করুন । জগদ্ধাত্তী নয়নদ্বয় রক্ষা করুন,
শঙ্করী কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন । মহামায়া নাসিকা
ও সূর্যমঙ্গলা জিহ্বা রক্ষা করুন । কৌমারী
দন্তশ্রেণী এবং কমলালয়া কপোলদ্বয় রক্ষা
করুন । ক্ষমা ওষ্ঠাধর এবং চাকুহাসিনী
চিবুক রক্ষা করুন । ৫৮—৬০ । কুলেশানী
গ্রীবাদেশ ও কুপাময়ী ককুং (বক্ষরা) রক্ষা
করুন । বাহুদা বাহুদ্বয় এবং কৈবল্য-
দায়িনী করদ্বয় রক্ষা করুন । কপর্দিনী
ক্ষয়দ্বয় এবং ত্রৈলোক্য-তারিণী পৃষ্ঠ রক্ষা
করুন । অপর্ণা আমার পার্শ্বদ্বয় এবং
কন্ঠাসনা আমার কটিদেশ রক্ষা করুন ।
বিশালক্ষী নাভিদেশাবচ্ছেদে (আমাকে)
অর্থাৎ আমার নাভিদেশ এবং প্রভাবতী
প্রজাহান রক্ষা করুন । কল্যাণী উরুদ্বয়
এবং পার্শ্বতী আমার পদদ্বয় রক্ষা করুন ।

রক্ষাহীনক্স যৎ স্থানং বার্জিতং কবচেন চ ।
তৎ সর্ষকং মে সদা রক্ষমায়া কালী সনা-
তনী ॥ ৬৫ ॥ ইতি তে কথিতং — দিব্যং
ত্রৈলোক্যবিজয়াভয়ম্ । কবচং কালিকা-
দেব্যা আদ্যাস্তাঃ পরমাদৃতম্ ॥ ৬৬ ॥ পূজা-
কালে পঠেৎ যন্ত আদ্যাধিকৃতমানসঃ । সর্বান
কামান্বাপ্নোতি ত্রৈলোক্য স্ত্রুতসদীতি ॥ ৬৭ ॥
মন্ত্রসিদ্ধিভেদাশু কিসরাঃ স্ত্রুতসিদ্ধয়ঃ ॥ ৬৮ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনাথী প্রাপুয়াত্তনম্ ।
বিদ্যাথী লভতে বিদ্যাং কামী কামানবপ্নুয়াৎ ॥
৬৯ ॥ সহস্রাক্ষপাঠেন বর্ষণোহস্ত পুর-

জয়চূর্ণা পঞ্চপ্রাণ এবং সর্ষসিদ্ধিদা আমার
সর্ষাক্ষ রক্ষা করুন । যে স্থান কবচে
বর্জিত ও রক্ষাহীন অর্থাৎ উল্লিখিত অক্ষ-
প্রত্যঙ্গ ভিন্ন, সনাতনী আদ্যাকালী সর্বদা
সেই সেই স্থান রক্ষা করুন । হে দেবি ।
তোমার নিকট ত্রৈলোক্যবিজয় নামক
আদ্যাকালিকা-দেবীর দিব্য কবচ কথিত
হইল । যে ব্যক্তি পূজাকালে আদ্যাময়-
চিত্রে আদ্যাকালিকার এই পরমাদৃত কবচ
পাঠ করে, সে, সকল অতীষ্টফল প্রাপ্ত হয়
এবং আদ্যাকালী তাহার প্রতি স্ত্রুতসমা-
হন,—শীঘ্র তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় । স্ত্রুত
অর্থাৎ কথিত ফলের নিকট তুচ্ছ অগ্নিমাতি
সিদ্ধিগণ, তাহার কিস্কবদরূপ হয় । ৬১—৬৮
অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র লাভ করে, ধনাথী ধন
প্রাপ্ত হয়, বিদ্যাথী বিদ্যা লাভ করে ও
কামী ব্যক্তি কামাফল লাভ করে । সহস্র-
বাব পাঠ দ্বারা এই কবচের পুরস্চরণ

ক্ষি য়া । পূবচরণসম্পন্নং যথোক্তফলদং
ভবেৎ ॥ ৭০ ॥ চন্দনাগুরুকস্তুরী কুঙ্কুমৈ
রক্তচন্দনৈঃ । ভূর্জৈ বিলিখ্য গুটিকুং
স্বর্ণস্বাং ধারয়েদু যদি ॥ ৭১ ॥ শিখামাং দক্ষিণে
বাহৌ কর্ণে বা সাধকোত্তমঃ । তস্তাদ্যা
কালিকা বশ্যা বাঞ্ছিতার্থপ্রযচ্ছতি ॥ ৭২
ন কুত্রাপি ভয়ং তস্ত সর্বত্র বিজয়ী কবিঃ ।
অরোগী চিরজীবী স্নানবান ধারণক্ষমঃ ॥
৭৩ ॥ সর্ববিদ্যাশু নিপুণঃ সর্বশাস্তার্থ-
তত্ত্ববিৎ । বশে তস্ত মহাপালা ভোগ-
মোক্ষৌ করস্থিতৌ ॥ ৭৪ ॥ কলিকায়-
যুক্তানাং নিঃশ্রেয়সকরক পরম্ ॥ ৭৫ ॥
ঐদেব্যবাচ । কথিতং কুপয়া নাথ স্তোত্রং

হইবে । এই কবচ পূবচরণ সম্পন্ন হইলে
যথোক্ত ফলপ্রদ হয় । যদি সাধক, অগুরুচন্দন
কস্তুরী, কুঙ্কুম বা রক্তচন্দন দ্বারা ভূর্জপত্রে
এই কবচ লিখিয়া (মণ্ডলীকৃত) ভূর্জপত্র-
রূপা গুটিকা স্বর্ণস্থ করিয়া শিখাতে, দক্ষিণ-
বাহতে, কর্ণে, কিংবা কটিদেশে ধারণ করে,
আদ্যাকালী তাহার বশীভূতা হইয়া বাঞ্ছিত
ফল প্রদান করেন । কুত্রাপি তাহার ভয়
থাকে না ; সে সর্বস্থানে বিজয়ী, কবি,
অরোগী, বলবান, ধারণক্ষম, চিরজীবী, সর্ব-
বিদ্যায় নিপুণ ও সর্বশাস্তার্থ-তত্ত্বের মর্শ্বজ্ঞ
হয় । মহাপালগণ তাহার বশীভূত হন
এবং ভোগ ও মোক্ষ তাহার করতলে থাকে ।
এই কবচ কলিকালে পাপযুক্ত মানবগণের
মোক্ষজনক, অতএব অতীব শ্রেষ্ঠ । ৬৯ -
৭৫ । ঐদেবী কহিলেন,—হে নাথ ।

কবচমেব চ । অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি
পূবচরণবিধিং, বিভো ॥ ৭৬ ॥ ত্রীমদাম্বি
উগাচ । যো বিবিন্ধ্যাম্যদ্যাপ্যং পূবচরণ-
কর্মণি । স এবাদ্যাকালিকায়া মঙ্গলাং
বধিরিস্যতে ॥ ৭৭ ॥ অশক্তঃ সাধকে দেবি
জপপূজাজ্ঞাদিয । পূজা সংক্ষেপতঃ কার্য্য।
পূবচরণমেব চ ॥ ৭৮ ॥ যতো হি নিরন্ত-
ষ্ঠানাং সন্ধানুষ্ঠানমুত্তমম্ । সংক্ষেপপূজনং
ভদ্রে তত্রাদৌ শূন্য কথ্যতে ॥ ৭৯ ॥
আচম্য মূলমঙ্গলম্ অঘিষ্ঠাসং সমা-
চরেৎ । করস্তদ্বিৎ ততঃ কুর্য্যাদ্যাসকং বর-
দেহয়োঃ ॥ ৮০ ॥ সর্বদ্যব্যাপকং কৃতা
প্রাণায়ামং চরেৎ স্মরীঃ । ধ্যানং পূজাং

তুমি কৃপা করিয়া স্তোত্র ও কবচ বলিলে,
হে বিভো । মস্ত্রাতি পূবচরণবিধি প্রবণ
কারিতে ইচ্ছা করিতেছি । ত্রীমদাম্বি
কহিলেন,—ব্রহ্মমঙ্গলের পূবচরণ-কর্ম্মে যে
বিধি, তাহাই আদ্যাকালিকা মঙ্গলের পূবচরণ
কার্য্যে বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে
দেবি ! সাধক, জপ-পূজা-হোমাদি কার্য্য
করিতে অশক্ত হইলে, সংক্ষেপতঃ পূজা ও
পূবচরণ করিবে । যেহেতু অকরণ অপেক্ষা
স্বাকরণও উত্তম । হে ভদ্রে । তাহার
মাধ্য প্রথমে সংক্ষেপ-পূজা-বিধি কথিত
হইতেছে—শ্রবণ কর । মূলমঙ্গল দ্বারা
আচমন করিয়া অঘিষ্ঠ্যম করিবে । তদ-
নন্তর করস্তদ্বিৎ, কবচ্যাস এবং অঙ্গচ্যাস
করিবে । পরে বিচরণ ব্যক্তি, সর্বদ্ব,
বাপক (ব্যাপক) গ্রাম করিয়া, প্রাণায়াম

জপধেতি সংক্ষেপপূজনে বিধিঃ ॥ ৮১ ॥
 পূর্বক্ৰিয়ায়াং মন্ত্রাণাং যত্র যো বিহিতো
 জপঃ । তস্মাচ্চতুর্ভুগজপাং পূর্বচর্যা
 বিধীয়তে ॥ ৮২ ॥ অথবাষ্টপ্রকারেণ পূর্ব-
 চরণমুচ্যতে ॥ ৮৩ ॥ কৃষ্ণাং চতুর্দশীং প্রাপ্য
 কোজে বা শনিবাসরে । পঞ্চতত্ত্ব সমানীয়
 পূজয়িত্বা জগন্ময়ীম্ ॥ ৮৪ ॥ মহানিশায়া-
 মযুতং জপেন্নম্রমন্তব্যীঃ । ভোজয়িত্বা ব্রহ্ম-
 নির্জান পূর্বচরণকৃতবেৎ ॥ ৮৫ ॥ কুজবাসর-
 মারভ্য যাবন্মজলবাসরম্ । প্রত্যহং প্রজপে-
 ন্নম্রং সহস্রপারিসংখ্যয়া ॥ ৮৬ ॥ বসুসংখ্যা-
 জপেনৈব ভবেন্মজলপূর্বক্ৰিয়া ॥ ৮৭ ॥ ত্রীজাদি-

ধ্যান, পূজা, এবং জপ (যথাক্রমে)
 করিবে । সংক্ষেপ-পূজাতে এই বিধি ।
 ৮১-৮০ । মন্ত্রের পূর্বচরণে যে মন্ত্রে
 যৎসংখ্যক জপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, অন্তর্গত
 হোমাদি অকরণে তাহার চতুর্ভুগ জপ
 দ্বারাই পূর্বচরণ বিহিত হইয়াছে । অথবা
 অন্য প্রকারে পূর্বচরণবিধি কথিত হই-
 তেছে । মঙ্গল অথবা শনিবাসরে কৃষ্ণা
 চতুর্দশী প্রাপ্ত হইলে, সেই দিবস বজ্রনী-
 যোগে পঞ্চতত্ত্ব আনয়নপূর্বক জগন্ময়ীর
 পূজা করিয়া, মহানিশাতে একাগ্রমনে দশ
 সহস্র বার মন্ত্র জপ করিবে । অনন্তর
 ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া কৃত-
 পূর্বচরণ হইবে । (অন্য পূর্বচরণ-বিধি)
 এক মঙ্গলবার হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্ন্য-
 বহিষ্ঠ-পরবর্তী মঙ্গলবার পর্যন্ত প্রত্যহ
 সহস্রসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে ; অষ্টসহস্র-

কালিকামদাঃ সিদ্ধমন্ত্রাঃ স্তুতিসিদ্ধিমাঃ । সদা
 মর্কয়ুগে দেবি কলিকালে বিশেষতঃ ॥ ৮৮ ॥
 কালীরূপাদিবস্তব্যং কলৌ জাগ্রতি পার্শ্বতি ।
 এবলৈ কলিকালে তু রূপমেতজ্জগদ্ধিতম্ ॥
 ৮৯ ॥ নার্ত্র সিদ্ধাদ্যক্ষেপাঙ্গি নারিমিত্রাদি-
 দূষণম্ । নিয়মানিয়মো নাপি জপনাদ্যাং
 প্রসাদয়েৎ ॥ ৯০ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্নোতি
 ত্রীমদাদ্যা-প্রসাদতঃ । ব্রহ্মজ্ঞানযুক্তো মর্ত্যো
 জীবমুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ৯১ ॥ ন চ প্রয়াস-
 বাহুলাং কায়কেশোহপি ন প্রিয়ে । আদ্যা
 কালীগোধকানাং সাধনং সুপসাধনম্ ॥ ৯২ ॥

সংখ্যক জপ দ্বারাই মন্ত্রেব পূর্বচরণ হইবে ।
 ৮১-৮৭ । হে দেবি ! আদ্যাকালিকায়
 মন্ত্র সকল—দ্বিদ্ধ মন্ত্র ; মর্কয়ুগে সকল
 সময়ে স্তুতি প্রদান করিয়া থাকেন,
 বিশেষতঃ কলিকালে । হে পার্শ্বতি !
 কলিকালে বহুপ্রকার কালীরূপ জাগরিতা
 থাকেন । বিশেষতঃ এবল কলিকালে এই
 রূপই জগতের হিতজনক । এই মন্ত্রে
 সিদ্ধাদি-চক্রগণনার অপেক্ষা নাই ; অরি-
 মিত্রাদি দোষ নাই । এই মন্ত্রে বিশেষ-
 নিয়মানিয়ম নাই । এই মন্ত্র জপ কথিয়া
 আদ্যাকালীকে প্রসন্ন করিবে । এই মন্ত্র
 জপ করিলে ত্রীমদাদ্যাকালীর প্রসাদে ব্রাহ্ম
 জ্ঞান লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত মনুষ্য জীবমুক্ত
 হইতে সংশয় নাই । হে প্রিয়ে, এই
 মন্ত্রসাধনে বিশেষ প্রয়াস নাই, কায়কেশও
 নাই । আদ্যাকালী-সাধকগণের সাধনা
 সচিন্দ্র সুখ-সম্পাদ্য । ৮৮-৯২ । এই

চিহ্নমন্ত্ৰাদিভেদান মাহিমাং কল্যায়িনী ॥
 যাবন্ন চিত্তকলিলং হাতুমংসহতে ব্রতী ॥
 ৯৩ ॥ তাবৎ কৰ্ম্ম প্রবৃত্তীঃ কুলভুক্তি-
 সমন্বিতঃ । যথাবদ্বিহিতং কৰ্ম্ম চিত্তশুদ্ধৌ
 হি কারণম্ ॥ ৯৪ ॥ আদৌ মন্ত্ৰং গুরো-
 র্বক্তৃদগৃহীতাদ্ ব্রহ্মমন্ত্রং । প্রাতঃকৃত্যাদি-
 নিয়মান্ কৃত্বা কুর্য্যাৎ পূৰ্ব্বস্থি যাম্ ॥ ৯৫ ॥
 চিত্তে শুদ্ধে মহেশানি ব্রহ্মজ্ঞানং প্রজায়তে ।
 ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপাদে কৃত্যকৃত্যং ন বিদ্যতে ॥
 ৯৬ ॥ শ্রীপার্বত্যুবাচ । কুলং কিং পরমে-
 শান কুলাচারম্ কিং বিভো । লক্ষণং
 পঞ্চতত্ত্বম্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৯৭ ॥
 শ্রীমদাশ্বিনী উবাচ । সম্যক্ পৃষ্টং কুলে-

নানি মানবানাং হিতৈষিনী । বথয়াতি
 তব প্রীত্যে যথাবদবধানম্ ॥ ৯৮ ॥ জীব-
 প্রকৃতিতত্ত্বং দিক্ কালাকাশম্ চ
 ক্ষিত্যপ্তোজোবায়বম্ কুলমিত্যভিধীয়তে ।
 ৯৯ ॥ লক্ষণম্ । নির্বিকল্পমেবেতাচরণ-
 ম্ । কুলাচারঃ স এবাদৌ ধৰ্ম্মকামার্থ-
 মোক্ষদঃ ॥ ১০০ ॥ বহুজগাদ্ভিত্তেঃ পুণ্যো-
 ক্তপোদানদৃঢ়ভিত্তেঃ । ক্ষীণাবানাং সাধকানাং
 কুলাচারে মতির্ভবেৎ ॥ ১০১ ॥ কুলাচার-
 গতানুষ্ঠানম্ বুদ্ধির্ভবেদাশ্রয়নির্মলম্ ।
 চরণাভ্যাজে মতিশ্চেযাং প্রজায়তে ॥ ১০২ ॥
 মদগুরোঃ সেবয়া প্রাপ্য বিদ্যামেনাং
 পরাংপরাম্ । কুলাচারবতী ভূত্বা পঞ্চতত্ত্বঃ

বিষয়ে চিত্তশুদ্ধিই সাধকগণের প্রধানমুখ্য ।
 ব্রতী যতদিন চিত্তেব মাহিমা-দুবীকরণে
 সমর্থ না হইবে, ততদিন কুলভুক্তি-সমন্বিত
 হইয়া কৰ্ম্ম করিবে । কারণ যথাবিধি কৰ্ম্মানু-
 ষ্ঠানই চিত্তশুদ্ধির উপায় । ব্রহ্মমন্ত্রের
 দ্বারা এই মন্ত্ৰও প্রথমতঃ গুরুমুখ হইতে
 গ্রহণ করিবে । প্রাতঃকৃত্যাদি নিয়মানুষ্ঠান-
 পূৰ্ব্বক পূজাচরণ করিবে । হে মহেশানি !
 চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়
 এবং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর কৃত্য-
 কৃত্য থাকে না । শ্রীপার্বত্যী কহিলেন,—
 হে পরমেশান ! হে বিভো ! কুল কি ?
 কুলাচারই বা কি ? তাহা এবং পঞ্চতত্ত্বের
 লক্ষণ সাধাতথাক্রমে প্রবণ করিতে ইচ্ছা
 করি । ৯৩—৯৬ । শ্রীমদাশ্বিনী কহিলেন,—
 হে কুলেশানি ! তুমি সাধকগণের হিতৈষিনী,

তুমি ঐশ্বর্য প্রদ করিয়াছ । তোমার প্রীতির
 জন্য তত্ত্বতঃ তাহা বলিতেছি—প্রবণ কর ।
 জীব, প্রকৃতিতত্ত্ব, দিক্, আকাশ, পৃথিবী,
 জল, তেজ ও বায়ু কুল নামে অভিহিত । হে
 আদৌ । এই সকল বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি
 দ্বারা বিকল্পশূন্য যে আচরণ, তাহাই কুলাচার
 এবং এই কুলাচার ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ
 এই চতুর্ধর্মপ্রদ ; তপস্যা, দান ও ব্রতের
 ব্রহ্মচর্যাदि দ্বারা বহুজগাদ্ভিত্ত পুণ্যফলে
 নিঃসঙ্গ সাধকদিগেরই কুলাচারে মতি
 হয় । কুলাচারগতানুষ্ঠানম্ বুদ্ধি মত্তরই সুনির্মল
 হয় । তখন তাহাদিগের আদ্যাকালীন
 পাদপদো মতি হয় । ৯৮—১০১ । মদগুরো-
 মেবায় পরাংপরায় এই মন্ত্ররূপা বিদ্যা লাভ-
 পূৰ্ব্বক কুলাচারে নিরত হইয়া, পঞ্চতত্ত্ব
 দ্বারা কুলেশ্বরী আদ্যাকালিকার পূজাপ্রদান

কুলেশ্বরীম্ ॥ ১০৩ ॥ যজ্ঞস্তঃ কালকামাদ্যাং
কুলজ্ঞাঃ সৃষ্টিকোত্তমাঃ । ইহ ভুক্তা খিলান-
ভোগান্ ব্রজন্ত্যন্তে নিরাময়ম্ ॥ ১০৪ ॥ মহো-
যধঃ যজ্ঞীবানাং দুঃখবিশ্রাবকং মহৎ ।
আনন্দজনকং যচ্চ তদাদ্যতত্ত্বলক্ষণম্ ॥
১০৫ ॥ অদ্বৈতত্বং যৎ তত্ত্বং মোহদং ভ্রম-
কারণম্ । বিবাদঃ রাগজনকং ত্যজ্যং কোলৈঃ
সদা প্রিয়ে ॥ ১০৬ ॥ গ্রামাণ্যাব্যবস্থানা-
দুচ্ছৃতং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ । বুদ্ধিতেজোবলকবৎ
দ্বিতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৭ ॥ জলোদ্ভবং যৎ
কল্যাণি কমলীষং সুখপ্রদম্ । প্রজাবৃদ্ধি-
করঞ্চাপি তৃতীয়তত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৮ ॥ সুলভং
ভূমিজাতঞ্চ জীবানাং জীৱনকং যৎ । আয়ু-

ব্যক্তিগণ—কুলজ্ঞ এবং সাধকোত্তম; ইহারা
ইহলোকে নিখিণ স্রুতোগ্য বস্ত্র ভোগ কবিয়া
চরমে মোক্ষলাভ করেন । জীব সকলের
যাহা মহোষধ দুঃখবিস্মারক মহৎ অথচ
আনন্দজনক সেইটী আদ্যতত্ত্বের লক্ষণ । যে
তত্ত্বশোধিত না হইলে, কেবল মোহপ্রদ,
ভ্রমজনক এবং বিবাদ ও রোগের কারণ,
—হেপ্রিয়ে । কোলিবগণ তাহা সর্বথা
পরিত্যাগ করিবে । যাহা গ্রাম্য (ছাগাদি),
বায়ব্য (হারীতাদি পক্ষিগণ), বন্য
(মৃগাদি)—যাহাদের শরীরোদ্ভূত, পুষ্টি-
বর্দ্ধন এবং বুদ্ধি, তেজ ও বলপ্রদ; তাহাই
দ্বিতীয় তত্ত্বের লক্ষণ । ১০২—১০৭ । হে
কল্যাণি ! যাহা জল হইতে সমুদ্ভূত,
অতি সৌভাগ্যীয় সুখপ্রদ এবং প্রজাবৃদ্ধি-
কর, তাহাই তৃতীয় তত্ত্বলক্ষণ । যাহা সুলভ,

মূলং ত্রিভুবাং চতুর্থতত্ত্বলক্ষণম্ ॥ ১০৯ ॥
মহানন্দকরং দেবি প্রাণিনাং সৃষ্টিকারণম্ ।
অনাদ্যতত্ত্বজগদ্ব্যুৎপত্ত্যৈশ্বর্যলক্ষণম্ ॥ ১১০ ॥
আদ্যতত্ত্বং বুদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং
প্রিয়ে । অপভূতীয়ং জানৌহ চতুর্থং পৃথিবীং
শিবৈ ॥ ১১১ ॥ পঞ্চমং জগদাধারং বিষাধিক্তি
বরাননে ॥ ১১২ ॥ ইথং জ্ঞাত্বা কুলেশানি
কুলং তত্ত্বানি পঞ্চ চ । আচারং কুলধর্মম্
জীবন্যুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১১৩ ॥

ইতি ত্রীমহানির্বাণতন্ত্রে স্তোত্র-কবচ-কুল-
তত্ত্বলক্ষণকথনং নাম সপ্তম উল্লাসঃ ॥ ৭ ॥

ভূমিজাত জীবগণের জীবনস্বরূপ এবং
ত্রিভুবনেব পরমায়ুর্নিদান, তাহাই চতুর্থ-
তত্ত্বলক্ষণ । ১০৯ দেবি । মহানন্দ-জনক,
প্রাণিগণের সৃষ্টি কারণ এবং আদ্যস্ত-
রহিত জগতেব মূল,—ইহা শেষ তত্ত্বের
লক্ষণ । হে প্রিয়ে । আদ্যতত্ত্বকে তেজ
বলিয়া জানিও; দ্বিতীয় তত্ত্ব—পবন;
তৃতীয় তত্ত্বকে জল বলিয়া জানিও; চতুর্থ
তত্ত্বকে পৃথিবী বলিয়া জানিও । হে বরা-
ননে । পঞ্চম তত্ত্বকে জগদাধার নভোমণ্ডল
বোধ কর । হে কুলেশানি ! মনুষ্য এই
প্রকারে কুল, পঞ্চতত্ত্ব এবং কুলধর্মের
আচার পরিজ্ঞাত হইয়া (কর্ম করিলে)
জীবন্যুক্ত হয় । ১০৮—১১৩ ।

সপ্তম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম উল্লাসঃ ।

এহা ধর্ম্মান বহুবিধান ভবানী ভব-
মোচনী । দ্বিতীয় জগতাক্রমাতা ভূঃ
শঙ্করমন্ত্রায় ॥ ১ ॥ ঐদেব্যাচ। প্রতঃ
বহুবিধ ধর্ম্মমিহায়ুত সুখপ্রদম্ । ধর্ম্মার্থ-
কামদং বিঘ্নহবৎ * নিকরাকারণম্ ॥ ২ ॥
সাম্প্রতঃ প্রোতুমিচ্ছামি ক্রহি বর্ণপ্রমানে
বিভো । তত্র যে বিহিতাচাৰাঃ কৃপয়া বদ
তানপি ॥ ৩ ॥ ঐনদশিব উবাচ । চত্বারঃ
কথিতা বর্ণা আশ্রমা অপি সূত্রতে । আচাৰা-
শ্চাপি বর্ণাশ্রমশ্রয়ানাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪ ॥
কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণঃ পক প্রকীৰ্ত্তিঃ ॥ ১ ॥

অষ্টম উল্লাসঃ ।

সংসার-মোচনী ভবানী মাতা বহুবিধ ধর্ম্ম
প্রবণ কবিতা জগতের হিতের জন্য পুনর্কীর্ত্তন
শঙ্করকে কহিলেন,—ইহলোক ও পরলোকে ও
সুখপ্রদ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামপ্রদ, মোক্ষজনক,
বিঘ্ননাশক বহুবিধ ধর্ম্ম কথ প্রবণ কহিলাম ।
হে বিভো । সাম্প্রতি বর্ণ ও আশ্রম এবং
সেই সেই বর্ণ ও আশ্রমে যে আচার
বিহিত আছে, তাহা প্রবণ করিতে ইচ্ছা
করি ; কৃপা করিয়া সেই সকল কীর্ত্তন
কর । ঐনদাশিব কহিলেন, হে সূত্রতে ।
সত্য প্রভৃতি চতুর্গুণে চতুর্কর্ণ, চতুরাশ্রম
এবং সেই সেই বর্ণ ও আশ্রমের আচাৰ
ভিন্ন ভিন্ন রূপে কথিত হইয়াছে ; কিন্তু

বাহ্যঃ ধর্ম্মানো বৈশাঃ শূদ্রা সামান্ত্র্য এব চ ॥
৫ ॥ এতেষাং সর্ববর্ণানামাশ্রমো হো
মহেশ্বরী । তেষামাচারদর্শনং চ * শৃণুয দেব ।
বদামি তে ॥ ৬ ॥ পুত্রৈব কথিতং ত্রৈলোক্য
কলিসত্ত্বাচেষ্টিতম্ । তপঃপ্রাধাণ্যহীনানাং
গুণামাজায়ুগমপি । ক্রোধপ্রাধান্যশক্তানাং
কুতো দেহপরিশ্রমঃ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মচর্যাশ্রমো
নাস্তি বানপ্রস্থোহপি ন প্রিয়ে । গার্হস্থ্যো
ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমো হো কলৌ যুগে ॥
৮ ॥ গৃহস্থ্য ক্রিয়াঃ সর্বা আশ্রমোক্তাঃ
কলৌ শিবে । নাশ্রম গৈঃ ক্রিয়াগির্নিঃ
কদাপি গৃহমেধিনাম্ ॥ ৯ ॥ তৈত্তির্য্যেকং প্য—

কলিকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র
এবং সামান্ত্র্য—এই পাঁচ বর্ণের বর্ণ কীর্ত্তিত
হইয়াছে । এই সমস্ত বর্ণসমূহের আশ্রম
দুই প্রকার । হে আদ্যো ! হে মহেশ্বরী ।
তোমাকে সেই সকল বর্ণ ও আশ্রমের
আচার ও ধর্ম্ম কহিতেছি—প্রবণ কর ।
১—৬ । কলিকাল-সম্ভূত মনুষ্যগণের বর্ণা
পুর্বেই বলিয়াছি । * তপস্যা ও বেদপাঠ-
বিহীন, অধ্যাত্ম, ক্রোধ ও প্রায়াসে অশক্ত
মনুষ্যগণের কার্যক পরিশ্রম ভগ্নত্ব । হে
প্রিয়ে । কলিযুগে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নাই,
বানপ্রস্থাস্রমও নাই । গার্হস্থ্য ও তৈত্তির্য্যক—
এই দুইটি আশ্রম । হে শিবে । কলি-
কালে গৃহস্থগণের সকল ক্রিয়াই আশ্রমোক্ত
অর্থাৎ তত্ত্বমতে কণ্ডব্য ; গৃহস্থগণের
অন্যরূপ পথে কদাপি ক্রিয়া-সিদ্ধি হইবে
না । হে দেবি ! হে তত্ত্বজ্ঞে । কলিযুগে

শ্রমে দেবি বেদোক্তং দত্তধারণম্ । কলৌ
নাশ্ত্য তত্ত্বং যতন্তু স্তোতসংস্কৃতিঃ ॥ ১০ ॥
শৈবসংস্কারবিধিনা নৃত্যশ্রমধারণম্ । তদেব
কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাসগ্রহণং কলৌ ॥ ১১ ॥
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ বর্ণনাং প্রবলে কলৌ ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি সর্কেষামধিকারিতা ॥ ১২ ॥
সর্কেষামেব সংস্কারাঃ কৰ্ম্মাণি শৈববর্জনা ।
বিপ্রাণামিতরেষাঞ্চ কৰ্ম্মলিঙ্গং পৃথক্ পৃথক্ ॥
১৩ ॥ জাতমাত্রে গৃহস্থঃ শ্রীং সংস্কারাদা-
শ্রমী ভবেৎ । গার্হস্থ্যং প্রথমং বুধ্যাদ্
যথাবিধি মহেশ্বরী ॥ ১৪ ॥ তত্ত্বজ্ঞানে
সমুৎপাদে বৈরাগ্যং জায়তে যদা । তদা
সর্কেষং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ১৫ ॥

তৈত্তির্য্যকাশ্রমেও বেদোক্ত দত্তধারণ নাই ;
কারণ, তাহা বৈদিক সংস্কার । হে
ভদ্রে ! কলিকালে শৈব সংস্কার-বিধি
অনুসারে অবধূতাশ্রম ধারণ—তাহাই
“সন্ন্যাসগ্রহণ” নামে কথিত হইয়া থাকে ।
হে দেবি ! কলিযুগে প্রবল হইলে ব্রাহ্মণ
এবং ক্ষত্রিয় সকল বর্ণেরই এই উভয় তন্ত্রাশ্রম
অধিকার থাকিবে । ১—১২ । শৈব বিধি
অনুসারে সকলেরই সংস্কার ও ক্রিয়া-কলাপ
হইবে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও অপর বর্ণগণের কৰ্ম্ম-
প্রণালী পৃথক্ পৃথক্ হইবে । হে মহেশ্বরী !
মানব, জন্মমাত্রেই গৃহস্থ হয় ; অনন্তর
সংস্কার-বলে আশ্রমী হয় । প্রথমেই যথা-
বিধি গার্হস্থ্যশ্রম করিবে । তত্ত্বজ্ঞান
অর্থাৎ সুংসারে নিয়ত চুঃখাদিজ্ঞান সমুৎপাদ
হইলে যখন বৈরাগ্য জন্মিবে, তখন সমুদায়

বিদ্যামুপার্জয়েচ্ছালো ধনং দারাদ্য যৌনে ।
শ্রৌতে ধর্ম্মাণি কৰ্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ
সুখী ॥ ১৬ ॥ মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভাৰ্য্যা-
কৈঃ পতিব্রতাম্ । শিশুক তনয়ং, হিত্বা নাব-
ধূতাশ্রমং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥ মাতুঃ পিতৃনু শিশুনু
দরানু স্বজনানু বাধ্যবানপি । যঃ প্রব্রজতি
হিত্ব তানু স মহাপাতকী ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ মাতৃহা
পিতৃহা স শ্রীং স্ত্রীবধী জন্মযাতকঃ । অম-
ন্তর্য্যাপিপ্রাদীনু যো গচ্চেচ্ছিকুকাশ্রমে ॥ ১৯ ॥
ব্রাহ্মণা বিপ্রাভিন্নাচ স্ববর্ণোক্তসংস্কৃতিয়াম্ ।

পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অশ্রম
করিবে । বাল্যকালে বিদ্যোপার্জন, যৌবনা-
বস্থায় ধনোপার্জন ও বিবাহ এবং প্রৌঢ়া-
বস্থায় ধর্ম্মজনক কৰ্ম্ম করিবে ; পরে সুখী-
অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর সংসারের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ
হইয়া চতুর্থ অবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্ধবয়সে
সন্ন্যাসাশ্রম করিবে । বৃদ্ধ পিতামাতা,
পতিব্রতা ভাৰ্য্যা বা শিশু তনয় পরিত্যাগ
করিয়া অধূতাশ্রম প্রাপ্ত হইবে না । যে
ব্যক্তি মাতাপিতা, শিশুপুত্র, পত্নী, স্বজন,
জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধু-বান্ধব ইহাদিগকে ত্যাগ
করিয়া প্রব্রজ্য করে, সে মহাপাতকী হয় ।
যে ব্যক্তি স্বীয় গিতাদির তৃপ্তি উৎপাদন
না করিয়া শিকুকাশ্রমে গমন করিবে, সে
মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, স্ত্রীঘাতী এবং ব্রহ্ম-
হাতক ; অর্থাৎ এই সমস্ত কার্যে যাদৃশ
পাপ হয়, সে ব্যক্তি তাদৃশ পাপে বলুযিত ।
ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণভিন্ন, শৈব-পথানুসারেই
স্বীয়-স্বীয় বর্ণানুসারে বিহিত সংস্কারের

শৈবেন বজ্রনা কুর্যাদেয় ধর্ম্যঃ কলৌ যুগে ॥
২০ ॥ শ্রীদেব্যাচ । কো বা ধর্ম্যো গৃহস্থ
ভিক্ষুকঃ চ কিং বিভো । বিপ্রস্য বিপ্র-
ভিন্নানাং সংস্কারাদীনি মে বদ ॥ ২১ ॥
শ্রীমদানিব উবাচ । গার্হস্থ্য প্রথমং ধর্ম্যং
সর্বেষাং মনুজমানাম্ । তদেব কথয়ম্যাদৌ
শৃণু কৌলিনি তত্ত্বতঃ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মনিষ্ঠা
গৃহস্থঃ স্রাক্ষসজ্ঞানপরায়ণঃ । যদ্যং কৰ্ম্ম
প্রকুর্বাতি তদ্বক্ষ্যি সমর্পয়েৎ ॥ ২৩ ॥ ন
মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাম চ শাঠ্যং সমাচরেৎ ।
দেবতাভিধিপুংসাস্তু গৃহস্থো নিরতে ভবেৎ ॥
২৪ ॥ মাতরং পিতরকৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-
দেবতাম্ । মত্না গৃহী নিষেবেত সদা

অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই কলিযুগে ধর্ম্ম ।
১৩—২০ । শ্রীদেবী কহিলেন,—হে বিভো ।
গৃহস্থের ধর্ম্ম কি ? ভিক্ষকের ধর্ম্মই বা কি ?
তাহা এবং বিপ্র ও বিপ্র ভিন্ন অপর সক-
লের সংস্কারাদি আমার নিকট বল ।
শ্রীমদানিব কহিলেন,—হে কৌলিনি ।
গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সকল মানবের আদি এবং
ধর্ম্মজনক ; অতএব প্রথমে যথার্থরূপে
তাহাই বলিতেছি—শ্রবণ কর । গৃহস্থ,—
ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হইবে ।
সে, যে যে কৰ্ম্ম করিবে, তৎসমস্তই ব্রহ্মে
সমর্পণ করিবে । গৃহস্থ মিথ্যানাক্য কহিবে
না, শাঠ্যতা করিবে না এবং দেবতা-অতিথি-
পূজনে তৎপর হইবে । গৃহস্থ, মাতা-
পিতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ-দেবতা জ্ঞান
করিয়া সর্বদা সকল রকমে প্রাণে তাহা-

সর্বপ্রথমতঃ ॥ ২৫ ॥ তুষ্টায়াং মাতরি শিবে
ভুই পিতরি পার্শ্বতি । তব প্রীতির্ভবেদেবি
পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ২৬ ॥ তুমিই জগতের
মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরম্ । যুগয়োঃ
প্রীণনং যস্যাম্ তস্যাম্ কিং গৃহিণাম্
তপঃ ॥ ২৭ ॥ আমনং শয়নং বস্ত্রং পানং
ভোজনমেব চ । তত্ত্বংসময়সাক্ষ্যায় মাত্রে
পিত্রে নিযোজয়েৎ ॥ ২৮ ॥ আবয়েচ্চুতুলাং
বাণীং সর্বদা প্রিয়মাচরেৎ । পিত্রোবা-
জ্ঞানানুসারী স্যাম্ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥ ২৯ ॥
উক্ত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জমং পরিভাষণম্ ।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্বাতি যদীচ্ছদজ্ঞানো-
হিতম্ ॥ ৩০ ॥ মাতরং পিতরং বীক্ষ্য

দিগের সেবা করিবে । ২১—২৫ । হে
শিবে ! হে পার্শ্বতি ! মাতাপিতা সন্নি-
হইলে তোমার প্রীতি হইয়া থাকে । হে
দেবি ! তোমার প্রীতি হইলেই পরব্রহ্ম
প্রদত্ত হন । হে আদ্যে ! তুমিই জগতের
মাতা এবং পরাৎপর ব্রহ্মই জগতের পিতা ।
অতএব যে যে কার্য্য হইতে গৃহস্থগণ
তোমাদের প্রীতি জন্মায়, গৃহিণদের তাহা
হইতে আব তপস্যা কি আছে ? তত্ত্ব
সময় বিবেচনা করিয়া মাতাপিতাকে আমন,
শয্যা, বস্ত্র, পানীয় ও ভোজ্য-বস্তু প্রদান
করিবে । কুলপাবন সৎপুত্র তাহাদিগকে
কোমল বাক্য শুনাইবে । সর্বদা তাহা-
দিগের প্রিয় কার্য্য করিবে । মাতাপিতার
জ্ঞানানুসারী হইবে । যদি আপন্থর মঙ্গল-
কামনা করে তাহা হইলে কদাপি মাতা-

নভোস্তিষ্ঠেৎ সন্নমঃ । বিনাজ্ঞয়া নোপ-
 নিশেৎ সংশ্লিষতঃ পিতৃশাসনে ॥ ৩১ ॥ বিদ্যা-
 ধনমদোগাতৌ যঃ কুৰ্ঘ্যাৎ পিতৃহেমনম্ । স
 যাতি নরকং ধোবৎ সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিকৃতঃ ॥ ৩২ ॥
 মাতরং পিতরং পুত্রং দাবানতিথিসৌদবান্ ।
 হিঙ্গা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ ত্রাণৈঃ কৰ্ণগঠৈবপি ॥
 ৩৩ ॥ বধায়িত্বা গুরুনু বহুনু যো ভূক্তে
 শ্বোদরভূরিঃ । ইহৈব লোকে গর্হ্যোহিসৌ
 পরত্র নারকী ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ গৃহস্থো গোপয়ে-
 দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ স্তুভান্ । পে.যয়েৎ
 সজ্জনান্ বহুনেয ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫ ॥ জনস্তা

বর্জিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ ।
 নহনৈঃ নিশ্লিষতঃ পীত্যা মোহধমস্তান্
 পরিত্যজৎ ॥ ৩৬ ॥ এবামর্থে মহেশানি
 কৃত্বা কষ্টশতানি । শ্রীগয়েৎ সততং
 শক্ত্যা ধর্ম্মো হ্যেষ সনাতনঃ ॥ ৩৭ ॥ স ধর্ম্মা
 পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ । ব্রহ্ম-
 নিষ্ঠঃ সত্যসত্যো যো ভবেদ্ধবি মানবঃ ॥ ৩৮ ॥
 ন ভাৰ্ঘ্যাং তাদৃয়েৎ কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ
 সপা । ন ত্যজেদেবারকষ্টেহপি যদি সাধ্বী
 পতিব্রতা ॥ ৩৯ ॥ স্থিতেষু শ্রীমদারেষু স্ত্রিয়মস্তাৎ
 ন সংস্পৃশেৎ । ভূষ্টেন চেষ্টসো বিধানস্তথা

পিতার নিকট ঔদ্ধত্য, পবিত্রাঙ্গ, ওজ্জ্বল বা
 অপ্রিয়-বাক্য প্রয়োগ করিবে না ।
 ২৬—৩০ । পিতৃশাসনানুযায়ী পুত্র মাতা
 পিতার দর্শন যাত্রেই অণাগ করিয়া গাত্রো-
 থান করিবে এবং তাঁহাদিগের আত্মা ব্যতীত
 উপবিষ্ট হইবে না । যে ব্যক্তি বিদ্যা ও
 ধনমদে মত্ত হইয়া মাতাপিতাকে হেলা করে,
 সে (ইহলোকে) সর্ব্বধর্ম্মে অনধিবাসী হইয়া
 অস্ত্রে ঘোর নরকে যায়, গৃহস্থ, কৰ্ণগত-প্রাণ
 হইলেও মাতা, পিতা, পুত্র, ভাৰ্ঘ্যা, অতিথি
 ও সহোদর—ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া
 ভোজন করিবে না । যে ব্যক্তি গুরু সকল
 (মাতাপিতা প্রভৃতি) ও সকল বহুকে
 (সহোদরাদিদিগকে) বধনা করিয়া ভোজন
 করে, সেই স্বকীয় উদরভূরি ইহলোকে
 নিশ্লিষত হয় এবং পবলোকে নরকে গমন
 করে । গৃহস্থ,—পত্নীকে রক্ষা করিবে,

পুত্রগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে, স্বজন ও বন্ধ-
 গণের পে যন করিবে;—ইহাই সনাতন
 ধর্ম্ম । জননী কর্তৃক দেহ বর্জিত হয়, জনক
 কর্তৃক দেহ প্রযোজিত হয় ও স্বয়ং সজ্জনগণ
 কর্তৃক শ্রীতিধর্ম্মক নিশ্লিষত হইয়া থাকে ;
 সে অধম,—যে ইহাদিগকে পরিত্যাগ
 করে ৩১—৩৬ । হে মহেশানি । ইহা-
 দিগের নিশ্লিষত শত শত কষ্ট করিয়াও যথা-
 সমা ইহাদিগকে সর্ব্বদা শ্রীতিধর্ম্ম করিবে,
 —ইহাই সনাতন ধর্ম্ম যে মানব পৃথিবীতে
 ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হয়, সেই মহা-
 পুরুষই ধর্ম্ম এবং সেই পুরুষই পরমার্থবিৎ ।
 কদাপি ভাৰ্ঘ্যাকে ত্যাগ করিবে না,—সতত
 মাতার আয় পালন করিবে । যদি ভাৰ্ঘ্যা
 সাধ্বী এবং পতিব্রতা হয়,—দোর কষ্টে
 পতিত হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিবে না ।
 বিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বায় পত্নী বিদ্যমান থাকিতে

নারকী ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ বিরলে শয়নং নামং
ত্যাগেৎ প্রাজ্ঞঃ পরজিগ্মা । অযুক্তভাষণৈকৈব
ক্লিষ্টং শৌৰ্য্যং ন দর্শয়েৎ ॥ ৪১ ॥ যুনেন
বাসসা ধোয়া ত্রাক্ষ্যামৃতভাষনৈঃ । সন্ততং
তোষয়েদানু নাশ্রিয়ং কচিদাচরেৎ ॥ ৪২ ॥
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেথানিকেতনে ।
ন পক্ষীং প্রেযয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রসমাত্য-
বিবর্জিতাম্ ॥ ৪৩ ॥ যস্মিন্ নরে মহেশানি
তুষ্ঠা ভার্যা পতিব্রতা । সর্কো ধর্ম্যঃ কৃত-
শ্চেন ভবতীশ্রিয় এব সঃ ॥ ৪৪ ॥ চতুর্কর্ম্ম-
বধি স্তন্য লালয়েৎ পালুয়েৎ পিতা । ততঃ

দুষ্টভাবে পরজ্ঞাকে স্পর্শ করিবে না । অন্যথা
অর্থাৎ স্পর্শ করিলে, নরকগামী হইবে ।
প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরজ্ঞীর সহিত বিরলে শয়ন,
বিরলে বাস এবং অযুক্ত ভাষণ ত্যাগ করিবে
এবং জীলোককে শৌর্য্য দেখাইবে না ।
৩৭—৪১ । ধন, বস্ত্র, প্রেম, ত্রীক্ষা ও সুমধুর
বাক্য দ্বারা সন্তত ভার্য্যাকে সন্তুষ্ট করিবে,—
কখনই তাহার অশ্রিয়াচরণ করিবে না ।
সংসার-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি,—উৎসব, লোকযাত্রা,
তীর্থ এবং অন্য ব্যক্তির গৃহে পুত্র অথবা
অমাত্যকে সঙ্গে না দিয়া স্ত্রীকে পাঠাইবে
না । হে মহেশানি । পতিব্রতা ভার্য্যা
যে পুরুষের প্রতি পরিতুষ্টা, (পতিব্রতা
ভার্য্যার সন্তোষেই) তৎকর্ত্তৃক সকল ধর্ম্ম
কৃত হয়, অর্থাৎ সে ব্যক্তি সর্ব্ব ধর্ম্মাঙ্গুষ্ঠান-
জনিত ফল প্রাপ্ত হয় এবং তোমার প্রিয়
হয় । পিতা চারি বৎসর পর্যন্ত পুত্রের
সংলগ্ন-পালন করিবে, তাহার পর যোড়শ

যোড়শপর্য্যন্তও জ্ঞান বিদ্যা শিক্ষয়েৎ ॥
৪৫ ॥ দ্বিশতাব্দে দিবান পুনঃ এবমেদং
গৃহকর্ম্মম্ । ততস্তাং গণ্যভাবেন মত্বা শ্রেহং
প্রদর্শয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ কন্যাপোষং পালনায়া
শিক্ষণীয়াত্মকং । দেয়া বন্যায় বিত্তেন
ধনরত্নসমধিতা ॥ ৪৭ ॥ এবং ত্রমেণ
ভাতৃং চ স্বজাতমুতানপি । জ্ঞানানুগোচিন

বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যা ও সকল গুণ শিক্ষা
করাইবে । পালন ও শিক্ষায় বিংশতি বর্ষ
অতিবাহিত হইলে, বিংশতি-বৎসরাধিক-
বয়স্ক পুত্রদিগকে (বিচ্ছুকাল) গৃহ-কর্ম্মে
নিয়োজিত করিবে । তৎপরে অর্থাৎ গৃহ-
কর্ম্ম উপযুক্ত হইলে, আত্মজ্ঞা বোধ
করিয়া শ্রেহ প্রদর্শন করিবে । ৪২—৪৬ ।
কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবে এবং অতি
যত্নে শিক্ষা দিবে ; কন্যাকে ধনরত্নে সমধিতা
করিয়া, জ্ঞানবান বরকে প্রদান করিবে ।
গৃহী এইরূপে জ্ঞাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়,
ভাতৃপুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যদিগের
পালন এবং তুষ্টিসাধন করিবে । তদনন্তর
গৃহস্থ সৎসর্গনিবৃত্ত, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত-
গণ এবং উদাসীনগণকেও পরিপালন
করিবে । * হে দেবি । গৃহস্থ, গিহস

* নাত্মাদি পালনে । সামান্য থাকিলে,
সৎসর্গনিবৃত্ত একগ্রাম নিবাসীন্দে । পালন
কর্তব্য,—ইতি জানান্না । জ্ঞান নাত্মাদি
উদ্যোগান্তর মতে "৩৩" ধর্ম্মাদি ব্রহ্মসং
কৃত্যাদি ব্যবস্থাও কথ্য আছে ।

ভৃত্যংচ পালয়েৎ ভোষয়েদৃগৃহী ॥৪৮॥ ততঃ
সধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ । অভ্যা-
গতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
যদ্যেবং নাচরেন্দবি গৃহস্থো বিভবে সতি ।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ ॥
৫০ ॥ নিদ্রালস্যং দেহযজ্ঞং কেশবিভ্রাসমেব
চ । অগমিতমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং
সমার্চয়েৎ ॥ ৫১ ॥ যুক্তাহাবো যুক্তনিদ্রো
মিতবাঙ মিতমৈখনঃ । স্বচ্ছো নত্রঃ শুচির্দক্ষো
যুক্তঃ শ্রাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫২ ॥ শূরঃ শত্রৌ
বিনীতঃ শ্রাদ্ধাবশে গুরুসমিধৌ । জুগুপ্সিত'ন-
ন- সংশ্রুত নাবমশ্রুত মানিনঃ ॥ ৫৩ ॥

থাকিতে যদি এইরূপ আচরণ না করে,
তাহা হইলে, সে পশু বলিয়াই জ্ঞাতব্য এবং
সে-পাপী, লোক-সমাজে নিন্দিত হয়।
নিদ্রা, আলস্য, দেহের প্রতি যত্ন, কেশ-
বিভ্রাস, ভোজন এবং বস্ত্রে অগমিত, অতি-
রিক্ত করিবে না। ৪৮—৫১। গৃহস্থ
পরিমিত-ভোজী, পরিমিত-নিদ্র, নিষ্পা-
প্রকৃতি, পরিমিত-ভাষা, পরিমিত মৈখন,
নয়, শুচি, নিপুণ, নিরালস্য এবং সর্ব্বকর্ম্মে
তৎপর হইবে। শত্রুর নিকটে শূর এবং
বান্ধব ও গুরুর সমিধানে বিনীত হইবে।
নিন্দিত ব্যক্তিকে আদর করিবে না। মান্য-
গণকে অবজ্ঞা করিবে না। পরস্পর সহবাস
ও বিচার দ্বারা লোকের স্বভাব, সৌহার্দ্য,
ব্যবহার, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি জানিয়া, তাহার
উপর বিশ্রাম স্থাপন করিবে। বুদ্ধিমান
ব্যক্তি ক্ষুদ্র শত্রু হইতেও ভয় করিবে এবং

সৌহার্দ্য ব্যবহারংচ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং
নুপাম্ । সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ-
সেৎ ততঃ ॥ ৫৪ ॥ 'ত্রাসেদ্যেধৈবপি স্ফো-
সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্ । প্রদর্শয়েদাভাবান্
নৈব ধর্ম্মং বিলজ্জয়েৎ ॥ ৫৫ ॥ 'স্বীয়ং যশঃ
পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়েৎ কথিতঞ্চ যৎ । কৃতং
যত্নপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেষুপি পরাজয়ে ।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন নিবাদয়েৎ ॥ ৫৭ ॥
বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যতমান উপার্জ্জয়েৎ ।
ব্যসনকামতাং সজ্জং মিথ্যাজোহং পরি-
ত্যজেৎ ॥ ৫৮ ॥ অবস্থানুগতাস্চেষ্টাঃ সময়া-

সময় বিবেচনা করিয়া নিজভাব প্রদর্শন
করাইবে; কিন্তু ধর্ম্ম লজ্জমন কবিবেই না।
ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি, স্বীয় যশ, পৌরুষ ও যাহা অত্যা-
লোক, প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া বলি-
যাচ্ছে এবং যাহা পবোপকারের জন্য কৃত হই-
যাচ্ছে, তাহা প্রকাশ করিবে না। ৫২—৫৬।
যশস্বী ব্যক্তি, নিশ্চয় জয়ের সম্ভাবনা
থাকিলেও কদাপি লোকগর্হিত কার্য্যে
প্রবৃত্ত হইবে না এবং গুরু বা লঘু ব্যক্তির
সহিত বিবাদ করিবে না। যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা,
ধন, যশ ও ধর্ম্ম উপার্জ্জব করিবে। অসত্য,
ব্যসন, (দ্যাক্রৌড়া প্রভৃতি) কুসংসর্গ,
মিথ্যা-কথা, পরদোহ পরিত্যাগ করিবে।
চেষ্টা—অবস্থার অনুগত এবং ক্রিয়া—
সময়ের অনুগত, অতএব অবস্থা ও সময়
পর্যালোচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে। গৃহীরা
যোগক্ষেমে অর্থাৎ অলস ন্যায় অর্জনে এবং

পুণ্যতাঃ ক্রিয়াঃ । তস্যাদনন্দ্যঃ সমঃ
বীক্ষ্য কৰ্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৫৯ ॥ যোগেশ্বর
রতো দক্ষঃ ধার্মিকঃ প্রিয়বাক্যঃ । মিত-
বাও মিত্বাসঃ স্মার্যাক্তো তুঃশিষ্যতঃ ॥ ৬০ ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রমত্তা স্ফুটিত্যঃ স্ফুটব্রতঃ ।
অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্ৰাঙ্গানি বিচারয়েৎ ॥
৬১ ॥ সত্যং যুজ প্রিয়ং দীর্ঘো বাক্যং হিত-
করং বদেৎ । স্ফোজ্যৎকরং তথা নিদাং
পরেয়াং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৬২ ॥ জ্ঞানমাস্ত
বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি । সেতুঃ প্রাতি-
ষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৩ ॥
সক্তদ্বৌ পিতরৌ বশ্মিনুভক্তাঃ স্ফুটপদাঃ ।
গায়ন্তি যদৃশো লোকান্তেন লোকত্রয়ং
জিতম্ ॥ ৬৪ ॥ সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া

লক্ষ্য বস্তুর বক্ষণে অনুরক্ত হইবে । দক্ষ,
ধার্মিক ও প্রভাবতই মিতভাষী এবং মিত-
বাক্য হইবে (অর্থাৎ অধিক বাক্য ও উচ্চ
অধিক হাশ্য ব্যবহার করিবে না), বিশেষতঃ
মাত্ৰা-বাক্তির নিকট । জিতেন্দ্রিয়, নির্মল-
প্রভাব, স্ফুটিত্য, স্ফুটব্রত, প্রমত্ত-বহিত এবং
দীর্ঘদর্শী হইয়া বিষয়োপভোগের কর্তব্য-
কর্তব্য বিচার করিবে । ৫৭—৬১ । ধীর
জ্ঞান,—সত্য, কোমল, সন্তোষজনক,
শুভকর বাক্য ব্যবহার করিবে ; আত্ম-
গৌরব প্রকাশ ও পরনিন্দা করিবে না ।
যে জন পথে জলাশয়, বিশ্রামগৃহ ও সেতু
প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, তিনি ত্রিভুবন জয়
করেন, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদ লাভ
করেন । মাতা পিতা বাহ্য উপর সক্ত,

দীনেষু সৰ্ব্বথা । কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন
লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৫ ॥ বিরক্তঃ পব-
দারেযু নিঃস্পৃহঃ পরবজ্ঞা । দুষ্ট-মাৎসর্য-
হীনো যন্তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৬ ॥
ন বিভেতি রূপাদৃশা তৈঃ সংগ্রামেহপ্য-
পরাজুথঃ । ধৰ্ম্মযুক্তো যতো বাপি তেন লোক-
ত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৭ ॥ অসংশয়া স্ফুট-
শাস্ত্রবাচারতৎপরঃ । সচ্ছামনেহিতো যন্ত
তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৮ ॥ জ্ঞানিনা
লোকযাত্রায় সৰ্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা । ত্রিভুবন্তে
যেন কৰ্ম্মানি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৬৯ ॥

মিত্রসমূহ বাহার উপর অমুরাগী, লৌকি-
সমূহ বাহার যশোগন কবিতা থাকে, সেই
জন বড়ক ত্রিভুবন জিত থাকে । সত্যই
বাহ্য ব্রত, বাহার দীনের প্রতি সর্বদা
দয়া আছে, কাম ও ক্রোধ বাহার বর্জনিত,
সেই ব্যক্তি বড়ক ত্রিভুবন জিত হইয়াছে ।
যে জন পরজীতে বিরক্ত ও পর-বজ্ঞ
অভিলাষ-হীন, যে ব্যক্তি দুষ্ট ও মাৎসর্য-
বিহীন, সেই ব্যক্তি বড়ক ত্রিভুবন জিত
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি ধৰ্ম্মে ভীত হয়
না ও পরাজুথ হয় না এবং যে ব্যক্তি ধৰ্ম্ম-
যুক্তো যতো হয়, সেই ব্যক্তি বড়ক ত্রিভুবন
জিত হয় । ৬২—৬৭ । বাহার মনে
সন্দেহ নাই, যে ব্যক্তি নিশ্চাসমুক্ত পাশ-
পতাচার-নিরত এবং আত্ম আত্ম প্রতি-
পালন করে, সেই ব্যক্তি বড়ক ত্রিভুবন
জিত হয় । যে জ্ঞানী,—যে হইতে মিত্রের
প্রতি সমদৃষ্টি করিয়া কেবল সমসামান্য

ধীচন্দ্র দ্বিবিৎ দেবী বহুভাষ্যভেদঃ
ব্রহ্মণ্যজ্ঞাপনং যৎ তচ্ছৌচমাণ্ডরিকং স্মৃতম্
॥ ৭০ ॥ অতিৰ্বা ভগ্নবা বাপি মণানামপ-
কৰ্ণনম্ । দেহশুদ্ধিৰ্ভবদেবন বহিঃশৌচং
তদুচ্যতে ॥ ৭১ ॥ গঙ্গা নদ্যা হ্রদা বাণ্য-
স্তথা কুপাশ্চ স্মৃণকাঃ । সৰ্ব্বং পবিত্রজনন
স্বৰ্ণদী ক্রমতঃ প্রিয়ে ॥ ৭২ ॥ ভস্ম ত্র
যাজ্ঞিকং ত্রৈষ্ঠং মৃৎস্মা তু মলবর্জিতা ।
বাসে হজিনতৃণাদীনি মৃৎজ্ঞানীহি স্মৃততে ॥
৭৩ ॥ কিমত্র বহনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ

নির্ব্বাহার্থ বিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া
থাকিল, সেই ব্যক্তি কর্তৃক সংসার জিত
হইয়া থাকে । হে দেবি ! শৌচ দুই
প্রকার ;—বাহ্য এবং জ্ঞাত্তব । ব্রহ্মে যে
জ্ঞানসমর্পণ অর্থাৎ পরমাত্মাতে যে মনের
একাগ্রতা, তাহা আশুত্রিক শৌচ বলিয়া
কথিত হয় । জল কিংবা ভস্ম দ্বারা মলাপ-
নয়ন জন্ম যে দেহ-শুদ্ধি হয়, তাহাকে বাহ্য
শৌচ বলা যায় । হে প্রিয়ে ! সূত্র জলা-
শয়, কুপ, বাপী, হ্রদ, নদী, গঙ্গা ও স্বর্ণদী
ইহারা যথাক্রমে অধিক পবিত্রতার জনক
অর্থাৎ এই সকল তীর্থজলে অবগাহন
করিলে দেহ শুদ্ধ হয় । * হে স্মৃততে ।
বহিঃ-শৌচ-বিষয়ে যাজ্ঞিক ভস্মই প্রশস্ত ।
নির্ম্মল মৃত্তিকা দ্বারাও ত্রৈরূপ গানে শুদ্ধ
হইতে পারে । বস্ত্র, মৃগচৰ্ম্ম, তৃণ প্রভৃতিও

* মূল, 'ক্রমতঃ' শব্দে পাঠক্রম গ্রাহ্য
নহে, কিন্তু অর্থক্রম গ্রাহ্য ।

শিবে । মনঃ পুতং ভবেদেব গৃহস্থস্ত
তদাচর্য ॥ ৭৪ ॥ নিদ্রান্তে মৈথুনশান্তে
ত্যাগন্তে মনমুত্ররোঃ ১ ভোজনান্তে মলে
স্পৃষ্টে বহিঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ৭৫ ॥ সন্ধ্যা
ত্রৈকালিকী কাষ্ঠা বৈদিকী তাজিকী ক্রমাৎ ।
উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কুর্ধ্যদ্ব্যথাবিধি ॥
৭৬ ॥ ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং গায়ত্রীং জপতাং
প্রিয়ে । জ্ঞানাদব্রহ্মোক্তি তদ্ব্যচাং সন্ধ্যা ভবতি
বৈদিকী ॥ ৭৭ ॥ অষ্টোম্যং বৈদিকী সন্ধ্যা
সূর্যোপস্থানপূৰ্ব্বকম্ । অর্থাদানং দিনেশায়
গায়ত্রীজপনং তথা ॥ ৭৮ ॥ অষ্টোত্তরং

মৃত্তিকা-সদৃশ শুদ্ধিজনক ; হে শিবে ।
এই শৌচ ও অশৌচ বিষয়ে অধিক বলি-
বার আবশ্যক নাই,—যাহাতে মন পবিত্র
হয়, গৃহস্থ তাহাই আচরণ করিবে ।
৬৮—৭৪ । নিদ্রার পর, মৈথুনের পর,
মন-মুত্র-পরিভোগের পর, আহারের পর,
এবং মল স্পর্শ হইলে উক্ত প্রকার বহিঃ
শৌচ বিধান করিতে হয় । ত্রিকালে অর্থাৎ
প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্নে বৈদিকী ও
তাজিকী সন্ধ্যা যথাক্রমে সম্পাদন করিবে
এবং উপাসনা-ভেদে যথাসিদ্ধ পূজা
করিবে । প্রিয়ে ! যাহারা ব্রহ্মমন্ত্রোপাসক,
তাহারা গায়ত্রী-জপ-কালে 'গায়ত্রীর অতি-
পাণ্য—ব্রহ্ম' এইরূপ ভাবনা করিবেন ;
তাহা হইলে বৈদিকী সন্ধ্যা হইবে । যাহারা
ব্রহ্মোপাসক নহেন, তাহাদিগের বৈদিকী
সন্ধ্যা, সূর্যোপস্থান ও গায়ত্রী জপ করিতে
হইবে । হে ভদ্রে ! সমস্ত আত্মিক-কার্যেই

সহস্রং বা শতং বা দশধাপি বা । অর্পণাং
নিয়মো ভজে সর্বত্রাহিককর্মণি ॥ ৭৯ ॥
শূদ্রসামান্যজাতীনামধিকারোহস্তি কেবলম্ ।
আগমোক্তবিধৌ দেবি সর্বসিদ্ধিপ্রদৌ
ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ প্রাতঃ সূর্যোদয়ঃ কালো
মধ্যাহ্নস্তদনন্তরম্ । সায়ং সূর্যাস্তময়নিকাল-
নাময়ং ক্রমঃ ॥ ৮১ ॥ শ্রীদেবীবাচ বিপ্রাদি-
সর্ববর্ণানাং বিহিতা তাজিকী ক্রিয়া । ত্রৈলোক্য-
কথিতা নাথ সম্প্রাপ্তে প্রবলে কলৌ ॥ ৮২ ॥
তদ্বাদানীং কথং দেব বিপ্রানু বৈদিককর্মণি
নিযাজয়সি তৎ সর্বং বিশেষাচ্ছতুমর্হসি ॥
৮৩ ॥ শ্রীমদাম্বিক উবাচ । সত্যং ব্রহ্মীয

তত্ত্বং সর্বসমাং তাদিকী ক্রিয়া । শোকানাং
ভোগমোক্ষায় সর্বকর্মণি সিদ্ধি ॥ ৮৪ ॥ ইন্দ্র-
জ্ঞানসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী । তথৈব
তাজিকী ক্ষেত্র্যা প্রাপ্তোভয়কর্মণি ॥ ৮৫ ॥
ততোহন্য কথিতং দেবি দ্বিজানাং প্রবলে
কলৌ । গায়ত্র্যামধিকারোহস্তি নাথসংস-
কর্হিচিৎ ॥ ৮৬ ॥ ত্রাপ্য কাম্যাপ্য চ
বাগ্ভবাদ্যা যথাক্রমাৎ । ত্রাপ্যকর্মণি বিশাং
সাবিত্রী কথিতা কলৌ ॥ ৮৭ ॥ দ্বিজাদীনাং
প্রভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বর । সক্ষোয়ং
বৈদিকী প্রোক্তা প্রাপ্তোভয়কর্মণাম্ ॥ ৮৮ ॥
অম্বিকা শাস্ত্রবৈমর্গিণো কেবলৈঃ সিদ্ধিভাগ-

অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত কিংবা
দশবার জপ করিবার নিয়ম আছে । হে
দেবি । শূদ্র-জাতির ও সাধারণ জাতির কেবল
অগমোক্ত বিধিতেই অধিকার আছে ।
তাহাতেই তাহাদের সকল প্রকার সিদ্ধি
হইবে । ৭৫—৮০ । প্রাতঃসঙ্গ সূর্যোদয়-
কালে করিবে । এইরূপ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ও
সায়ংসন্ধ্যা মধ্যাহ্নকালে এবং সূর্যাস্ত-
সময়ে করিতে হইবে ;—এই সন্ধ্যা-বন্দনার
ত্রিকাল নির্দিষ্ট আছে । শ্রীদেবী কহিলেন,
—হে নাথ । তুমি শ্রবণ বলিয়াছ যে, কলি
প্রবল হইলে ত্রাপ্য প্রভৃতি সমুদায় বর্ণের
একমাত্র তাজিকী ক্রিয়া বিহিতা আছে ।
দেবদেব । এক্ষণে কি হেতু তুমি ত্রাপ্য-
দিগকে বৈদিক ক্রিয়াতে নিয়োজিত করি-
তেছ ? এতৎসমুদায় বিশেষরূপে বর্ণন
কর । শ্রীমদাম্বিক কহিলেন,—হে তত্ত্বজ্ঞে ।

তুমি যথার্থই বলিয়াছ । কলিমুগে সকল
বর্ণের পক্ষেই একমাত্র তাজিকী ক্রিয়া,—
ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্ত হয় এবং সমুদায়
কার্যেই সিদ্ধি দান করে । এই ত্রাপ্যসাবিত্রী
যেমন বৈদিকী, সেইরূপ তাজিকী হইতে
পারে এবং উভয় কর্মেই প্রাপ্ত । হে দেবি ।
এই জন্যই আমি এখানে বলিয়াছি যে, কলি
প্রবল হইলে ত্রাপ্য-সমূহের গায়ত্রীতেই
অধিকার আছে,—অন্য কোন বৈদিকগমে
অধিকার নাই । ৮১—৮৬ । কলিকালে
ত্রাপ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গায়ত্রী যথাক্রমে
“ওঁ”, “শ্রীং” এবং “ঐং” পূর্বিকা হইবে
অর্থাৎ ত্রাপ্যের গায়ত্রীর পূর্বে ওঁ, ক্ষত্রিয়ের
গায়ত্রীর পূর্বে শ্রীং বৈশ্যদিগের গায়ত্রীর
পূর্বে ঐং যোগ করিবে । পরমেশ্বর । শূদ্র
হইতে বিজগৎকে পৃথক করিবার জন্য
তাহাদিগের তাজিক-প্রাককালে বৈদিক-

ভবেৎ । সত্যং দত্তং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্ম
সংশয়ঃ ॥ ৮৯ ॥ কালাত্যয়েহপি সাক্ষ্যায়
কর্তব্যং দেববন্দিতে । তন্তমদ্বন্দ্ব চোচ্যে
মোক্ষোপাভিরনাতুরৈঃ ॥ ৯০ ॥ আসনং
বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনম্ ।
গৃহকং বস্ত্রজাতকং স্বচ্ছং স্বচ্ছং প্রশস্তং ॥
৯১ ॥ সমাপ্যাহ্নিককর্ম্ম পি স্বাধ্যায়ং গৃহ-
কর্ম্ম বা । গৃহস্থো নিত্যং কুর্য্যামৈব
তিষ্ঠেন্নিকদ্যমঃ ॥ ৯২ ॥ পুণ্যতীর্থে পুণ্য-
তিথৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । জপং দানং
প্রকুর্য্যণঃ শ্রেয়সাং নিগম্যো ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥

সাক্ষ্যাব বিধি কথিত হইয়াছে । অত্যা
অর্থ্য বৈদিক সাক্ষ্য না করিয়াও কেবল
শৈব-পদ্ধতি দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইবে,—ইহা
সত্য, সত্য, বিশেষ সত্য, সন্দেহ নাই ।
হে দেববন্দিতে ! অনাত্ম মুমুক্ষু ব্যক্তি
সাক্ষ্যাব যথোক্ত সময় অতীত হইলেও, “ত
তং মৎ ব্রহ্ম” উচ্চারণ করিয়া এই সাক্ষ্য
করিবেন ।* আসন, বসন, পাত্র, শয্যা,
যান, গৃহ, গৃহোপকরণ-সমূহ পরিষ্কৃত হইতে
পরিষ্কৃততর হইলেই প্রশস্ত । গৃহস্থ আহ্নিক
কার্য্য সমাধা করিয়া স্বাধ্যায় বা গৃহকর্ম্ম
করিবে,—নিকদ্যম হইয়া অবস্থান করিবে
না । ৮৭—৯২ । পুণ্যতীর্থে, পুণ্যতিথিতে,
চন্দ্রগ্রহণে ও সূর্য্যগ্রহণে জপ ও দান করিলে

* আত্মবৈব পক্ষে বিশেষ নিয়ম না রাখি-
বার অভিপ্রায়ে “মনাত্মা” বিশেষণটি প্রদত্ত
হইয়াছে ।

কণ্ডমণ্ডপপ্রাণা নোপবাসঃ প্রশস্তাভে । উপ-
বাসপ্রতিনিধাবেকং দানং বিধীয়তে ॥ ৯৪ ॥
কণো^১ দানং, মহেনানি সর্কসিদ্ধিকরং
ভবেৎ । তৎপাত্রং কেবলং ক্ষেত্রো দরিদ্রঃ
সংক্রিয়াযিতঃ ॥ ৯৫ ॥ মাস-২২ম-পক্ষাণা-
মারন্তুদিনমন্বিকে । চতুর্দশী^২ শুক্লা
তথৈবৈকাদশী কুরুঃ ॥ ৯৬ ॥ নিজজন্মদিন-
কৈব পিত্রোর্মরণবাসরঃ । বৈধোৎসবদিন-
কৈব পুণ্যকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯৭ ॥ গঙ্গা-
নদী মহানদ্যো গুরোঃ সদনমেব চ ।
প্রসিদ্ধং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্থং প্রকী-
র্ত্তিতম্ ॥ ৯৮ ॥ ত্যক্ত্বা স্বাধ্যায়নং পিত্রোঃ
শুক্রায়াং দারবক্ষণম্ । নরকায় ভবেৎ তীর্থং
তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাম্ ॥ ৯৯ ॥ ন তীর্থ-

মঙ্গলেব পাত্র হয় । কলিযুগে মানবগণ
আগত প্রাণ, স্মৃতরাং উপবাস প্রশস্ত
নহে কলিযুগে উপবাসেব প্রতিনিধি-কণে
একমাত্র দানই বিহিত । হে মহেনানি ।
কলিযুগে দানই সর্ক সিদ্ধিকর । সংক্রিয়া-
পিত দরিদ্র ব্যক্তিকেই তাহার (দানের)
পাত্র বলিয়া জানিবে । হে অন্বিকে ! মাসের
বৎসরের ও পক্ষের আন্ত-দিন, চতুর্দশী,
অষ্টমী, শুক্লপক্ষের একাদশী, অমাবস্তা,
নিজ জন্মদিন, পিতামাতার মরণ-দিন এবং
বৈধ-উৎসব-দিন, পুণ্যকাল বলিয়া কীর্ত্তিত
রহিয়াছে । গঙ্গানদী, মহানদী, গুরুগৃহ
ও প্রসিদ্ধ দেবতাক্ষেত্র, পুণ্যতীর্থ বলিয়া
কীর্ত্তিত হইয়াছে । স্বাধ্যায়, মাতা ও
পিতার শুক্রায়া এবং দারবক্ষণ পরিত্যাগ

সেবা নারীনাং নেপথ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভর্তৃঃ শুশ্রূষণং বিনা ॥
১০০ ॥ ভর্তৃঃ যোযিতাং তার্থং তপো দানং
ব্রতং গুরুঃ । তস্যাং সৰ্ব্বাঙ্গানা নারী পতি-
সেবাং সমাহুয়েৎ ॥ ১০১ ॥ পত্ন্যঃ প্রিয়ং
সদা কুৰ্য্যাদ্ভগ্না পরিচর্য্যা । তদাজ্ঞানুচরী
ভূষা তোযয়েৎ পতিবাক্যান্ ॥ ১০২ ॥
নেক্ষেৎ পতিং ক্রুরদৃষ্ট্যা প্রাবয়েনৈব দুৰ্ব্বচঃ ।
নাশ্রিয়ং মনসা বাপি চরেদ্ভর্তৃঃ পতিব্রতা ॥
১০৩ ॥ কায়েন মনসা বাচা সৰ্ব্বদা প্রিয়-
কৰ্ম্মভিঃ । বা শ্রীণয়তি ভর্তারং সৈব ব্রহ্ম

কবিষা স্তীৰ্ণ-গমন, পুরুষদিগের নবকেব
কাবণ হয় । ৯৩—৯৯ । নারীদিগের ভর্তৃ-
শুশ্রূষা ব্যতীত তীর্থসেবা নাই, উপবাসাদি
ক্রিয়া নাই, ব্রত করাব নিয়ম নাই অর্থাৎ
এই সকল কৰ্ম্মজনিত ফল,—মাত্র স্বামি-
শুশ্রূষায় লাভ হয় ; সুতরাং এই সকল কার্য্য
করা বিহিত হয় নাই । স্বামীই স্ত্রীলোক-
দিগের তীর্থ, তপস্যা, দান, ব্রত এবং গুরু ।
অতএব নারী সৰ্ব্বাঙ্গব্যবণে পতিসেবা
করিবে । বাক্য দ্বারা, পরিচর্যা দ্বারা সৰ্ব্বদা
স্বামীর প্রিয়কার্য্য করিবে এবং সৰ্ব্বদা
তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিনী থাকিয়া পতি-বাক্য-
গণকে তুষ্ট করিবে । পতিব্রতা স্ত্রী, পতিকে
ক্রুরদৃষ্টিতে অবলোকন করিবে না,
দুৰ্ব্বাক্যও শুনাইবে না । মন দ্বারাও
স্বামীর অশ্রিয়-কার্য্য করিবে না । যে
স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সৰ্ব্বদা প্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠান
দ্বারা ভর্তাকে পরিতুষ্ট করেন, তিনি ব্রহ্ম-

পদং লভেৎ ॥ ১০৪ ॥ ন'স্তবজ্ঞঃ নিরীক্ষেত
নাশ্রয়ঃ সন্তাষণং চ ১০৫ । ন চাঙ্গং দর্শয়েদজ্ঞান
ভর্তৃরানুসারিনী ॥ ১০৬ ॥ তিষ্ঠেৎ পিত্রো-
বশে বাল্যে ভর্তৃঃ সস্তাপ্রযোবনে । বার্জক্যে
পতিবন্ধনাং ন পতঙ্গা ভবেৎ কচিৎ ॥ ১০৭ ॥
অজ্ঞাত-পতিমর্যাদাগজ্ঞাত-পতিসেবনাম্ ।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা শল্যমজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্ ॥
১০৮ ॥ নরমাংসং ন ভুঞ্জীয়াদ্ভুক্তিপশু-
স্তথা । বহুপকারকান্ গাং মাংসাদান
বশবর্ত্তিতান্ ॥ ১০৯ ॥ মূলানি গ্রামা-বন্যানি
মূলানি বিবিধানি চ । ভূমিজাতানি সৰ্ব্বানি
ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে ॥ ১১০ ॥ অধ্যাপনং
যাজনকং বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমম্ । অশক্ণো

পদ লাভ করেন । ভর্তার আশ্চানুসারিনী
নাথী, অশ্রু পুরুষের মুখ দেখিবে না, অশ্রু
পুরুষের সহিত সন্তাষণ করিবে না, অশ্রু
পুরুষকে স্ত্রীয়া অঙ্গ দেখাইবে না । ১০০—
১০৫ । স্ত্রীজাতি বাল্যকালে পিতার বশবর্ত্তিনী,
যৌবনকালে ভর্তার বশবর্ত্তিনী, বার্জক্যাবস্থায়
পতি-বাক্যবগণের বশবর্ত্তিনী থাকিবে,—কোন
অবস্থাতেই স্বাধীন হইতে পারিবে না ।
পিতা,—পতিমর্যাদানাজ্ঞাত, পতিসেবান-
ভিজ্ঞা, ধর্ম্মশাসনে অনভিজ্ঞা বালিকা কজ্ঞার
বিবাহ দিবে না । নরমাংস, নরাকৃতি-পশু
মাংস, বহুপকারক গো এবং রমহীন মাংস-
ভোজী জন্তু ভোজন করিবে না । হে শিবে !
ভূমিজাত-গ্রামা ও বন্য নানাবিধ মূল-
মূল স্বেচ্ছানুসাবে ভক্ষণ করিতে পারিবে ।
অজ্ঞানের অধ্যাপন এবং যাজনক—এই দুটো

ক্ষত্রিয়বিশাং বৃত্তৈর্নির্কাহমাচরেৎ ॥ ১১০ ॥
 রাজ্ঞানাক্ষত্রিয়সংগ্রামো ভূমিশাসনম্ ।
 অত্রাশক্তৌ বনিগৃহং শূদ্রবৃত্তমথ্যশ্রেয়ং ॥
 ১১১ ॥ বাণিজ্যশকটৈশ্চান্য শূদ্রবৃত্তম-
 দুষণম্ । শূদ্রণাং পরমেশানি সেবা বৃত্তি
 বিধীয়তে ॥ ১১২ ॥ সমাস্তানাক্ষত্রিয়-
 বিশ্রবৃত্তাবৃত্তি। অধিকারোহস্তি দেবেশি
 দেহযাত্রাপ্রসিক্ষয়েৎ ॥ ১১৩ ॥ অদ্বৈত-
 শাস্ত্রঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ । নির্মমঃ সর্বো
 নিকপটঃ স্ববৃত্তৌ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ১১৪ ॥
 অধ্যাপয়েৎ পুত্রবৃত্ত্যা শিষ্যান্ সমাগ-

বৃত্তি উত্তম । অশক্ত হইলে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি,
 তাহাতে অশক্ত হইলে বৈশ্য-বৃত্তি দ্বারা
 জীবিকানির্কাহ করিবে । সংগ্রাম ও
 প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়দিগের সদ্বৃত্তি । এই
 বৃত্তি দ্বারা অশক্ত হইলে, বৈশ্য-বৃত্তি,
 তাহাতেও অশক্ত হইলে শূদ্র-বৃত্তি
 আশ্রয় করিবে । হে পরমেশানি ! বাণিজ্য
 অসমর্থ বৈশ্যদিগের শূদ্র বৃত্তি অশ্রয় দৃশ-
 য় নহে । শূদ্রদিগের সেবা-বৃত্তি বিহিত
 আছে । ১১০—১১২ । হে দেবেশি ।
 সমাগ্র বর্ণ- (পরাম-বর্ণ) দিগের দেহ-রক্ষার
 জন্য ব্রাহ্মণবৃত্তি ভিন্ন সকল বৃত্তিতেই
 অধিকার আছে । স্ববৃত্তি-স্থিত ব্রাহ্মণ,—
 দেবশূদ্র, মমতাবর্জিত, শাস্ত্র, সত্যবাদী,
 জিতেন্দ্রিয়, মামসর্ঘ্যবহিত ও অকপট
 হইবেন ; সৎপথাবলম্বী শিষ্যদিগকে পুত্র-
 োর্থে অধ্যয়ন করাইবেন ; সর্বলোক-
 হিতৈষী ও পক্ষপাত-শূন্য হইবেন ।

বর্ত্তিনঃ । সর্বলোকহিতৈষী স্ত্রাং পক্ষ
 পাতনির্মুখঃ ॥ ১১৫ ॥ মিথ্যালাপমহ্মাক
 বাসনীপ্রিয়ভাষণম্ । নীচৈঃ প্রসক্তিং দত্তক
 সর্বথা ব্রাহ্মণস্ত্যজেৎ ॥ ১১৬ ॥ যুগ্মসা
 গহিতা সকৌমর্য্যাত্নৈঃ সন্ধিরক্ষমা । মৃত্যু-
 র্জয়ো বা যুদ্ধে দু রাজ্ঞান্যং বরাননে ॥
 ১১৭ ॥ আলোভী স্ত্রাং প্রজাবিন্দে গৃহীয়াৎ
 মগ্নিতং করম্ । রক্ষসকীকৃতং ধর্ম্মং পুত্র-
 বৎ পালয়েৎ প্রজাঃ ॥ ১১৮ ॥ স্ত্রাং যুদ্ধ
 তথা সন্ধিং কৰ্ম্মাণ্যস্তানি যানি চ ।
 মগ্নিভিঃ সহ কুবীর্ত্ত বিচার্য্য সর্বথা
 নৃপঃ ॥ ১১৯ ॥ ধর্ম্মযুদ্ধেন যোদ্ধব্যং স্ত্রাং
 পুত্রক্লিয়াঃ । করণীয়া যথাসমুদ্রং সন্ধিং
 কুর্ঘাদযথাবলম্ ॥ ১২০ ॥ উপাট্টেঃ সাধয়েৎ

ব্রাহ্মণ,—মিথ্যা-কথা, অশ্রুয়া, বাসন
 (মগ্নাদ্যুর্জাদি), অপ্রিয় বাক্য, নীচলোকের
 সহিত মৎসর্গ এবং দত্ত সর্বথা করিবেন
 না । হে বরাননে ! ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে
 সন্ধি অবধারণ হইলে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা
 নিন্দনীয় । সম্মানপূর্ব্বক সন্ধি স্থির
 রাখিবেন এবং যুদ্ধে জয় বা মৃত্যু—উভয়ই
 উত্তম । রাজা, প্রজার ধনে আলোভী
 হইবেন, নিঃসমত কর গ্রহণ করিবেন এবং
 পীকৃত ধর্ম্ম রক্ষাপূর্ব্বক প্রজাসমূহকে পুত্র-
 বৎ প্রতিপালন করিবেন । ১১৩—১১৮ ।
 স্ত্রাং, যুদ্ধ, সন্ধি এবং অস্ত্রাচ্ছ রাজকীয়
 কার্য্য সকল, রাজা সর্বদা মমিগণের সহিত
 বিচারপূর্ব্বক করিবেন । ধর্ম্মসম্মত যুদ্ধ
 করিবেন, স্ত্রাং দত্ত ও পুত্রদার করিবেন

কার্য্যং যুদ্ধং সাক্ষিক শত্রুভিঃ । উপায়ানুগতঃ
সৰ্ব্বা জয়ক্ষেমবিভূতয়ঃ ॥ ১২১ ॥ শ্রীচ-
ক্ষত্রপতিঃ সদা বিজয়প্রিয়ঃ । ধীরো
বিপত্তৌদয়শ্চ শীঘ্রান্ সঙ্গি ভব্যী ॥ ১২২ ॥
নিপুণো দুর্গমংকারে শত্রুনিগ্ৰহবিচক্ষণঃ ।
স্বমৈত্র্যভাবাঘেযী আচ্ছিন্নময়ৈবকৌশলম্ ॥
১২৩ ॥ ন হস্তমুচ্ছিতং যুদ্ধে ভ্যক্তশস্ত্রিন্
পরাভূষম্ । বলানীতান্ রিপূন দেবি
রিপুনাশিশুনপি ॥ ১২৪ ॥ জয়দক্ষিণি
বস্ত্রনি সন্ধিপ্ৰাপ্তানি বাসি চ । বিত্তবেৎ
তানি মৈত্র্যভ্যো যথাযোগ্যবিভাগতঃ ॥
১২৫ ॥ শৌৰ্য্যং বৃদ্ধক যোদ্ধাং জেতুং

এবং বলানুসাবে যথাশাস্ত্র সন্ধি করিবেন ।
উপায় দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন এবং
শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি, উপায় দ্বারা
করিবেন । যেহেতু সমস্ত জয়, মঙ্গল এবং
ঐশ্বর্য্য—উপায়ানুগত । নীচদক্ষে রত
হইবেন না, সৰ্ব্বদা পশ্চিমগণের প্রিয়
হইবেন ; কার্য্যকুশল, সুশীল, পরিমিতব্যয়ী
ও বিপত্তি সময়ে ধৈর্য্যশালী হইবেন ।
দুর্গমংকারে নিপুণ, শত্রুনিগ্ৰহ বিচক্ষণ ও
মিজ নিজ মৈত্র্যগণের ভাবাঘেযী হইবেন
এবং তাহাদিগকে রণ-কৌশল শিখাইবেন ।
হে দেবি । যুদ্ধে মুচ্ছিত, ভ্যক্ত-শাস্ত্র, পশায়ন-
ভংগব অথবা বলপূর্ব্বক আনীত শত্রুকে
এবং শত্রুদিগেব জী ও শিশু-সন্তানদিগকে
বিনাশ করিবেন না । যে সকল দ্রব্য জয়-
লব্ধ বা সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত, তৎসমস্ত যথা-
যোগ্য বিভাগে মৈত্র্যদিগকে বিতান

রাজ্য পৃথক পৃথক । বহুমৈত্র্যধিপং নৈকং
কুৰ্য্যাদাক্ষহিতে রতঃ ॥ ১২৬ ॥ নৈকামান্
বিশ্বমেদ্রজা নৈকং চ্যাবে মিমোজয়েৎ ।
সাম্যং ক্রৌড়োপহাসক নীচৈঃ সহ বিব-
র্জয়েৎ ॥ ১২৭ ॥ বহুভক্তঃ পলভ্যী
জিজ্ঞাসুর্জানবানপি । বতমানোহপি নিদমেদ্রা
ধীরো দত্ত-প্রদানয়োঃ ॥ ১২৮ ॥ জয়ং বা
চরদুষ্ট্যা বা প্রজ্ঞাভাবান্ বিলোকয়েৎ । এবং
সজনভৃত্যানাং ভাবান্ পশ্যেৎসদাশি ॥ ১২৯ ॥
ক্রোধাদস্তাং প্রমাদাদ্ভা সম্মানং শাসনং তথা
সহমা নৈব কর্তব্যং শাসিনা তদুদর্শিনা ॥
১৩০ ॥ মৈত্র্যমেনাধিপামাত্য-বনিতাপত্য-

করিবেন । যোদ্ধাদিগের বীৰ্য্য ও চরিত্র
রাজার পৃথক পৃথক ভাবে জানা উচিত ;
আত্মহিতে নিরত রাজা, এক ব্যক্তিকে বহু
মৈত্র্যের অধিপতি করিবেন না । ১১৯—১২৩
রাজা এক ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন
না, এক ব্যক্তিকে বিচারে নিযুক্ত করিবেন
না এবং নীচ লোকের প্রতি সমভাব প্রদর্শন
ক্রৌড়া ও উপহাস পরিত্যাগ করিবেন ।
নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেও মিত্রভাগী,
জ্ঞানবান হইলেও জিজ্ঞাসু, বত সম্মান-
পাত্র হইলেও দান্তশূন্য হইবেন । তিনি
দত্ত-প্রদান বা প্রমত্ততার সময় ধীর হইবেন,
জর্থাৎ উভয় সময়েই আকাবক্ষিতে সম-
ভাব অবলম্বন করিবেন । নরপতি অসুখ
অথবা চাইদৃষ্টি দ্বারা প্রমত্তনোব আভিপ্রায়
প্রকাশ্য করিবেন এবং তিনি সমস্ত
ভৃত্যবর্গের জ্ঞান দর্শন করিবেন—

মোক্ষার্থঃ । পালনায়ঃ সদোদ্যমোচ্চৈঃ পালন-
যথাবিধি ॥ ১৩১ ॥ উদ্যমঃ সত্যমর্থঃ
বাল্যঃ চ মৃতবান্ধবান্ জরাভিভূতান্ বৃদ্ধাংশ্চ
রক্ষয়েৎ পিতৃবনুশ্চ ॥ ১৩২ ॥ বৈশ্যানাং
কৃষিগণিজ্যং বৃদ্ধং বিক্রি সনাতনম্ যেনো-
পায়েন লোকানাং দেহযাত্রা প্রসিধ্যতি ॥ ১৩৩ ॥
অতঃ সর্বাঙ্গনাং দেবি বাণিজ্যকৃষিকর্মসু ।
প্রমাদব্যসনাশ্চ মিথ্যা শঠ্যং বিবর্জয়েৎ ॥
১৩৪ ॥ নিশ্চিত্য বস্ত্রতয়্যাদ্যুপায়ৈঃ সত্যতো
শিবে । পরস্পরাঙ্গীকরণং ক্রেয়সিক্তিস্ততো
ভবেৎ ॥ ১৩৫ ॥ মস্ত-বিগ্নিশ্চ-বালানামবি-

স্থায়ী ক্রোধ, দণ্ড বা প্রমাদ বশতঃ সহসা
সম্মান বা শাসন করিবেন না । সৈন্যগণের,
সেনাপতির ও অমাত্যবর্গের স্ত্রী, কন্যা,
পুত্র ও ভৃত্যবর্গ রক্ষার পালনীয় ; যদি
দোষযুক্ত হয়, তাহা হইলে যথাবিধি দণ্ডনীয়
হইবে । ১২৭—১৩১ । উদ্যম, অসমর্থ,
বালক, পীড়াভিভূত ও বৃদ্ধ—ইহারা মৃত-
বান্ধব হইলে রাজ্য তাহাদিগকে পিতার
জায় রক্ষা করিবেন । কৃষি-বাণিজ্যকেই
বৈশ্যদিগের সনাতন বৃত্তি বলিয়া জানিও ;
বৈশ্যকৃত যে কৃষি-বাণিজ্যরূপ উপায় দ্বারা
সমস্ত লোকের শরীর রক্ষা হইয়া থাকে ।
হে দেবি । এই হেতু বাণিজ্য ও কৃষিকর্মের
অনবধানতা, ব্যসন, আলস্য, মিথ্যা ব্যবহার
ও শঠতা, সর্বদা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ
করিবে । হে শিবে । ক্রেতা ও বিক্রেতা—
উভয়ের সত্যতিক্রমে বস্ত্র ও তয়্যাদ্য অব-
পারিত হইলে, পরস্পর স্বীকার করিলে,

প্রাণদান প্রিয়ে । বোগাবলাস্তবুদ্ধানা-
মসিক্তৌ দান-বিক্রয়ো ॥ ১৩৬ ॥ ক্রেয়সিক্তি-
রদৃষ্টানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ । বিপর্যয়ে
তদগুণানামন্তথা ভবতি ক্রেয়ঃ ॥ ১৩৭ ॥
কুঞ্জরোদ্বীকুরঙ্গানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ ।
বিপর্যয়ে তদগুণানামন্তথা ভবতি ক্রেয়ঃ ॥
১৩৮ ॥ কুঞ্জরোদ্বীকুরঙ্গানাং গুণদোষপ্রকা-
শনাৎ । বর্ষাতীতেহপি তৎ ক্রেয়মন্তথা
কর্ত্তুমর্কতি ॥ ১৩৯ ॥ ধর্মার্থকামমোক্ষানাং
ভোজনং মানবং বপুঃ । অতঃ কুলেশি তৎ-
ক্রেয়ো ন সিধ্যোগ্য শাসনাৎ ॥ ১৪০ ॥ যব-
গোধূমধাত্যানাং লাভোহর্ষেণ তে প্রিয়ে । যুক্ত-

ক্রেয় সিক্ত হইবে । হে প্রিয়ে । মস্ত,
বিগ্নিশ্চ, শোকার্ত্ত, বিশেষ উৎকণ্ঠিত,—
বালক, শত্রু-গৃহীত এবং রোগ-প্রভাবে
ভ্রান্ত-বুদ্ধিদিগের কৃত দান-বিক্রয় অসিক্ত ।
অদৃষ্ট বস্ত্রব গুণ শ্রবণেই ক্রেয় সিক্ত হয়,
কিন্তু তদগুণের বিপর্যয় হইলে বিক্রয়
অসিক্ত হইবে । হস্তী, উষ্ট্র ও অশ্বদিগের
গুণ-শ্রবণে ক্রেয়সিক্তি হয় ; পরন্তু যদি
বর্ণিত গুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই
ক্রেয় অসিক্ত হইবে । হস্তী, উষ্ট্র ও
অশ্বদিগের গুণদোষ প্রকাশ হইলে এক
বৎসর পরেও সেই ক্রেয় অন্তথা করিতে
পারিবে । ১৩২—১৩৯ । হে কুলেশ্বরী !
মানবদেহ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের
ভোজন স্বরূপ । অতএব আমার শাসন
হেতু, এই শরীরক্রেয় সিক্ত হইবে না ।
হে প্রিয়ে । যব, গোধূম ও ধাত্যের

শচুর্ধ্বো ধাতুনামষ্টবঃ পবিকীর্তিতঃ ॥ ১৪১ ॥
 স্বপ্ন কুর্যো চ বাণিজ্যে তথা সার্কেষু কৰ্ম্মসু ।
 যদ্বদঙ্গীকৃতং মৰ্ত্ত্যৈশ্চ কাৰ্য্যং শাস্ত্রসংগতম্ ॥
 ১৪২ ॥ দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভায়ী জিতেন্দ্রিঃ
 জিতেন্দ্রিয়ঃ । অশ্রমস্তো নিরালস্যঃ সেবা-
 বৃত্তো ভবেদ্রঃ ॥ ১৪৩ ॥ প্রভূর্নিত্যমগ্নো
 মাত্ত্বশৃঙ্গায় জ্ঞানীসমা । মাত্ত্বশৃঙ্গায়
 ভূতৈরিহামুত্র স্থধেপুংসু ॥ ১৪৪ ॥ ভর্তৃ-
 মিত্রানি মিত্রানি জানীযাৎ তদরীনরীন্ ।
 সতীতিঃ সৰ্ব্বদা তিষ্ঠেৎ প্রভোবাজ্ঞাং প্রতী-
 ক্ষয়ন্ ॥ ১৪৫ ॥ অপমানং গৃহচ্ছিত্তং শুশ্রূষাং

(ঋণ) বৎসবাস্তে মনের চতুর্ধ অংশমাত্র
 লাভ অর্থাৎ বৃদ্ধি হইবে । দ্বিত্যং
 (ঋণ) এক বৎসবে অষ্টম অংশ
 লাভ সিদ্ধিষ্ট হইয়াছে । স্বপ্ন, কৃষিকার্য্য,
 বাণিজ্য এবং অশ্রম সমুদায় কার্য্যই
 মনুষ্যগণ শাস্ত্রসংগত যাহা প্রীতি করিবে,
 সেই করাই কবিবে । সেবা-বৃত্তিস্থিত
 ব্যক্তি,—দক্ষ অর্থাৎ কার্য্যকুশল, পবিত্র,
 সত্যবাদী, জিতেন্দ্রি, জিতেন্দ্রিয়, মনস্ক ও
 নিরালস্য হইবে । ইহলোকে ও পরলোকে
 সুখাভিলাষী ভূত্যাগণ, প্রভুকে বিমুখ হইয়া
 সম্মান করিবে, ভৎসনকে মাতবৎ মাত্ত্ব
 করিবে এবং প্রভু বাক্যদিগকে দেবতাতুল্য
 সম্মান করিবে । প্রভুব মিত্রদিগকে নিজ
 মিত্র জ্ঞান করিবে, প্রভুর শত্রুদিগকে নিজ
 শত্রু জ্ঞান করিবে । সকল সময়েই প্রভুর
 আজ্ঞার প্রতীক্ষা করত মনুষ্য হইয়া আশ্রয়
 করিবে । ১৪০—১৪৫ । অপমান, গৃহচ্ছিত্ত,

কথিতক যৎ । ভর্তৃপালনিকরং যচ্চ
 গোপায়দতিমতঃ ॥ ১৪৬ ॥ অশোভঃ স্যাৎ
 পামিধনে সদা পামিহিতে রতঃ । তৎসমি-
 ধানসদ্যং ক্রৌড়াং হাশ্বং গতিতাজ্জং ॥ ১৪৭ ॥
 ন পাপমনসা পশ্চাদপি উদ্বাহিকং যীঃ ।
 বিবিক্তশয্যাং হাশ্বকং তাভিঃ সহ বিবর্জয়েৎ ॥
 ১৪৮ ॥ প্রভোঃ শয্যাসনং যানং বসনং
 ভাজনানি চ । উপানদ্রয়ণং শস্ত্রং নাত্মার্থং
 বিনিয়োজয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥ ক্ষমাং কৃতাপরা-
 ধম্ভং প্রার্থয়েদত্রৈঃ প্রভোঃ । প্রাগলভ্যং
 শ্রৌতবাদকং সাম্যাচারং বিবর্জয়েৎ ॥ ১৫০ ॥
 সৰ্ব্বৈ বর্ণাঃ সসংবৈব্রীক্ষে দ্ব হং তথামনম

গোপনের জন্তু কথিত বাক্য এবং যাহা
 প্রভুর পালনিকর, তাহা অতি যত্নে গোপন
 করিবে । পামি-ধনে লোভশূন্য হইবে,
 সৰ্ব্বদা পামি-হিতে রত থাকিবে । তাঁহার
 সমিধানে অসদ্যাক্য উচ্চারণ, ক্রৌড়া ও
 হাশ্ব, পরিত্যাগ করিবে । পামীর গৃহ-
 দামীদিগকেও পাপমনে দর্শন করিবে না ।
 তাহাদের সহিত বিবর্তনে শয়ন ও হাশ্ব
 বোতুক বর্জনে করিবে । প্রভুর শয্যা,
 আসন, যান, বসন, ভাজন অর্থাৎ পানাদি
 পাত্র, পাছুকা, ভূষণ, শস্ত্র—আপনার প্রয়ো-
 জনে নিয়োজিত করিবে না । যদি ভৃত্য
 অপরাধ করে, তাহা হইলে, প্রভুর সমীপে
 ক্ষমা প্রার্থনা করিবে । প্রভুর নিকট রহিতা,
 শ্রৌতবাদ (স্মার্ত্তাধি ও স্মার্ত্তোড়াকথা)
 ও সমতা-দর্শন পরিত্যাগ করিবে । হে
 শিব ! ভৈরবীচক্র ও তত্ত্বচক্র ব্যতীত

কুর্দারনু ভৈরবীচক্রাৎ উত্তরচক্রাদুত্তে শিনে ॥
 ১৫১ ॥ উত্তর মহেশানি শৈবোচ্চাঃ
 প্রকীৰ্ত্তিতঃ । তথাদানে চ পানে চ বর্ণভেদো
 ন বিদ্যতে ॥ ১৫২ ॥ শ্রীদেবীবাচ । কিমিদং
 ভৈরবীচক্রং উত্তরচক্রং কীদৃশম্ । তৎ সৰ্বং
 শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া বক্তুমর্হসি ॥ ১৫৩ ॥
 শ্রীমদাশ্বিন উবাচ । কুলপূজাবিধৌ দেবি
 চক্রানুষ্ঠানমীরিতম্ । বিশেষপূজা সময়ে ৬৭
 কার্যং সাধকোক্তমৈঃ ॥ ১৫৪ ॥ ভৈরবীচক্র-

সকল বর্ণ স্ব স্ব বর্ণের সহিত ব্রাহ্মবিবাহ ও
 ভোজন করিলে । কিন্তু হে মহেশানি ।
 উত্তর মলেই অর্থাৎ উত্তরচক্রে ও ভৈরবী-
 চক্রে নৈব-বিবাহ কথিত হইয়াছে এবং
 ঐ মলে অদন অর্থাৎ ভোজন ও পানের
 সময় বর্ণভেদ নাই । তাৎপর্য্য (এই হুই
 শ্লোকের) এই যে, নৈব-বিবাহে বর্ণবিচার
 নাই এবং নৈব-বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রী চক্র-
 দ্বয়ে প্রশস্ত,—অতঃ সকল কার্যে ব্রাহ্ম
 বিবাহে বিবাহিতা পত্নীই প্রশস্ত ; চক্রদ্বয়ে
 আহারে জ্ঞাতিভেদ নাই,—অতঃ সময়ে
 আছে । ১৪২—১৫২ । শ্রীদেবী কহিলেন,—
 এই ভৈরবীচক্রে কি উত্তরচক্রই বা কিরূপ ?
 আমি তৎসমস্ত প্রণ কহিতে ইচ্ছা করি,
 কৃপা করিয়া বল । শ্রীমদাশ্বিন কহিলেন,—
 হে দেবি । কুলপূজা-বিধিতে চক্রানুষ্ঠান
 কথিত হইয়াছে । সাধকোক্তমদিগের বিশেষ
 পূজা-সময়ে তাহা কৰ্ত্তব্য হে প্রিয়ে ।
 ভৈরবীচক্র বিষয়ে তাদৃশ কোন নিয়ম
 নাই ; যে কোন সময়ে এই শুভ ভৈরবী-

বিষয়ে ন তাদৃশ নিয়মঃ প্রিয়ে । বথাসময়ঃ
 মানাদ্য কুর্য্য চক্রমিদং শুভম্ ॥ ১৫৫ ॥
 বিধনমগ্ৰ বধ্যামি সাধকানাং শুভাবহম্ ।
 আরাধিতা যেন দেবী তুৰ্ণং যচ্ছক্তি বাঞ্ছিতম্ ॥
 ১৫৬ ॥ কুমাচার্য্যো রম্য ভূমিত্যে
 মুখমম্ । কামাদ্যনাস্ত্রীজেন সংশোধো-
 গনির্শেৎ ততঃ ॥ ১৫৭ ॥ সিন্দুরেন কুসীদেন
 কেবলেন জলেন বা । ত্রিকোণং চতুঃশ্রক
 মণ্ডলং রচয়েৎ সুবীঃ ॥ ১৫৮ ॥ বিচিত্রখট-
 মানীয় দধ্যাক্তনিমুক্তিতম্ । ফলপত্রবসংযুক্তং
 সিন্দুভিলকান্বিতম্ ॥ ১৫৯ ॥ সুবাসিতজল-
 পূর্ণং মণ্ডলে তত্র সাধকঃ । প্রণম্য তু-
 সংস্থাপ্য ধূপ-দীপো-প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৬০ ॥
 সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যাং চিত্তয়েদিষ্টদেবতম্ ।

চক্র করিবে । সাধকগণের মঙ্গল-কর ভৈরবী-
 চক্রের বিধান বলিতেছি ; যদ্বারা আরা-
 ধিতা হইলে, ভগবতী মন্তর বাঞ্ছিত ফল
 প্রদান করেন । কুমাচার্য্য রম্য ভূমিতে
 উত্তম আসন বিছাইয়া কামাদ্য অগ্ন অর্থাৎ
 “ক্লীং ফট্” এই মন্ত্র দ্বারা ঐ আসন
 শোধনান্তর তাহাতে উপবেশন করিবেন ।
 সুবুদ্ধি ব্যক্তি,—সিন্দুর, রক্তচন্দন অথবা
 কেবল অগ্ন দ্বারা ত্রিকোণ ও চতুর্ভুজ
 চতুঃশ্রক মণ্ডল প্রস্তুত করিবেন । সাধক,
 বিচিত্র খট আনয়ন করিবে তাহাকে ক্রমে
 দবি ও অক্ষত-যুক্ত, ফল-পত্রবোপেত, সিন্দুর-
 ভিলকযুক্ত এবং সুবাসিত-জল-পূর্ণ করিয়া
 প্রণবোচ্চারণান্তে সেই মণ্ডলে স্থাপনপূর্ব্বক
 ধূপ দীপ দেখাইবে । ১৫৩—১৬০ । গন্ধ-

সংক্ষেপপূজাবিধি। তত্র পূজাঃ সমাচরেৎ ॥
 ১৬১ ॥ বিশেষমাত্র বক্ষ্যামি শৃণুধামরবন্দিতে
 গুৰ্বাদিনবপাত্রাণাং নাত্র স্থাপনমিধ্যাক্ত ॥
 ১৬২ ॥ যথেষ্টং তত্ত্বমাদায় সংস্থাপ্য
 পুরতো ত্রতীং প্রোক্ষয়েদকমলৈঃ দিব্য-
 দৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥ অলিঘর্জে গন্ধ-
 পুষ্পাং মস্তা তত্র বিচিত্রয়েৎ । আনন্দ-
 ভৈরবীং দেবীমানন্দভৈরবং তথা ॥ ১৬৪ ॥
 নবযৌবনসম্পন্নং তরুণাকর্ণবিগ্রহাম্ ।
 চাক্রহাসামৃতভাসোন্নসদনপঙ্কজাম্ ॥ ১৬৫ ॥
 নৃত্যগীতকৃতামোদাং নানাভরণভূষিতাম্ ।
 বিচিত্রবসনাং ধ্যায়ৈধরাভিষেকরাসুজাম্ ॥ ১৬৬ ॥

পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যান
 করিবে এবং সংক্ষেপপূজা বিধি অনুসারে
 তাহাতে পূজা করিবে । যে সুর-বন্দিতে ।
 ইহাতে যাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছি
 অৰণ কর । ইহাতে গুরু প্রভৃতির নয়টি
 পাত্র স্থাপন প্রয়োজনীয় নহে । ত্রতী,
 যথেষ্ট তত্র সমুখে সংস্থাপন করিয়া
 অক্স অর্থাৎ 'ফট্' মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত
 করিয়া দিব্যদৃষ্টি অর্থাৎ অনিমিত্ত-দর্শন
 দ্বারা অবলোকন করিবে । অনন্তর অলিঘর্জে
 অর্থাৎ মস্ত্যপাত্রে গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া,
 তাহাতে আনন্দভৈরবী দেবী ও আনন্দ-
 ভৈরবের ধ্যান করিবে । (আনন্দভৈরবীর
 ধ্যান) বালসূর্য্যের আয় দীপ্যমানমুর্তি,
 মনোরম-হাস্য-সুধার কমলীয় কান্তি দ্বারা
 শোভমান-মুখ-কমলা, নৃত্যগীতে আনন্দিতা,
 নানালঙ্কার-বিভূষিতা, বিচিত্র-বসনা, বরাভয়-

ইত্যনন্দময়ীং ধাতা আরোহণানন্দভৈরবম্ ॥
 ১৬৭ ॥ কর্পূরপুৰুষবলং কমলায়তাকং
 দিব্যাস্ররাত্রপভূষিতদেহকান্তিম্ । বামেণ
 পানিকমলেন সুধাতাপাত্রং দক্ষিণ শুদ্ধি-
 গুটিকাং দধতং স্মরামি ॥ ১৬৮ ॥ ধ্যাত্বেবমু-
 ভয়ং তত্র সামরত্বেং বিচিন্তয়ন । প্রণবাদি-
 নমোহন্তেন নামমন্ত্রেণ দেশিকঃ । সংপূজ্য
 গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং শোধয়েৎ কারণং ততঃ ॥
 ১৬৯ ॥ পাশাদিত্রিকবীজেন গাহান্তেন
 কুলার্চকঃ । অষ্টোত্তরশতশ্রুত্যা জপন
 হেতুং বিশোধয়েৎ ॥ ১৭০ ॥ গৃহকাঠৈক-
 চিত্তনাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ । আদ্যতব-

করাকে ধ্যান করিবে । ১৬১—১৬৬ ।
 এইরূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া,
 আনন্দভৈরবকে স্মরণ করিয়া ধ্যান করিবে ।
 (আনন্দভৈরবের ধ্যান) কর্পূর-রাশির আয়
 শুক্লবর্ণ, কমলের আয় বিশালনেত্র, দিব্য-
 বসনে ও দিব্য-ভূষণে বিভূষিত দেহকান্তি,
 বাম-পানিকমল দ্বারা সুধাপূর্ণ পাত্র এবং
 দক্ষিণ-পানিকমল দ্বারা শুদ্ধি-গুটিকাধারীকে
 স্মরণ করি । সাধক এইরূপে উভয়ের ধ্যান
 করিয়া সেই সুরাপাত্রে উভয়ের সম-রসতা
 চিন্তা করত আদ্যতে প্রণব, অস্ত্র নমঃ-সং-
 যুক্ত নাম-মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা
 করণানন্তর সুরা শোধন করিবে । কুলপূজক,
 গাহান্ত-পাশাদি ব্রাজতয় অর্থাৎ "জাঃ ক্রীঃ
 ত্রেণঃ জাহা" এই মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ
 করিয়া হেতু অর্থাৎ সুরা শোধন করিবে ।
 প্রবল কলিকালে একমাত্র গৃহকার্য্য ।

প্রতিনিধি বিধেয়ং মধুরত্বম্ ॥ ১৭১ ॥
 ত্বং সিতা গান্ধিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্বম্ ।
 অলিপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ ॥
 ১৭২ ॥ স্তম্ভাবাং কলিজ্ঞানঃ কামবিভ্রান্ত
 চেতসঃ । তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং
 সামান্তবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥ অতস্তেযাং প্রতি-
 নিধৌ শেষতত্ত্ব পার্শ্বতি । ধ্যানং দেব্যাঃ
 পদান্তোজৈঃ স্বেষ্টমঙ্গলপত্থা ॥ ১৭৪ ॥
 ততস্ত্ব প্রাপ্ততত্ত্বানি পল্লবাদীনি যানি চ ।
 প্রত্যেকং শতধামেন মনুনা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥
 ১৭৫ ॥ সৰ্বং ব্রহ্মময়ং ধাত্বা নিমীল্য

কামনাং নিবিষ্টচিত্ত গৃহস্থদিগের আদ্যভক্তের
 প্রতিনিধি পক্ষে মধুরত্ব বিধেয় ।
 ১৬৭—১৭১ । ত্বং সিতা অর্থাৎ চিনি ও
 মধু মধুরত্ব বলিয়া জ্ঞাতব্য । ইহাকে অলি-
 রূপ অর্থাৎ গদ্যস্বরূপ মনে করিয়া দেবতাকে
 নিবেদন করিবে । কলিজাত মনুষ্য সকল
 স্তম্ভাবতঃ কাম দ্বারা বিভ্রান্ত-চিত্ত, অতএব
 সামান্ত-বুদ্ধি; শক্তিকে অর্থাৎ নারীকে
 শক্তিরূপে জানিতে পারিবে না । হে
 পার্শ্বতি । অতএব তাহাদিগের পক্ষে শেষ-
 তত্ত্বের অর্থাৎ গৈথুন-তত্ত্বের প্রতিনিধিতে
 দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান ও ইষ্টমঙ্গল জপ
 করিতে হইবে । অনন্তর মাংস প্রভৃতি
 যাহা প্রাপ্ত অর্থাৎ কলিকালে আদুষিত;
 প্রত্যেক, সমস্ত তত্ত্বের উক্ত মন্ত্র (আং
 ক্রীং ক্রোং স্বাহা) দ্বারা শতবার অভিমন্ত্রিত
 করিবে । পরে আনীত সমুদায় বস্তু ব্রহ্মময়
 জ্ঞান করিয়া নয়নদ্বয় নিমীলনপূর্বক

নয়নদ্বয়ম্ । নিবেদ্য পূর্ববৎ কালো পান-
 ভোজনমাচরেৎ ॥ ১৭৬ ॥ ইদং তৈরবী-
 চক্রং সৰ্বতন্ত্রেযু গোপিতম্ । তবাত্রে
 কথিতং ভজে সারংসারং পরাংপরম্ ॥ ১৭৭ ॥
 বিবাহো তৈরবীচক্রে তত্ত্বচক্রেহপি পার্শ্বতি ।
 সৰ্বথা সাধকেশ্রেষ্ঠ কৰ্ত্তব্যঃ শৈববর্জনা ॥ ১৭৮ ॥
 বিনা পরিণয়ং বীরঃ শক্তিসেবাং সমাচরন ।
 পরস্ত্রীগামিণাং পাপং প্রাপ্নুয়ামাত্র সংশয়ঃ ॥
 ১৭৯ ॥ সম্প্রাপ্তে তৈরবীচক্রে সৰ্ব্বৈ বর্ণা
 দ্বিজোত্তমাঃ । নিবৃন্তে তৈরবীচক্রে সৰ্ব্বৈ
 বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮০ ॥ মাত্র জাতি-
 বিচারোহস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্ । চক্রে
 মধ্যগতা বীরা মম রূপা নচাশ্রিতা ॥ ১৮১ ॥

পূর্ববৎ কালীকে নিবেদন করিয়া পান
 ও ভোজন করিবে । ১৭২—১৭৬ । হে
 ভজে । এই তৈরবীচক্র,—সার হইতেও
 সার, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ । সৰ্বতন্ত্রে
 গোপিত আছে । ইহা তোমার নিকট
 কথিত হইল । হে পার্শ্বতি । তৈরবীচক্রে
 ও তত্ত্বচক্রে শৈব-পদ্ধতিক্রমে বিবাহ-কার্য্য
 সম্পাদন করা সাধকশ্রেষ্ঠের কৰ্ত্তব্য । বিনা
 পরিণয়ে শক্তিসেবী বীর সাধক, পরস্ত্রী-
 গামীদিগের পাপ অর্থাৎ তৎপাপ সদৃশ পাপ
 প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । তৈরবী-
 চক্রে আরক্ত হইলে সৰ্বজাতীয় ব্যক্তিই
 দ্বিজশ্রেষ্ঠ । তৈরবীচক্র সমাপ্ত হইলে
 সমুদায় বর্ণই পৃথক্ পৃথক্ । এই তৈরবী-
 চক্রে মধ্যে জাতি-বিচার নাই, উচ্ছিষ্টাদি-
 বিচারও নাই । চক্রমধ্য-গত বীর সাধকগণ

ন দেশকালনিয়মো ন বা পাত্ৰবিচারণম্ ।
যেন কেনাছত্তং জব্যং চক্রেহস্মিন্ বিনি-
যোজয়েৎ ॥ ১৮২ ॥ দূরদেশাৎ সমাজীতং
পকং বাপকমেব বা । বীরেণ পশুনা বাপি
চক্রমধ্যগতং • শুচিঃ ॥ ১৮৩ ॥ চক্রারস্তে
মহেশানি বিদ্যাঃ সৰ্ব্বৈ ভ্রাকুলাঃ । বিভীতা-
স্তে পলায়ন্তে বীরাণাং ব্রহ্মতেজসা ॥ ১৮৪ ॥
পিণ্ডাচা শুষ্কা যক্ষা বেতলাঃ জুরজাতয়ঃ ।
শ্রুত্বা ভৈরবীচক্রং দূরং গচ্ছন্তি মাধবসম ॥
১৮৫ ॥ তত্র তীর্থানি সৰ্ব্বানি মহাতীর্থাদি-
কানি চ । সেত্ৰামরণাঃ সৰ্ব্বৈ তত্রানচ্ছন্তি
সাদরম্ ॥ ১৮৬ ॥ চক্রস্থানং মহাতীর্থং
সৰ্ব্বতীর্থবিকং শিবে । ত্রিশা যত্র বাস্তুতি

আমারই স্বরূপ, অত্যা নাহি । ১৭৭—১৮১
এই চক্রে দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, পাত্ৰ-
বিচার নাহি । যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক
আহৃত জব্য নিয়োজিত করিবে । বীরাচারী
বা পশুচারী কর্তৃক দূরদেশ হইতে আনীত
পক বা অপক জব্য চক্রমধ্যগত হইলেই
পবিত্র । হে মহেশ্বর ! ভৈরবীচক্রের
আরম্ভ সময়ে বীরগণের ব্রহ্মতেজঃ-প্রভাবে
উদ্ভিন্ন ও ভীত হইয়া বিদ্রমমুদয় পলায়ন
করে । পিণ্ডাচ, শুষ্ক, যক্ষ, বেতাল এবং
অপরাপর সমস্ত জুরজাতি, ভৈরবীচক্র
প্রদণ করিয়ামাত্র জয় পাইয়া দূরে গমন
করে । সেই স্থানে সমুদায় তীর্থ, মহাতীর্থ
প্রভৃতি এবং দেবরাজের সহিত সকল
দেবগণ আদর-সহকারে আগমন করেন ।
হে শিবে । চক্রস্থান মহাতীর্থ, স্তুরাং

তব নৈবেদ্যমুত্তমম্ ॥ ১৮৭ ॥ স্নেহেন
খপচেনাপি কিরাতেনাপি হৃণনা । আমং
পকং যদানীতং বীরহস্তাপিতং শুচিঃ ॥ ১৮৮ ॥
দৃষ্টা তু ভৈরবীচক্রং মম রূপাংচ সাধকানু ।
মুচ্যন্তে পাপপাশেষা কলিকায়দমিতাঃ ॥
১৮৯ ॥ এবল কলিকালে তু ন কুর্ঘ্যচক্র-
গোপনম্ । সৰ্ব্বত্র সৰ্ব্বদা বীরঃ সাধয়েৎ
কুলসাধনম্ ॥ ১৯০ ॥ চক্রমধ্যে বৃথালপং
চাক্ষুয্যং বহুভাষণম্ । নিষ্ঠাবনমধোবাযং
বর্ণভেদং বিবৰ্জয়েৎ ॥ ১৯১ ॥ জুরানু
খলানু পশুনা পাপানু নাস্তিকানু কুলদুষকানু ।
নিদকানু কুলশাস্ত্রাণাং চক্রাদুরতরং

সমুদায় তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; যাহাতে
দেবতারাও তোমার উত্তম নৈবেদ্য দানে
ইচ্ছা করেন । ১৮২-১৮৭ । স্নেহে,
খপচ, কিরাতে অথবা হৃণ কর্তৃক আনীত
আম বা পক জব্য বীর-হস্তে অর্পিত হইলেই
শুচি হইবে । কলি-কলুষ-দূষিত ব্যক্তি-
গণ,—ভৈরবীচক্র এবং মৎস্বরূপ সাধক-
গণকে দর্শন করিলেই পাপপাশ হইতে
মুক্ত হয় । এবল কলিকালে চক্রানুষ্ঠান
গোপন করিবার আবশ্যকতা নাহি । বীরা-
চারী সকল স্থানে সকল সময়ে কুলসাধন
করিবেন । চক্রমধ্যে বৃথালপ, চপলতা,
বাচালতা, নিষ্ঠাবন বা অধোবায, নিঃসারণ
এবং বর্ণভেদ অর্থাৎ বর্ণ-বিচার করিবে না ।
জুর, খল, পশুচারী, পাপী, নাস্তিক, কুল-
দুষক এবং কুলশাস্ত্রের নিদকদিগকে চক্র
হইতে দূরে ত্যাগ করিবে । হেহ জুর বা

তাজে ॥ ১১২ ॥ মেহাভয়াদানুরক্তা পশু-
চক্রে প্রবেশয়ন । কুলধর্ম্য পরিভ্রষ্টো
বীরোহপি নরকং ভ্রাজে ॥ ১১৩ ॥ ব্রাহ্মণাঃ
ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ সামান্তজাতয়ঃ ।
কুলধর্ম্মাভিতা যে বৈ পূজ্যাস্তে দেববৎ
সদা ॥ ১১৪ ॥ বর্ণাভিমানাচক্রে তু বর্ণভেদং
করোতি যঃ । স যাতি বোরনিরয়মপি
বেদান্তপারগঃ ॥ ১১৫ ॥ চক্রান্তর্গতকোলামাং
সাধুনাং শুদ্ধচেতসাম্ । সাক্ষাচ্ছিবস্বরূপাণাং
পাপাশঙ্কা ভবেৎ কৃতঃ ॥ ১১৬ ॥ যাবদ্-
াস্তি চক্রেষু বিপ্রাদ্যাঃ শৈবমার্গিণঃ ।
গবন্তু শান্তবাচারাংচরেয়ুঃ শিবলাসনাং ॥
১১৭ ॥ চক্রাধিনিঃসৃত্যঃ সর্বে স্বধবর্ণা-
গ্রমোদিতম্ । লোকযাত্রাপ্রসিদ্ধাধিঃ কুর্গ্যাঃ

অনুরাগ হেতুক পঞ্চাচারীদিগকে চক্রে
প্রবেশ করাইলে বীরাচারীও কুলধর্ম্ম-ভ্রষ্ট
হইয়া নরকে গমন করিবে । ১১৮—১১৩ ।
যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা সামান্ত
জাতি, কুলধর্ম্মাবলম্বী হইবে, তাঁহার সর্বদা
দেববৎ পূজ্য । যিনি বর্ণাভিমান বশতঃ
চক্রে বর্ণভেদ করিবেন, তিনি বেদান্তপারগ
হইলেও বোর-নরকগামী হইবেন । পবিত্র-
মনা সাধু এবং সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ চক্রান্তর্গত
কৌলিকদিগের কোথা হইতে পাপাশঙ্কা
হইবে ? শৈব-মার্গাবলম্বী বিপ্রাদিগণ যাবৎ
চক্রমধ্যে অবস্থিতি করেন, শিবের আদেশ-
ক্রমে তাহা শান্তবাচার অনুষ্ঠান করিবেন ।
ইহারা সকলে চক্র হইতে বিমুক্ত হইয়া
লোকযাত্রা-নির্বাহের নিমিত্ত স্ব স্ব বর্ণ ও

কর্ম্ম পৃথক পৃথক ॥ ১১৮ ॥ পুরুষা-
শতেনাপি শবমুচ্চিতাসনাং ॥ চক্রমধ্যে
সমাজ্ঞপ্তা তৎফলং লভতে সুধীঃ ॥ ১১৯ ॥
ভৈরবীচক্রমাহাশ্রয়ঃ কো বা ধিকুং ধামো
ভবেৎ । সফদেতৎপ্রকুর্বাণঃ সর্কেঃ পাপৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ১২০ ॥ যগামং ভূমিপালঃ স্ত্রীধ্বং
মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্ । নিত্যং সমাচরনু গঠো
ব্রহ্মনির্বাণমাপ্নয়াৎ ॥ ১২১ ॥ বহুনা কিমি-
হোক্তেন সত্যং জানীহি কালিকে । ইহা-
মুক্ত সুখাবাপ্তো কুলমার্গো হি নাপরঃ ॥ ১২২ ॥
কলেঃ প্রাবল্যসময়ে সর্বধর্ম্মবিবর্ত্তিতে ।
গোপনাং কুলধর্ম্মা কোলোহপি নারকী
ভবেৎ ॥ ১২৩ ॥ কথিতং ভৈরবীচক্রং

আশ্রমোক্ত কর্ম্ম পৃথক পৃথক সম্পাদন
করিবেন । শবাসন, মৃত্যুসন ও চিতাসনে
জরাজ হইয়া শত পুরুষের করিলে যে ফল
লাভ হয়, জ্ঞানী সাধক চক্রমধ্যে একবার
জপ করিলে সেই ফল লাভ করেন ।
১১৪—১১৯ । ভৈরবীচক্রের মাহাত্ম্য কোন
ব্যক্তি বলিতে সমর্থ হইবে । একবার ইহা
করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয় ।
ছয়মাস ইহা করিলে ভূপতি এবং এক
বৎসর ইহা করিলে মৃত্যুঞ্জয় হয় । নিত্য
আচরণ করিলে নির্বাণ-মুক্তি প্রাপ্ত হয় ।
হে কালিকে ! এ বিষয়ে আধিক কথায়
প্রয়োজন কি ? হে শ্রুত্রে ! সত্য জানিও
যে, কুলপদ্ধতি ব্যতীত ঐহিক ও পারিত্রিক
সুখ-লাভের উপায়ান্তর নাই । সর্বধর্ম্ম-শূন্য
কলির প্রাদুর্ভাবসময়ে কুলধর্ম্ম গোপন

ভোগমোক্ষসাধনম্ । তত্ত্বচক্রং কুলে-
শানি সাপ্রতং বচমি তত্ত্বগু ॥ ২০৪ ॥
তত্ত্বচক্রং চক্ররাজং দিব্যচক্রং তত্ত্বচ্যুতে ।
নাভ্রাধিকারঃ সর্বেষাং ব্রহ্মজ্ঞান সাধকান্
বিনা ॥ ২০৫ ॥ পরব্রহ্মোপাসকো যো ব্রহ্মজ্ঞ
ব্রহ্মতৎপরঃ । শুদ্ধাত্তঃকরণাঃ শান্তাঃ
সর্বপ্রাণিহিতে রতাঃ ॥ ২০৬ ॥ নির্বিকারা
নির্বিকঙ্গা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ । সত্য-
সঙ্কল্পকা ব্রাহ্মাস্ত্র এবাত্রাধিকারিণঃ ॥ ২০৭ ॥
ব্রহ্মভাবেণ তত্ত্বজ্ঞে যে পশ্যন্তি চরাচরম্ ।
তেষাং তত্ত্ববিদাং পুংসাং তত্ত্বচক্রেহধি-
কারিতা ॥ ২০৮ ॥ সর্বং ব্রহ্মময়ং ভাব-

করিলে কোলও নারকী হইবেন । ভোগ ও
মোক্ষের একমাত্র সাধন ভৈরবীচক্র কথিত
হইল । হে কুলেশ্বরী ! অধুনা তত্ত্বচক্র
ধলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর । তত্ত্বচক্র, চক্র
সকলের রাজা । ইহা দিব্যচক্র ধলিয়া
কথিত হয় । ব্রহ্মজ্ঞ সাধক ব্যতীত ইহাতে
সকলের অধিকার নাই । যাহারা পরমব্রহ্মের
উপাসক, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্ম-তৎপর, পবিত্রাত্ত-
করণ, সর্বপ্রাণীর হিতাচরণে রত, শান্ত,
নির্বিকার, তনু ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসী, দয়া-
শীল, দৃঢ়ব্রত, সত্যসঙ্কল্প এবং ব্রাহ্ম,
ঐহ্যারাই এই তত্ত্বচক্রে অধিকারী ।
২০০—২০৭ । হে তত্ত্বজ্ঞে ! যাহারা এই
চরাচরকে ব্রহ্মভাবে অবলোকন করেন,
সেই সকল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষদিগের এই তত্ত্ব-
চক্রে অধিকার আছে । হে দেবি ! এই
তত্ত্ব নামক চক্রে যাহাদের "সকলই ব্রহ্মময়"

চক্রেহধিঃস্তত্ত্বমংজ্ঞকে । যেষামুৎপদ্যতে
দেবি ত এষ তত্ত্বচক্রিণঃ ॥ ২০৯ ॥ ন
ষট্স্থাপনাত্রাস্তি ন বাহুল্যেন পূজনম্ ।
সর্বত্র ব্রহ্মভাবেণ সাধয়েৎ তত্ত্বসাধনম্ ॥
২১০ ॥ ব্রহ্মমজী ব্রহ্মনিষ্ঠে ভবেন্দ্রকোমরঃ
প্রিয়ে । ব্রহ্মজ্ঞঃ সাধকৈঃ সার্কং তত্ত্বচক্রং
সমারভেৎ ॥ ২১১ ॥ রম্যো স্তুনির্মলে দেশে
সাধকানাং সুখাবহে । বিচিত্রাসনমানীয়
কল্পয়েদ্বিমলাসনম্ ॥ ২১২ ॥ তত্রোপবিষ্ট
চক্রেণঃ সহিতো ব্রহ্মসাধকৈঃ । আনাদয়েতু
তত্ত্বানি স্থাপয়েদগ্রতঃ শিবে ॥ ২১৩ ॥
তারাদিপ্রাণবীজাত্তং শতাবৃত্তা জপন
মমুম্ । সর্বতত্ত্বেন চক্রেণ ইমং মন্ত্রগুদী-
রয়েৎ ॥ ২১৪ ॥ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিত্র ব্রাহ্মণৌ

এইরূপ ভাব হয়, ঐহ্যারাই তত্ত্বচক্রী অর্থাৎ
ঐহ্যাদিগেরই তত্ত্বচক্রে অধিকার আছে ।
ইহাতে ষট্স্থাপনা নাই, বাহুল্যরূপে পূজা
নাই । সকল স্থলেই ব্রহ্মভাবে তত্ত্ব সাধন
করিবে । হে প্রিয়ে ! ব্রহ্ম-মহোপাসক ও
ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি চক্রেণঃ হইবেন । তিনি
ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদিগের সহিত তত্ত্বচক্র আরম্ভ
করিবেন । রমণীয় ভক্তি নির্মল এবং সাধক-
দিগের সুখজনক এদেশে বিচিত্র আসন
আনয়ন করিয়া, বিমল আসন কল্পনা করি-
বেন । হে শিবে ! চক্রেণঃ সেই স্থানে
ব্রহ্ম-সাধকদিগের সহিত উপবেশন করিয়া
তত্ত্ব সমুদায় আহারণ করিবেন ও অনন্তর
সম্মুখে স্থাপন করিবেন । চক্রেণঃ, সকল
তত্ত্বের আদিত্য তার অর্থাৎ উপরে ঐহ্য-

ব্রহ্মণা হৃতম্ । ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম-
কর্মসমাদিনা ॥ ২১৫ ॥ সমুদ্রা বা ত্রিধা জ্ঞেয়া
তানি সর্বাণি শোধয়েৎ ॥ ২১৬ ॥ ততো
ব্রাহ্মণ মনুনা সমর্প্য পবমাননে । ব্রহ্মজ্ঞেঃ
পাঠকৈঃ সাক্ষিঃ বিদ্যাং পানভোজনম্ ॥ ২১৭ ॥
অচক্রে মহেশানি বর্ণভেদং বিবর্জয়েৎ ।
দেশ-কালনিয়মো ন পাত্রনিয়মস্তথা ॥ ২১৮ ॥
য কুর্ষতি নবা মুচা দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ ।
লভেদং বর্ণভেদং ॥ ২১৯ ॥ তে গচ্ছন্ত্যধমাং

গীত্র “হংসং” এই মন্ত্র শতবার জপ করিয়া
এই অর্থাৎ ব্রহ্মাণ গজ পাঠ করিবে ।
দ্বারা যজ্ঞে যতাদি আর্পণ করা যায়, তাহা
অর্পণ-পদবাচ্য অর্থাৎ জ্ঞানাদি, তাহা ব্রহ্ম;
তাহা অর্পিত হইতেছে অর্থাৎ যতাদি,
তাহাও ব্রহ্ম; ব্রহ্ম-অগ্নিতে স্বয়ং ব্রহ্ম-
কর্তৃক হৃত হইতেছে অর্থাৎ অগ্নি এবং
হোমকর্তাও ব্রহ্ম; এইরূপ ব্রহ্মকর্মে যাহার
চৈতন্যব্রতা জন্মে, তিনি ব্রহ্মলভই
করিয়া থাকেন ॥ ২০৮—২১৫ ॥ পূর্বোক্ত
মন্ত্র (“ব্রহ্ম—ধিনা” মূল) সাতবার কিংবা
তিনবার জপ করিয়া তৎসমস্ত তত্ত্ব শোধন
করিবে । অনন্তর ব্রহ্ম মন্ত্র দ্বারা তৎসমুদায়
পরমাত্মাতে উৎসর্গ করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞ সাধক-
গণের সহিত, একত্র পান ও ভোজন
করিবে । হে মহেশ্বরী ! এই ব্রহ্মচক্রে
জ্ঞাতিগত পার্থক্য পরিত্যাগ করিবে ।
ইহাতে দেশ-কালের নিয়ম কিংবা পাত্র-
নিয়ম নাই । যে সকল মুচা নর এই দিব্য-
চক্রে অবস্থামতা বশতঃ বৎসগত কিংবা

গতিম্ ॥ ২১৯ ॥ অতিঃ সর্বাশ্রয়তেন ব্রহ্মজ্ঞেঃ
সাধকোত্তমৈঃ । তত্ত্বচক্রমনুষ্ঠেয়ং ধর্ম্য-
কামার্থ-মুক্তয়ে ॥ ২২০ ॥ শ্রীদেবীবাচ ।
গৃহস্থানামনেষণ ধর্ম্যানকথ্যং প্রভো ।
সন্ন্যাসবিহিতানু ধর্ম্যান কপয়া বভূবুর্হসি ॥
২২১ ॥ শ্রীসদাশিব উবাচ । অবধূতা-
শ্রমো দেবি কথো সন্ন্যাস উচ্যতে । বিধিনা
যেন কর্তব্যস্তং সর্বাং শৃণু সাস্ত্রাতম্ ॥ ২২২ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্বকর্মণি ।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমশ্রয়েৎ ॥
২২৩ ॥ বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ ক্ষিত্যে জার্যাং
পতিব্রতম্ । তাত্ত্বাহমর্ষান বৃদ্ধাঃ চ প্রব্রজন্ত

জ্ঞাতিগত বৈষম্য করিয়া থাকে, তাহা বা
অতি নিকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হয় । অতএব ব্রহ্মজ্ঞ—
সাধক-প্রধান,—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের
নিমিত্ত সর্বপ্রকার যত্নে তত্ত্বচক্রের অনুষ্ঠান
করিবেন ॥ ২১৬—২২০ ॥ শ্রীদেবী কহিলেন,
—হে প্রভো ! আপনি আশেষ প্রকার গৃহস্থ-
দিগের ধর্ম কহিয়াছেন, এক্ষণে অনুগ্রহ-
পূর্বক সন্ন্যাস-বিহিত ধর্ম্য-সমুদায় বলুন ।
শ্রীসদাশিব কহিলেন,—হে দেবি ! কলিযুগে
অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাস বলিয়া কথিত । যে
বিধি দ্বারা সন্ন্যাস আশ্রম কর্তব্য, তাহা
এক্ষণে প্রবণ কর । ব্রহ্মজ্ঞান, উৎপন্ন
হইলে, সমুদায় কাম্য-কর্ম রহিত হইলে,
অধ্যাত্ম-বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম
অবলম্বন করিবেন । বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশু
পুত্র, পতিব্রতা ভার্যা, অসমর্থ বন্ধুবর্গ—
এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, যিনি প্রব্রজ্য

নারকী ভবেৎ ॥ ২২৪ ॥ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো
বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্ত্র্য এব চ । কুলাবধূত-
সংস্কারে পঞ্চানামধিকারিতা ॥ ২২৫ ॥
সম্পাদ্য গৃহকৰ্ম্মানি পরিতোষ্য পবানপি ।
নির্মমো নিগম্যাস্তেহমিকায়ো বিজিতে-
স্ত্রিয়ঃ ॥ ২২৬ ॥ অহুয় স্বজ্ঞান বন্ধুনা গ্রাম-
জ্ঞান প্রতিবাসিনঃ । । প্রীতানুমতিমবিস্তেদু-
গৃহাজ্জিগমিযুর্জনঃ ॥ ২২৭ ॥ তেষামনুজ্ঞা-
মান্যে প্রথম্য পরদেবতাম্ । গ্রামে প্রদ-
ক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষা গৃহাদিয়াৎ ॥ ২২৮ ॥
মুক্তঃ সংসারপাশেভ্যঃ পরমানন্দনির্বৃত্তঃ ।
কুলাবধূতং ব্রহ্মজ্ঞং গতা সংপ্রার্থয়েদিদম্ ॥
২২৯ ॥ গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মনু মঠেভ্যঃ

কবিবেন, তিনি নরকে গমন করিবেন ।
কুলাবধূত-সংস্কারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,
শূদ্র ও সামান্ত্র্য জাতি—এই পাঁচ বর্ণেরই
অধিকার আছে । সাধক, গৃহস্থোচিত
কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া, আত্মীয়-স্বজন
সকলকেই পরিতুষ্ট করিয়া, যমতা-শূদ্র,
কামনা-শূদ্র ও জিতেস্ত্রিয় হইয়া গৃহ হইতে
নির্গত হইবে । গৃহস্থাস্রম ত্যাগ করিয়া
গমন করিতে অভিলাষী ব্যক্তি,—আত্মীয়-
স্বজন, বন্ধু ও প্রতিবেশিগণকে এবং গ্রামস্থ
জনগণকে ডাকিয়া প্রীতিপূর্ণ-মনে অনুমতি
প্রার্থনা করিবে । পরে সকলের অনুমতি
গ্রহণান্তর অতীষ্ট-দেবতাকে প্রণাম-
পূর্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ কবিয়া নিরপেক্ষ-
হৃদয়ে গৃহ হইতে নির্গত হইবে । সংসার-
বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ-লাভে

বয়ঃ । প্রসাদং কুরু মে নারী সম্যগগ্রহণং
প্রতি ॥ ২৩০ ॥ নিবৃত্তগৃহকৰ্ম্মানুং বিচার্য
বিধিবদুগ্ৰঃ । শান্তং বিবেকিনং বীক্ষ্য
দ্বিতীয়াশ্রমমাদিশেৎ ॥ ২৩১ ॥ ততঃ শিষ্যঃ
কৃতজ্ঞানো যতাত্মা বিহিতাহিকঃ । ঋণত্রয়-
বিমুক্ত্যর্থং দেবর্ষীনর্চয়েৎ পিতৃনু ॥ ২৩২ ॥
দেবা ব্রহ্মা চ বিমুচ্যেৎ ব্রহ্মা চ স্বর্গগৈঃ সহ
ঋণত্রয়ঃ সনকাদ্যাস্তে দেব-ব্রহ্মর্ষয়স্তথা ॥ ২৩৩ ॥
অত্র যো পিতরঃ পূজ্যা বধ্যায়ামি শূণু
ভানপি ॥ ২৩৪ ॥ পিতা পিতামহশ্চৈব

সুখা হইয়া, কুলাবধূত ব্রহ্মজ্ঞের নিকট
গিয়া ইহা প্রার্থনা করিবে, “হে পরব্রহ্মনু ।
গৃহস্থাস্রমে আমার এই বয়স কাটিয়া
গিয়াছে । হে নাথ । আমি এক্ষণে সম্যগ-
গ্রহণেব নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি,—
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।” ২২১—২৩০ ।
ওর বিচার করিয়া নিবৃত্ত-গৃহকৰ্ম্মা সেই
ব্যক্তিকে শান্ত ও বিবেক-যুক্ত দেখিয়া
দ্বিতীয় আশ্রম আদেশ করিবেন । তদনন্তর
শিষ্য জ্ঞান করিয়া সংযতাত্মা হইয়া
আহিককৰ্ম্ম সমাধাপূর্বক ঋণত্রয় হইতে
মুক্তিলাভের নিমিত্ত দেবগণ, ঋষিগণ ও
পিতৃগণের তর্পণ করিবেন । দেবগণ—
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অমৃত্যুগণেব সহ ব্রহ্ম ;
ঋষিগণ—সনক প্রভৃতি দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি-
গণ । যে সকল পিতৃগণ সম্যগ-গ্রহণের
সময় পূজ্য, তাহা তোমার নিকট বলি-
তেছি—ভাবণ কর । হে দেবি । পিতা,
পিতামহ, প্রপিতামহ,—মাতা, পিতামহী,

প্রপিতামহ এবচ্চ । মাতা পিতামহী দেবি
তথৈব প্রপিতামহী । মাতামহাদয়োহপ্যেবং
মাতামহাদয়োহপি চ ॥ ২৩৫ ॥ প্রাচ্যাম্বীনু
যজ্ঞেদেবানু দক্ষিণম্ভ্যং পিতৃনু যজ্ঞেৎ । মাতা-
মহান্ প্রতীচ্যাক পূজয়েম্যাসকর্ম্মণি ॥ ২৩৬ ॥
পূর্ব্বাদিক্রমতো দদ্যাদাসমানাং দ্বয়ং দ্বয়ম্ ।
দেবাদীনু ক্রমতস্তত্রাবাহু পূজাং সমাচরেৎ ।
সমর্চ্য বিধিবৎ তেজ্যঃ পিতৃনু দদ্যাৎ
পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩৭ ॥ পিতৃপ্লদানবিধিনা
দত্ত্বা পিতৃং যথাক্রমম্ । কৃতাজ্জলিপুটো
ভূত্বা প্রার্থয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥ ২৩৮ ॥
তৃপ্যধ্বং পিতরো দেবা দেবর্ষিগাতৃকাগণাঃ ।
ঔর্ণাতীতপদে যুযমনুগী কুরুতাচিয়াৎ ॥ ২৩৯ ॥

প্রপিতামহী,—মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ-
প্রমাতামহ,—মাতানন্দী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ-
প্রমাতামহীকে পূজা করিতে হইবে ।
সম্যাস গ্রহণ করিবার সময় পূর্ব্বদিকে দেব-
গণের ও ঋষিগণের পূজা করিতে হইবে ;
পশ্চিমদিকে মাতামহ-পক্ষের পূজা করিবে ।
পূর্ব্বদিক্ হইতে আবস্ত করিয়া দুই দুই
আসন স্থাপন করিবে । এই আসনে
ক্রমশঃ দেবপ্রভৃতির আবাহন করিয়া
পূজা করিতে আরম্ভ করিবে । অনন্তর
যথাবিধানে সকলের অর্চনা করিয়া পৃথক্
পৃথক্ পিণ্ডদান করিবে । ২৩১—২৩৭ ।
এইরূপে পিণ্ডদানের বিধানানুসারে যথা-
ক্রমে পিণ্ডদান করিয়া পিতৃগণের ও দেব-
গণের নিকট প্রার্থনা করিবে ; “হে পিতৃগণ ।
হে মাতৃগণ । হে দেবগণ । হে দেবর্ষিগণ ।

ইত্যনুগাং প্রার্থয়িত্বা প্রথম্য চ পুনঃপুনঃ ।
ঋণজয়বিনির্মুক্ত আত্মাত্মকং প্রকণ্ডয়েৎ ॥
২৪০ ॥ পিতা হ্যষ্টোব সর্বেষাং তৎপিতা
প্রপিতামহঃ । আত্মাত্মার্পণার্থম্, কুর্যাদা-
ত্মক্রিয়াং সুখীঃ ॥ ২৪১ ॥ উত্তরাভিমুখো ভূত্বা
পূর্ব্ববৎ কলিত্বাসনে । আবাহ্যাপিতৃনু দেবি
দদ্যাৎ পিতৃং সমর্চয়ন্ ॥ ২৪২ ॥ প্রাগগ্রানু
দক্ষিণাগ্রাংচ পশ্চিমাগ্রানু যথাক্রমাৎ ।
পিণ্ডার্থমাস্তরেদভীকুদগগ্রানু , স্বকর্ম্মণি ॥
২৪৩ ॥ সমাপ্য আককর্ম্মণি গুরুদর্শিত্বা

আমি ঔর্ণাতীত-পদে গমন করিতেছি,
আপনারা শীঘ্র আমাকে ঋণ হইতে মুক্ত
করুন ।” এইরূপে দেবগণ, ঋষিগণ,
পিতৃগণ ও মাতৃগণের নিকট বারংবার
প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের নিকট আপ-
নার আনুগা প্রার্থনা করিয়া ঋণজয়-বিনির্মুক্ত
সাধক আত্মাত্মক করিবে । আত্মাই সকলের
পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহঃ, অতএব
জ্ঞানী ব্যক্তি পরমাত্মাতে আত্ম-সমর্পণ
করিবার নিমিত্ত আপনার আক করিবেন ।
হে দেবি । পূর্ব্ববৎ পরিকলিত আসনে
উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবে এবং
নিজ পিতৃগণকে আবাহন করিয়া অর্চনা
করত পিণ্ডদান করিবে । দেবগণের ঋষি-
গণের ও পিতৃগণের পিণ্ডদানের, নিমিত্ত
যথাক্রমে পূর্ব্বাগ্র, দক্ষিণাগ্র, পশ্চিমাগ্র
এবং আপনার পিণ্ডদানের নিমিত্ত উত্তরাভি-
মুখ কুশ বিস্তীর্ণ করিবে । যুমুক্ষু ব্যক্তি
গুরু-প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া

বর্জনা। 'যুগ্মচিহ্নকৃত্যর্থমিগং মজং শতং
জপেৎ ॥ ২৪৪ ॥' হ্রীং ত্র্যম্বকং যজামহে
সুগন্ধিং পুষ্টিবর্জনম্। উর্বারুকমিব বক্ষনান্
মৃত্যোর্মুগ্মীর মামৃতাম্ ॥ ২৪৫ ॥ উপাসনামু-
সারেণ বেদ্যাং মণ্ডলপূর্বকম্। সংস্থাপ্য
কলসং তত্র গুরু পূজাং সমাবুভেৎ ॥
২৪৬ ॥ ততস্ত পুরমং ব্রহ্ম ধাত্বা শান্ত্ব-
বজ্রম্। বিধায় পূজাং ব্রহ্মজ্ঞো বহ্নি-
স্থাপনমার্চয়েৎ ॥ ২৪৭ ॥ প্রাপ্তস্তসংস্কৃতে
বহ্নৌ স্বকল্লোক্তাহতিং গুরুঃ। দত্তা শিষ্যং
সমাহুয় সাক্ষরং হাবুধেৎ 'তু তম্ ॥ ২৪৮ ॥
আদৌ ব্যাহতিভিত্ত্বা প্রাণহোমং প্রকল্প-
য়েৎ। প্রাণাপানৌ সমানশ্চৈদানব্যানৌ চ
বায়বঃ ॥ ২৪৯ ॥ তত্ত্বহোমং ততঃ কুর্যাদ-

প্রাককর্ম সমাপনপূর্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত
শিবীর 'হ্রীং ত্র্যম্বকং' এই মন্ত্র জপ
করিবে। ২৩৮—২৪৫। অনন্তর 'গুরু',
পূজাপদ্ধতি অনুসারে বেদীতে মণ্ডল প্রস্তুত
করিয়া তদুপরি কলস সংস্থাপনপূর্বক পূজা
আরম্ভ করিবেন। পরে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি,
পরম ব্রহ্মের 'ধ্যানপূর্বক শৈব-পদ্ধতি
অনুসারে পূজা করিয়া বহ্নি-স্থাপন করি-
বেন। 'অনন্তর' গুরু পূর্বকথিত সংস্কৃত
বহ্নিতে 'স্বকল্লোক্ত' আহতি প্রদান করিয়া,
শিষ্যকে আহ্বানপূর্বক সাক্ষর হোম
করাইবেন। প্রথমতঃ মহাব্যাহতি হোম
করিয়া প্রাণ-হোম অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চ-
বায়ুর হোম করিবে। প্রাণ, অপান, সমান,
উদান ও ব্যান,—এই 'পঞ্চ প্রাণবায়ু।

দেহাআধ্যাসমুজ্জয়ে। পৃথিবী মলিলং
বহ্নির্বায়ুরাকাশমৈব চ ॥ ২৫০ ॥ গন্ধো রসশ্চ
রূপঞ্চ স্পর্শঃ শব্দো যথাক্রমাৎ। ততো
বাকৃপানিপাদাশ্চ পায়ুপর্শো ততঃ পরম্ ॥
২৫১ ॥ জ্যোত্রে ত্বঙ্ নয়নং জিহ্বা জাগং
বুদ্ধী জিহ্মাণি চ। মনো বুদ্ধিশ্চ চিত্তকাহকারো
দেহজঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৫২ ॥ সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মানি
প্রাণকর্মানি যানি চ। এতানি মে-পদান্তে
চ শুধ্যন্তাং পদমুচ্চরেৎ ॥ ২৫৩ ॥ হ্রীং
জ্যোতিবহং বিবজা বিপাপমা ভুয়ামং
দ্বিষ্ট ইত্যপি ॥ ২৫৪ ॥ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি

অনন্তর দেহে আত্মার আধ্যাসের অর্থাৎ
দেহকে আত্মা বলিয়া যে ভ্রম হয়, তাহার
বিনিবৃত্তির নিমিত্ত তত্ত্বহোম করিতে হইবে।
'পৃথিবী' ইত্যাদি "প্রাণকর্মানি" পর্যন্ত
সমস্ত বস্তু নির্দেশ করিয়া, "এতানি মে"
পদের অন্তে "শুধ্যন্তাং" পদ উচ্চারণ
করিবে; পরে 'হ্রীং' জ্যোতিবহং বিবজা
বিপাপমা ভুয়ামং স্বাহা' ইহা বলিবে (ইহা
তত্ত্বহোমের মন্ত্র)। অর্থ এই,—পৃথিবী,
মলিল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ,
স্পর্শ, শব্দ, বাক্য, পানি, পাদ, পায়ু,
উপশ্র, জ্যোত্রে ত্বঙ্ নয়ন জিহ্বা জাগ—
এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,—মন, বুদ্ধি, চিত্ত,
আহকার, দেহজ সমুদায় কার্য্য, সমুদায়
ইন্দ্রিয়কার্য্য, যে সমুদায় প্রাণ-কার্য্য—এই
এই সকল আমার শুদ্ধ হউক; জ্যোতিঃ-
স্বরূপ আমি ব্রহ্মঃ ও পাপশূন্য হই।
এইরূপে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও সমুদায়

কর্মানি দৈহিকানি চ । হুত্বাণ্যো নিষ্ক্রিয়ো
দেহং যুতবচ্চিস্তয়েৎ ততঃ ॥ ২৫৫ ॥ বিভাব্য
যুতবং কাযং রহিতং সর্বকর্ষণা । আরংস্তং
পরমং ব্রহ্ম যজ্ঞহুত্বং সমুচ্চরেৎ ॥ ২৫৬ ॥
ঐং ক্লীং হুংস ইতি মন্ত্রেণ স্বকাত্ত্বার্থ্য
মম্ববিৎ । যজ্ঞহুত্বং করে কৃত্বা পাঠিত্বা
বাহুতিত্রয়ম্ । বহিঃস্বায়াং সমুচ্চাৰ্য্য দ্বতাক্ষ-
মনসে নিপেৎ ॥ ২৫৭ ॥ হুত্বৈবমুপবীতক
কামবীজং সমুচ্চরন । ছিত্ত্বা শিখাং করে
কৃত্বা যুতমধ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ২৫৮ ॥ ব্রহ্ম-
পুত্রি শিখে তুং হি । বালরূপা তপস্বিনী ।
দীপ্যতে পাবকে স্থানং গচ্ছ দেবি নমোহস্ত

দৈহিক কর্ম অগ্নিতে হোম করিয়া নিষ্ক্রিয়
হইয়া পরে নিজ শরীর যুতবং চিত্ত
করিবে । ২৫৬—২৫৫ । এইরূপে নিজ
শরীর যুতবং ও সর্ব-কর্ম-রহিত ভাবনা
করিয়া সেই পরম-ব্রহ্ম স্মরণ করত গলদেশ
হইতে যজ্ঞহুত্ব উচ্চত করিবে,—বক্ষঃস্থল
হইতে ব্রহ্মদেশে রাখিবে । অনন্তর তজ্জ
ব্যক্তি “ঐ” ক্লীং হুং” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক
ব্রহ্ম হইতে যজ্ঞহুত্ব উচ্চারণ ও হস্তে ধারণ,
বাহুতিত্রয় পাঠ এবং স্বাহা এই পদ
উচ্চারণ করিয়া যুত-সংযুক্ত ঐ যজ্ঞোপবীত
অগ্নিতে নিষ্কোপ করিবে । এইরূপে যজ্ঞো-
পবীত হোম করিয়া কামবীজ অর্থাৎ “ক্লীং”
উচ্চারণ করত শিখাচ্ছেদনপূর্বক হস্তে ধারণ
করিয়া যুতমধ্যে স্থাপন করিবে । হে
ব্রহ্মপুত্রি । হে শিখে ! তুমি কেশরূপা
তপস্বিনী । হে দেবি ! তোমাকে অগ্নিতে

তে ॥ ২৫৯ ॥ কামং মায়াং কুর্চ্চমন্ত্রং বহিঃ-
জায়ামুদীবয়ন । তস্মিন্ হুসংস্কৃতে বহৌ
শিখা-হোমং সমাচরেৎ ॥ ২৬০ ॥ শিখামাতিত্যা
পিতরো দেবী দেবর্ষয়স্তথা । সর্বকর্ষণা-
শ্রমকর্মানি নিবসন্তি শিখেপরি ॥ ২৬১ ॥
অতঃ সন্তপ্য তাঃ সর্বা দেবর্ষি-পিতৃ দেবতাঃ ।
শিখাহুত্বপরিত্যাগাদেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ।
যজ্ঞহুত্ব-শিখাত্যাগাৎ সন্ন্যাসঃ শ্রাদ্ধ দ্বি-
জয়নাম্ ॥ ২৬২ ॥ শূদ্রাণামিতরেযাক শিখাং
হুত্বৈব সংস্ক্রিয়া । ততো যুক্তশিখাহুত্রেঃ প্রণ-
মেদগুবদগুরুম্ ॥ ২৬৩ ॥ গুরুস্থাপ্য তং
শিখাং দক্ষকর্ণে বদেদিদম্ । তত্ত্বমসি মহা-

স্থান দিতেছি, তুমি গমন কর ; তোমাকে
নমস্কাব । পরে কাম, মায়া, কুর্চ্চ, “অজ্ঞ”
এবং বহিঃজায়া অর্থাৎ “ক্লীং ক্লীং হুং ফট্
স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই হুসংস্কৃত
অগ্নিতে শিখা-হোম করিবে । পিতৃগণ,
দেবগণ ও দেবর্ষিগণ শিখা আশ্রয় করিয়া
অবস্থান করেন এবং সমুদায় আত্মার
কর্ম সকল শিখার উপরি অবস্থান করে ;
অতএব দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ এবং দেবতা-
গণ—সকলকেই সন্তপিত করিয়া দেহী,—
শিখা ও যজ্ঞহুত্ব পরিত্যাগ করিবামাত্র ব্রহ্ম-
ময় হইয়া থাকে । যজ্ঞহুত্ব ও শিখা পরি-
ত্যাগ করিলেই বিজগণের সন্ন্যাস হয় ।
শূদ্র ও সামান্তজাতিগণের শিখা-হোম করি-
লেই সংস্কার হয় । অনন্তর শিখা ও যজ্ঞহুত্ব
ত্যাগ করিয়া গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম
করিবে । ২৬০—২৬৩ । গুরু, শিখাকে

প্রাজ্ঞঃ হংসঃ সোহং বিভাবয় । নির্মমো
নিরহকারঃ স্বভাবেন । সুখং চর ॥ ২৬৪ ॥
ততো যটকং বহিকং বিশ্জ্যাঃ ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ ।
আত্মস্বরূপং তৎ মত্বা প্রণমেচ্ছিবস । গুরুঃ ॥
২৬৫ ॥ নমস্তুভ্যং নমো মহাত্মন্যে মহাত্ম
নমো নমো । তমেব তৎ তত্ত্বমেব বিশ্বরূপ
নমোহস্ত তে ॥ ২৬৬ ॥ ব্রহ্মমজ্ঞোপাসকানাং
তত্ত্বজ্ঞানাং জিতাশ্রনাম্ । স্বমজ্ঞেন শিখা-
চ্ছেদাৎ সম্যাসগ্রাহণং ভবেৎ ॥ ২৬৭ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানবিশুদ্ধানাং কিং যজ্ঞৈঃ শ্রাদ্ধ-
পূজনৈঃ । স্বেচ্ছাচারপরিণামস্ত প্রত্যয়ো ন
বিদ্যতে ॥ ২৬৮ ॥ ততো নিরুদ্ধরূপোহসৌ

উত্থাপিত করিয়া দক্ষিণকর্ণে হঁহা বসিবেন
যে, “হে মহাপ্রাজ্ঞ । সেই ব্রহ্ম তুমিই ।
তুমি ‘হংসঃ’ ও ‘সোহং’ ভাবনা কর ।
তুমি ‘অহংকার’ ও ‘মমতা’ রহিত হইয়া
নিজের শুদ্ধভাবে সুখে বিচরণ কর ।” অন-
ন্তর ব্রহ্মতত্ত্বের গুরু, যট ও অগ্নি বিশর্জ্জম-
পূর্বক শিষ্যকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করিয়া
মস্তক দ্বারা প্রণাম করিবেন । মন্ত্র যথা ;—
তোমাকে ‘নমস্কার’, আমাকে ‘নমস্কার’ ।
তোমাকে ও আমাকে বারম্বার ‘নমস্কার’ । হে
‘বিশ্বরূপ’ । তুমিই তাহা অর্থাৎ জীব এবং
‘তাহাই’ অর্থাৎ জীবই তুমি ; তোমাকে
‘নমস্কার’ করি । জিতেদ্রিয় ও তত্ত্বজ্ঞান-
সম্পন্ন ব্রহ্ম-মজ্ঞোপাসকদিগের নিজ মন্ত্র
পাঠপূর্বক শিখাচ্ছেদনেই সম্যাস গ্রহণ
করা হয় । ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তি-
দিগের রক্ত, পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতে লগ্নোজ্জন

নিকাগন্ধিরমানসঃ । বিহরেৎ স্বেচ্ছয়া
শিষ্যঃ শাস্তাদ্ভ্রমগায়ো ভূষি ॥ ২৬৯ ॥
আত্মস্বরূপপর্যায়ং সঙ্গপেণ বিভাবয়ন ।
বিশারদ্যামরূপানি ধ্যায়মাখানমাখানি ॥ ২৭০ ॥
অনিকৈতঃ ক্ষণাবৃত্তো নির্মলঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।
নির্মমো নিরহকারঃ সম্যাসী বিহরেৎ শিষ্যো
॥ ২৭১ ॥ যুক্তো বিধিনিষেধেভ্যো নির্দোশ-
ক্ষেপঃ আত্মবিৎ । সুখদুঃখসমো ধীরো
জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ॥ ২৭২ ॥ শিবায়া
প্রাপ্তদুঃখোহপি সুখে প্রাপ্তোহপি নিঃস্পৃহঃ ।

কি ? তাঁহারা স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ, তাঁহাদের
প্রত্যয় নাই । ২৬৪—২৬৮। অনন্তর শিষ্য
সুখ-দুঃখাদিরূপ স্বদ্বরহিত, কামনারহিত,
স্তিরচিত্ত ও মায়াং ব্রহ্মময় হইয়া ভূতলে
স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিবেন । তিনি
ব্রহ্ম হইতে স্তম্ভ অর্থাৎ ভূগুচ্ছ পর্যন্ত
সমুদায় বিশ্ব সংস্বরূপ চিন্তা করিবেন ;
নাম-রূপ বিস্মৃত হইয়া আত্মাতে আত্মার
ধ্যান করত আবাসশূন্য, ক্ষমানীল, নিঃশঙ্ক-
হৃদয়, সংসর্গশূন্য, মমতাপূর্ণ, অহংকারশূন্য
ও সম্যাসী হইয়া ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন ।
তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ হইতে মুক্ত
হইবেন । তিনি লজ্জা বিষয়ের সঙ্গ ও
অলজ্জা বিষয়ের লাভ করিবার চেষ্টা করি-
বে না । তিনি সুখ-দুঃখে সমান, ধীর,
জিতেদ্রিয় এবং স্পৃহারহিত হইবেন । চূর্ণ
উপস্থিত হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ স্থির
থাকিবে, সুখ উপস্থিত দেখিলেও তিনি
তাহাতে স্পৃহা করিবে না । তিনি শরীরা

সদানন্দঃ শুচিঃ শান্তো নিরপেক্ষো নিরা-
কুলঃ ॥ ২৭৩ ॥ নোদ্বৈজকঃ শ্রাজ্জীবানাং
সদা প্রানিহিতে রতঃ । বিগতামর্ষভীদাভ্যো
নিঃসঙ্কলো নিরুদ্যমঃ ॥ ২৭৪ ॥ শোকদ্বৈষ-
বিমুক্তঃ শ্রাক্ষত্রো মিত্রে সমো ভবেৎ ।
শীতবাতাতপসহঃ সমো মানাপমানয়োঃ ॥
২৭৫ ॥ সমঃ শুভাশুভে তুষ্টো যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত-
বস্তনা । নিদ্রৈশুণ্যো নির্বিকলো নির্লোভঃ
শ্রাদসংযমী ॥ ২৭৬ ॥ যথা সত্যগুণাশ্রিত্য
মৃষা বিখ্যং প্রতিষ্ঠতি । আত্মাশ্রিতস্তথা
দেহো জ্ঞানমেবং সুখী ভবেৎ ॥ ২৭৭ ॥

জ্ঞানন্দযুক্ত, শুচি, শান্ত, নিরপেক্ষ ও
আকুলতাপূর্ণ হইবেন । তিনি কোন জনকে
উদ্ভিগ্ন করিবেন না । সর্বদা সর্বপ্রাণীর হিত-
করনে রত হইবেন, তিনি ক্রোধ ও ভয়শূন্য,
সঙ্কল্পশূন্য, উদ্যমশূন্য হইবেন । শোকশূন্য,
দ্বৈষশূন্য এবং শত্রুগিত্রে সমদর্শী হইবেন ।
তিনি শীত, বাত, আতপ প্রভৃতির কষ্ট সহ
করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি মান ও অপ-
মান তুল্য জ্ঞান করিবেন । ২৬৯—২৭৫ ।
তিনি শুভাশুভে সমদর্শী হইবেন ।
যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বস্তুতেই পরিতুষ্ট থাকিবেন ।
তিনি ত্রিগুণাতীত, নির্বিকল, লোভশূন্য ও
সংযমবিত্ত হইবেন । জগৎ মিথ্যাস্বরূপ
হইয়াও যেমন একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমা-
ত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান
হইতেছে, তাহার ঠায় আত্মাকে আশ্রয়
করিয়া মিথ্যাত্ব এই দেহ, আত্মবৎ প্রতীত
হইতেছে,—সম্যাসী ইহা জ্ঞাত হইয়া সুখী

ইন্দিয়ানোব কুর্কতি স্বং স্বং কর্ম পৃথক
পৃথক । আত্মা সাক্ষী বিনির্লিপ্তো জ্ঞাতৈত্ববৎ
মোক্ষভাগ্যভবেৎ ॥ ২৭৮ ॥ ধাতুপ্রতিগ্রহঃ
নিন্দামনুতঃ ক্রীড়নঃ ত্রিষা । রেতস্ত্যাগ-
মহুযাক সম্যাসী পরিবর্জ্যয়েৎ ॥ ২৭৯ ॥
সর্বত্র সমদৃষ্টিঃ শ্রায় কীটে দেবে তথা নরে ।
সর্বং ব্রজেতি জানীয়াৎ পরিব্রাট সর্ব-
কর্মসু ॥ ২৮০ ॥ বিপ্রাশ্রয়ঃ স্বপচাময়ঃ বা
যম্মাত্মন্যায়ঃ সমাগতম্ । দেশং কালং তথা
পাত্রমঙ্গীয়াদবিচারয়ন ॥ ২৮১ ॥ অধ্যাত্মা-
শাস্ত্রাধ্যায়নঃ সদা তত্ত্ববিচারণৈঃ । অবদুতো
নয়েৎ কালং স্বেচ্ছাচারপরায়ণঃ ॥ ২৮২ ॥

হইবেন । ইন্দিয়গণই পৃথক পৃথক স্ব স্ব
কর্ম করিতেছে; আত্মা—সাক্ষী ও নিলিপ্ত,
—সম্যাসী ইহা জ্ঞাত হইয়া মোক্ষভাগী
হন । সম্যাসী,—ধাতুস্বা-প্রতিগ্রহণ, পর-
নিন্দা, মিথ্যা-ব্যবহার, ক্রীলোকের সহিত
ক্রীড়া, শুক্রত্যাগ ও অমুযা পরিত্যাগ করি-
বেন । পরিব্রাট সম্যাসী,—দেবতা, মনুষ্য বা
কীটে—সর্বত্র সমদর্শী হইবেন; সর্বকর্মেই
সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন ।
ব্রাহ্মণের অন্ন ভূতুক বা চাণ্ডালের অন্ন
হউক, যে কোন ব্যক্তির অন্ন যে কোন দেশ
হইতে সমাগত, তাহা দেশ-কাল-বিচার না
করিয়া ভোজন করিবেন । ২৭৬—২৮২ ।
অবদুত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হইয়াও
বেদান্তপ্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং
সর্বদা আত্মতত্ত্ব-বিচার দ্বারা সময় আতিপাত
করিবেন । সম্যাসীদিগের মৃতদেহ কখনই

সম্যাসিনাং যতঃ কামঃ দাহ্যেণ কদাচন ।
সংপূজা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্মিথ্যৈঃ সঙ্গায়ৈৎ ॥
২৮৩ ॥ অপ্রাপ্তযোগমর্ত্যানাং সদা কামাভি-
লাষিণাম্ । স্তবজ্জায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ
কর্মসঙ্কলে ॥ ২৮৪ ॥ তদ্ব্যপিতে মানুরক্তা
ধ্যানার্চ্যজপসাধনৈঃ ॥ শ্রেয়স্তদেব জানক্য
ততৈব দৃঢ়নিশ্চয়াঃ ॥ ২৮৫ ॥ অতঃ কর্ম-
বিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে । নামরূপং
বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং যথা ॥ ২৮৬ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি কর্মসম্যাসনং বিনা ।
কুর্মান্ কল্পমতঃ কাম্য ন ভবেৎ মুক্তিভাগজনঃ ॥
২৮৭ ॥ কুলাবধূতস্তব্রজে জীঃশুদ্ধো নরা-

দাহ করিবে না । ঐ দেহ গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা
অর্চিত করিয়া, মিথ্য অর্থাৎ ভূমিতে
প্রোথিত করিবে, অথবা স্থলে নিমজ্জিত
করিবে । হে দেবি । সর্বদা কামাভি-
লাষী অপ্রাপ্ত-যোগ মনুষ্য সকলের স্তব-
বতই কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি হয় । এই সকল
ব্যক্তি সেই কর্মকাণ্ডে অনুরক্ত হইয়া ধ্যান,
পূজা, জপ প্রভৃতি সাধন দ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়
হইয়া সেই ধ্যান, পূজা, জপকে শ্রেয় বলিয়া
জানুন । এই কারণে আমি চিত্তশুদ্ধির
নিমিত্ত কর্মকাণ্ডের বিধান বলিয়াছি । এই
কারণেই আমি বহুবিধ নাম-রূপ কল্পনা
করিয়াছি । হে দেবি । ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতি-
তেকে এবং কর্ম-সম্যাস ব্যতিরেকে শত-
সংখ্যাপি কর্ম করিলেও কোন জন মুক্তি-
ভাগী হইতে পারিবে না । ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন
কুলাবধূত, মনুষ্যকৃতি হইয়াও জীঃশুদ্ধ

কৃতিঃ । সাক্ষাৎসারায়ণং মতু গৃহস্থত্বং
প্রপূজয়েৎ ॥ ২৮৮ ॥ যতেদ দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ
সর্বপাতকায় । তীর্থ-ব্রত-তপো-দান-সর্ব-
ব্রহ্মফলং লাভেৎ ॥ ২৮৯ ॥

ইতি শ্রীমহানির্ঝারণভঙ্গে বর্ণাশ্রমাচারধর্ম-
কর্ণনং নামাষ্টম উল্লাসঃ ॥ ৮ ॥

নবম উল্লাসঃ ।

শ্রীমদাশ্বিন উবাচ । বর্ণাশ্রমাচারধর্ম-
কথিতান্তব শ্রুতে । সংস্কারান্ সর্ববর্ণানাং
শৃণু গদতো মম ॥ ১ ॥ সংস্কারেণ বিনা
দেবি দেহশুদ্ধির জায়তে । নামসংস্কৃতোহপি-
কারী ছাদৈবৈ পৈত্রো চ কর্মবি ॥ ২ ॥

গৃহস্থ তাঁহাকে সাক্ষাৎ সারায়ণ বোধ করিয়া
পূজা করিবেন । মনুষ্যপণ, যতিকে দর্শন
করিবামাত্র সমুদায় পাতক হইতে মুক্ত হইয়া
তীর্থ, ব্রত, তপস্বী, দান ও সমুদায় ব্রহ্ম-
ফললাভ করে । ২৮২—২৮৯ ।

অষ্টম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম উল্লাসঃ ।

শ্রীমদাশ্বিন কহিলেন,—হে শ্রুতে !
বর্ণ ও আশ্রম সকলের আচার ও ধর্ম
তোমার সমীপে কথিত হইয়াছে । সমস্ত
বর্ণের সংস্কার, ব্রহ্ম আশ্রম হইতে প্রদত্ত কর ।
হে দেবি । সংস্কার বিনা দেহশুদ্ধি হয় না ।
অসংস্কৃত ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র কর্ম-অধিকার

অতো বিপ্রাদিতিবর্ণৈঃ স্বপদবর্ণৈঃ সঙ্ক্ষিপ্তাঃ ।
কর্তব্যৈঃ সৰ্বথা যত্নৈরিহামুত্র 'হিতৈশুভিঃ' ॥
৩ ॥ জীবসৈকঃ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং
তথা । জাত-নামী নিষ্ক্রমণমগ্নানমতঃ পরম্ ।
চুড়োপনয়নোদাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥ ৪ ॥
শুভ্রাণাং শুভ্রজ্ঞানায়ুপবীতং ন বিদ্যতে ।
তেষাং নৈব সংস্কারাঃ দ্বিজাতীনাং দশ
স্মৃতাঃ ॥ ৫ ॥ নিত্যানি সৰ্বকৰ্ম্মাণি তথা
'নৈমিত্তিকানি চ' । 'কাম্যানি' বরারোহে
কুৰ্য্যচ্ছ্রীভূষণানি ॥ ৬ ॥ যানি 'যানি'
বিধীনানি' যেষু যেষু চ কৰ্ম্মসু । পূৰ্বে

হইতে পারিবে না । এইহেতু ইহলোকে
ও পরলোকে হিতাভিলাষী বিপ্রাদি বর্ণের
সৰ্বথা বহুপ্রযত্নে স্ব স্ব বর্ণবিহিত সংস্কার
করা কর্তব্য । জীবসৈক অর্থাৎ গর্তাধান,
পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকৰ্ম্ম, নামকরণ,
নিষ্ক্রমণ, অগ্নিশ্রাণ, অনন্তর চুড়াকরণ, উপ-
নয়ন ও বিবাহ,—দশ সংস্কার বলিয়া কথিত
হইয়াছে । * শুভ্রজ্ঞান ও শুভ্রভিন্ন অর্থাৎ
সামান্যজ্ঞানির উপনয়ন নাই । তাহাদের
নয়টি মাত্র সংস্কার এবং দ্বিজগণের দশ
সংস্কার স্মৃত হইয়াছে । হে বরারোহে ।
নিত্য-নৈমিত্তিক এবং কাম্য—সকল কৰ্ম্মই
শত্ৰুপ্রশান্তি মার্গ দ্বারা করিবে । ১—৬। হে
প্রিয়ে । ৭ যে যে কৰ্ম্মে যে যে বিধান নির্দিষ্ট

* মূল—'অভিঃপব' শব্দের অর্থ 'অনন্তর'
ইহা প্রত্যেক সংস্কার-নামের পব অনুবর্ত্তিত
হইবে । তাহাতে 'সংস্কারের' ক্রম-নির্ণয়
নিঃসন্দেহ হইবে ।

ব্রহ্মরূপেণ তান্মজানি ময়া প্রিয়ে ॥ ৭ ॥
সংস্কারেষু চ সৰ্বেষু তথৈবাত্মৈশু কৰ্ম্মসু ।
বিপ্রাদি বর্ণভেদেষু ক্রমাম্রজাশ্চ দার্শিতাঃ ॥
৮ ॥ সত্যত্রেতাধাপরেষু তত্ত্বকৰ্ম্মসু
কালিকে । প্রণবাদ্য্যস্ত তান্ মজান্
প্রয়োগেষু নিয়োজয়েৎ ॥ ৯ ॥ কলৌ তু
পরমেশানি তৈবেব মনুভির্নরাঃ । মায়াদৈত্যঃ
সৰ্বকৰ্ম্মাণি কুর্য্যঃ শকবশাসনাৎ ॥ ১০ ॥
নিগমাগমতন্ত্রেষু বেদেষু সংহিতাসু চ ।
সৰ্বৈ মজা ময়ৈবোক্তাঃ প্রয়োগো যুগ-
ভেদতঃ ॥ ১১ ॥ কলাব্রহ্মগতপ্রাণা মানবা
হীনতেজসিঃ । তেষাং হিতায় কল্যাণি
কুলধর্ম্মা নিরূপিতাঃ ॥ ১২ ॥ কলিচুর্কল-

আছে, পূর্বেই ব্রহ্মরূপে তৎসমস্ত জ্ঞান-
কর্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে । সমস্ত সংস্কার ও
অগ্ন্যাগ্নি কৰ্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণভেদ
অনুসারে ক্রমে মজা আমাকর্তৃক দার্শিত
হইয়াছে । হে কালিকে । সত্য, ত্রেতা ও
দ্বাপরযুগে সেই সেই কৰ্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান-
কালে আদিতে প্রণব যোগ করিয়া মজা ব্যব-
হার করিবে । হে পরমেশানি । শকবশ-
আদেশক্রমে কলিযুগে আদিতে ঐক্যের
পরিবর্ত্তে মায়াবীজ (হ্রীং) যুক্ত তত্ত্ব মজা
দ্বারা সকল কৰ্ম্ম করিবে । নিগম, আগম,
তন্ত্র, বেদ ও সংহিতাতে সমুদায় মজা আমা-
কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, যুগভেদে প্রয়োগ-
ভেদও উক্ত হইয়াছে । হে কল্যাণি ।
কলিকালেব মনুয্যগণ অগত-প্রাণ, শূন্তরাং
হীনতেজাঃ । তাহাদিগেব হিতৈব নিমিত্তই

জীবানাং প্রায়ামাশ্বতেতসাম্ । সংস্কারাদি-
ক্রিয়াস্তেষাং সংক্ষেপেণাপি বচমি তে ॥১৩॥
সর্কেষাং শুভকার্যানামাদিতুতা কুশতিকা ।
তস্মাদানৌ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তাং দেববর্নিতৈঃ ॥
১৪ ॥ রম্যৈঃ পরিকৃতে দেশৈঃ তুয়ঙ্গাদি-
বর্জিতৈঃ । হস্তমাত্রপ্রমানেন হস্তিগণং রচয়েৎ
স্থধীঃ ॥ ১৫ ॥ তিস্রো রেখা বিধাতব্যঃ
প্রাগ্র্যাস্ত্রমণ্ডলে । কূর্চেনাত্যক্ষ্য তাঃ
সর্কা বহিনা বহির্গাহরৈঃ ॥ ১৬ ॥ অনীয়
বহিঃ তৎপার্শ্বে স্থাপয়েদ্বাগ্ভবং স্যবন্ ॥ ১৭ ॥
ততস্তস্যাজ্জ্বলদারু গৃহীত্বা দক্ষপাণিনা ।
ক্রীং ক্রব্যাদ্যো নমঃ স্বাহা ক্রব্যাদংশং

কুলধর্ম্য নিরূপিত হইয়াছে । কলিযুগেব
কুলধর্ম্য জীব, পরিভ্রম সহ করিতে অসমর্থ,
তাহাদিগের সংস্কার প্রভৃতি ক্রিয়া সংক্ষেপে
তোমার নিকট বলিতেছি । যে পুত্রবর্নিতৈঃ
কুশতিকা, সকল শুভকর্মের আদিভূতা ।
অতএব প্রথমতঃ তাহা বলিতেছি,—শ্রবণ
কর । ১—১৪ । বিচক্ষণ ব্যক্তি, তুয়ঙ্গাদি-
প্রভৃতি-রহিত রমণীয় পরিকৃত স্থানে এক
হস্ত পরিমিত হস্তিগণ রচনা করিবে । সেই
মণ্ডলের পূর্বাংশে তিনটি রেখা বিধেয় । কূর্চ
(হুং) মন্ত্র দ্বারা উহা অভ্যক্ষিত করিয়া বহিঃ
বীজ (রং) মন্ত্র দ্বারা বহিঃ আনয়ন করিবে ।
পরে বহিঃ আনয়ন করিয়া বাগ্ভব অর্থাৎ
ঐং মন্ত্র স্মরণ করত মণ্ডল-পার্শ্বে স্থাপন
করিবে । তৎপরে দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা তাহা
হুইতে জলস্ত কাষ্ঠ লইয়া “ক্রীং ক্রব্যাদ্যো
নমঃ স্বাহা” এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দক্ষিণ-

পরিত্যজেৎ ॥ ১৬ ॥ ইত্যং প্রতিষ্ঠিতং
বহিঃ পানিভ্যামাগ্নিসমুৎপন্নম্ । উদ্ধৃত্য তাং
বেদ্যাস্থ মায়াদ্যাং ব্যাহতিং স্মরন্ ॥ ১৯ ॥
সংস্থাপ্য তুণ-দারুভ্যাং প্রবলীকৃত্য পাবকম্ ।
সমিধে হে যতাস্তে চ ছত্কা তস্মিন হতশনে ।
স্বকর্ম্যবিহিতং নাম কৃত্বা ধ্যায়েকনজাম্ ॥ ২০ ॥
বালাকাকরণসম্ভাষণং সপ্তজিহ্বং ধিমস্তকম্ ।
অজারুঢ়ং শক্তিধরং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ॥
২১ ॥ ধ্যায়েৎ তৎ প্রাজ্জলিত্ত্বাবাহয়েকব্য-
বাহনম্ ॥ ২২ ॥ মায়ামেঘেহি-পদতঃ সর্কাগর
বদেৎ ত্রিয়ে । হব্যবাহপদাভ্যে চ মুনিভিঃ
স্বগণৈঃ সহ । অধ্বরং বক্ষ্য রুকেতি
নমঃ স্বাহা ততো বদেৎ ॥ ২৩ ॥ ইত্য-

দিকে বাসসের অংশ পরিত্যাগ করিবে ।
এইরূপে প্রতিষ্ঠিত জ্বালি, পানিযুগল দ্বারা
উদ্ধৃত করিয়া, মায়াদ্যা অর্থাৎ আদিতে ক্রীং-
মুক্তা ব্যাহতি স্মরণ করত আপনার সমুখে
ঐ রেখাক্রমে সংস্থাপন ও তুণ-কাষ্ঠ দ্বারা
ঐ অগ্নিকে উজ্জ্বল করিয়া সেই হতশনে
যতাস্ত হুইটী সমিধ আহুতি প্রদানপূর্বক
কর্ম্যানুসারে বিহিত নাম করণানন্তর অগ্নিকে
ধ্যান করিবে । ১৫—২০ । “বালাক সপ্তশ
অরুণবর্ণ, সপ্তজিহ্ব, ধিমস্তক, ছাগে আরুঢ়,
শক্তিধারী, জটা ও মুকুটে বিভূষিত । এইরূপ
ধ্যান করিয়া কৃতাজলপুটে অগ্নিকে আবাহন
করিবে । আবাহনের মন্ত্র যথা ;—হে ত্রিয়ে ।
মায়াবীজ (ক্রীং) উচ্চারণ করিয়া “এথেহি”
পদের পর “সর্কাগর” পদ বলিবে । পরে
“হব্যবাহ” পদের অন্তে “মুনিভিঃ-স্বগণৈঃ

বাহু হব্যবাহুগম্যং তে যোনিরুচ্চরন্ ।
 যথোপচারৈঃ সৎপূজ্য সন্তুজিহ্বাং প্রপূজ-
 য়েৎ ॥ ২৪ ॥ কালী কপালী চ মনোজবা
 চ সুলোহিতা চৈব সুধূমবর্ণা । স্কুলিঙ্গিনী
 বিশ্বনিরূপিনী চ লোলায়মানেন্তি চ সন্তু
 জিহ্বাঃ ॥ ২৫ ॥ ততোহাগ্নেঃ পূর্বমারভ্য
 সহ কৌলপাণিনা । উত্তরান্তং মহেশানি
 ত্রিধা প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥ তথৈব
 যাম্যমারভ্য কোবেরান্তং হতামিতুঃ । ত্রিধা
 পশুক্ষণং কুর্ঘ্যাৎ ততো যজ্ঞীয়বস্তনঃ ॥
 ২৭ ॥ পরিস্তরেৎ ততো দর্ভৈঃ পূর্ব-
 ম্যাহুস্তরাবধি । উদকসংস্কেপস্তরাগ্ৰৈঃ প্রাগ-
 ঐরশ্চাদিক্শিতৈঃ ॥ ২৮ ॥ অগ্নিং দক্ষিণতঃ

সহ অধুবরং রক্ষ রক্ষ" ইহার পর "নমঃ
 শ্রীহা" উচ্চারণ করিবে। এইরূপে অগ্নিকে
 আবাহন করিয়া, (বহে।) "অয়ং তে
 যোনিঃ" এইপদ উচ্চারণ করত যথা-
 উপস্থিত উপচার দ্বারা পূজা করিয়া সন্তু
 জিহ্বার পূজা করিবে। কালী, কপালী,
 মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্বা, স্কুলিঙ্গিনী,
 বিশ্বনিরূপিনী, লোলায়মানা এই সন্তুজিহ্বা ।
 হে মহেশ্বর! অগ্নির পূর্বদিক্ হইতে
 আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত তিনবার
 প্রোক্ষণ করিবে; পরে যজ্ঞীয় বস্তুরও তিন
 বার প্রোক্ষণ করিবে। ২১—২৭। তৎপরে
 মণ্ডলের পূর্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া
 উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত কুশ দ্বারা আচ্ছাদন
 করিবে। উত্তরদিকে স্থিত কুশগুলি উত্তর-
 মুখ এবং অঙ্গদিকের কুশগুলি পূর্ব-

কুশা গতা ব্রহ্মাসনান্তিকম্ । বামোচ্চ
 কনিষ্ঠান্ত্যাং ব্রহ্মণঃ কজিতামনাং ॥ ২৯ ॥
 গৃহীত্বা কুশপত্রৈকং হ্রীং নিরস্তঃ পরাবহুঃ
 ইত্যুক্ত্বাগ্নেদং জিহ্বায়াং নিক্ষিপেচ্ছ্রুং করাদিনা
 ৩০ ॥ সীদ বৃজপতে ব্রহ্মস্বদং তে কজিতা
 মনম্ । সীদামীতি বদন্ ব্রহ্মা বিশেষ
 তজ্জোস্তিরামুখঃ ॥ ৩১ ॥ সৎপূজ্য গন্ধপুষ্পাদি
 ব্রহ্মাণং প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ৩২ ॥ গোপায় যজ্ঞঃ
 যজ্ঞেশ যজ্ঞং পাহি বৃহস্পতে । মাধ
 যজ্ঞপতিং পাহি কৰ্ম্মসামিন্ নমোহস্ত তে
 ৩৩ ॥ গোপায়ামি বদেদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্মাতারৈ

মুখ হইবে। অগ্নিকে দক্ষিণ-বরিয়্যা অর্থাৎ
 অগ্নির বাম-দিক্ দিয়া ব্রহ্মাসন-সমিধায়ে
 গমনপূর্বক বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ
 অঙ্গুলি দ্বারা ব্রহ্মার কজিত আসন হইবে
 একটি কুশপত্র গ্রহণ করিয়া "হ্রীং নিরস্ত
 পরাবহুঃ" এই বলিয়া অগ্নির দক্ষিণদিকে
 নিক্ষেপ করিবে। "হে যজ্ঞপতে।" হে
 ব্রহ্মন্। এই তোমার আসন প্রস্তুত—
 উপবেশন কর" বলিবে। ব্রহ্মা, "সীদামি
 অর্থাৎ উপবেশন করিতেছি" ইহা বলিয়
 উত্তরমুখ হইয়া তাহাতে উপবেশন করি-
 বেন। গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা ব্রহ্মাকে পূজা
 করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে,—
 "হে যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞ রক্ষা কর। হে বৃহস্পতে
 যজ্ঞ রক্ষা কর। আমি যজ্ঞপতি, আমি কৈ
 রক্ষা কর। হে কৰ্ম্মসামিন্। তোমাকে
 নমস্কার।" ২৮—৩৩। ব্রহ্মা বলিবেন, "রক্ষা
 করিতেছি"। ব্রহ্মা না থাকিলে স্বয়ং ঐ

স্বয়ং বেদম্ । তত্র দর্ভময়ং বিপ্রং কল্পয়েদ-
যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪ ॥ ততো ব্রহ্মসিহাগচ্ছা-
গচ্ছিত্যবাহু সাধকঃ । পাদ্যাদিত্যিচ্চ
সংপূজ্য যুবিদ্যজ্ঞসমাপনম্ । তাবদ্যজ্ঞিঃ
হাত্যামিতি প্রার্থ্য নামেৎ ॥ ৩৫ ॥
সৌদকেন কল্পেণাগ্নেয়ীশানাদ্রক্ষ্যগোহস্তিকম্
ত্রিধা পশুংক্য বহিক ত্রিঃ প্রোক্ষ্য তদন-
ন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥ আগত্য বর্ষনা তেন
স্বপশিচ্চ নিজসিনে । হৃদিলস্তোত্রে
দর্ভমুদগ্ধানু তপরিষ্ঠরেৎ ॥ ৩৭ ॥ তেযু
যজ্ঞীয়বস্তুনি সর্কপ্যামাদয়েৎ সুধীঃ ।
সৌদকং প্রোক্ষণীপাত্রমাজ্যাহনীসমিধ-
কুশান্ ॥ ৩৮ ॥ আসাদ্য অকুক্ষ্যাদীনি দ্বাং

যাক্ষ্য বলিবেন এবং “আগচ্ছাগচ্ছ” অর্থাৎ
এখানে আইস, এখানে আইস, এইরূপে
আবাহন করিয়া অনন্তর পাদ্য প্রভৃতি দ্বারা
পূজা করিয়া “যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ সমাপ্তি, সে
পর্য্যন্ত আপনাকে এখানে অবস্থান করিতে
হইবে” এই প্রার্থনা করিয়া তৎপরে নমস্কার
করিবে । অগ্নির জ্ঞানকোণ হইতে আরম্ভ
করিয়া ব্রহ্মার নিকট পর্য্যন্ত তিনবার সজল
হস্ত দ্বারা পশুংকণ করিয়া এবং পরে তিনবার
অগ্নিকে প্রোক্ষিত করিয়া, অনন্তর সেই
অর্থাৎ পূর্বাগত পথ দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া
নিজ আসনে উপবেশন করিবে এবং
মণ্ডলের উত্তরদিকে কতকগুলি কুশ উত্তরা-
ভিমুখ করিয়া বিছাইবে । অনন্তর সুধী
সাধক, তাহাতে সজল প্রোক্ষণীপাত্র, আজ্য-
হালী, সমিধ ও কুশ প্রভৃতি সকল যজ্ঞীয়

স্বীয় মিতিমস্তৈকঃ । দিব্যদৃষ্ট্যা প্রোক্ষণেন
সংস্কৃত্য তদনন্তরম্ ॥ ৩৯ ॥ পৃথিব্যাং দক্ষিণং
জাগু পাতয়িত্বা অবে অচা । যতমাদায়
মতিমাংসিচ্চয়নু হিতমাশ্বনঃ । স্বীয় বিম্বনে
স্থিষ্ঠাত্তেন প্রদদ্যা দাহতিত্রয়ম্ ॥ ৪০ ॥ তথৈব
যতমাদায় ধায়নু দেবঃ প্রজাপতিম্ ।
বায়ব্যাং দক্ষিণকোণান্তং জুহুয়া দাজ্যধায়য়া ॥ ৪১ ॥
পুনরাজ্যং সমাদায় ধায়নু দেবঃ পুরন্দরম্ ।
নৈঋতাদীপকোণান্তং জুহুয়া দাজ্যধায়য়া ॥
৪২ ॥ ততোহগ্নিকুস্তরে ধাম্যে মধো চ

বস্ত স্থাপন করিবে । পরে অকুক্ষ্যাদি
স্থাপন করিয়া “হ্রাং হ্রীং হ্রুং” এই মন্ত্র পাঠ,
দিব্য-দৃষ্টি অর্থাৎ অমিমিয়-নয়নে অবলোকন
এবং প্রোক্ষণ দ্বারা সংস্কার করিয়া, তদনন্তর
বিচক্ষণ সাধক ভূমিতে দক্ষিণজাগু পাতিয়া
অবনামক যজ্ঞীয়-পাত্রস্থিত ঘৃত, অকু দ্বারা
গ্রহণপূর্ব্বক আপনার হিতচিত্তা করত “স্বীয়
বিকবে,” অস্ত্রে দ্বিষ্ট অর্থাৎ “স্বাহা” মন্ত্র দ্বারা
তিনবার আহুতি প্রদান করিবে । ৩৪—৪০ ।
সেইরূপ অর্থাৎ অকু দ্বারা অগ্নি-স্থিত ঘৃত
লইয়া প্রজাপতি দেবের ধ্যান করত বায়ুকোণ
হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত
ঘৃতদ্বারা দ্বারা হোম করিবে । * ত্রৈলোক্যে
পুনর্ব্বার ঘৃত গ্রহণ করিয়া পুরন্দর দেবের
ধ্যান করত নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ

* হোমস্থলে বিশেষ মন্ত্র কথিত না হইলে
প্রথমতঃ “হ্রীং” পরে যজ্ঞদেশে হোম করিতে
হইলে, তাহার চতুর্থটি নাম, অর্থে “স্বাহা”,
দ্বিতীয়—“হ্রীং” প্রজাপত্যে “স্বাহা” ইত্যাদি ।

পরমেশ্বরী। অগ্নিঃ সোমমগ্নীষোমৌ সমু-
ল্লিখ্য যথাক্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥ সচতুর্থী-নমো-
হন্তেন মায়াদ্যোনাহতিত্ৰয়ম্ । হস্তা বিধেয়-
কর্মোক্তং হোমং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৪৪ ॥
আহতিত্ৰয়দানান্তং ধারাহোমং প্রচক্ষতে ॥
৪৫ ॥ যদুদ্ভিষ্টাহতিং দদ্যাদেয়োদেদেদো-
হপি । তৎকৃত্যে । সমাপ্য প্রকৃতং কর্ম
। দ্বিষ্টিকৃত্যোমমাচরেৎ ॥ ৪৬ ॥ ১০ প্রায়শ্চিত্ত-
। একো হোমঃ কলৌ শাস্তিঃ । বরাননে ।
দ্বিষ্টিকৃত্য ন্যাহতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তং বিদীয়তে ॥
৪৭ ॥ পূর্ববক্তবিরাদায় ত্রক্ষাণং মনসা শ্রবন্ ।

করিয়া ঈশানকোণ পর্য্যন্ত হস্তধারা প্রদান
করিবে। হে-পরমেশ্বরী! অনন্তর অগ্নির
উত্তরে, দক্ষিণে, এবং মধ্যো যথাক্রমে
। অগ্নি, সোম ও অগ্নীষোমের উল্লেখ করিয়া
তাহাতে চতুর্থী, অস্তে নমঃ ও আদিত্যে
মায়া : অর্থাৎ “হ্রীং” এই যোগ-নিষ্পন্ন
। “হ্রীং অগ্নয়ে নমঃ” “হ্রীং সোমায় নমঃ”
। “হ্রীং অগ্নীষোমাত্মায় নমঃ” এই মন্ত্র দ্বারা
। তিনবার আহতি প্রদানানন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি
। বিধেয়-কর্মোক্ত হোম করিবে। আহতিত্ৰয়
দান পর্যান্ত কর্মকে ধারা-হোম কহে। যে
দেবতার উদ্দেশে আহতি প্রদান করিবে,
দেয়বস্তুর উল্লেখও সেই দেবতার উদ্দেশে
করিতে হইবে। যথা ; হ্রীং বিধেয় স্বাহা
হবিরিদ্ । এইরূপে প্রকৃত কর্ম সমাপন
করিয়া দ্বিষ্টিকৃত্য হোম করিবে। ৪১—৪৬ ।
হে বরাননে । কলিকালে প্রায়শ্চিত্ত-হোম
নাই, দ্বিষ্টিকৃত্য ও ব্যাহতি হোম দ্বারা-

অগ্নিনু কর্ম্মনি দেবেশ প্রমাদাদ্রুমতোহাপ
বা । ন্যূনাদিকং কৃতং যচ্চ সর্বং দ্বিষ্ট-
কৃতং কুরু ॥ ৪৮ ॥ মায়াদ্যোনাহুনা দেবি
স্বাহান্তেনাহতিং হনেৎ ॥ ৪৯ ॥ ত্রয়মে
সর্বলোকানাং পাবনঃ দ্বিষ্টিকৃত্য প্রভুঃ । যজ্ঞ-
শাকী ক্ষেমকর্তা সর্বান কামান্ প্রপুরয় ॥ ৫০ ॥
জ্ঞানেন হবনং কুর্যামায়মা বহিঃপ্রায়মা ।
ইখং দ্বিষ্টিকৃত্য হোমং সমাপ্য । ত্রু-
সাধকঃ ॥ ৫১ ॥ কর্ম্মণোহস্ত পরত্রক্ষয়শ্চ
বিহিতকং যৎ । তচ্ছান্ত্যৈঃ যজ্ঞসম্পষ্টৈঃ

প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। পূর্ববৎ হবি
গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ, অগ্নিহোম হবি অগ্নি
দ্বারা গ্রহণ করিয়া ত্রক্ষাকে মনে মনে শ্রবণ
করত “হে দেবেশ! প্রমাদ-বশতঃ বা-
বশতঃ এই কার্য যাহা কিছু ন্যূনাদিক
হইয়াছে, তৎসমুদায়কে আমার উত্তম ফল-
দায়ক কর” হে দেবি। এই অর্থাৎ মূলমন্ত্র
“অগ্নিনু—কুরু” মন্ত্র আদিত্যে মায়া (হ্রীং)
অন্তে “স্বাহা” যোগে পাঠ করিয়া আহতি
প্রদান করিবে। হে অগ্নে! তুমি সকল
লোকের পবিত্রতাজনক, অতীষ্ট-কর্তা, প্রভু,
যজ্ঞের শাকী, এবং মঙ্গল-কর্তা; তুমি
আমার সমুদায় কামনা পূর্ণ কর। আদিত্যে
মায়াবীজ ও শেষে “স্বাহা” পদ যোগে এই
অর্থাৎ মূলমন্ত্র “ত্রয়মে—পুরয়” মন্ত্র দ্বারা
আহতি প্রদান করিবে। যজ্ঞসাধক এইরূপে
দ্বিষ্টিকৃত্য হোম সমাধা করিয়া “হে
পরত্রক্ষন! এই কর্ম্মের যাহা কিছু অযুক্ত
কৃত হইয়াছে, হে বিজ্ঞা! তাহা শাস্তির

বাহ্যত্যা কৃত্যতে বিভো ॥ ৫২ ॥ মায়াদি-
বহিঃপ্রায়াঐতুর্ভূবঃস্বরিত্তি ত্রিভিঃ । আহতি-
ত্রিতয়ং দদ্যাৎ ত্রিতয়েন তথৈব চ ॥ ৫৩ ॥
হত্যাগ্নৌ যজুমানেন দদ্যাৎ পূর্ণাহতিং বুধঃ ।
স্বয়ং চেৎ কর্মকর্তা জ্ঞাৎ যুগ্মমেবাহতিং
ক্ষিপেৎ ॥ ৫৪ ॥ অভিষেকবিধানানামেব-
মেব নিধিঃ স্মৃতঃ । আদৌ মায়াং সমুচ্চাৰ্য্য
ততো যজ্ঞপাঠে • বদেৎ ॥ ৫৫ ॥ পূর্ণো
ভবতু যজ্ঞো • মে হুয্যন্ত যজ্ঞদেবতাঃ ।
ফলানি সম্যগ্ যচ্ছন্ত বহ্নিকান্তাবধির্শুভঃ ॥
৫৬ ॥ যজ্ঞোপানেন মতিমানুষ্ঠায় হুসমাহিতঃ ।

নিমিত্ত এবম্ যজ্ঞ-সম্পত্তিব-নিমিত্ত ব্যাহতি
দ্বারা হোম কবিত্তেছি বলিবে। আদিত্তে
“মায়া- (হ্রীং) ” এবং অন্তে বহ্নিপ্রায়া
(স্বাহা) যুক্ত “ভুঃ” “ভুবঃ” “স্বঃ” এই তিন
মন্ত্র (“হ্রীং” “ভুঃ স্বাহা” ইত্যাদি) দ্বারা
তিনবার অহিতি দিবে ও ত্রিতয় (হ্রীং
ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা) মন্ত্র দ্বারা অহিতি প্রদান
করিয়া জ্ঞানী যজ্ঞকর্তা যজমানের সহিত
পূর্ণাহতি প্রদান করিবে। যদি যজমান
স্বয়ং কর্মকর্তা হন, তাহা হইলে স্বয়ং
আহতি প্রদান করিবেন। ৪৭—৫৪ ।
অভিষেক-বিধানাদিত্তেও এইরূপ বিধি
স্মৃত আছে। প্রথমতঃ মায়াবীজ উচ্চারণ
করিয়া তদনন্তর “যজ্ঞপাঠে” এই পদ উচ্চারণ
করিবে। অনন্তর “পূর্ণো ভবতু যজ্ঞো মে
হুয্যন্ত যজ্ঞদেবতাঃ ফলানি সম্যগ্ যচ্ছন্ত”
শেষে বহ্নিকান্তা (স্বাহা) ;—ইহা পূর্ণ-
হতির মন্ত্র। অর্থাৎ “হে যজ্ঞেশ্বর । আমার

ফলতামূলসহিতাহতিং দদ্যাৎ তামনে ॥
৫৭ ॥ দত্তপূর্ণাহতিবিদ্বান্ শান্তিকর্ম সমা-
চরেৎ । প্রোক্ষণীপাত্রতোয়েন কুর্শেঃ সন্ধ্যা-
র্জ্জয়েচ্ছিরঃ ॥ ৫৮ ॥ আপঃ স্তুমিত্রিয়াঃ সন্তা-
তবজ্ঞোযথয়ো মম । আপো রক্ষন্ত মাং
নিত্যমাপো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ আপো-
হিষ্ঠাময়োভুবন্তান উর্জ্জোঃ । দধাতনঃ ।
ইত্যাত্যাং মার্জ্জনং কৃত্বা ভূমৌ বিন্দু-
বিনিক্ষিপেৎ ॥ ৬০ ॥ যে বিযন্তি চ মাং
নিত্যং যাত্ম চ দ্বিগো নরান্ বহম্ । আপো

এই যজ্ঞ পূর্ণ হউক, যজ্ঞ-দেবতারা পরিতুষ্ট
হউন, এই যজ্ঞেব সম্পূর্ণ ফল প্রদান
করুন। জ্ঞানী ব্যক্তি দত্তায়মান হইয়া
একাগ্র-চিত্তে এই মন্ত্র দ্বারা ফল ও তাম্রলৈব
সহিত আহতি হত্যাগ্নে প্রদান করিবে।
বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্ণাহতি দান করিয়া শান্তিকর্ম
আচরণ করিবে। প্রথমতঃ প্রোক্ষণীপাত্র
হইতে কুশ দ্বারা গৃহীত জল দ্বারা মস্তক-
সন্ধ্যার্জ্জন করিবে। “জল আমার উত্তম বস্তু
স্বরূপ হউন; আমাব পক্ষে ওষধি স্বরূপ
হউন, জল আমাদিগকে নিত্য রক্ষা করুন,
জল স্বয়ং নারায়ণ। হে সলিল । তুমি যুগ
প্রদান করিয়া থাক, তুমি আমাদিগকে
ঐহিক বিষয় প্রদান কর।” এই মন্ত্রদ্বয়
দ্বারা মস্তক সিক্ত করিয়া ভূমিতে জল বিন্দু
নিক্ষেপ করিবে। ৫৫—৬০ । “যাহারা
নিয়ত আমাদেব ধ্যেয় করে, আমরা যে
সকল লোকেব ধ্যেয় করিয়া থাকি, তাহাদের
পক্ষে জল শরৎস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে

হৃদিত্রিয্যাস্তেষাং সঙ্গ ভক্ষয় তানপি ॥
৬১ ॥ অনেনেনানদিগুভগে বিন্দু প্রক্ষিপ্য
তান কুশান ॥ হিষ্টা কৃতাজলিভুতা প্রার্থ-
য়েদ্রব্যবাহনম্ ॥ ৬২ ॥ বুদ্ধিঃ বিদ্যাঃ বলঃ
মেধাঃ শ্রদ্ধাঃ প্রজ্ঞাঃ যশঃশ্রিয়ম্ । আরোগ্যং
তেজঃ আয়ুষ্যঃ ॥ দেহি মে হব্যবাহন ॥
৬৩ ॥ ইতি প্রার্থ্য কীতিহোত্রং বিহঙ্গয়েন্ন
শিবৈ ॥ ৬৪ ॥ যজ্ঞ যজ্ঞপতিঃ গচ্ছ যজ্ঞঃ গচ্ছ
হতানন । স্বাঃ বোনিঃ গচ্ছ যজ্ঞেশ পুরা-
ন্যনামোরথম্ ॥ ৬৫ ॥ অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহেতি
মন্ত্রেণায়েদ্রব্যদগ্নিশি । দত্তা দ দ্রাহতিঃ বহিঃ
দক্ষিণশ্রাং বিচালয়েৎ ॥ ৬৬ ॥ ব্রহ্মণে

ভক্ষণ করুন” এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুশ
দ্বারা কুশানকোণে জলবিন্দু নিষ্ক্ষেপ করিয়া,
কুশ-সমুদায়ও পরিভ্যাগ করিয়া পরে কৃত-
জলিপুটে হতাননের নিকট প্রার্থনা করিবে ;
“হে হব্যবাহন । আনাকে বুদ্ধি অর্থাৎ
শ্রদ্ধাদি তত্ত্বজ্ঞান, বল অর্থাৎ শক্তি, মেধা
অর্থাৎ ধারণাশক্তি, প্রজ্ঞা অর্থাৎ সারাসার-
বিবেক নৈপুণ্য, শ্রদ্ধা, যশঃ, শ্রী, আরোগ্য,
তেজ, আয়ু — এতৎ সমুদায় প্রদান করুন”
হে শিবৈ । অগ্নির নিকট এইরূপ প্রার্থনা
করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা অগ্নিকে বিসর্জন
করিবে । “হে যজ্ঞ । তুমি যজ্ঞপুরুষ বিযুক্ত
গমন কর ; হে হতানন । তুমি যজ্ঞ
প্রবিশ্টি হও । হে যজ্ঞেশ্বর । তুমি স্বস্থানে
গমন কর এবং আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া
দাও । “অগ্নে ক্ষমস্ব স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ
পূর্ব্বক অগ্নির উত্তরদিকে দধি দ্বারা আহুতি

দক্ষিণাং দত্তা ভুক্ত্য ॥ ৬৭ ॥
ততস্ত তিলকং কুর্ঘ্যঃ স্রবনং লম্বয়মাণা ॥
৬৮ ॥ মায়াঃ কামঃ সৃষ্টিচার্য্য সর্ব্বশান্তিকরো
ভব । ললাটে ० তিলকং কুর্ঘ্যাম্রোশোনে
যাজ্ঞিকঃ ॥ ৬৯ ॥ শান্তিরস্ত শিবকান্তি রাসবা-
গিপ্রসাদতঃ । মরুতাঃ ব্রহ্মণৈশ্চ বহু-
কজ প্রজাপতেঃ ॥ ৭০ ॥ অনেন মনুনাযুষ্যঃ
ধারয়ন মন্ত্রকোপরি । ক্ষমস্বা দক্ষিণাং
দদ্যাক্ষোম-প্রকৃতকর্ম্মণোঃ ॥ ৭১ ॥ ইতি তে
কথিতা দেবি সর্ব্বকর্ম্মকুশলিকা । প্রাথোজ্যা
শুভকর্মাণো যজ্ঞতঃ কুলসাধকৈঃ ॥ ৭২ ॥

প্রদান করিয়া অগ্নিকে দক্ষিণদিকে চালিত
করিবে । ৬১—৬৬ । অনন্তর ব্রহ্মাকে
দক্ষিণা প্রদান করিয়া ভক্তি-সহকারে নম্র-
স্বরপূর্ব্বক বিসর্জন করিবে । পরে স্রব
নামক যজ্ঞপাত্র-সংলগ্ন ভূমি দ্বারা তিলক
করিবে । মায়া অর্থাৎ ক্রীং কাম অর্থাৎ
ক্রীং, উচ্চারণ করিয়া “সর্ব্বশান্তিকরো ভব”
বলিবে । এই মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞকর্ত্তা ললাটে
তিলক ধারণ করিবে । “ইন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা,
প্রজাপতি, বহুগণ, কজগণ ও মরুতাদের
প্রসাদে শান্তি হউক ও মঙ্গল হউক”
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রকের উপর আয়ু-
বুদ্ধিকর তিলক ধারণ করিয়া হোমের ও
প্রকৃত কর্ম্মের যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান
করিবে । হে দেবি । এই আমি তোমার
নিকট সর্ব্বসংকর্ম্মের কুশলিকা কহিলাম ।
কুলসাধকগণ, শুভকর্ম্মের অগ্নে যজ্ঞপূর্ব্বক
ইহার অমুষ্ঠান করিবে । হে শিবৈ । যং

প্রকৃতে কৰ্ম্মণি নিবে চরুধ্বাং কুলাগমঃ ।
সিদ্ধার্থঃ কৰ্ম্মণাং তেষাং চরুকৰ্ম্ম মিগদ্যতে ॥
৭২ ॥ চরুহালী প্রকৃতিব্যা তাত্ৰী বা মৃষ্টিকো-
ত্তবা ॥ ৭৩ ॥ কুশপ্তিকোত্তবিধিনা জগা-
সংস্করণাবিধি ॥ কুশা কৰ্ম্ম চরুহালীমানয়ে-
দাঙ্গসমুদে ॥ ৭৪ ॥ অক্ষতামন্ত্রণাং দৃষ্টা-
প্রাদেশপরিমাণকম্ । পবিত্রকুশমেকক স্থালী-
মধ্যে নিযোজয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ আশীষ ততুল-
স্তত্র সংস্থাপ্য স্থিতিলান্তিকে ॥ যশিন কৰ্ম্মণি
যে দেবাঃ পূজনীয়াঃ সুরাচ্চিত্তে ॥ ৭৬ ॥
তত্তনাম চতুর্থান্তমুক্তা তাজুষ্টিমীরয়ন ॥ গৃহ্মামি
নিৰ্গপামীতি প্রোক্ষয়ামি ক্রমাধদন ॥ ৭৭ ॥

ক্রমে যাঁহাদের প্রকৃত কৰ্ম্মে চরু করিবার
নিয়ম আছে, তাঁহাদের কৰ্ম্ম-সিদ্ধির নিমিত্ত
চরু-কৰ্ম্ম বলিতেছি । ৭৭—৭২ । প্রথমতঃ
তাত্ৰময়ী বা মৃদয়ী চরুহালী প্রস্তুত করিতে
হইবে । পরে কুশপ্তিকোত্ত বিধি অনুসারে
জগা-সংস্কার অবধি সমুদায় কৰ্ম্ম সম্পাদন
করিয়া আপনার সমুদে চরুহালী স্থানয়ন
করিবে । পরে ঐ চরুহালী অক্ষত ও
অত্রণ দেবিয়া প্রাদেশ-প্রমাণ একটী পবিত্র
কুশ স্থালী-মধ্যে নিযুক্ত করিবে । হে
সুববস্মিতে ! তৎপরে যজ্ঞস্থলে ততুল
আনয়ন করিয়া স্থিতিলের নিকট সংস্থাপন
পূর্বক, যে কৰ্ম্মে যে দেবতার পূজা করিবার
রীতি আছে, চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত তত্তনাম
উল্লেখ করিয়া “তাজুষ্টিম্” এই কথা বলিয়া
ক্রমশঃ “গৃহ্মামি” (লইতেছি), “নিৰ্গ-
পামি” (স্থালীতে রাখিতেছি), “প্রোক্ষয়ামি”

গৃহ্মামি নিৰ্গপেৎ স্থাল্যাং প্রোক্ষয়াম্যন-
বিন্দুনা । প্রত্যেকং চতুরো মুষ্টিন্ দেবযুগ্মিণ্য
ততুলান ॥ ৭৮ ॥ ততো হুগ্নং স্তিতাকৈব
দত্তা পাকবিধানতঃ । হুপচেৎ সংস্কৃতে
বহুগ্নে সাবধানেন হুত্বতে ॥ ৭৯ ॥ হুপকং
কোমলং জ্বাল্য দদ্যাৎ তত্র দ্বতজ্বলম্ ॥ ৮০ ॥
অগ্নেয়স্তরতঃ পাত্রেণ বিনিধায় কুশোপরি ।
পুনঃস্থিধা ॥ ৮১ ॥ দত্তা স্থালীমাচ্ছাদয়েৎ
কুশৈঃ ॥ ৮২ ॥ ততঃ স্রবে চরুহাল্যা দ্বতা-
ধারণপূর্বকম্ । কিঞ্চিচ্চরুং সমাদায় জাহু-
হোমং সমাচরেৎ ॥ ৮৩ ॥ দ্বারা-হোমং
ততঃ কুশা প্রধানীভূতকৰ্ম্মণি ॥ যত্র যে

(জলসেক করিতেছি) বলিয়া প্রত্যেক
দেবতার উদ্দেশে চারি চারি মুষ্টি ততুল
গ্রহণ করিবে, স্থালীতে রাখিবে এবং জল-
সিক্ত করিবে । হে হুত্বতে ! অনন্তর
তাহাতে হুগ্ন ও চিনি প্রদান করিয়া সমা-
হিত-জ্বলে হুসংস্কৃত বহিঃতে পাক-বিধি
অনুসারে উহা উত্তমরূপে পাক করিবে ।
৭৩—৭৯ । পরে যখন জানিবে,—ঐ অন্ন
হুপক ও কোমল হইয়াছে, তখন তাহাতে
দ্বত-জ্বল নিয়োগ করিবে । অনন্তর অগ্নির
উত্তরদিকে কুশোপরি চরুপাত্র স্থাপন
করিয়া তাহাতে পুনঃ চতুর্বার দ্বত প্রদান-
পূর্বক কুশ দ্বারা চরুহালী আচ্ছাদন করিবে ।
তৎপরে চরুহালী হইতে জগা-সংস্কৃত
যজ্ঞপাত্রে কিঞ্চিৎ চরু লইয়া তাহাতে দ্বত
প্রদানপূর্বক জাহু-হোম করিবে । অনন্তর
দ্বারা-হোম করিয়া প্রধানীভূত কৰ্ম্মে যে স্থলে

বিহিতা দেবাস্তম্ভৈরহতিঃ হমেৎ ॥ ৮৩ ॥
 সমাপ্য প্রকৃতং হোমং স্টিষ্টিক্কোমপূর্ব্বকম্ ।
 প্রায়শ্চিত্তকং হতা কুৰ্য্যৎ কৰ্ম্মসমাপনম্ ॥
 ৮৪ ॥ সংস্কারেষু প্রতিষ্ঠাষু বিধিরেষ
 প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ বিধেয়ঃ শুভকৰ্ম্মাদৌ কৰ্ম্ম-
 সংসিদ্ধিহেতবে ॥ ৮৫ ॥ অথোচ্যতে মহা-
 মায়ে গৰ্ভাদানোদিতাঃ ক্রিয়াঃ । তত্ৰাদা-
 য়ুতসংস্কারঃ কথ্যতে ক্রমতঃ শৃণু ॥ ৮৬ ॥
 কৃতনিত্যক্রিয়াঃ শুভক পঞ্চ দেবানু সমর্চয়েৎ ।
 ব্রহ্মা হুর্গা গণেশশ্চ গ্রহা দিকৃপতন্তুধা ॥
 যুত্তিলস্ত্রেদিগ্ভাগে ষটেভেতানু প্রপূজ-
 য়েৎ ॥ ৮৭ ॥ ততস্ত্র মাতৃকাঃ পূজ্যা গোষ্ঠ্যাভ্যাং

যে দেবতা পূজ্য, সেই দেবতার মন্ত্র দ্বারা
 আছতি প্রদান করিবে। এইরূপে প্রকৃত
 হোম সমাপন করিয়া স্টিষ্টিক্কোম সমা-
 পনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিয়া কৰ্ম্ম
 সমাপন করিবে। ৮০—৮৪। দশবিধ
 সংস্কার সময়ে এবং প্রতিষ্ঠা সময়ে এইরূপ
 বিধি কথিত হইল। শুভ-কৰ্ম্মের আদিতে
 কৰ্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত ইহা বিধেয়। হে মহা-
 মায়ে! অতঃপর গৰ্ভাদান প্রভৃতি ক্রিয়া
 সকল উক্ত হইতেছে। তদাথো ক্রম
 অনুসারে প্রথমতঃ ঋতু-সংস্কার কথিত
 হইতেছে—শ্রবণ কর। নিত্য-কৰ্ম্ম সমাপন-
 পূর্ব্বক শুভকৰ্ম্মের হইয়া ব্রহ্মা, হুর্গা,
 গণেশ, গ্রহগণ ও দিকৃপতিগণ—এই
 পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। যুত্তিলের
 পূর্ব্বদিকে ষটের উপর এই সমুদায় দেবতার
 পূজা করিয়া পরে ক্রমে গৌরী প্রভৃতি

যোড়শ ক্রমাৎ । গৌরী পদ্ম শচী মেধা
 সাবিত্রী বিজয়া জয়া ॥ ৮৮ ॥ দেবসেনা
 স্বধা স্বাহা । শান্তিঃ পুষ্টিবৃদ্ধিঃ ক্ষমা ॥
 আত্মনো দেবতা চৈব তথৈব কুলদেবতাঃ ॥
 ৮৯ ॥ আয়াত্ন মাতরঃ সর্বাঙ্গিদানন্দ-
 কারিকাঃ । বিবাহ-ব্রত-যজ্ঞানাং সর্বাভীষ্ট-
 প্রকর্ষাতাম্ ॥ ৯০ ॥ যানশক্তিসমাক্রাণ-
 সৌম্যগুর্তিধরাঃ সদা ॥ আয়াত্ন মাতরঃ
 সর্বা যজ্ঞোৎসবসমুদয়ো ॥ ৯১ ॥ ইত্যাবাহ-
 মাতৃগণানু স্বশক্ত্যা পরিপূজ্য চ । দেহল্যাং
 নাভিমাভ্যাং প্রাদেশপরিমাণতঃ । সপ্ত বা
 পঞ্চ বা বিন্দুম্ দদ্যৎ সিন্দুরচন্দনৈঃ ॥ ৯২ ॥
 প্রত্যেকবিন্দুং মতিমানু কামং মায়াং রমাং

যোড়শ মাতৃকার পূজা করিবে। মাতৃগণ
 যথা;—গৌরী, পদ্ম, শচী, মেধা, সাবিত্রী,
 বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি,
 পুষ্টি, বৃদ্ধি, ক্ষমা, আত্মদেবতা ও কুল-
 দেবতা। “হে দেবগণের আনন্দ-দায়িনী
 সমস্ত মাতৃগণ। আপনারা আগমন করুন।
 বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞের সমুদায় অভিলেখিত
 ফল প্রদান করুন। হে সমুদায় মাতৃগণ।
 স্ব স্ব যান ও শক্তি-সমাক্রাণ হইয়া সদা
 সৌম্যগুর্তি ধারণ করিয়া, যজ্ঞোৎসব-সমুদয়ের
 নিমিত্ত আগমন করুন।” এই প্রকারে
 মাতৃকাগণকে আবাহন ও যথালঙ্কি পূজা
 করিয়া নাভি-পরিমিত উচ্চ দেহলীতে
 প্রাদেশ-পরিমিত স্থানে সিন্দুর ও চন্দন
 দ্বারা সাতটী বা পাঁচটী বিন্দু প্রদান করিবে।
 ৮৫—৯২। জ্ঞানী ব্যক্তি,—কাম, মায়া,

সারন । তদধারামবিচ্ছিন্নাং দস্তা তত্র বহুং
যজ্ঞে ॥ ৯৩ ॥ বহুধারাঃ প্রকল্যেবং ময়োক্তে-
নৈব বর্জনা । বিরচ্য হুত্তিগং ধীরো বৃষ্টি-
স্থাপনপূর্বকম্ । হোমজব্যনি সংস্কৃত্য
পচেচ্চক্ষুসমুত্তমম্ ॥ ৯৪ ॥ প্রোজাপত্যচক্ৰ-
শত্রে বায়ুনাগা হতশনঃ । সমাপ্য ধারা-
হোমাত্তং কৃত্যমার্জবমারভেৎ ॥ ৯৫ ॥ ক্রীং
প্রোজাপত্যে স্বাহা । চক্ৰণৈবাহতিজয়ম্ ।
প্রদায়ৈকাহতিং দদ্যাদিমং মন্ত্রগুদীরয়ন ॥
৯৬ ॥ বিষ্ণুর্ধোমিঃ কল্লমতু তষ্টা রূপানি
পিংগতু । আসিকতু প্রোজাপতির্ধাতা গর্ভং
দধাতু তে ॥ ৯৭ ॥ সাজ্যেন চক্ৰণী বাপি

রমা অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং এই বীজত্রয়
স্বয়ং করত প্রত্যেক বিদ্যুকে প্রদান করিয়া
অবিচ্ছিন্ন হুতধারা প্রদান করিয়া তাহাতে
গঙ্গাপুষ্পাদি ধারা বহু নামক দেবতার পূজা
করিবে । ধীর-ব্যক্তি মন্ত্র পকতি অনু-
সারে এইরূপে বহুধারা রচনা করিয়া
হুত্তিগ-বিরচনান্তর বহিঃস্থাপনপূর্বক
হোমজব্য সমুদায় সংস্কার করিয়া অতঃপুর্বে
চক্ৰ পাক করিবে । এই পুত্ৰসংস্কার-কার্যে
প্রোজাপত্য নামা চক্ৰ ; ইহাতে বায়ুনাগা
বহিঃ ধারা-হোম পর্ধ্যস্ত কার্য্য সমুদায়
সমাপ্য করিয়া পুত্ৰসংস্কার-কর্ম আরম্ভ
করিবে । “ক্রীং প্রোজাপত্যে স্বাহা” এই
মন্ত্র পাঠপূর্বক চক্ৰ দ্বারা আহুতিজয় প্রদান
করিয়া এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র (বিষ্ণু—তে
৯৭) পাঠ করত এক আহুতি প্রদান
করিবে । বিষ্ণু উৎপত্তি-স্থান রচনা করুন :

সাজ্যেন চক্ৰণাপি বা । সূর্য্যং প্রোজাপতিং
বিষ্ণুং ধায়মাহতিমুৎসজ্যেৎ ॥ ৯৮ ॥ গর্ভং
ধেহি সিনীবাণি গর্ভং ধেহি সরস্বতী । গর্ভং
তে অশ্বিনৌ দেববাণস্তাং পুঙ্করজলৌ ॥
৯৯ ॥ ধাতা দেবীং সিনীবাণীং সর-
স্বত্যশ্বিনৌ তথা । স্বাহাত্তমমুমানেন দদ্যা-
দাহতিমুত্তমায় ॥ ১০০ ॥ ততঃ কামং বধুং
মায়াং রমাং কুর্চং সমুচ্চরন । অমৃষ্যে
পুত্রকামাট্যে গর্ভমাধেহি সর্দিষ্টম্ । উক্তা
ধাতা রবিং বিষ্ণুং জুহুয়াং সংস্কৃতেন্নগে ॥
১০১ ॥ যথেষ্ট পৃথিবী দেবী হাত্তানা গর্ভ-

তষ্টা রূপকে পরিকৃত করুন ; প্রোজাপতি
নিবেক করুন ; ধাতা তোমার গর্ভ পোষণ
করুন ॥ ৯৩—৯৭ ॥ অনন্তর সূর্য্য, প্রোজা-
পতি ও বিষ্ণুর ধ্যান করত হুত ধারা,
চক্ৰ দ্বারা বা সমুত চক্ৰ দ্বারা আহুতি প্রদান
করিবে । “তুমি সিনীবাণী প্ররূপা হইয়া
গর্ভধারণ কর । তুমি সরস্বতী স্বরূপা হইয়া
গর্ভধারণ কর । পদ্মপুষ্প-মালাধারী অশ্বিনী-
কুমারদ্বয় তোমার গর্ভ আধান করুন ॥”
দেবী সিনীবাণী, সরস্বতী ও অশ্বিনীকুমার-
দ্বয়ের ধ্যান করিয়া স্বাহাত্ত এই মন্ত্র (গর্ভং
—অজৌ স্বাহা) দ্বারা উত্তম আহুতি
প্রদান করিবে । অনন্তর কাম, বধু, মায়া,
রমা ও কুর্চ অর্থাৎ ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং
হুৎ উচ্চারণ করিয়া “অমৃষ্যে পুত্রকামাট্যে
গর্ভমাধেহি স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক সূর্য্য
ও বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া সংস্কৃত হুতান্নে
আহুতি প্রদান করিবে । “এই উক্তা ধরণী

নাদধে । তথা ত্বং গৰ্ভমাধেহি দশমে মাসি
সুতয়ে । স্বাহাভ্যেনামুনা বিষ্ণুং ধ্যায়গাহতি-
মাচরেৎ ॥ ১০২ ॥ পুনঃপূজাং সমাদায়
ধ্যাত্বা বিষ্ণুং পরাংপরম্ । বিষ্ণো জ্যেষ্ঠেন
রূপেণ নার্য্যামস্তাং বরীয়সম্ । সুতমাধেহি
ঐশ্বন্দ্রমুত্তমং বহৌ হবিস্ত্যজেন ॥ ১০৩ ॥
কামেন পুটিতাং মায়াং মায়ায়া পুটিতাং
বধুম্ । পুনঃ কামক মায়াক পটিতাস্তাঃ
শিরঃ স্পৃশেৎ ॥ ১০৪ ॥ পতিপুত্রবতীভিঃ
নারীভিঃ পরিবেষ্টিতঃ । শিরশ্চালভ্য হস্তাভ্যাং
বধবাঃ ক্রোড়াকলে পতিঃ ॥ ১০৫ ॥ বিষ্ণুং

দেবী যেমন গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, সেই-
রূপ দশম মাসে প্রসব করিবার নিমিত্ত তুমি
গর্ভধারণ কর" স্বাহান্ত এই মন্ত্র (মূল,
“যথেষৎ—সুতয়ে স্বাহা”) পাঠপূর্ব্বক বিষ্ণুর
ধ্যান করত আভিতি প্রদান করিবে ।
পুনর্ব্বার সুত লইয়া পরাংপর বিষ্ণুর ধ্যান-
পূর্ব্বক “হে বিষ্ণো । তুমি জ্যেষ্ঠ রূপ দ্বারা
এই নারীতে জ্যেষ্ঠ সন্তান আধান কর ।
এতদর্থক মন্ত্র,—“বিষ্ণো—ধেহি” ও ঐশ্বন্দ্র
অর্থাৎ “স্বাহা” পদ উচ্চারণ করিয়া অধিতে
আভিতি প্রদান করিবে । ১০২—১০৩ ।
অনন্তর কামবীজ-পুটিত মায়া অর্থাৎ ক্রীং
ক্রীং ক্রীং এবং মায়া-পুটিত বধু অর্থাৎ
ক্রীং ক্রীং ক্রীং ও পুনর্ব্বার কামবীজ (ক্রীং)
মায়াবীজ (ক্রীং) পাঠ করিয়া ইহার
(ভাধ্যার) মস্তক স্পর্শ করিবে । পরে
পতি-পুত্রবতী রমণীরূপে পরিবেষ্টিত হইয়া
স্বামী হুই হস্ত দ্বারা বধুর মস্তক স্পর্শ

হুর্গাং বিধিৎ সূর্য্যং ধ্যাত্বা সূর্য্যং ফল-
ত্রয়ম্ । ততঃ স্থিষ্টিকৃতং ছত্বা প্রায়শ্চিত্তা
সমাপয়েৎ ॥ ১০৬ ॥ যদা প্রদোষসময়ে
গৌরীশঙ্করপূজনাৎ । ভাস্কর্য্যপ্রদানাজ
দম্পত্যোঃ শোধনং ভবেৎ ॥ ১০৭ ॥ আর্জবং
কথিতং কস্ম্য গুর্ভাধানমথো শৃণু ॥ ১০৮ ॥
মদ্রোত্রীষজ্ঞরাক্রৌ বা যুগ্মায়াং নিশি ভাধ্যয়া ।
সদনাত্যন্তরং গত্বা ধ্যাত্বা দেবং প্রজ্ঞাপতিম্ ॥
১০৯ ॥ স্পৃশন পত্নীং পঠেত্তজ্জা মায়াবীজ-
পুংসরম্ । আবয়োঃ সুশ্রজাটয় ত্বং শয্যে
শুভকরী ভব ॥ ১১০ ॥ আকুহ ভাধ্যয়া
শয্যাং প্রাঙ্কুথো দ্বাপ্যদঙ্কুথঃ । উপবিশ্চ

পূর্ব্বক বিষ্ণু, হুর্গা, বিধি ও সূর্য্যের ধ্যান
করিয়া তাহার ক্রোড়াকলে ফলত্রয় অর্জন-
পূর্ব্বক স্থিষ্টিকৃত হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-
হোম দ্বারা কস্ম্য সমাপন করিবে । অথবা
সায়ংকালে গৌরীশঙ্কর পূজা করিয়া
সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিলে দম্পতীর শোধন
হইবে । এই তোমার নিকট ঋগ্‌শোধন
কস্ম্য কহিলাম, এক্ষণে গর্ভাধান বলিতেছি—
শ্রবণ কর । সেই ঋতুসংস্কারের দ্বািত্তে
অথবা অষ্ট কোন যুগ্ম-প্রাক্তিতে ভাধ্যার
সহিত গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া প্রজ্ঞাপতি-
দেবকে ধ্যান করিয়া শুভা পত্নীকে স্পর্শ
করত মায়াবীজ (ক্রীং) উচ্চারণপূর্ব্বক
পাঠ করিবে যে, “হে শয্যে । আমাদের
উত্তম সন্তানের নিমিত্ত তুমি শুভকরী হও
(“ক্রীং আবয়োঃ—ভব” এই মন্ত্র) ।
১০৮—১১০ । অনন্তর ভাধ্যার সহিত

জিহ্বা পশ্চাদ্ হস্তমাধায় মস্তকে । বামেণ
পাণিনালিঙ্গ্য স্থানে স্থানে মন্ত্ৰং জপেৎ ॥
১১১ ॥ দীর্ঘে কামং শত্রুং জপ্ত্বা চিবুকে
বাগ্ ভবং শতমু । কণ্ঠে রমাং বিংশতিধা
স্তনদ্বয়ে শতং শতমু ॥ ১১২ ॥ হৃদয়ে দশধা
মায়াং নাভৌ ত্রীং পঞ্চবিংশতিমু । জপ্ত্বা-
ঘোনৌ করং দত্তা কামেন সহ বাগ্ ভবমু ১১৩
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা লিঙ্গেহপোরং সমা-
চরন্ । বিকাশা মায়ায়া যোনিং জিহ্বাং গচ্চেৎ
হুতাপ্তয়ে ॥ ১১৪ ॥ রেতঃসম্পাতসময়ে ধাত্তা
বিশুকৃতং পতিঃ । নাক্ষত্রধস্তাচ্চিৎকুণ্ডে

শয্যাতে আক্লেষণ করিয়া পূর্বমুখ বা উত্তর-
মুখ হইয়া উপবেশনপূর্বক পত্নীকে দর্শন
করতঃ পত্নীর মস্তকে হস্ত আধান করিয়া
বামহস্ত দ্বারা আলিঙ্গন করণান্তে স্থানে
স্থানে মন্ত্ৰজপ করিবে । মস্তকে একশত
বার কামবীজ (ক্লীং) জপ করিয়া চিবুকে
একশত বার বাগ্ ভব (ঐং), কণ্ঠে রমা
(ক্রীং) বীজ বিংশতিবার, স্তনদ্বয়েও ক্রীং
বীজ এক এক শতবার, হৃদয়ে দশবার
মায়া (হ্রীং) বীজ, নাভিতেও হ্রীং
বীজ পঞ্চবিংশতি বার জপ করণানন্তর
যোনিতে হস্ত প্রদান করিয়া, কামবীজের
সহিত বাগ্ ভব অর্থাৎ “ক্লীং ঐং” এই
মন্ত্ৰ অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া লিঙ্গে
ত্রীকুপ অর্থাৎ “ক্লীং ঐং” এই মন্ত্ৰ
একশত আটবার জপ করার পর “হ্রীং”
এই মন্ত্ৰ পাঠপূর্বক যোনিকে বিকাশিত
করিয়া সন্তান-কামনায় পত্নীগমন করিবে ।

রক্তিকায়ান্ প্রপাতয়েৎ ॥ ১১৫ ॥ শুক্র-
সেকান্তরে বিধানিমং মন্ত্ৰমুদীরয়েৎ ॥ ১১৬ ॥
যথাগ্নিনা সগর্ভা ভূদর্গাধবা বজ্রধারিণা ।
বায়ুনা দিগ্ গর্ভবতী তথা গর্ভবতী ভব ॥
১১৭ ॥ জাত্রে গর্ভে ঋতৌ তস্মিন্মুষ্ণিশ্ব বা
মহেশ্বরী ॥ তৃতীয়ে গর্ভমাসে তু চরেৎ পুংস-
বনং গৃহী ॥ ১১৮ ॥ কৃতনিত্যক্রিয়ো ভর্তা
পঞ্চ দেবান্ সমার্চয়েৎ । গৌর্যাদিমাতৃকা-
শ্চৈব বসোর্থারান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১৯ ॥
বুদ্ধিশ্রীঃ ততঃ কৃত্বা পূর্বোক্তবিধিনা স্ত্রীঃ ।
ধারাহোমাত্তমাপাদ্য কুর্য্যান্ পুংসবনক্রিয়াম্ ॥
১২০ ॥ প্রাজাপত্যশ্চরুস্তত্র চন্দ্রনামা হতা-

পতি রেতঃপাত সময়ে প্রজাপতিকে ধ্যান
করিয়া নাভির নিম্নে চিৎকুণ্ডে রক্তিকা-
নাভীতে বীজ নিষ্ক্ষেপ করিবে । বিদ্বান্
ব্যক্তি শুক্র-ত্যাগ সময়ে এই মন্ত্ৰ পাঠ
করিবে,—“যেমন পৃথিবী অগ্নি দ্বারা
গর্ভবতী হইয়াছেন, অমরাবতী যেমন ইন্দ্র
দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন, তদ্বৎ যেমন
বায়ু দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন, সেইরূপ
তুমিও গর্ভবতী হও ।” (ইহা মন্ত্ৰের অর্থ ;
মন্ত্ৰ যথা ;—“যথা—ভব”) । হে মহেশ্বরী ।
সেই ঋতুতে অথবা তম্র ঋতুতে গর্ভ হইলে,
গৃহস্থ গর্ভাধান হইতে তৃতীয় মাসে পুংসবন
সংস্কার করিবে । ভর্তা নিত্যকর্ম সমাপন
করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা করিবে । পরে
গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা করিয়া
বহুধারা দিবে । ১১১—১১৯ । তৎপরে স্ত্রী
ব্যক্তি বুদ্ধিশ্রীঃ করিয়া পূর্বোক্ত বিধি

ধর্মঃ ॥ ১২১ ॥ গর্ভো দধি যবকৈকং যো মায়া-
বপিনিকিপেৎ ॥ পতিঃ পৃচ্ছেৎ ত্রিয়ং ভদ্রে-
কিং হুং পিবসিত্রিকৃতম্ ॥ ১২২ ॥ ততঃ শীম-
ভিনী জ্ঞানায়্যা পুংসবনং ত্রিধা ॥ প্রকৃতীং-
জীন পিরেমারী যবমাযযুতং দধি ॥ ১২৩ ॥
জীবৎসু ভাবিরমিতাং যাগস্থানং সমানয়েৎ ॥
সংস্থাপ্য বামভাগেতাং চক্ৰহোমং সমাচরেৎ ॥
১২৪ ॥ পূর্ববচ্চক্ৰমাদায়া মায়াং কুর্চৎ সমু-
চরন ॥ য়ে গর্ভবিদ্বকর্তারো য়ে চ গর্ভ-
বিনামিকাঃ ॥ ১২৫ ॥ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ
বেতালা যাগবাতকাঃ ॥ তান সর্গান মাশয়

অনুমারে ধারা-হোমাস্ত কৰ্ম সম্পাদন করিয়া
পুংসবন-ক্রিয়া করিবে ॥ তাহাতে প্রাজাপত্য-
নামা চক্ৰ এবং চলনামা হতামন
অনন্তর স্বামী গব্য-দধিতে একটী যব এবং
তুইটী মাষকলায় নিক্ষেপ করিয়া পত্নীকে
তিনবার জিজ্ঞাসা করিবে,—“হে ভদ্রে ।
তুমি কি পান করিতেছ ?” অনন্তর পত্নী
তিনবার বলিবে যে, “হ্রীং পুংসবনম্” অর্থাৎ
পুত্র-প্রসবের হেতু ভূত বস্ত্র পান করিতেছি ।
পরে নারী তিন প্রহতি যব ও মাষকলায়
যুক্তা দধি পান করিবে ॥ অনন্তর স্বামী
জীবৎসু ভাবিরগণের সহিত বসিতাকে
যাগস্থানে আনিয়ন করিবে এবং বামভাগে
উপবেশন করাইয়া চক্ৰ-হোম আরম্ভ করিবে ॥
প্রথমতঃ পূর্বের জাগ্ৰ চক্ৰ লইয়া মায়া কুর্চ
অর্থাৎ হ্রীং হুং উচ্চারণপূর্বক বলিবে,—
“গর্ভবিদ্বকর্তা য়ে সকল এবং গর্ভনাশক য়ে
সকল ভূত, প্রেত, পিশাচ, বেতালা ও বলি-

দাদং গর্ভরক্ষকি কুরু দিষ্টঃ ॥ ১২৬ ॥ ময়েনা-
মেন রক্ষোয়ং চিত্তয়িত্বা হতামনম্ ॥ রক্ষং
প্রজাপতিং ধ্যায়ন্ প্রদদাদদ্বাদশাহতীঃ ॥
১২৭ ॥ ততো মায়াচক্ৰমসে সমবেত্যাহতি-
পকবম্ ॥ দধা ভাব্যজিদি স্পষ্টায়ায়াং লক্ষীং
শতং জপেৎ ॥ ১২৮ ॥ ততঃ দ্বিষ্টিকৃতং হত্যা
প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ ॥ ততস্ত পঞ্চমে
মাসি দদ্যাৎ পঞ্চামৃতং ত্রিয়ে ॥ ১২৯ ॥
শর্করা মধু ত্বগ্গন্ধ দ্বুতং দধি সমাশ্বকম্ ॥
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং দেহভক্ষো বিদীয়তে ॥
১৩০ ॥ বাগ্ ভবৎ গদনং লক্ষীং মায়াং

বাতক, তাহাদের সকলকে বিনষ্ট কর, গর্ভ-
রক্ষা কর” (ইহা মন্ত্রার্থ) ॥ পরে “স্বাহা”
এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে ॥ মন্ত্র
যথা,—হ্রীং হুং য়ে—কুরু স্বাহা ॥ এই মন্ত্র
দ্বারা রক্ষোহতামনের ধ্যান করিয়া রক্ষ ও
প্রজাপতির ধ্যান করত দ্বাদশ আহতি প্রদান
করিবে ॥ ১২০—১২৭ ॥ অনন্তর মায়া অর্থাৎ
“হ্রীং” বীজের পর “চক্ৰমসে স্বাহা” এই মন্ত্র
দ্বারা পঞ্চ আহতি প্রদান করিয়া স্পষ্টপূর্বক
ভাব্যার জদয়ে একশত বার মায়া, লক্ষী
অর্থাৎ “হ্রীং লীং” এই মন্ত্র জপ করিবে ॥
অনন্তর দ্বিষ্টিকৃত-হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-
হোম দ্বারা পুংসবন-কৰ্ম সমাধা করিবে ॥
পরে পঞ্চম মাসে ভাব্যাকে পঞ্চামৃত প্রদান
করিবে ॥ শর্করা, মধু, ত্বগ্গ, দ্বুত, দধি,—
সমভাগ এই পঞ্চ দ্রব্য পঞ্চামৃত বলিয়া উক্ত
হইয়াছে ; ইহা দেহভক্ষির নিমিত্ত বিহিত ।
হে শিবে ॥ স্বামী পূর্বোক্ত পঞ্চ দ্রব্যের

কর্তব্যং পুরোহিতম্ । পঞ্চবোপরি শিবে
প্রজপ্য পঞ্চ পঞ্চা । একীকৃত্যমৃত্যুত্র
প্রাণৈরেন্দ্রিয়তাং পতিঃ ॥ ১৩১ ॥ সীমন্তো-
ন্নয়নং কুর্যাদ্যুসি ষষ্ঠ্যষ্টমেব পিতৃণা । যাবম
জায়তেহপত্যং স্যাবৎ সীমন্তনক্ষিণা ॥ ১৩২ ॥
পূর্বোক্তধারাহোমাত্ত্বং কৰ্ম্ম কৃত্বা স্ত্রিয়া সহ
উপবিশ্যাসনো প্রোক্তঃ প্রদদ্যাৎসুতীত্রয়ম্ ।
বিক্ষবে ভাস্বতে ধাত্রে বহিষ্জায়াঃ সমুচ্চরন ॥
১৩৩ ॥ ততঃ চন্দ্রমসং ধ্যাত্বা শিবম্যগ্নি ততঃ শনে
সপ্তধা হবনং কুর্যাদ্যঃ সোমমুদ্ভিষ্টা মানবঃ ॥
১৩৪ ॥ অগ্নিনো বাসবঃ বিষ্ণুঃ শিবঃ তুর্গাঃ
প্রজাপতিম্ । ধ্যাত্বা প্রত্যেকতোদ দ্যাদীহতীঃ

প্রত্যেকের উপর বাগ্ভব, মদন, লক্ষ্মী,
মারু, কুর্চ, ও ইন্দ্র অর্থাৎ ঐং ক্রীং ক্রীং
ক্রীং কুং, লং এই বীজ কয়েকটি পাঁচ পাঁচ
বার জপ করিয়া পঞ্চামৃত একত্র কুরিয়া পঞ্চম
মাসে পত্নীকে পান করাইবে । ষষ্ঠ মাসে
বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে । যে
পর্যন্ত সন্তান প্রসূত না হয়, তাহার মধ্যে
সীমন্তোন্নয়ন-সংস্কার কর্তব্য । ১২৮—১৩২ ।
জ্ঞানবান্ ভর্তা পূর্বোক্ত ধারাহোম পর্যন্ত
কৰ্ম্ম করিয়া ভার্গ্যার সহিত আসনে
উপবেশনপূর্বক, 'বিক্ষবে' 'ভাস্বতে' 'ধাত্রে'
বহিষ্জায়া অর্থাৎ 'বিক্ষবে স্বাহা' ইত্যাদি
এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক তিনবার আহুতি
প্রদান করিবে । অনন্তর যামব চন্দ্রমার
ধ্যান করিয়া শিব নামক ছত্ৰাশনে চন্দ্রের
উদ্দেশে সাতবার আহুতি প্রদান করিবে ।
হে শিবে । অগ্নিনীকুমারহয়, ইন্দ্র, বিষ্ণু,

পঞ্চাশিবে ॥ ১৩৫ ॥ স্বর্ণবস্ত্রিকাং ভর্তা
গৃহীত্বা দক্ষিণে করে । সীমন্তাধিকেশাভঃ
কেশপাশে নিবেশয়েৎ ॥ ১৩৬ ॥ শিবং
বিষ্ণুং বিধিৎ ধ্যায়নু মায়াবীজং সমুচ্চরন ।
ভার্ঘ্যে কল্যাণি সুভগে দশমে মাসি সুভতে ॥
১৩৭ ॥ সুপ্রসূতা ভব প্রীতা প্রসাদান্নিখ-
কৰ্ম্মণঃ । আয়ুষ্যতী কক্ষতিকা বক্ষর্চদী তে
শুভং কুরু ॥ ১৩৮ ॥ ততঃ সমাপয়েৎ কৰ্ম্ম
দ্বিষ্টিকৃৎকবনাদিভিঃ ॥ ১৩৯ ॥ জাতমাত্রং সূতং
দৃষ্ট্বা দত্তা স্বর্ণং গৃহান্তরে । পূর্বোক্তবিধিনা
ধীরো ধারাহোমং সমাপয়েৎ ॥ ১৪০ ॥ ততঃ

শিব, তুর্গা, প্রজাপতি,—ইহাদিগের ধ্যান
করিয়া প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ আহুতি প্রদান
করিবে । অনন্তর ভর্তা দক্ষিণ-করে সুবর্ণময়
কক্ষতিকা (চিরুণী) গ্রহণ করিয়া সীমন্ত
হইতে বক্ষ কেশের (খোঁপার) অন্তর্বর্তী
কেশপাশে প্রবেশ করাইবে । ১৩৩—১৩৬ ।
শিব, বিষ্ণু ও বিধিকে ধ্যান করণানন্তর
মায়াবীজ অর্থাৎ "ক্রীং" এই বীজ উচ্চারণ
করিয়া "ভার্ঘ্যে—কুরু" এই মন্ত্র পাঠ করিবে ।
তাহার অর্থ,—হে ভার্ঘ্যে । হে কল্যাণি ।
হে সুভগে । হে সুভতে । তুমি দশম মাসে
উৎসব সন্তান প্রসব করিয়া প্রীত ও আয়ুষ্যতী
হও এবং বিশ্বকর্ম্মার প্রসাদে কক্ষতিকা
তোমার তেজোবর্জিনী হউক । তুমি শুভ-
কার্যের অনুষ্ঠান কর । অনন্তর দ্বিষ্টিকৃৎ-
হোমানি ধারা-কৰ্ম্ম সমাপন করিবে । সন্তান
উৎপন্ন হইবামাত্র ধীর-বাক্তি স্বর্ণ প্রদান-
পূর্বক পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া স্তুতিপাঠ

পঞ্চাঙ্গতীর্থে দীপনিসিদ্ধিং প্রজাপতিম্ । বিধান
 দেবাংচ ত্রিঙ্গাণমুদ্ভিষ্ট তদনন্তরম্ ॥ ১৪১ ॥
 মধু সর্পিঃ কাংস্তপাত্রে সমানীয় সমাধিকম্ ।
 বাগ্ভবং শতধা জপ্তা প্রাশয়েৎ তনয়ং
 পিতা । দক্ষহস্তানামিকয়া মন্ত্রমেমং সম-
 চরন ॥ ১৪২ ॥ আয়ুর্ভেদো বলং মেধা বর্জিতাং
 তে সদা শিশো । ইত্যায়ুর্জননং কৃত্বা
 ওপ্তং নাম একস্ময়েৎ ॥ ১৪৩ ॥ কৃতোপনয়নে
 পুত্রোভেন নামা সমাহবয়েৎ । প্রাশুচিভা-
 নিকং কৃত্বা জাতকর্ম্ম সমাপয়েৎ । নাল-
 চ্ছেদং ততো ধাত্রী কুর্য্যাহুংসাহপূর্ব্বকম্ ॥
 ১৪৪ ॥ বাব্রু চ্ছিদ্যতে নালং তাবচ্ছৌচং

ভিন্ন অস্ত গৃহে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে ধারা-
 হোম সমাপন করিবে । পরে অগ্নি, ইন্দ্র,
 প্রজাপতি, বিশ্বদেবগণ ও ত্রিঙ্গা,—ইহাদের
 উদ্দেশে পঞ্চ জাততি প্রদান করিবে ।
 তদনন্তর পিতা কাংস্ত-পাত্রে সমভাগ মধু ও
 মৃত লইয়া তাহাতে বাগ্ভব অর্থাৎ “ঐং”
 এই বীজ একশতবার জপ করিয়া দক্ষিণ-
 হস্তের অনামিকা দ্বারা বক্ষ্যমান মন্ত্র
 উচ্চারণ করত পুত্রকে উছাপান করাইবে ।
 মন্ত্র যথা, আয়ুঃ—শিশো । তাহার অর্থ,—
 হে শিশো । তোমার আয়ুঃ তেজ, বল ও
 মেধা নিরন্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক । এইরূপ
 আয়ুষ্কর কাণী করিয়া বালকের একটা ওপ্ত
 নাম রাখিতে হইবে । ১৪২—১৪৩ । পরে
 পুত্র উপনীত হইলে, তাহাকে ত্রিঙ্গুপ্ত নাম
 দ্বারা আহ্বান করিবে । তদনন্তর প্রায়-
 শ্চিষ্টাদি হোম সমাধান করিয়া জীতকর্ম্ম

ন বাধতে । প্রাগেব নাড়ীচ্ছদাঈদেবীং
 পৈত্ৰীং ক্রিয়াং চরেৎ ॥ ১৪৫ ॥ কুমার্যা-
 পুত্রাণি কণ্ঠব্যমেবমেবমমন্ত্রকম্ । যষ্ঠে বা
 চাষ্টমে মাসি নাম কুর্য্যাহুং প্রকাশতঃ ॥ ১৪৬ ॥
 জাপয়িত্বা শিশুং মাতা পরিধাপ্যাম্বরে শুভে ।
 ভক্তুঃ পার্থং সমাগত্যপ্রাজুখং স্থাপয়েৎ
 সূতম্ ॥ ১৪৭ ॥ অভিবিক্কেচ্ছিশোর্ম্মিঃ সহি-
 রণ্য-কুশোদকৈঃ । জাহ্নবী যমুনা রেবা
 জপবিভ্রা সরস্বতী ॥ ১৪৮ ॥ নর্ম্মদা বরদা
 কুন্তী সাগরাশ্চ সরাসি চ । এতে দ্ব্যমভি-
 যিক্তে ধর্ম্মকামাধিসিদ্ধয়ে ॥ ১৪৯ ॥ ঔ ক্লীং

সমাপন করিবে । তদনন্তর ধাত্রী উৎসাহ-
 পূর্ব্বক নাড়ীচ্ছদ করিবে । যে পর্য্যন্ত
 নাড়ীচ্ছদ না হয়, সে পর্য্যন্ত শিশু নাড়িত
 হয় না, অর্থাৎ অশৌচ হয় না ; ততএব
 নাড়ীচ্ছদের পূর্বে দৈবী ও পৈত্ৰী ক্রিয়া
 আচরণ করিবে । কণ্ঠারও এইরূপ সমস্ত
 কর্ম্ম অমন্ত্রক সম্পাদন করিবে । যষ্ঠ বা
 অষ্টম মাসে প্রকাশ্যে নামকরণ করিবে ।
 ১৪৪—১৪৬ । নামকরণের সময় জননী
 শিশুপুত্রকে ধ্যান করাইয়া এবং উক্ত মন্ত্র-
 যুগল পরিধান করাইয়া তত্ত্বার নিকটে
 আগমনপূর্ব্বক পুত্রকে পূর্ব্বমুখ করিয়া
 বসাইবে । তদনন্তর পিতা, স্ববর্ণমাহিত
 কুশোদক দ্বারা শিশুর মস্তকে জলসেক
 করিবে । (১) “জাহ্নবী, যমুনা, রেবা,
 জপবিভ্রা সরস্বতী, নর্ম্মদা, বরদা, কুন্তী,
 সাগর সকল, সরসী সকল—ইহারা ধর্ম্ম,
 কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে

আপো হিষ্টা ময়োভূবন্তা ন উজ্জ দধাতম ।
মহেরণায় চক্ষমে ॥ ১৫০ ॥ তু যো বঃ
শিবতমো রসন্তস্ত ভাঙ্করতেহু নঃ । ষষ্ঠী-
রিব মাতরঃ ॥ ১৫১ ॥ তু তস্যা অরং গম্যাম
বো যস্ত ক্ষয়্যি জিহ্বা । আপো জনয়থা
চ নঃ ॥ ১৫২ ॥ অভিষিচ্য ত্রিভির্মহৈঃ পূর্ব-
বহ্নিহিমংগি গাম্ । কৃত্ব সম্পাদ্য ধারান্তঃ
দদ্যাৎ পকাতীঃ সুমীঃ ॥ ১৫৩ ॥ অগ্নয়ে
ঋতমাং দত্তা বাসবায় ততঃ পরম্ । ততঃ
প্রজাম্পিতয়ে বিশ্বদেবেভ্য এব চ ॥ ১৫৪ ॥
ব্রহ্মণে চাহতিৎ দদ্যুর্হিহৌ পার্থিবসংজ্ঞকে ॥
১৫৫ ॥ ততোহন্যে পুত্রমাদায় আবয়ে-

যুক্ত করুন ।" (২) "হে জল । তোমরা
যেহেতু মুখদাতা, অতএব আমাদিগের ইহ-
কালের অন্ন-সংস্থান ও পরকালে আমা-
দিগকে পরমব্রহ্মের সহিত মিলিত করিও" ।
(৩) "মাতার ত্রায় নৈহুক্ত" তোমরা আমা-
দিগকে উত্তম মঙ্গলকর-রস-ভাগী কর । হে
জল সকল । তোমরা যে রস দ্বারা জগৎগুল
পরিভূত করিতেছ, আমরা যাহাতে পরিভূত
হই ; সেই রস আমাদিগকে সন্তোগ
করিও ॥ ১৪৭—১৫২ ॥ জ্ঞানবান পিতা
এই মন্ত্রের দ্বারা শিশুর অভিষেক করিয়া,
পূর্ববৎ বহ্নিসংস্কার করিয়া দ্বারা-হোমাত্ত
সমুদায় কার্য সম্পাদন করণানন্তর পক
আহুতি প্রদান করিবে । পার্থিব নামক
অগ্নিতে উক্ত পক আহুতি দিবার সময়
প্রথমতঃ অগ্নিকে, পরে বাসবকে, তৎপরে
প্রজাপতিকে, তৎপরে বিশ্বদেবগণকে এবং

দক্ষিণপ্রান্তে । স্বজামগ্নং সুখোচ্চাৰ্য্য
তত্ত্ব নাম বিচক্ষণঃ ॥ ১৫৬ ॥ আবয়িত্বা ত্রিণা
নাম ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদ্য চ । ততঃ সগা-
পয়েৎ কৰ্ম কৃত্বা স্থিষ্টিকৃদানিকম্ ॥ ১৫৭ ॥
কথ্যয়া নিজ্জমো নাস্তি বৃদ্ধিভ্রাক্ষং ন
বিদ্যাতে । নামায়প্রাপনং চুড়াং কুর্ধ্যাক্ষীমান-
মজ্জকম্ ॥ ১৫৮ ॥ চতুর্থে মাসি ষষ্ঠে বা
কুর্ধ্যামিজ্জমণং শিশোঃ ॥ ১৫৯ ॥ কৃতনিত্য-
ক্রিয়ঃ স্নাতঃ সম্পূজ্য গণমায়কম্ । স্নাপ-
য়িত্বা তু তন্নয়ং বজ্রালঙ্কারভূষিতম্ । সৎস্থাপ্য
পূরতো বিদ্বানিমং মজ্জমুদীরয়েৎ ॥ ১৬০ ॥

তৎপরে ব্রহ্মাকে আহুতি প্রদান করিবে ।
অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি পুত্রকে ক্রোড়ে
লইয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে স্বজামগ্ন সুখো-
চ্চাৰ্য্য তদীয় শুভ নাম আবণ করাইবে ।
এইরূপে তিনবার নাম আবণ করাইয়া স্থিষ্টি-
কৃত-হোম প্রভৃতি সমাধানপূর্বক ব্রাহ্মণ-
গণকে নিবেদন করিয়া কৰ্ম সমাপন
করিবে ॥ ১৫১—১৫৬ ॥ কথ্য-সত্তানের
নিজ্জমণ নাই, বৃদ্ধিভ্রাক্ষও নাই ; ধীমান
ব্যক্তি,—নামকরণ, প্রাপ্যপ্রাপন ও চুড়াকরণ
অমঙ্গল সম্পাদন করিবেন । চতুর্থ মাসে
বা ষষ্ঠ মাসে শিশুর নিজ্জমণ-সংস্কার
সম্পাদন করিবে । এই নিজ্জমণ-সংস্কারের
সময় স্নাত ও কৃত-নিত্যক্রিয় হইয়া গণেশের
পূজা করণানন্তর বিদ্বান পিতা শিশুকে
স্নান করাইয়া বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত
করিয়া সমুপে স্থাপনপূর্বক এই অর্থাৎ
বহ্মামণি মজ্জ উচ্চারণ করিবেন ॥ "ব্রহ্মা-

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো ভূর্গা গণেশো ভাস্করস্তথা ।
 ইন্দ্রো বায়ুঃ কুবেরশ্চ বরুণোহগ্নিবৃহস্পতিঃ ।
 শিশোঃ ততঃ প্রকৃর্বন্ত রক্ষন্ত পথি সর্বদা ॥
 ১৬১ ॥ ইত্যুক্তাক্ষে সমাদায় গীতবাদ্য-
 পুরঃসরম্ । বহির্নিষ্ক্রাময়েদ্বালং সানন্দৈঃ
 সঙ্গমৈঃ সহ ॥ ১৬২ ॥ গতাধ্বনি কিয়দূরং
 নিশ্চয়ং সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥ ১৬৩ ॥ তুং দ্বীং
 তচ্চক্ষুর্দেহহিতং পুরস্তাচ্ছূক্রেমুচ্চরৎ । পশ্চেম
 শরদঃ শতং জীবৈশ্চ শরদঃ শতম্ ॥ ১৬৪ ॥
 ইত্যাদিত্যং দর্শয়িত্বা সমাগত্য নিজালয়ম্ ।
 অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায় সজ্জনানু ভোজয়েৎ পিতা ॥
 ১৬৫ ॥ ষষ্ঠে মাসি কুমারস্ত মাসি বাপাষ্টমে

বিষ্ণু, মহেশ্বর, ভূর্গা গণেশ, দিবাকার, ইন্দ্র,
 বায়ু, কুবের, বরুণ, বহ্নি, বৃহস্পতি—ইহারা
 সকলে নিশ্চর-মণ্ডল করুন এবং পথে
 ইহাকে সর্বদা রক্ষা করুন ।” মন্ত্র যথা ;—
 “ব্রহ্মা—সর্বদা” । পিতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া
 নিশ্চকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দপূর্ণ সজ্জন-
 গণে পরিবৃত হইয়া গীত-বাদ্যপূর্ব্বক
 বালককে বাহিরে লইয়া যাইবেন ।
 ১৬১—১৬২ । পথের কিয়দূর গমন করিয়া
 বালককে সূর্য্য দর্শন করাইবেন । “শুক্রকে
 অতিক্রম করিয়া দেবগণেরও হিতকর
 সূর্য্যরূপ যে চক্ষু বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা
 আমরা একশত বৎসর দর্শন করি এবং
 একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকি ।” পিতা
 এই (তৎ—শতম্) মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক
 কুমারকে সূর্য্য দর্শন করাইয়া নিজ ভবনে
 প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান

শিবে । পিতৃভ্রাতা পিতা বাপি সূর্য্যাদমাশন-
 ক্রিয়াম্ ॥ ১৬৬ ॥ পূর্ব্ববন্দেবপূজাদি বহি-
 সংস্করণং তথা । এবং ধারাত্তকর্মাণি
 সম্পাদ্য বিধিবৎ পিতা ॥ ১৬৭ ॥ সদ্যং
 পকাহতীস্তরা শুচিনায়ি ছতশনে । অগ্নি-
 মুদ্दिष्ट প্রথমাং দ্বিতীয়াং বাসবং সারন ॥
 ১৬৮ ॥ ততঃ প্রজ্ঞাপতিং দেবং বিবান
 দেবানু ততঃ পরম্ । ব্রহ্মাণক সমুদ্दिष्ट
 পকমীমাছতীং ত্যজেৎ ॥ ১৬৯ ॥ ততো-
 হগ্নাবনদাং ধাত্বা দত্তপকাহতিঃ পিতা ।
 তত্ৰাধবা গৃহেহগ্নমিনু বজ্রালঙ্কার-
 শোভিতম্ । ক্রোড়ে নিধায় তময়ং ত্রাশয়েৎ
 পায়সামৃতম্ ॥ ১৭০ ॥ পকপ্রকাহতৈর্মন্তৈ-

করিয়া আত্মীয়-সজ্জনগণকে ভোজন করাই-
 বেন । হে শিবে ! কুমারের ষষ্ঠ মাসে
 অথবা অষ্টম মাসে পিতা বা মাতৃভ্রাতা
 তাহার অমপ্রাশন সংস্কার করিবেন । পূর্ব্ব-
 বৎ দেবপূজা প্রভৃতি ও বহিসংস্কার করিয়া,
 যথাবিধানে ধারা-হোম পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম সমাধা
 করিয়া শুচি নামক ছতশনে পক আহুতি
 দিবেন । অগ্নির উদ্দেশে প্রথম আহুতি,
 বাসবের উদ্দেশে দ্বিতীয় আহুতি, প্রজ্ঞাপতি
 দেবের উদ্দেশে তৃতীয় আহুতি, বিশ্বদেব-
 গণের উদ্দেশে চতুর্থ আহুতি, ব্রহ্মার
 উদ্দেশে পঞ্চম আহুতি প্রদান করিতে
 হইবে । অনন্তর পিতা অগ্নিতে অমদা-
 দেবীর ধ্যান করিয়া তাহার উদ্দেশে “পক
 আহুতি প্রদানপূর্ব্বক সেই গৃহে বা অগ্ন
 গৃহে বজ্রালঙ্কার-ভূষিত কুমারকে ক্রোড়ে

ভোজ্যবিভা তু পঞ্চম। ভোজ্যভক্ষণা-
নীমাং দত্তা কিকিচ্ছিশোমুখে ॥ ১৭১ ॥
শ্রুতুর্ধ্যাদিযোয়েন প্রায়শ্চিত্ত্য। সমাপয়েৎ।
ইত্যমপ্রাশনং প্রোক্তং চুড়াবিধিমতঃ শৃণু ॥
১৭২ ॥ তৃতীয়ে পক্ষে বর্ষেকুলাচারাঙ্গসারতঃ।
চুড়াকর্ম্ম শিশোঃ কুর্যাদানসংস্কারসিকুরে ॥
১৭৩ ॥ দেবপূজাদিধারাত্ত্বকর্ম্ম নিপ্যাদ্য
সাধকঃ। সত্যায়ের্ত্তরে দেশে যুগোময়-
পুরিতম ॥ ১৭৪ ॥ তিলাগোধুমসংযুক্তং
শরাবং স্থাপয়েদ্ যুগঃ। কবোমং সলিলকাপি

লইয়া পায়সামৃত পান করাইবেন।
১৬৬—১৭০। “প্রাণায় স্বাহা” “অপানায়
স্বাহা,” “সমানায় স্বাহা,” “উদানায় স্বাহা,”
“বিনিমায় স্বাহা” এই পঞ্চ প্রাণাজতি মন্ত্র
পাঠপূর্ব্বক শিশুর মুখে পাঁচবার পায়সামৃত
প্রদান করিয়া পশ্চাৎ সমুদায় অন্ন-ব্যঞ্জন
প্রভৃতি হইতে কিকিৎ কিকিৎ লইয়া ঐ
শিশুর মুখে প্রদান করিবে। পরে শ্রুত-
তুর্ধ্যাদির। ধ্বনি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-হোম
সমাপনপূর্ব্বক ক্রিয়া সমাপন করিবে। এই
ভোমার নিকট অন্নপ্রাশন-বিধি কহিলাম
অতঃপর চুড়াকরণ-বিধি বলিতেছি— প্রবণ
কর। জন্মকাল হইতে কুলাচারাঙ্গসারে
তৃতীয় বর্ষ বা পঞ্চম বর্ষে সংস্কার-সিদ্ধির
নিমিত্ত বালকের চুড়াকর্ম্ম করিবে।
১৭১—১৭৬। বিচক্ষণ সাধক, দেবপূজা
অর্ঘ্য ধারা-হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম
দম্পন করিয়া সত্য নামক অগ্নির উত্তরদিকে
যুগোময়-পুরিত তিলা ও গোধুম-সংযুক্ত

ক্ষুরমেকং স্থাপনিতম ॥ ১৭৫ ॥ আসাদ্য
তনয়ং তত্র জনকঃ স্ত্রীস্বামতঃ। সংস্থাপ্য
জননীক্রেড়ে কবোমং সলিলৈশ্চৈকৈঃ ॥ ১৭৬ ॥
বাক্ষণং দশধা জপ্তা স্যাক্ষিক্য শিশুর্জন্মনি ॥
মাত্রয়া কুলপত্রোজ্যং জুষ্টিমেকাং প্রোক্ষয়েৎ ॥
১৭৭ ॥ মায়াং লক্ষ্মীং ত্রিধা জপ্তা। হৃদীত্যা
লৌহজং ক্ষুরম্। ছিত্ব তু জুষ্টিকামূলং মাতৃ-
হস্তে নিবেশয়েৎ ॥ ১৭৮ ॥ কুমারমাতা
হস্তাত্যাসাদ্য গোময়াদিতে। শরাবে স্থাপয়েৎ
জুষ্টিং নাপিতায় পিতা বদেৎ ॥ ১৭৯ ॥ ক্ষুর-
মুগ্ধিন শিশোঃ ক্ষৌরং কুণ্ডং সাধয় ঠধম্ ॥

একটি নবশরাব, অন্ন উষ্ম জল এবং এক-
ধানি স্থাপনিত ক্ষুর রাখিয়া দিবে। অন্ন-
স্তর পিতা, সেই স্থানে স্ত্রী স্বামদিকে
বালককে জননীর ক্রেড়ে রাখিয়া সেই
সমস্ত ঐষত্মক সলিল দ্বারা “বৎ” এই
বক্শ-রীজ দশবার জপ করণানন্তর বালকের
কেশ মার্জিত করিয়া মায়া অর্থাৎ “স্ত্রীং”
এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ছইটি কুলপত্র দ্বারা
মস্তকে একটি জুষ্টি (বুটি) রচনা করিবে।
মায়া, লক্ষ্মী অর্থাৎ “স্ত্রীং স্ত্রীং” এই মন্ত্র
তিনবার জপ করিয়া লৌহময় ক্ষুর গ্রহণ-
নন্তর জুষ্টিকামূল ছেদন করিয়া মাতার হস্তে
নিবেশিত করিবে। ১৭৪—১৭৮। কুমারের
মাতা হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া গোময়-যুক্ত
শরাবে জুষ্টি স্থাপন করিবে। পরে পিতা,
নাপিতকে বলিবে—“হে ক্ষুরমুগ্ধিন।
(নাপিত।) তুমি স্থখে এই শিশুর ক্ষৌর-
কর্ম্ম কর (মূলম্ “ক্ষুর—সাধয় ঠধম্”) ॥

পঠিত্ব নাপিতং পশ্চান্ন সত্যনামনি পাবকে ।
 প্রজাপতিং সমুদ্ভিত্ব । প্রদদ্যাৎ হতিত্রয়ম্ ॥
 ১৮০ ॥ নাপিতেন কৃতক্কেৱং নাপয়িত্বা
 শিশুং ততঃ । বস্ত্রালঙ্কারমাল্যেণ ভূষয়িত্বাগ্নি-
 সন্নিধৌ ॥ ১৮১ ॥ স্ববামভাগে সংস্থাপ্য
 দ্বিষ্টিকৃচ্ছামমাচরেৎ । প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা
 দদ্যাৎ পূর্ণাহতিং পিতা ॥ ১৮২ ॥ মায়া
 শিশোঃ তে কুশলং কুরুতঃ বিশ্বকৃদ্ভিতুঃ ।
 পঠিত্বৈতৎ শিশোঃ কর্ণে স্তব্ধময়ী শলাকয়া ।
 রাজত্যা লৌহময়ী বা কর্ণবেধং প্রকল্পয়েৎ ॥
 ১৮৩ ॥ আপোহিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ অভিষিচ্য
 স্তুতং ততঃ । শান্ত্যাদিদক্ষিণাং কৃত্বা

পিতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নাপিতকে
 অবলোকন করত প্রজাপতিকে উদ্দেশ্য
 করিয়া সত্য নামক হতাহতি আহতিত্রয়
 প্রদান করিবে । অনন্তর নাপিত, বালকের
 ক্কেৱকর্ষ করিলে, পিতা সেই বালককে
 স্থান করাইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার ও মালা দ্বারা
 ভূষিত করিয়া অগ্নি-সন্নিধৌ আপনার বাম-
 ভাগে রাখিয়া দ্বিষ্টিকৃৎ-হোম করিবে ।
 পরে প্রায়শ্চিত্ত-হোম করিয়া পূর্ণাহতি
 প্রদান করিবে । মায়া অর্থাৎ 'হ্রীৎ'
 "শিশো-বিভুঃ" (মূলঃ), অর্থাৎ হে
 শিশো ! বিভু বিশ্বঅষ্টা তোমার মঙ্গল
 করুন । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্তব্ধময়ী,
 রজতময়ী অথবা লৌহময়ী শলাকা দ্বারা
 শিশুর কর্ণবেধ করিবে । পরে "আপোহিষ্ঠা-
 ময়োভুধ" এই মন্ত্র দ্বারা পুত্রকে অভিষিক্ত
 করিয়া শান্তি-কর্ষ ও দক্ষিণা প্রদান করিয়া

চূড়াকর্ষ সমাপয়েৎ ॥ ১৮৪ ॥ গর্ভাধানাদি-
 চূড়ান্তং সমানং সর্বজাতিম্ । শূদ্র
 সামান্যজাতিনাং সর্বমেতদমন্ত্রকম্ ॥ ১৮৫ ॥
 জাতকর্ষাদিচূড়ান্তং কুমার্যাশ্চাপ্যমন্ত্রকম্ ।
 কর্তব্যং । লক্ষ্যভির্বেগৈরেকং । নিষ্ক্রমণং
 বিনা ॥ ১৮৬ ॥ অথোচ্যতে দ্বিজাতিনা-
 ম্প্রবীতক্রিয়াবিধিঃ । যস্মিন্ কৃতে দ্বিজ-
 যানো দৈবতপৈত্র্যধিকারিণঃ ॥ ১৮৭ ॥
 গর্ভাষ্টমেহষ্টমে বাক্ষ্যে কুর্ধ্যাহুপনয়ং শিশোঃ ।
 যোড়শাদিকো নোপনেতব্যো নিষ্ক্রিয়োরহপি
 সঃ ॥ ১৮৮ ॥ কৃতনিত্যক্রিয়ো বিদ্বান্

চূড়াকর্ষ সমাপন করিবে । ১৮৯—১৮৪ ।
 গর্ভাধান অবধি চূড়াকরণ পর্য্যন্ত সংস্কার-
 কর্ষ, সকল জাতির সমান । শূদ্র ও সামান্ত
 জাতির এই সকল সংস্কার অমন্ত্রক ।
 ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পঞ্চ বর্ণেরই কস্তার একমাত্র
 নিষ্ক্রমণ ব্যতীত জাতকর্ষাদি চূড়াকরণ
 পর্য্যন্ত সংস্কার অমন্ত্রক কর্তব্য । অনন্তর
 দ্বিজগণের উপনয়ন-কর্ষ-বিধি বলিতেছি ;
 যে কার্য করিলে দ্বিজগণ, — দৈব ও পৈত্র্য
 কর্ষে অধিকারী হইবেন । গর্ভাষ্টমে অথবা
 অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বালকের
 অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বালকের উপনয়ন সংস্কার
 হইবে ; যাহার যোড়শ বৎসর অতীত হই-
 য়াছে, তাহার আর উপনয়ন হইতে পারে
 না । সে দৈব ও পৈত্র্য কর্ষে অধিকারী
 নহে । তাৎপর্য্য এই যে, অষ্টম বৎসর
 হইতে যোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত কাল উপনয়নে
 অপর্য্যদন্ত, তবে গৌণ-মুখ্য ভেদ আছে ।

পঞ্চ দেবান্ সমর্চয়েৎ । গোষ্ঠাদিমাতৃকা-
শ্চৈব বসুধায়াং প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥ বুদ্ধি-
প্রাক্কং ততঃ কুষ্ঠাদেবতাপিতৃতৃপ্তয়ে । কুষ্ঠা-
শ্চিকোক্তবিধিনু ধারাছোমাস্তমার্চয়েৎ ॥ ১৯০ ॥
প্রাতঃ কৃতান্নং ধানং সূক্ষ্মাতং সমলকৃতম্ ।
শিখাংবিনা কৃতক্ষৌরং ক্ষৌমাস্তরবিভূষিতম্ ॥
১৯১ ॥ ছায়ামণ্ডপমানীয় সমুদ্ভবহতানিতুঃ ।
সমীপে চাশ্বনো বামে সংস্থাপ্য বিমলাসনে ॥
১৯২ ॥ শিখাং বদেদব্রহ্মচর্য্যং কুরু বৎস
ততঃ শিশুঃ । ব্রহ্মচর্য্যং করোমীতি
গুরুবে বিনিবেদয়েৎ ॥ ১৯৩ ॥ ততো গুরুঃ

বিদ্বান্ পিতা নিত্যক্রিয়া করিয়া, পঞ্চদেব-
তার পূজা করিবেন । গোষ্ঠী প্রভৃতি
যেউনি মাতৃকারও পূজা করিবে । তৎপরে
বসুধায়া দিবে । ১৮৫ - ১৮৯ । অনন্তর
দেবগণের ও পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত
বুদ্ধিশ্রাক্ষ করিবে, পরে কুষ্ঠাশ্চিকোক্ত বিধি
অনুসারে ধারা-ছোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্মের
অনুষ্ঠান করিবে । প্রাতঃকালে সূক্ষ্মাত,
কৃতাহাব, উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত, পঞ্চ
শিখামাত্র ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডিত,
ক্ষৌমগুস্ত্রে ভূষিত বালককে ছায়ামণ্ডপে
আনয়নপূর্ব্বক সমুদ্ভব নামক বহির্বা সমীপে
আপনার বামদিকে সুবিমগ্ন আসনে
উপবেশন করাইয়া, গুরু ঐ শিখাকে
বলিবেন,—“হে বৎস । ব্রহ্মচর্য্য কর ।”
তৎপরে শিশু “ব্রহ্মচর্য্য ক্রিতে আরম্ভ
করিলাম” ইহা গুরুর নিকট নিবেদন
করিবে । অনন্তর গুরু প্রসন্ন-হৃদয় হইয়া

প্রসন্নাত্মা শিশুবে শান্তচেতনে । কাষায়-
বাসসী দদ্যাৎদীর্ঘায়ুদ্বায় বর্চসে ॥ ১৯৪ ॥
মৌজীং কুশময়ীং বাপি ত্রিবৃত্তিঃ প্রস্থি-
সংযুতাম্ । তুম্বীক মেখলাং দদ্যাৎ কাষায়া-
স্বরধারিণে ॥ ১৯৫ ॥ মায়ামুচ্চার্য্য সূক্তগা
মেখলা শ্রাচ্ছূভপ্রদা - ইত্যাক্ষা মেখলাং
বজ্রা মৌনী ভিঠেদৃগৈরোঃ পুরঃ ॥ ১৯৬ ॥
যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতিত্বং
সহজং পুরস্তাৎ । আয়ুয্যমগ্রাং প্রতিমুখা
স্তভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্ত তেজঃ ॥ ১৯৭ ॥
মজ্জেনানেন শিশুবে দদ্যাৎ কৃষাজিনাযিতম্ ।
যজ্ঞোপবীতং দণ্ডকং বৈশ্বং খাদিরকং বা ।

প্রশান্ত-হৃদয় শিশুকে দীর্ঘায়ুঃ ও তেজোবৃদ্ধির
নিমিত্ত কাষা-রঞ্জিত বস্ত্রযুগল প্রদান করি-
বেন । কাষায়-বসনধারীন্দ্ৰী বালককে গুরু,
মুঞ্জময়ী বা কুশময়ী প্রস্থিযুক্ত ত্রিবৃত্তি মেখলা
মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক দিবেন । বালক, মায়ামুচ্চার্য্য
অর্থাৎ “হ্রীং” উচ্চারণ করিয়া, “এই সূক্তগা
মেখলা আমার কল্যাণদায়িনী হউন” এই
মন্ত্র (হ্রীং সূক্তগা - প্রদা) পাঠপূর্ব্বক
মেখলা বদান করিয়া মৌন অবলম্বনপূর্ব্বক
গুরুর সম্মুখে অবস্থান করিবে । ১৯০—১৯৩।
“এই যজ্ঞোপবীত পরম পবিত্র । পূর্ব্ব যাহা
বৃহস্পতির সহজ অর্থাৎ স্বাভাবিক ছিল ।
অয়ুষ্কর, শ্রেষ্ঠ, স্তভ্র এই যজ্ঞোপবীত তুমি
ধারণ কর । তোমার বল ও তেজ বৃদ্ধি
হউক” গুরু এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে
কৃষাজিন-যুক্ত যজ্ঞোপবীত এবং বৈশ্ব-
নির্ম্মিত, খরিত-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত, পলাশ-কাষ্ঠ-

পাশাশমণবা দদামি ক্ষীৰবৃক্ষসমুদ্ভবম্ ॥১৯৮॥
আপোহিষ্ঠাতি মল্লেন মায়ায়া পুটিভেন চ ।
ত্রিবারুজ্যা কুশাভ্যোভিষ্ম্ভদ্রোপদীতিনম্ ॥
১৯৯ ॥ তদজ্জতিং দিনেনায় দাতাং ব্রহ্ম-
চারিণম্ । তচ্চক্ষুরিতি মল্লেন দর্শয়েত স্করং
শুরং ॥ ২০০ ॥ দৃষ্ট্বা ভাস্কবমাচ ধ্যেয়া বদে
মাণবকং ততঃ ॥ ২০১ ॥ মম ব্রহ্মে মনো
ধেহি মম চিত্তং দদামি তে জুয়ৈষকমন'
বৎস মম বাচোহস্ত তে শিবম্ ॥ ২০২ ॥
হৃদি স্পৃষ্ট্বা, পঠিতৈমং কিংনামাসীতি তৎ

নির্শিত অথবা ক্ষীৰবৃক্ষ-নির্শিত দণ্ড প্রদান
করিবেন । অনন্তর শুর, —দণ্ড ও উপবীত-
ধারী বালককে মায়া অর্থাৎ “দ্বীং” এই
বীজ কর্তৃক পুটিত অর্থাৎ ভাহার আদি
অঙ্গে যুক্ত “আপোহিষ্ঠা” এই মন্ত্র তিনবার
উচ্চারণপূর্ব্বক কুশজল দ্বারা অভিষিক্ত
করিবেন, অনন্তর জল দ্বারা বালককে জঞ্জলি
পূর্ণ করিবেন । অনন্তর ব্রহ্মচারী সেই
জলাঞ্জলি সূর্য্য উদ্দেশে প্রদান করিলে পর,
ঐ ব্রহ্মচারীকে “তচ্চক্ষুর্দেবহিতং” এই মন্ত্র
পাঠপূর্ব্বক শুর, সূর্য্য দর্শন করাইবেন ।
পরে অ্যচার্য্য, দৃষ্ট সূর্য্য বালককে বলিবেন
যে, “তুমি আমার ব্রহ্মে মনোনিবেশ কর ।
আমি তোমাকে আমার চিত্ত প্রদান
করিতেছি । হে বৎস । তুমি একমনা
হইয়া আমার ব্রহ্ম অচরণ কর । আমার
বাক্যে তোমার কল্যাণ হউক ।” শুর এই
মন্ত্র পাঠ করিয়া বালককে হৃদয় স্পর্শপূর্ব্বক
“বৎস । তোমার নাম কি ?” ইহা তাঁহাকে

বদেৎ । শিষ্যস্তমুক্ষশর্মা হুঃ ॥ ১৯৯ ॥
বদেৎ ॥ ২০০ ॥ কস্ত ত্বং ব্রহ্মচারীতি শুরো
পৃচ্ছতি পূর্ব্বতি । শিষ্যঃ সাবহিতো ব্রহ্ম দ-
ভবতো ব্রহ্মচার্য্যহম্ ॥ ২০১ ॥ ইত্যুত ব্রহ্মচারী
ত্বমাচার্য্যস্তু হস্তাশনঃ । ইত্যুত সদ্গুরুঃ
পশ্চাদ্বেদেন্যস্তং সমর্পয়েৎ ॥ ২০২ ॥ ত্বং
প্রজাপতৌ নৎস সবিত্র বরুণায় চ ।
পৃথিব্যৈ বিশ্বদেবেভ্যঃ সর্কদেবেভ্য এব চ ।
সমর্পয়ামি তে সর্কৈ বহকু ত্বাং নিরন্তবম্ ॥
২০৩ ॥ ততো মাণবকো বহিঃ দক্ষিণাবর্ত্ত
যোগতঃ । শুরং প্রদক্ষিণীকৃত্য স্বাসনে পুনরা-

বলিবেন । শিষ্য কহিবে যে, আমি আপনার
শিষ্য । আমি অমুক শর্মা, আপনাকে
প্রণাম করিতেছি ॥ ১৯৯—২০০ ॥ হে
পার্ব্বতি । পরে শুর “তুমি কাহাব ব্রহ্ম
চারী ?” ইহা জিজ্ঞাসিলে, শিষ্য সাবধন
হইয়া কহিবে যে, “আমি আপনারই ব্রহ্ম-
চারী ।” “তুমি ইন্দ্রের ব্রহ্মচারী, হস্তাশন
তোমার আচার্য্য” সদ্গুরু এই বাক্য বলিয়া
পশ্চাৎ সেই শিষ্যকে দেবতাদিগের নিকট
সমর্পণ করিবেন । দেবতাদিগে নিকট
সমর্পণের মন্ত্র, যথা ;—হে বৎস । তোমাকে
প্রজাপতির নিকট, সবিতার নিকট, বরুণের
নিকট, পৃথিবীর নিকট, বিশ্বদেবগণে
নিকট এবং সমুদায় দেবতার নিকট সমর্পণ
করিতেছি । তাঁহারা সকলে নিরন্তর
তোমাকে রক্ষা করুন । অনন্তর “মাণবক
দক্ষিণাবর্ত্ত-যোগে বহিকে এবং শুরকে
প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্বার আপনার আসনে

বিশেষঃ ॥ ২১৭ ॥ গুরুঃ শিষ্যেণ সংস্পৃষ্টঃ
সমুত্তবহুতানকৈ। পঞ্চ দেবান্ সমুদ্दिश
দদ্যাৎ পঞ্চাহতীঃ প্রিয়ে। প্রজাপতিস্তথা
শক্রেণ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা শিবস্তথা ॥ ২০৮ ॥ মায়াজি-
বহিঃপ্রায়ান্তেজুর্জহাৎ স্বপ্ননামতিঃ। অনন্ত-
মন্ত্রে সর্বান বিন্ধেয্য প্রকীর্তিতঃ ॥ ২০৯ ॥
ততো জুগা মহালক্ষ্মীঃ জুগমী ভুবনেশ্বরী।
ইন্দ্রাদিশদিবপালা ভাস্করাদিনবগ্রাণাঃ ॥
২১০ ॥ প্রত্যেকনামা ততৈতান্ বাসনাম্ভাদ্য
বালকম্। পৃচ্ছমাণবকং প্রাজ্ঞা ব্রহ্ম-
চর্য্যাভিমানিনম্। কো বাশ্রমস্তে তনব ব্রাহ্ম

উপবেশন করিবে। হে প্রিয়ে। পবে গুরু,
শিষ্যকর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া, সমুত্তব নামক
হুতশনে প্রজাপতি, শক্রে, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব
—এহ পঞ্চদেবের উদ্দেশে পঞ্চ আহুতি
প্রদান করিবেন। আদিতে মায়াজি-
হুত অস্ত্রে বহিঃপ্রায়ান্তেজুর্জহাৎ স্বপ্ন-
নামতির নিজ নিজ নামোল্লেখ করিয়া
আহুতি দিবে। যথা,—“হুতং প্রজাপত্যে
স্বাহা” ইত্যাদি। যে মন্ত্রে কোন বিধি
উক্ত হয় নাই, সে মন্ত্রেও এই প্রকার বিধি
কথিত হইল কর্তব্য নামের পূর্বে হুতং,
শেষে-স্বাহা বলিতে হইবে। অনন্তব জুগা,
মহালক্ষ্মী, জুগমী, ভুবনেশ্বরী, ইন্দ্রাদিশদি-
বপালা, ভাস্করাদিনবগ্রাণাঃ—প্রত্যেকের
নাম উল্লেখপূর্বক ইহাদিগকে আহুতি
প্রদান করিয়া বালককে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছা-
দিত করিয়া প্রাজ্ঞ গুরু ব্রহ্মচর্য্যাভিমानी ঐ
মাণবকে প্রিজ্ঞাসিবেন,—“হে তনয়।

কিং তে মনোগতম্ ॥ ২১১ ॥ ততঃ শিষ্যঃ
সাবাহতো যুতা গুরুপদদয়ম্। কনোতু
মামাশ্রমিণং ব্রহ্মবিদ্যোপদেশতঃ ॥ ২১২ ॥
এবং প্রার্থয়মানস্ত দক্ষকর্ণে শিশোস্তদা।
প্রাবিশ্বা ত্রিধা তারং সর্বমগ্গময়ং শিবৈ।
ব্যাহতিত্রয়মুচ্চাৰ্য্য সাবিত্রীং প্রাবয়েদৃগুরুঃ ॥
২১৩ ॥ ঋষিঃ সদাশিবঃ প্রোক্ষতদগ্নিষ্টু-
বুদ্ধজতম্। অধিষ্ঠাত্রী তু সাবিত্রী মোক্ষার্থে
বিনিয়োগিতা ॥ ২১৪ ॥ আদৌ তৎ সবিভূঃ
পশ্চাদ্বরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ। ভূর্গপদান্তে
দেবস্ত ধীমহীতি পদং বদেৎ ॥ ২১৫ ॥
তত্তত্ত পবমেশানি ধিয়ো যো নঃ প্রচৌ-

এক্ষণে তোমার কি আশ্রম এবং তোমার
মনোগত ভাব কি, তাহা বল ০৮—২১১।
অনন্তব শিষ্য সাবধান হইয়া গুরুর পদদয়
ধারণপূর্বক বলিবে,—“ব্রহ্মবিদ্যোপদেশ প্রদানে
দ্বারা আমাকে আশ্রম করুন।” হে শিষ্যে।
এইরূপ প্রার্থনাকারী শিশুর দক্ষিণ-কর্ণে
গুরু, সর্ব-মগ্গময় প্রণব তিনবার প্রণব
করাইয়া “ভুভুবঃ স্বঃ” এই ব্যাহতিত্রয়
উচ্চারণপূর্বক সান্নিধ্য প্রণব করাইবেন।
সদাশিব এই সাবিত্রীর ঋষি বাসনা কথিত
হইয়াছেন; ত্রিষ্টুপ—হুতঃ; সাবিত্রী—
অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন;
মোক্ষার্থে বিনিয়োগ। প্রথমতঃ “তৎ
সাবিত্রীং” পশ্চাৎ “বরেণ্যং” এই পদ উচ্চা-
রণ করিবে। পরে “ভূর্গঃ” এই পদের পর
“দেবস্ত ধীমহি” এই পদ পাঠ করিবে। হে
পরমেশ্বর। তৎপরে “ধিয়ো যো নঃ প্রচৌ-

দয়াৎ । পুনঃ প্রণবমুচ্চাৰ্য্য সাবিত্র্যর্থং গুরু-
বদেৎ । ত্র্যক্ষরাশ্চকতাবেণ পরেশঃ প্রতি-
পাদ্যতে ॥ ২১৬ ॥ পাতা হর্জাচ সংশ্রষ্টা যো
দেবঃ প্রকৃতিঃ পরঃ । অসৌ দেবত্ৰিলোকায়া
ত্রিগুণং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ২১৭ ॥ অতো
বিশ্বময়ঃ ব্রহ্ম বাচ্যং ব্যাহতিভিজ্জিভিঃ ।
তারব্যাহতিবাচ্যো যঃ সাবিত্র্যা জ্যেষ্ঠ এব
সঃ ॥ ২১৮ ॥ জগদ্রূপস্ত সবিভূঃ সংশ্রষ্টু
দীব্যতো বিভোঃ । অন্তর্গতং মহদ্বর্জ্যং বর-
ণীয়ং যতাজ্জিভিঃ ॥ ২১৯ ॥ ধ্যায়েম তৎ পরং
সত্যং সর্বব্যাপি সনাতনম্ ॥ ২২০ ॥ যো
ভুগঃ সর্বসাক্ষীশো মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ানি নঃ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়েদ্বিনিযোজয়েৎ ॥

২২১ ॥ ইখমর্থযুতং ব্রহ্মবিদ্যামাদিত্য
সদগুরুঃ । শিষ্যং নিযোজয়েদেবি গৃহস্থা-
শ্রমকর্ম্মম্ ॥ ২২২ ॥ ব্রহ্মচর্য্যোচিতং বেশং
বৎসৈদানীং পরিত্যজ । শান্তিবোধিতমার্গেণ
দেবান্ পিতৃনু সমর্চয় ॥ ২২৩ ॥ ব্রহ্ম-
বিদ্যোপদেশেন পবিত্রং তে কলেশ্বরম্ ।
প্রাপ্তং গৃহস্থাশ্রমিতা তদুক্তং কর্ম্ম কল্পয় ॥
২২৪ ॥ উপবীতব্রহ্মং দিব্যবজ্রং লক্ষরপানি
চ । গৃহাণ পাটুকাচ্ছত্রং গন্ধমালাম্বুলেপ-
নম্ ॥ ২২৫ ॥ ততঃ কাষায়বসনং কৃষ্ণাজিন-
সমধিতম্ । যজ্ঞহুত্রং মেথলাক দণ্ডং
ভিক্ষাকরওকম্ ॥ ২২৬ ॥ আচারাদর্জিতাং
ভিক্ষাং সমর্প্য গুরুবে শিবে । শুদ্ধোপবীত-

দয়াৎ" এবং পুনর্বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া
গুরু শিষ্যকে গায়ত্রীর অর্থ বলিবেন;—
"ত্র্যক্ষরাশ্চকতাবেণ পরমেশ্বর প্রতি-
পাদিত হন, সৃষ্টি-স্থিতি প্র-র-বর্ত্তা যে দেব
প্রকৃতি হইতেও প্রোষ্ঠ, সেই দেব ত্রিলো-
কের অত্মা । তিনি ত্রিগুণ স্বর্থাৎ সত্ত্ব,
রজঃ ও তমকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান
করিতেছেন । অতএব ভূ ভু : স্বঃ এই
ব্যাহতিত্রয়ের বাচ্য ব্রহ্ম । যিনি প্রণব এবং
ব্যাহতির বাচ্য, তিনিই সাবিত্রী দ্বারা জ্যেষ্ঠ
সবিতা অর্থাৎ জগদ্রূপ বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা ।
দীপ্ত্যাদি জিয়্যশ্রয় বিভূর অন্তর্গত যোগী-
দিগের বরণীয় সর্বব্যাপী ও সনাতন সেই
মহাজ্যোতিকে ধ্যান করি; যে মহাজ্যোতি
সর্বসাক্ষী ও সৎস্বর । জাগাদিগের মন,
বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সমুদায়কে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও

মোক্ষে প্রেরণ করুন অর্থাৎ বিনিযোজিত
করুন ।" হে দেবি । সদগুরু এই প্রকার
অর্থ-সহিত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া
শিষ্যকে গৃহস্থাশ্রম কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন ।
২১২—২২২ । "হে বৎস । এক্ষণে ব্রহ্ম-
চর্য্যোচিত বেশ পরিত্যাগ কর । শত্ৰু-
প্রদর্শিত পথ অনুসারে দেব ও পিতৃগণকে
সম্যাক্রূপে অর্চিত কর । ব্রহ্মবিদ্যার উপ-
দেশে এক্ষণে তোমার কলেশ্বর পবিত্র
হইয়াছে । তুমি গৃহস্থাশ্রম প্রাপ্ত হই-
য়াছ । অতএব তুমি গৃহস্থাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম
কর । উপবীতব্রহ্ম, দিব্যবজ্র, অলঙ্কার, পাটুকা,
ছত্র, গন্ধ, মালা এবং অম্বুলেপন গ্রহণ
কর । অনন্তর কৃষ্ণাজিন-সমধিত কাষায়-
বসন, যজ্ঞহুত্র, মেথলা, দণ্ড, ভিক্ষাপাত্র ও
আচার অনুসারে উপার্জিত ভিক্ষা গুরুকে

যুগলং পরিধায়াম্বরে শুভে ॥ ২২৭ ॥ গন্ধ-
মালাধরকৃষ্ণে তিষ্ঠেদাচার্য্যসন্নিধৌ । ওতো
গৃহস্থশ্রমিনঃ শিষ্যমেতদ্বদেৎ গুরুঃ ॥ ২২৮ ॥
জিভেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রহ্মজ্ঞানপরো ভব ।
স্বাধ্যায়শ্রমকর্ম্মানি যথাধর্ম্মেণ সাধয় ॥ ২২৯ ॥
ইত্যাদিশ্রু বিজ্ঞং পশ্চাৎ সমুদ্ভবজ্ঞতানমে ।
মায়াদিপ্রণবাস্তেন ভূভুবঃস্বয়ং চ ॥ ২৩০ ॥
হাথয়িত্বা ত্রিধাচ্যুতঃ স্থিষ্টিক্রোমমাচরন ।
দত্তা পূর্ণাহুতিং ভজে ব্রতকর্ম্ম সমাপয়েৎ ॥
২৩১ ॥ জীবসেকাদিসংস্কারা ব্রতাত্তাঃ
পিতৃভো নব । উদাহঃ পিতৃভো বাপি স্বতো-

সমর্পণ করিয়া শুদ্ধ যজ্ঞোপবীত-যুগল ও
উত্তম বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া, গন্ধ ও
মালা ধারণপূর্ব্বক আচার্য্য-সমীপে মৌনাব-
লম্বী হইয়া থাকিবে । আচার্য্য, গৃহস্থশ্রমী
শিষ্যকে ইহা কহিবেন,—‘তুমি জিভেন্দ্রিয়,
সত্যবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞান-পর হও । তুমি
ধর্ম্মশাস্ত্র শঙ্কন না করিয়া অধ্যয়ন ও গৃহস্থা-
শ্রমের কর্ম্ম সকল সম্পাদন কর ।’ গুরু,
দ্বিজ শিষ্যকে এইরূপ আদেশ করিয়া,
প্রথমতঃ মায়া, সর্ষশেষে প্রণব উচ্চারণ-
পূর্ব্বক “ভুঃ ভুবঃ স্বঃ” এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা
সমুদ্ভব নামক জ্ঞতানকে তিনবার হোম
করাইয়া স্থিষ্টিক্রুৎ-হোম আচরণ করত, হে
ভজে । পূর্ণাহুতি প্রদানান্তর উপনয়ন-ক্রিয়া
সমাপ্ত করিবেন । হে শ্রিয়ৈ । জীবসেক
কবধি উপনয়ন পর্ষান্ত নয়টী সংস্কার পিতা
দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে ; উদাহ-
সংস্কার পিতা অথবা স্বয়ং নিষ্পাদিত

হপি সিধ্যতি শ্রিয়ৈ ॥ ২৩২ ॥ বিবাহাহি কৃত-
জ্ঞানঃ কৃতনিত্যক্রিয়ঃ কৃতী । পবঃ দেবানু
সমভ্যর্চ্য গোষ্ঠ্যা দিমাতৃকাস্তথ ৷ বসোর্ধাশিঃ
বজ্রয়িত্বা বুদ্ধিশ্রাজ্জং সমাচরয়েৎ ॥ ২৩৩ ॥
রাত্নৌ প্রতিক্রান্তং পাত্রং গীতবাদ্যপুঃসরম্ ।
ছায়ামণ্ডপমানীয় উপবেশ্য বরামনে ॥ ২৩৪ ॥
বাগবাভিমুখঃ দাতা পশ্চিমাভিমুখে বিশেষঃ ।
আচম্য স্তম্ভিমুদ্ধিক কথয়েদ্ভ্রাজ্ঞগণৈঃ সহ ॥
২৩৫ ॥ সাদুশ্রবঃ বরং পশ্চেদর্চনাশ্রব-
মেব চ । বরাং প্রমোক্তবঃ নীত্বা পাদ্যাদৈ-
র্বরমর্চয়েৎ ॥ ২৩৬ ॥ সমর্পয়ামি বাক্যেন
দেয়জব্যং সমর্পয়েৎ । পাদয়োঃ সমর্পয়েৎ পাদ্যং

করিতে পারেন । কার্য্যকুশল ব্যক্তি, বিবাহ-
দিবসে জ্ঞানান্তে নিত্যক্রিয়া করিয়া পবঃ-
দেবের অর্চনাপূর্ব্বক গোষ্ঠী প্রভৃতি যোড়শ
মাতৃকার পূজা করিবে । পরে বস্ত্রধারা
দিয়া বুদ্ধিশ্রাজ্জ করিবে । ২২৩—২৩৩ ।
পূর্ব্ব-প্রতিক্রান্ত বর-পাত্র গীতবাদ্য-সহকারে
নিশাকালে আগত হইলে তাহাকে জাচা-
মণ্ডপে আনয়নপূর্ব্বক বরামনে পূর্ব্বাভিমুখ
করিয়া উপবেশন করাইবে । দাতা
পশ্চিমাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন ।
কথাদাতা প্রথমতঃ আচমন করিয়া
ভ্রাজ্ঞগণের সহিত স্তম্ভি ও স্তম্ভি
বিশিষ্ট । অনন্তর কথাদাতা বরের নিকট
সাদু-শ্রব ও অর্চনা-শ্রব করিয়া প্রণব
উত্তর শইয়া পাদ্যাদ দ্বারা বরের অর্চনা
করিবেন । “সমর্পয়ামি” বাক্য দ্বারা দেয়-
জব্য সমর্পণ করিবে । চরণদ্বয়ে পাদ্য

শিরস্ত্র্যাং নিবেদয়েৎ ॥ ২৩৭ ॥ আচম্যঃ
বদনে দদ্যাদাক্ষং মাত্র্যং স্বাসমী । দিব্যা-
ভরণং গানি যজ্ঞশূদ্রে সমর্পয়েৎ ॥ ২৩৮ ॥
তত্ত্বস্ত ভাডনে কাংস্তে কৃত্বা দধি ঘৃতং মধু ।
সমর্পয়াম বাক্যেন মধুপর্কং কবেহপ্যয়েৎ ॥
২৩৯ ॥ বরোহপি পাত্রমাদায় বামে পাণৌ
নিধায় চ দক্ষচ্যুতানামিকাত্যাং প্রাণা-
ত্বত্মাক্ষমন্ত্রকৈঃ ॥ ২৪০ ॥ পঞ্চদাজায় তৎ
পাত্রমুদীচ্যাং দিশি ধাবয়েৎ । মধুপর্কং
সমর্পেয়াৎ পুনরাচাময়েদগ্নম্ ॥ ২৪১ ॥ দূর্ক-
জাত্যায় জামাতুর্বিধৃত্য জালু দক্ষিণম্ ।
স্মৃত্বা বিষ্ণুং তৎসং দাঁত মাসপঞ্চতিথৌ-

এবং মন্ত্রকে অথবা সমর্পণ করিবে। মুখে
আচমনীয় প্রদান করিয়া উত্তম বসন-গুণল,
গন্ধমাল্য, উত্তম আভরণ, রত্ন ও যজ্ঞশূত্র
সমর্পণ করিবে। পর্বে কাংস্তপাত্রে দধি,
ঘৃত ও মধু রাখিয়া, এই মধুপর্ক “সমর্পয়ামি”
অর্থাৎ সমর্পণ করিতেছি, এই বাক্য পাঠ-
পূর্বক হস্তে প্রদান করিবে। এবং সেই
মধুপর্ক-পাত্র গ্রহণ করিয়া বাম-হস্তে রাখিয়া
প্রাণাহুতি মন্ত্র—“প্রাণায় স্বাহা” ইত্যাদি
পাঠ করিয়া দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও
অনামিকা দ্বারা পাঁচবার আভ্রাণ লইয়া
সেই পাত্র উত্তরদিকে স্থাপন করিবে।
এইরূপে মধুপর্ক সমর্পণ করিয়া বরকে
পুনরাচমন করাইবে। অনন্তর দূর্ক ও
আতপতগুল হস্তে লইয়া জামাতার দক্ষিণ-
জালু ধরিয়া বিষ্ণুকে স্মরণ-পূর্বক “তৎ সৎ”
এই বাক্য উচ্চারণ এবং মাগ, পক্ষ ও তিথি

স্তবঃ ॥ ২৪২ ॥ সমুদ্ভিখ্য নিমিস্তানি রণুয়া-
ধরমুস্তমম্ । গোত্রপ্রবরনামানি ত্র্যতোকং
প্রাপিতামহাং ॥ ২৪৩ ॥ যষ্ঠ্যন্তানি সমুচ্চাৰ্য্য
বরস্য ভ্রাতৃকানধি । দ্বিতীয়াস্তং বৎসং ক্রাদাৎ-
গোত্রপ্রবরনামতিঃ ॥ ২৪৪ ॥ তথৈব কন্ডা-
মুল্লিখ্য ক্রাদোদ্বাহেন পর্কিতঃ । দাঁতুং ভবন্ত-
মিত্যুক্ত্বা বৃণেহহমিতি কীতয়েৎ ॥ ২৪৫ ॥
বৃতোহস্মীতি বরো ক্রাদাৎ ততো দাতা বদে-
ধরম্ । যথাবিহিতমিত্যুক্ত্বা বিবাহকর্ম
কুর্বিষতি । বরো ক্রাদাদযথাজ্ঞানং কববাণি

উল্লেখ করিয়া বরকে প্রাপিতামহ হইতে
পিতা পর্যন্ত ত্র্যতোকের গোত্র-প্রবর-সহিত
যষ্ঠ্যন্ত নাম উচ্চারণ, ঐরূপ গোত্র-প্রববাদি-
সহিত বরের দ্বিতীয়াস্ত নাম উল্লেখপূর্বক
উত্তম বরকে নংণ করিবে। ২৩৪—২৪৮।
পরে ঐরূপ কন্ডার প্রাপিতামহ অবধি পিতা
পর্যন্ত তিন পুরুষের যষ্ঠ্যন্ত নাম, গোত্র ও
প্রবরের সহিত উচ্চারণ করিয়া, ঐরূপ
গোত্র-প্রবর-সহিত দ্বিতীয়াস্ত কন্ডার নাম
উল্লেখপূর্বক, “ব্রাহ্ম বিবাহ দ্বারা কন্ডাদান
করিবার নিমিত্ত তোমাকে আমি বরণ কর-
তোছি” ইহা বিদ্বান্ কন্ডাদাতা বলিবেন।
অনন্তর বর বলিবে,—“বৃতোহস্মি” অর্থাৎ
বৃত হইলাম। পরে কন্ডাদাতা বরকে
“যথাবিহিতং” ইহা বলিয়া “বিবাহকর্ম
কুরু” অর্থাৎ যথাবিধানে বিবাহ কার্য্য কর,
ইহা বলিবেন। বর তদন্তরে বলি-
বেন,—“যথাজ্ঞানং করবাণি” অর্থাৎ আমার
যে রূপ জ্ঞান আছে, তদনুসরণ করিতেছি।

তদুত্তরম্ ॥ ২৪৬ ॥ ততঃ কণ্ঠাৎ সমানীয়
বস্ত্রালঙ্কারভূষিতাম্ । বস্ত্রান্তরেণ সচ্ছদ্য
স্থাপয়েদবসনগুণম্ ॥ ২৪৭ ॥ পুনর্বস্ত্রং সম-
ভ্যর্চ্য বদুঃসাহস্রলবণাদিভিঃ । বসন্ত্য দক্ষিণে
পার্শ্বে কণ্ঠাপানিং নিষেজয়েৎ ॥ ২৪৮ ॥
তন্মধ্যে পঞ্চবস্ত্রানি • ফলভাস্কুলমেব বা ।
দক্ষার্চয়িত্বা তনয়াং ববায় বিদুষেহপমিয়েৎ ॥
২৪৯ ॥ প্রথমে ত্রিপুরবাথানং নিমিত্তাখ্যান-
মেব চ । আশ্বিনঃ কামমুদ্दिष्ट চতুর্থান্তঃ
বরং বদেৎ ॥ ২৫০ ॥ কণ্ঠাভিধাং দ্বিতী-
য়াস্তামর্চিত্বাং সমলঙ্কৃতাম্ । সাক্ষাদনাং
প্রজাপতিদেবতাকামুদীরয়ন্ ॥ ২৫১ ॥ তুভ্য-

পরে বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিতা কণ্ঠাকে
আনিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া
বরের সম্মুখে সংস্থাপন করিবে । পরে
কণ্ঠাদাতা পুনর্বস্ত্র বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি
দ্বারা বরের অর্চনা করিয়া বরের দক্ষিণ-
হস্তে কণ্ঠার হস্ত সংস্থাপন করিবে এবং
সেই হস্ত মধ্যে ফল, তাম্বুল ও পঞ্চবস্ত্র
প্রদান করিয়া অর্চনাপূর্বক সেই বিদ্বান্
ববকে কণ্ঠা-সমর্পণ করিবে । ঐ কণ্ঠা-
সমর্পণ কবিরাব কালে প্রথমে নিজ কামনা
উল্লেখ করিয়া তিন পুরুষের নাম উল্লেখ-
পূর্বক নিমিত্ত কীর্তন করিয়া চতুর্থী-
বিভক্ত্যন্ত বরের নাম উল্লেখ করিতে হইবে ।
পরে ঐকপ তিন পুরুষের নাম উল্লেখপূর্বক
বস্ত্রার দ্বিতীয়াস্ত্র নাম এবং “অর্চিত্তাম্
অলঙ্কৃতাম্ সাক্ষাদনাং প্রজাপতিদেবতাকাং”
এই পদ উচ্চারণ করিতে হইবে ।

মহাগিতি প্রোচ্য দদ্যাৎ সস্ত্রাদদে বসন ।
বঃ স্ত্রীতি স্ত্রীকৃৎ সস্ত্রাদাতা বরং
বদেৎ ॥ ২৫২ ॥ ধর্ম্য চার্ষে চ কামে চ
ভবতা ভার্য্যা সহ । বর্তিতব্যং বরো বদ-
মুক্তা কামস্ততিং পঠেৎ ॥ ২৫৩ ॥ দাতা
কামো গ্রন্থীতাপি কামায়াদাচ্চ কামিনীম্ ।
কামেন ত্বাং প্রণুহামি কামঃ পূর্ণোহস্ত
চাবয়োঃ ॥ ২৫৪ ॥ ততো বদেৎ সস্ত্রাদাতা
কণ্ঠাং জামাতবৎ প্রতি । প্রজাপতিপ্রসাদেন
যুবয়োরভিবাঞ্ছিতম্ । পূর্ণমস্ত্র শিবকান্ত ধর্ম্যং

পরে “তুভ্যমহং” এই বাক্য কথনাতে
“সস্ত্রাদদে” এই বাক্য পাঠ করিয়া কণ্ঠা
দান করিবে । বর “স্বস্তি” এই কথা বলিয়া
প্রতিগ্রহ করিবে । সস্ত্রাদাতা বরকে
বলিবে,—“তুমি ধর্ম্য বিষয়ে, অর্থ বিষয়ে,
ও কাম বিষয়ে, ভার্য্যার সহিত একত্র
মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে । বর “বার্হ-
বর্তিতব্যং” অর্থাৎ তাহাই কবির—এই
কথা বলিয়া এইরূপ কাম-স্ত্রীতি পাঠ করিবে,
—“কাম সস্ত্রাদান করিতেছেন, কামই
প্রতিগ্রহ করিতেছেন, কামই কামেতে
কামিনী গ্রহণ করিয়াছেন । হে ভার্য্যা ।
আমি কামজন্তু তোমাকে গ্রহণ করিতেছি,
তোমাদের উভয়ের কাম পূর্ণ হউক ।”
২৪৫—২৫৪ । পরে কণ্ঠা-সস্ত্রাদাতা,—
কণ্ঠা ও জামাতার প্রতি বলিবে,—“প্রজা-
পতি-প্রসাদে তোমাদের অর্চিত্ত পূর্ণ হউক
এবং তোমাদের কল্যাণ হউক ; তোমরা
উভয়ে একত্র হইয়া ধর্ম্য পার্শ্বন কর ।”

পালয়ন্তং যুবাম্ ॥ ২৫৫ ॥ তত আচ্ছাদ্য
বস্ত্রেন সম্প্রদাতা স্তুম্ভটৈঃ । পরস্পরশুভা-
লোকং কাবরৌদর-কল্যাণাঃ ॥ ২৫৬ ॥ ততো
হিরণ্যরত্নানি যথামন্ত্রানুসারতঃ । জামাত্যে
দক্ষিণাং দদ্যাদচ্ছিদ্রমবধ-রয়েৎ ॥ ২৫৭ ॥
বরস্ত ভাৰ্য্যা সার্কং তজাতৌ দিবসেহপি
বা । কুশতিকোকিলবিধিনা বহ্নিহ্যাপনয়াচরেৎ ॥
২৫৮ ॥ যোজকাখাঃ পাবকোহত্র প্রাজাপত্য-
শক্রঃ স্মৃত । ধারান্তং বর্ষ সম্পাদ্য দদ্যাৎ
পঞ্চাহতীৰ্বৎ ॥ ২৫৯ ॥ শিবং জুর্গাং তথা
বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং বজ্রধারিণম্ । ধ্যাত্বৈকৈকং
সমুদ্दिष्ट জুহুয়াৎ সংস্কৃতোহনলে ॥ ২৬০ ॥

অনন্তর সম্প্রদাতা মঙ্গল-গীত-বাদ্য শব্দ
প্রভৃতি ধ্বনিপূর্বক কল্যাণ ও বরকে বস্ত্রে
আচ্ছাদিত করিয়া পরস্পরের শুভদৃষ্টি
করাইবেন । পরে যথামন্ত্র জামাতাকে
কাধন ও বত্র দক্ষিণা দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ
করিবেন । পরে সেই রাত্রিতে বা তৎপব
দিবসে বর, ভাৰ্য্যাব সহিত একত্রে হইয়া
কুশতিকোকিল-বিধানানুসারে বহ্নি হ্যাপন
করিবে । এই কুশতিকা স্থলে যোজক
নামক বহ্নি এবং প্রাজাপত্য নামক চক্র
নির্দিষ্ট আছে । বর ধারাহোম পর্য্যন্ত
সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া (নিয়মিধিত-
মতে) পঞ্চ আহুতি প্রদান করিবে । শি,
জুর্গা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও চন্দ্র,—এই পঞ্চ
দেবতার ধ্যান করিয়া প্রত্যেকের উদ্দেশে
এক এক আহুতি সংস্কৃত হতাননে দিবে ।
২৫৫—২৬০ । অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ

ভাৰ্য্যায়াঃ পানিযুগলং গৃহীয়াদিতুপীরয়ন ।
পানিং গৃহ্ণামি স্তুম্ভগে গুরুদেববতা ভব ।
গার্হস্থ্যং কৰ্ম্ম ধর্ম্মেণ যথাবদমুশীলয় ॥ ২৬১ ॥
দ্ব্যতেন আমিদন্তেন লাজৈর্ভ্রাতৃভৈঃ শিবে ।
প্রজাপতিং সমুদ্दिष्ट দদ্যাদ্বেদাহতীৰ্বৎ ॥
২৬২ ॥ প্রদক্ষিণীকৃত্বা বহ্নিমুখায় ভাৰ্য্যা
মহৎ জুর্গাং শিবং রমাং বিষ্ণুং ব্রাহ্মীং
ব্রহ্মাণমেব চ । যুগাং যুগাং সমুদ্दिष्ट ত্রিপ্রিধা
হবনং চরেৎ ॥ ২৬৩ ॥ অশ্বামগুলিকাসপ্তা-
রোহণে কুর্য্যাদমঙ্গলকম্ । নিশায়াকেৎ তদা
জীভিঃ পশোদৃগ্ধবমরুদ্রভীম্ ॥ ২৬৪ ॥ প্রত্যা-

করত বর, ভাৰ্য্যার পানিযুগল গ্রহণ
করিবে;—“হে স্তুম্ভগে । আমি তোমার
পানিগ্রহণ করিতেছি ; তুমি গুরুভক্তি
দেবতা-ভক্তি-পরায়ণা হইয়া, ধর্ম্মানুসারে
যথাবিধানে গৃহস্থ-কর্ম্মের আচরণ কর ।” মন্ত্র
যথা;—পাণং—শীলয় । হে শিবে । পরে
বধু, আমিদন্ত দ্ব্যত এবং ভ্রাতৃদন্ত লাজ দ্বারা
প্রজাপতির উদ্দেশে চারিবার আহুতি
প্রদান করিবে । পরে বর, ভাৰ্য্যার সহিত
উপানপূর্বক আমি প্রদক্ষিণ করিয়া, জুর্গা,
লক্ষ্মী, শিব, বিষ্ণু, ব্রাহ্মী ও ব্রহ্মা—ইহা-
দের যুগা যুগা উদ্দেশে করিয়া, অর্থাৎ
প্রত্যেক দম্পতীর উদ্দেশে তিম তিনবার
করিয়া আহুতি প্রদান করিবে । অনন্তর
মন্ত্র পাঠ না করিয়া, শিলারোহণ ও মণ্ডপদী
গমন করিবে । যদি বিনাহ-রাত্রিতেই
কুশতিকাগ্রহ, তাহা হইলে বর ও বধু,
পুরজীগণের সহিত মিলিত হইয়া অরুদ্রভী

বৃত্ত্যামনে সম্যাপবিশ্ব বরস্তথা । স্থিষ্টি-
ক্লোমতঃ পূর্ণাভ্যন্তেন সমাপয়েৎ ॥ ২৬৫ ॥
ব্রাহ্মো বিবাহো বিহিতো দেবযশীনঃ স্ববর্ণয়া ।
কুলধর্ম্মানুস্মারেণ গোত্রভিন্নাসাপিত্ত্বা ॥ ২৬৬ ॥
ব্রাহ্মোদাহেন যঃ গ্রাহ্যঃ সৈব পত্নী গৃহেশ্বরী ।
তদনুজ্ঞাং বিনা ব্রাহ্মবিবাহং নাচরেৎ
পুনঃ ॥ ২৬৭ ॥ তস্মা অপত্যে তৎসংশ
বিদ্যমানে কুলেশ্বরী । শৈবোত্তবানুপত্যান
দায়ার্হাণি ভবন্তি ন ॥ ২৬৮ ॥ শৈবোত্তবদ্বয়া-
শৈব ভভেরন ধমভাজিনঃ । যথাযিতব-
মাচ্ছাদ্য গ্রাসক পরমেশ্বরী ॥ ২৬৯ ॥

দর্শন করিবে । পরে বর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া,
আসনে যথারীতি উপবেশনপূর্ব্বক স্থিষ্টিক্রমে
হোম অবধি পূর্ণাভ্যন্তি পর্য্যন্ত সকল কার্য্য
সমাপন করিবে । ২৬১—২৬৫ । ভিন্ন-
গোত্রা অসাপিত্ত্বা সর্ব্বণার সহিত কুল-ধর্ম্মানু-
সারে বিহিত ব্রাহ্ম-বিবাহ নির্দোষ । যে
ভাৰ্য্যা ব্রাহ্ম-বিবাহ দ্বারা পরিগৃহীত হয়,
সেই ভাৰ্য্যাই গৃহেশ্বরী হইয়া থাকেন ।
এই পত্নীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি
পুনর্ব্বার ব্রাহ্ম-বিবাহ করিতে পারিবে না ।
হে কুলেশ্বরী । ব্রাহ্মবিবাহে বিনাহিত পত্নীর
গর্ভ-সম্ভূত সন্তান অথবা তৎসংশীয় কেহ
বিদ্যমান থাকিতে, শৈব-বিবাহে বিবাহিত
ভাৰ্য্যার গর্ভজাত সন্তান ধনাধিকারী হইতে
পারে না । হে পরমেশ্বরী । শৈব-বিবাহ
দ্বারা বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান অথবা
তৎসংশীয় সন্তানগণ, ধনাধিকারী ব্যক্তির
নিকট সম্পত্তি অনুসারে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত

শৈবো বিবাহো দ্বিবিধঃ কুলচক্রে বিधीयते ।
চক্রেन नियमेनैको द्वितीयो जीवनावधि २७०
চক্রানুষ্ঠানসময়ে অগণৈঃ শ্রাদ্ধসাধকৈঃ ।
পরস্পরেচ্ছয়োদ্বাহং কुर্যাদ্বীরঃ সমাহিতঃ ॥
২৭১ ॥ ভৈরবীবীরব্রাহ্মণ্যু পাতিপ্রায়ং
নিবেদয়েৎ । আবয়োঃ শ্রাদ্ধবোধাহে ভবতি-
রক্ষমতাম্ ॥ ২৭২ ॥ তেযামনুজ্ঞামাদায়
জপ্তা সপ্তাঙ্গরং মনুযু । আট্টোত্তরশতাবৃত্তা
প্রণমেৎ কালিকাং পরাম্ ॥ ২৭৩ ॥ ততো
বদেৎ ত্রাং রমণীং কোলানাং সন্নিধৌ শিবে ।
অকৈতবেন চিত্তেন পতিভাবেন মাং বৃণু ॥
২৭৪ ॥ গন্ধপুষ্পাদিতৈর্বৃদ্ধা সা কোলা

হইয়া থাকে । ২৬৬—২৬৯ । শৈব-বিবাহ
দুই প্রকার । কুল-চক্রেই এরূপ বিবাহ
সম্পাদিত হইয়া থাকে । চক্রেয় নিয়মানু-
সারে এক প্রকার ; খাৎজীবন-স্বায়ী দ্বিতীয়
প্রকার । চক্রানুষ্ঠান সময়ে বীরাচারী
একান্তচিত্তে শ্রাদ্ধসাধক স্বজনবর্গে পরিবৃত্ত
হইয়া, পরস্পরের ইচ্ছাক্রমে বিবাহ করিবে ।
ভৈরবী এবং বীরাচারিগণের নিকট স্থায়
অভিপ্রায় নিবেদন করিবে,—“আমাদের
উভয়ের শৈব-বিবাহ বিষয়ে আপনারা অনু-
মতি করুন ।” তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ-
পূর্ব্বক, সপ্তাঙ্গর মন্ত্র অর্থাৎ “পরমেশ্বরী
স্বাহা” এই মন্ত্র একশত আটবার জপ
করিয়া, পরমা কালিকাকে প্রণাম করিবে ।
হে শিবে ! অনন্তর কোলবর্গের নিকটে
সেই রমণীকে বলিবে যে, “আমাকে
অকপট-চিত্তে পতিভাবে বরণ কর ।” হে

দয়িতং ভতঃ । স্ত্রীদধান্য দেবেশি করৌ
দদ্যাং করোপরি ॥ ২৭৫ ॥ ভোহুভিযিকৈ-
চক্রেশো মন্ত্রোনেম দম্পতী । তদা চক্র
স্থিতাঃ কোলা ক্রবুঃ স্বস্তীতি সাদরম্ ॥ ২৭৬ ॥
রাজরাজেশ্বরী কালী তারিণী ভুবনেশ্বরী ।
বগলা কমলা নিত্য যুগাং রক্ষতু ভৈরবী ॥
২৭৭ ॥ অভিষিকোদ্দাদশবা মধুনা বার্থ্যাপাথমা ।
ততস্তৌ প্রণতৌ বিদ্বান্ জ্ঞানয়েদ্বাগ্ভবং
রমাম্ ॥ ২৭৮ ॥ যদ্যদঙ্গীকৃতং তত্র ভোজ্যং
পাল্যং প্রযত্নতঃ । শাস্ত্রবোদ্ধবিধানেন কুলো-

দেবেশি ! পরে সেই কোলা-কামিনী,
অভিশয় প্রদান্যতা হইয়া, গন্ধ, পুষ্প ও
অঙ্কত দ্বারা প্রিয়তম পতিকে বরণ করিয়া
তাহার হস্তে উপব হস্ত প্রদান করিবে ।
অনন্তর চক্রেশ্বর, এই মন্ত্র দ্বারা সেই দম্প-
তীকে অভিষেক করিবেন । সেই সময়ে
চক্রেশ্বর সমুদায় বীরগণ আদর-সহকারে
“স্বস্তি” এই বাক্য বলিবেন । ২৭০—২৭৬
“রাজরাজেশ্বরী, কালী, তারিণী, ভুবনেশ্বরী,
বগলা, কমলা, নিত্য ও ভৈরবী—ইহারা
তোমাদের উভয়কে রক্ষা করুন (ইহা অর্থ ;
মন্ত্র যথা ;—রাজ — ভৈরবী)” এই মন্ত্র
পাঠপূর্বক মদ্য অথবা অর্ঘ্যাজল দ্বারা
দ্বাদশবার উভয়ের অভিষেক করিবেন ।
পরে সেই দম্পতী প্রণাম করিলে, জ্ঞানী
চক্রেশ্বর, তাহাদিগকে বাগ্ভব, রমা অর্থাৎ
“ত্রীং ত্রীং” এই বীজময় শ্রবণ করাইবেন ।
হে কুলেশ্বর ! সেই কুলীন দম্পতী, সেই
শৈব-বিবাহ-স্থলে যাহা যাহা অঙ্গাকার করি-

নাভ্যাং কুলেশ্বরী ॥ ২৭৯ ॥ যয়োবর্ণবিচরো-
হান শৈবোদ্ধাহে ন বিদ্যতে । অসপিণ্ডাং
ভক্তহীনামুদহেচ্ছুভামনাং ॥ ২৮০ ॥ পরি-
নীতা শৈবধর্ম্যে চক্রনির্দারণে য়া । অপত্যার্থ
কৃতং দৃষ্ট্বা চক্রাঙ্গীতে স্তু ত্যাং ত্যজেৎ ॥
২৮১ ॥ শৈবভার্য্যোক্তাপত্যবল্লভোমেম মাতৃ-
বৎ । সমাচরেদ্রিণোমেম তত্তু মাগাভ্যজাতি-
বৎ ॥ ২৮২ ॥ এযাং মঙ্গলজীতানাং সর্বত্র
পিতৃকর্ম্মসু । ভোজ্যপ্রদানং কোলামাং
ভোজনং বিহিতং ভবেৎ ॥ ২৮৩ ॥ নৃণাং
স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজন-মৈখুনম্ ।

বেন, তাহা শিবোদ্ধ-বিধানানুসারে তাহা-
দিগকে প্রায়স্ দ্বারা পানন করিতে হইবে ।
এই শৈব বিবাহ-স্থলে বয়স ও বর্ণ-নির্দিষ্ট
নাই । শত্রুর আদেশক্রমে ভক্তহীনা ও
অসপিণ্ড হইলেই বিবাহ করিবে । যে
স্ত্রী শৈবধর্ম্য-চক্র-নিয়মানুসারে বিবাহিতা,
সস্তানার্থী বীর তাহার নিয়মিত ঋতুকাল
দেখিয়া চক্র-নির্দার কালে তাহাকে পরি-
ত্যাগ করিতে পারিবেন । অনুশোম-ক্রমে
অর্থাৎ বর উচ্চ জাতীয়, কন্যা নীচ-জাতীয়া
—এমন স্থলে ঐ কন্যার গর্ভজ সন্তানকে
মাতার যে জাতি, সেই জাতবৎ ব্যবহার
করিবে । বিশোমক্রমে অর্থাৎ পাত্র নীচ-
জাতীয় ও কন্যা উচ্চ-জাতীয়া হইলে, তদগর্ভ
সমুৎপন্ন অপত্যকে সমান্ত জাতির স্থায়
ব্যবহার করিবে । এই সমুদায় মঙ্গল-জাতির
পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে কোল ব্যক্তিদিগকে ভোজ্য-
প্রদান ও ভোজন করাইতে হইবে

সংক্ষেপায় হিতার্থায় নৈবধর্মো নিরूपितम् ॥
 ২৮৪ ॥ অতএব মহেশানি নৈবধর্মনিষে-
 বণাৎ । ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রভুভবতি
 নান্যথা ॥ ২৮৫

ইতি শ্রীমহানিৰ্ঝাণতন্ত্রে কুশাণ্ডিকা-দশবিধ-
সংস্কারবিধির্নাম নবম উল্লাসঃ ॥ ৯৭ ॥

দশম উল্লাসঃ ।

ଶ୍ରୀଦେବ୍ୟାମାତ । କୁମାରୀକାବିର୍ଣ୍ଣାଏ ସଂସ୍କ-
 ରାମ୍ରେ ନମ୍ନ ଶ୍ରୀତାଃ । ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞାକବିସିଂହ ଦେବ

সেই মনোবি। ভোজন ও মৈথুন মানবগণের
স্বভাবতই প্রিয়। অতএব তাহার সংযো-
গের নিমিত্ত এবং হিতসাধনের নিমিত্ত
শৈবধর্মো তাহার সীমা নিক্রপিত হইল।
অতএব হে মহেশ্বর! শিবপ্রবর্তিত ধর্মের
সেবন হেতু মানব,—ধর্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষের সম্পূর্ণ অধিকারী হয়—সন্দেহ
নাই। ২৭৭—২৮৫।

नवम उल्लास मङ्गाद्यु ॥ ६ ॥

ଦକ୍ଷିଣ ଉଲ୍ଲାସ ।

• দেবী कहिलेन,—हे नाथ । तोगार
निकट ममविध संस्कार ओ कुशङ्कितविधि
श्रवण करिमाण । अक्षणे कृपा करिया
आमार निकट बुझिआहे । विधान अकाल

কৃপয়া মে প্রকাশয় ॥ ১ ॥ কস্মিন্ কস্মিন্
 সংসারে প্রতিষ্ঠাশ্চ চ কাস্মিণ্ । কুশলিকা-
 বিধানঞ্চ বুদ্ধিস্বাভাৱঞ্চ শঙ্কর ॥ ২ ॥ কর্তব্যং
 বা ন কর্তব্যং তদ্ব্যমার্চক উত্তমঃ । মন-
 ত্রীত্যে মহেশান জীবানাং মঙ্গলায় চ ॥ ৩ ॥
 ত্রীমদাম্বিবা উবাচ । জীবসেকাশ্বিবাহান্তদশ-
 সংসারকৰ্ম্মশ্চ । যত্র যদ্বিহিতং তদ্রে নবি-
 শেষং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪ ॥ তদেব কার্য্যং
 মনুর্ভৈক্ষত্বভৈজৈর্হিতমিচ্ছতিঃ । অনাত্র যান্ধা-
 তব্যং তচ্ছৃণুয বরানসে ॥ ৫ ॥ বাপী-কৃপ-
 তভাগানাং দেবপ্রতিকূতস্তথা । গৃহাণাম-
 ত্রতাদিনাং প্রতিষ্ঠাকৰ্ম্মশ্চ প্রিয়ে ॥ ৬ ॥
 সৰ্ম্মত্র পঞ্চদেবানাং মাতৃণামপি পূজনম্ ।

কর। হে শঙ্কর ! কোন্ সংস্কারে অথবা
কোন্ প্রতিষ্ঠাতে কুশস্তিকা ও বৃদ্ধিশ্রাজ্জ
কর্তব্য ও অকর্তব্য, তাহা আমার প্রীতির
নিমিত্ত এবং জীবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত
যথার্থরূপে আমার নিকট বল। শ্রীমদাশ্বিন
কহিলেন,—হে ভদ্রে ! গর্ভাধান অবধি
বিনাহ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কারের মধ্যে যে
কার্য্যে যাহা বিহিত আছে, তাহা আমি
সবিশেষ বলিয়াছি। হে বরাননে ! আমি
উক্ত প্রকারে যে স্থলে যাদৃশ বিধান করি-
য়াছি, হিতাকাজক্ষী তত্ত্বজ্ঞানবগণ, সেই
রূপই অনুষ্ঠান করিবেন। তত্ত্বজ্ঞান অন্য
স্থলে যেরূপ বিধান হইবে, তাহা বলিতেছি,
শ্রবণ কর। ১—৫। হে প্রিয়ৈশ সকল
যাপী, কপ, তড়ান, দেব-প্রতিমা, গৃহ,
উদ্যান, ব্রত প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে পদা-

বসোর্থারা চ কর্তব্য। বুদ্ধিশ্রদ্ধা-কুশলিত্বকে ॥৭॥
 জীবাং বিধেয়কৃত্যে বুদ্ধিশ্রদ্ধাং ন বিদ্যাতে ।
 দেবতাপিতৃতৃত্বার্থং ভোজ্যমেকং সমু-
 যজ্ঞে ॥ ৮ ॥ দেবমার্জার্কনং তত্র বসুধারা
 কুশলিত্বা । ভক্ত্যা জিয়া বিধাতব্য। ঋত্বিজা
 কমলাননে ॥ ৯ ॥ পুত্রশ্চ পৌত্রো দৌহিত্রো
 জাতয়ো ভগিনীসুতঃ । জামাতর্জিগৃদৈব-
 পিত্রে শস্তাঃ প্রতিনিধৌ শিবে ॥ ১০ ॥ বুদ্ধি-
 শ্রদ্ধাং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ শৃণু কালিকে ॥ ১১ ॥
 কৃত্বা নিত্যোদিতং কর্ম মানবঃ সুসমাহিতঃ
 গজাং যজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং বাঙ্গীশং ভূপতিং
 যজ্ঞে ॥ ১২ ॥ ততো দর্ভগয়ান্ বিপ্রান

দেবতার পূজা, মাতৃগণের পূজা, বসুধারা,
 বুদ্ধিশ্রদ্ধা ও কুশলিত্ব, কর্তব্য। যে কর্ম
 জীবাতি কর্তৃক নিষ্পাদিত হইবে, তাহাতে
 বুদ্ধিশ্রদ্ধা নাই; কেবল দেবগণের ও পিতৃ-
 গণের তৃপ্তির নিমিত্ত একটা ভোজ্য উৎসর্গ
 করিবে। হে কমলাননে! জীলোক পুত্রো-
 হিত দ্বারা ভক্তি-সহকারে দেব ও যোড়শ-
 মাতৃকার অর্চনা, বসুধারা-দান এবং কুশ-
 লিত্ব করিবে। হে শিবে! প্রতিনিধি পক্ষে
 পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র, জাতি, ভাগিনেয়,
 জামাতা ও পুরোহিত,—দৈব ও পৈত্র কর্মে
 প্রবৃত্ত। হে কালিকে! যথাযথরূপে বুদ্ধি-
 শ্রদ্ধা বলিতেছি, শ্রবণ কর। মানব, নিত্য-
 কর্ম সমাধান করিয়া, জাতী। একাগ্রতা
 সহকারে গজা, যজ্ঞেশ্বর, বিষ্ণু, বাঙ্গদেব ও
 ভূবামীর অর্চনা করিবে। অনন্তর প্রথক-
 স্মরণ করত দর্ভগয়ান্ ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিবে।

কজায়েৎ প্রণবং সারম্ । পক্ষান্তন্যাত্বাপ
 মপ্তাভিষ্ঠাভিরেব বা ॥ ১৩ ॥ নির্গঠৈশ্চ
 কুর্নৈঃ শাঠৈশ্চ মিলাবর্ত্তযোগতঃ । সার্কচয়া-
 বর্ত্তনেন উর্জগৈঃ রচায়দ্বিজান ॥ ১৪ ॥ বুদ্ধি-
 শ্রদ্ধাং পার্শ্বগাণৌ যদ্বিপ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ।
 একোদ্বিষ্টে তুং কথিত এক এব বিপ্রঃ শিবে ॥
 ১৫ ॥ ততো বিপ্রান্ কুশময়ানেকশিম্বেব
 ভাজনে । কোবেরাভিমুখান্ কৃত্বা শাপয়েদ-
 মনা সুধীঃ ॥ ১৬ ॥ হ্রীং শমো দেবীরতীষ্টয়ে
 শমো ভবত পীতয়ে । শংযারভিশবত নঃ ॥
 ১৭ ॥ ততঃ গন্ধপুষ্পাভ্যাং পুজয়েৎ, কুশ-

পাঁচ গাছ, নয় গাছ, মাত গাছ, বা তিন
 গাছ গর্ভশূন্য মাগ্নী কুশপত্র দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্ত-
 যোগে সাক্ষর্য বেষ্টন করিয়া, অর্থাৎ আড়াই
 পেঁচ দিয়া, উক্ত ব্রাহ্মণ রচনা করিবে।
 হে শিবে! বুদ্ধিশ্রদ্ধা এবং পার্শ্বগাদি
 শ্রদ্ধা ছয়টি ব্রাহ্মণ কীর্ত্তিত হইয়াছে;
 কিন্তু একোদ্বিষ্ট শ্রদ্ধা একটীমাত্র ব্রাহ্মণ
 কথিত হইয়াছে। ৬—১৫। অনন্তর জ্ঞানী
 ব্যক্তি, কুশময় ব্রাহ্মণগণকে একপাত্রে
 উত্তরমুখ করিয়া স্থাপনপূর্বক এই অর্থাৎ
 নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে।
 মন্ত্র যথা—“শমো—নঃ”, অর্থাৎ জলদেবতা
 আমাদের অর্চনীয়। সিন্ধুর নিমিত্ত মঙ্গল-
 বিধান করুন। জলদেবতা আমাদের পানের
 নিমিত্ত মঙ্গল বিধান করুন। জলদেবতা
 আমাদের সর্কভোজ্যে কল্যাণ বর্ষণ করুন।
 অনন্তর ঐ কুশময় ব্রাহ্মণগণকে
 দ্বারা পূজা করিবে। পরে জ্ঞানী ব্যক্তি

ভূম্বানু ॥ ১৮ ॥ পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব যুগ্ম-
যুগ্মমাং সুধীঃ । যট্ট পাত্ৰাণি সদৰ্ভাণি
স্থাপয়েৎ তুলসীতিলৈঃ ॥ ১৯ ॥ পাত্ৰদ্বয়ং
পশ্চিমায়াং শ্ৰোম্যো পাত্ৰচতুষ্টয়ম্ । পূৰ্ব্বা-
শ্চানুত্তরমুখান্ যদ্ভু বিপ্রীনুপবেশয়েৎ ॥ ২০ ॥
দৈবপক্ষং পশ্চিমায়াং দক্ষিণে বামভাগে ॥
পিতৃমাতামহাশ্চাপি পক্ষৌ ধৌ বিদ্ধি পার্শ্বতি
॥ ২১ ॥ নান্দীমুখাশ্চ পিতরো নান্দীমুখাশ্চ
মাতরঃ । মাতামহাদয়োহপ্যেবং মাতামহা-
দয়োহপি চ । আক্ষে নাভ্যভ্যুদয়িকৈ সমু-
ল্লেক্ষ্য বরাননে ॥ ২২ ॥ দক্ষাবর্ষেনোত্তরাশ্চো

দৈবং কৰ্ম্ম সমাচরেৎ । বামাবর্ষেন দক্ষাশ্চ
পিতৃকৰ্ম্মাণি সাধয়েৎ ॥ ২৩ ॥ সূৰ্য্যং কৰ্ম্ম
প্রকুর্বীত দৈবাদিক্রমতঃ শিবৈ । লজ্জনা-
মাতৃমাতৃণাং আক্ষে তদ্বিফলং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
কৌণ্ডেরাভিমুখোহনুজ্ঞাবাক্যং দৈবে প্রকল্প-
য়েৎ । যাম্যশ্চঃ কল্পয়েদ্বাক্যং পিত্রে মাতা-
মহেহপি চ । তত্রাগৌ দৈবপক্ষো ভু বাক্যং
শৃণু শুচিস্মিতে ॥ ২৫ ॥ কালাদীনি নিমি-
স্তানি সমুল্লিখ্য ততঃ পরম্ । তত্ত্বংকৰ্ম্মাভ্যু-
দয়ার্থমুক্তা সাধকসম্মতঃ ॥ ২৬ ॥ পিত্রাদীনাং
ত্রয়াণ্যম্ মাত্রাদীনাং তথৈব চ । মাতামহা-

পশ্চিমদিকে ও দক্ষিণদিকে তুলসীপত্র ও
—তিলা সহিত দুইটি দুইটি একত্র করিয়া,
সদৰ্ভ ছয়টি পাত্ৰ স্থাপন করিবে । পশ্চিম-
দিকে স্থাপিত দুইটি পাত্রে ও দক্ষিণদিকে
স্থাপিত পাত্ৰ-চতুষ্টয়ে যথাক্রমে পূৰ্ব্বাশ্চ ও
উত্তরাশ্চ ছয়টি ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবে
অর্থাৎ পশ্চিমদিকে স্থাপিত পাত্ৰদ্বয়ে দুইটি
ব্রাহ্মণকে পূৰ্ব্বমুখ করিয়া এবং দক্ষিণদিকে
স্থাপিত পাত্ৰ-চতুষ্টয়ে চারিটি ব্রাহ্মণকে
উত্তরমুখ করিয়া উপবেশন করাইবে ।
১৬—২০ । হে পার্শ্বতি । পশ্চিমদিকে
দৈবপক্ষ, দক্ষিণদিকের বামভাগে পিতৃপক্ষ
এবং দক্ষিণভাগে মাতামহ-পক্ষ জানিবে ।
হে বরাননে । আভ্যুদয়িক আক্ষে পিতৃগণকে
'নান্দীমুখ' এবং মাতৃগণকে 'নান্দীমুখী' পদে
বিশেষিত করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে ।
মাতামহ প্রভৃতি ও মাতামহী প্রভৃতিরও
এইরূপ উল্লেখ করা কর্তব্য । দক্ষিণাবর্ষ

দ্বারা উত্তরমুখ হইয়া দৈবকৰ্ম্ম করিবে এবং
বামাবর্ষ দ্বারা দক্ষিণাশ্চ হইয়া পিতৃকৰ্ম্ম
সাধন করিবে । হে শিব । এইরূপ দৈবাদি
ক্রমে সমুদায় কৰ্ম্ম করিবে । মাতার মাতা-
পিতাদিগকে লজ্জন করিয়া আক্ষে করিলে
তাঁহা নিষ্ফল হইবে । তাৎপর্য্য এই যে,
পিতৃকৰ্ম্মে দক্ষিণাবর্ষ দ্বারা দক্ষিণাশ্চ হইবে
না । দৈবকৰ্ম্মের সময় উত্তরাভিমুখ হইয়া
অনুজ্ঞাবাক্য পাঠ করিবে এবং পৈত্ৰ ও
মাতামহাদির কৰ্ম্মকালে দক্ষিণাশ্চ হইয়া
অনুজ্ঞাবাক্য বলিবে । হে শুচিস্মিতে !
প্রথমে দৈবপক্ষের বাক্য শ্রাবণ কর ।
২১—২৫ । হে প্রিয়ে । সাধক-শ্রেষ্ঠ,
প্রথমতঃ কাল ও নিমিস্তের উল্লেখ করিয়া
পশ্চাৎ "তত্ত্বংকৰ্ম্মাভ্যুদয়ার্থং" এই কথা
বলিয়া পিতৃপ্রভৃতি তিনজন অর্থাৎ পিতা,
পিতামহ, অপিতামহ,—মাতৃপ্রভৃতি তিনজন
অর্থাৎ মাতা, পিতামহী, অপিতামহী,—

নাঞ্চ মাতামহাদীনামপি প্রিয়ে ॥ ২৭ ॥
 যষ্ঠ্যন্তঃ কীৰ্ত্তয়েন্নাম গোত্রোচ্চারণপূৰ্ব্বকম্ ।
 বিশেষার্থকং দেবানাং শ্রাদ্ধং পদমুদীরয়েৎ ॥
 ২৮ ॥ কুশনির্ধিতয়োঃ পশ্চাদ্বিপ্রায়োরহ-
 মিভ্যপি । করিষ্যে পরমেশানীভানুজ্জাবাক্য-
 গীরিতম্ ॥ ২৯ ॥ বিশ্বান্ দেবান্ পরিত্যজ্য
 পিতৃপক্ষে তু পার্শ্বতি । তথা মাতামহস্যাপি
 পক্ষেহনুজ্জা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৩০ ॥ ততো জপেদ্-
 ব্রহ্মবিদ্যাং গায়ত্রীং দশধা শিবৈ ॥ ৩১ ॥
 দেবতাজ্যঃ পিতৃভ্যঃ মহাযোগিত্য এব চ ।

মাতামহপ্রভৃতি তিনজন অর্থাৎ মাতামহ,
 প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ এবং মাতামহী
 প্রভৃতি তিনজনেব * অর্থাৎ মাতামহী,
 প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহীর গোত্রোচ্চারণ
 পূৰ্ব্বক যষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত নাম কীৰ্ত্তন করিবে ।
 ইহার পব “বিশেষং দেবানাং শ্রাদ্ধং” এই
 পদ উচ্চারণ করিতে হইবে । হে পরমে-
 শ্বর । পরে, “কুশনির্ধিতয়োঃ শ্রাদ্ধয়োবহং”,
 অনন্তর “করিষ্যে” ইহা বলিবে । ইহার
 নাম অনুজ্জাবাক্য । হে পার্শ্বতি ! পিতৃ-
 পক্ষে এবং মাতামহ-পক্ষে “বিশেষং
 দেবানাং” এই পদ পরিত্যজ্য কবিয়া
 অনুজ্জাবাক্য কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ২৬—৩০
 হে শিবৈ । অনন্তর দশধার ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রী
 জপ করিবে । “দেবতাজ্যকে, পিতৃগণকে,
 মহাযোগিগণকে, পুষ্টিকে এবং স্বাহাকে

* ইহাণা যথাক্রমে পিতৃজয়, মাতৃজয়,
 মাতামহজয় এবং মাতামহীজয় নামে কোন
 কোন স্থলে উল্লিখিত নহে ।

নমোহস্ত পুষ্টিয়া স্বাহাথে নিত্যমৈব ভাজিতি
 ॥ ৩২ ॥ পার্শ্বতৈনং ত্রিধা হস্তে জলমাদায়
 সন্তমঃ । বহুং ফড়িতি মজ্জেন শ্রাদ্ধস্যাপি
 শোধয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ স্বাগ্বেণাং পাত্রমেবম
 সংস্থাপ্য কুর্গনান্নিকৈ । বন্ধোন্নমমৃতং প্রোচ্য
 যজ্ঞব্রহ্মাং কুরুষ মে ॥ ৩৪ ॥ ইত্যুক্তা ভাজনে
 তস্মিন্জলমৌদলমমৃতম্ । নিধায় মলিণং
 দেবি দেবাদিক্রমতঃ সূৰীঃ । বিশ্রোভ্যো
 জলগণ্ডুষং দত্ত্বা দদ্যাৎ কুশাসনম্ ॥ ৩৫ ॥
 ততঃ আবাহয়েদ্বিহানু বিশ্বান্ দেবান্ পিতৃ-
 স্তথা । মাতৃমাতামহংচাপি তথা মাতামহীঃ
 শিবৈ ॥ ৩৬ ॥ আবাহ্য পুজয়েদ্বাদৌ বিশ্বান্

নমস্কাব । এইরূপ গুডাদয়িক-কার্য্য নিম্ন-
 হউক (ইহা মজ্জার্থ) । মন্ত্র যথা ;—দেব—
 ভাজিতি) ” মাতৃ-পুষ্টি, এই মন্ত্র তিনবার
 পাঠ করিয়া হস্তে জল গ্রহণপূৰ্ব্বক “বহুং
 ফট্” এই মন্ত্র দ্বারা শ্রাদ্ধদ্রব্য সমস্ত শোধন
 করিবে, অর্থাৎ সেই মন্ত্রপুঙ্খ-জলে শোধিত
 করিবে । হে কুর্গনান্নিকৈ । পরে অগ্নি-
 কোণে একটি পাত্রে স্থাপন করিয়া “বন্ধোন্ন-
 মমৃতং” বলিয়া “মম যজ্ঞব্রহ্মাং কুরুষ” ইহা
 বলিয়া, সেই পাত্রে তুলসীপত্র-যুক্ত জল
 রাখিয়া, হে দেবি । সূর্য্যকি শ্রাদ্ধকর্ত্তা,
 দেবপক্ষ হইতে আবৃত্ত করিয়া কুশীময়
 ব্রহ্মপদিককে দেবাদি ক্রমে জলগণ্ডুষ
 প্রদান করিয়া কুশাসন প্রদান করিবে ।
 ৩১—৩৫ । হে শিবৈ । অনন্তর বিশ্বান্
 ব্যক্তি,—বিশ্বদেবগণকে, পিতৃজয়কে, মাতৃ-
 জয়কে, মাতামহজয়কে এবং মাতামহীজয়কে

দেবাস্ত্রোত্তমো যজ্ঞেৎ । পিতৃভ্যং তথা মাতৃ-
ভ্যং মাতামহীভ্যং ॥ ৩৭ ॥ মাতামহীভ্য-
ক্যপি পাদ্যার্ঘ্যচমনাদিভিঃ । ধূপদীপৈশ্চ
বাসোভিঃ পূজয়িত্বা বরাননে । পাত্ৰাণ্যং
পাত্ৰমগ্ৰাণ্যং কুর্যাদৈবক্রমাচ্ছিব ॥ ৩৮ ॥
মণ্ডপং রচয়েদেকং মায়া চত্বস্রকম্ ।
সে দে চ মণ্ডলে কুর্য্যৎ তদং পঞ্চময়ো-
রপি ॥ ৩৯ ॥ বাক্ষগ্ৰোহিতেষু পাত্ৰাণ্য-
সাদ্য সাধবঃ । তেন জ পিতৃপাত্রে যু মর্কোপ-
করণৈঃ সহ । পানার্থপাথমানানি ক্রমেণ
পরিবেশয়েৎ ॥ ৪০ ॥ তত্তে মধুযবান্ দত্তা

আবাহন করিবে । আবাহন করিয়া প্রথমতঃ
বিশ্বদেবগণের পূজা করিবে; পরে পিতৃভ্য,
~~মাতৃভ্য~~ মাতামহভ্য ও মাতামহীভ্যকে
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, ধূপ, দীপ, বস্ত্র
প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে হে ব্রাহ্মণে । হে
শিব । পূজা করিয়া দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ
করিয়া পাত্র-পাত্রে প্রদান করিবে । অনন্তর
মায়াবীজ অর্থাৎ হ্রীং উচ্চারণ করিয়া দেব-
পক্ষে একটি চতুষ্কোণ ২ গুণ বচনা করিবে ।
পরে পিতৃপক্ষে এবং মাতামহ-পক্ষে ত্রৈকুণ
ক্রমে উচ্চারণপূর্বক দুই দুইটি মণ্ডপ বচনা
করিবে । সাধক বাক্যবীজ অর্থাৎ বং মন্ত্র
দ্বারা প্রোক্ষিত ঐ মণ্ডলে ক্রমশঃ পাত্র
সমুদায় স্থাপিত করিয়া, বীজ দ্বারা প্রক্ষিপ্ত
পাত্র সমুদায়ে উপকরণের সহিত ও পানার্থ
জলের সহিত ক্রমশঃ অন্ন পরিবেশন
করিবে । ৩৬--৪০ । পরে অন্ন-সমুদায়ে
মধু এবং যব প্রদান করিয়া "ক্রাৎ ক্রৎ ফট্"

ক্রাৎ ক্রৎ ফট্ ক্রিমজ্জবৈঃ । মণ্ডপ্রোক্ষ্যনানি
সর্গ্যনি বিশ্বান্ দেবাস্তথা পিতৃন ॥ ৪১ ॥
মাতৃমাতামহান্ মাতামহীকুলিণাং নতুবিৎ ।
নিবেদ্য দেবীং গায়ত্রীং দেবতাত্যজিধা-
পঠেৎ ॥ ৪২ ॥ শেযান্ন-পিণ্ডয়োঃ প্রোক্ষ্য
কুর্যাদাদ্যে ততঃ পরম্ ॥ ৪৩ ॥ দত্তশেষে-
বক্রতাদৈর্ম লুব্ধগনসমিত্তান্ । দ্বিজাং প্রোক্ষো-
ক্তরঃ পিণ্ডান্ রচয়েদ্বাদশ প্রিয়ে ॥ ৪৪ ॥
অক্লান্ত কল্পযেদেকং পিণ্ডং তৎসমমম্বিকৈ ।
আস্তুরৈর্মৈক্যে তে দর্ভান্ মণ্ডলে যবসংযুক্তান্ ॥
৪৫ ॥ যে মে কলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রগার-
বিবার্জিতাঃ । অগ্নিদদ্ধাশ্চ যে বেহপি ব্যান-
ব্যান্ধতাশ্চ যে ॥ ৪৬ ॥ বেহাংক্যা বান্ধবা বা

এই মন্ত্র পাঠপূর্বক সমুদায় অন্ন প্রোক্ষিত
অর্থাৎ জন-সমুহ কল্পিয়া তত্ত্ব ব্যক্তি,
বিশ্বদেবগণকে, পিতৃগণকে, মাতৃগণকে,
মাতামহগণকে, মাতামহীগণকে উল্লেখ
করিয়া সমুদায় অন্ন ক্রমশঃ নিবেদন করি-
বে । পরে গায়ত্রী ও 'দেবতাত্যজঃ' এই
মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে । দেহ আদ্যে ।
তৎপরে শেযান্ন-প্রদান ও পিণ্ড প্রদান করিবে ।
হে প্রিয়ে । ব্রাহ্মণের নিকট প্রণেয় উক্ত
প্রোক্ষ্য হইয়া দত্তাবশিষ্ট অন্নাদি দ্বারা বিশ্ব-
সদৃশ দ্বাদশটি পিণ্ড রচনা করিবে । হে
অম্বিকৈ । তাদৃশ অপর একটি পিণ্ড বচনা
করিতে হইবে । পরে নৈক্যে-কোণে
মণ্ডলোপরি যবসংযুক্ত দর্ভ চিহ্নাইবে ।
"মাহাদেব পিণ্ড লোপ হইয়াছে, আমার
মহাশয় মাহাবা ক্রী-পূজা-রহিত, যাবৎ আশি-

যেহুজ্ঞাননি বাক্যঃ । মদন্তপিত্তোয়াভ্যাং
তে যাস্ত তৃপ্তিমক্ষ্যামু ॥ ৪৭ ॥ দত্তা পিতৃম-
পিণ্ডেভ্যোঃ সজাভ্যাং সুরবন্দিত । প্রাক্ষাল্য
হস্তাচাচ্চঃ সারিত্রাং প্রজপৎস্ততাঃ দেবতা-
ভ্যস্ত্রিধা জপ্তা মণ্ডলানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৮ ॥
উচ্ছিষ্টপাত্রপূরতঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা বুধঃ ।
হে হে চ মণ্ডলে দেবি রচয়েৎ পিতৃতঃ
ক্রমাৎ ॥ ৪৯ ॥ পূর্ব্বমজ্ঞেয় সংপ্রোক্ষ্য
কুশাংস্তেষাম্বরেৎ কৃতী । অভ্যক্ষ্য বায়ুনা
দর্ভান পিতৃদর্ভক্রমাচ্ছিবৈ । উর্দ্ধে মূলে চ

দক্ষ, অথবা ঘাঁহারা সর্প-ব্যভ্রাদি কর্তৃক
নিহত, ঘাঁহারা আমার অবাকব, বাকব বা
ঘাঁহারা অম্বজ্ঞে আমার বাকব, তাঁহার
আমাকর্তৃক দত্ত এই পিণ্ড ও জল দ্বারা
অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করেন ।” ৪৭—৪৯ । হে
সুরবন্দিত ! এই (যে মে—ক্ষ্যামু)
মজদ্বয় পাঠ করত অপিত্তদিগকে পিণ্ড দান
করিয়া, হস্ত প্রক্ষালনান্তর কৃত্যচমন হইয়া
গায়ত্রী জপ ও ‘দেবতাভ্যঃ’ এই মন্ত্র তিন-
বার জপ করিয়া মণ্ডল রচনা করিবে । হে
দেবি । প্রাজ্ঞ জ্ঞানকর্তা, পিতৃপক্ষ হইতে
আরম্ভ করিয়া উচ্ছিষ্টপাত্রের সম্মুখে
পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে দুইটী দুইটী মণ্ডল
রচনা করিবেন । হে শিবৈ । বিচক্ষণ
জ্ঞানকর্তা পূর্ব্বমজ্ঞ অর্থাৎ বৎ বীজ দ্বারা ঐ
সকল মণ্ডল প্রোক্ষিত করিয়া তাহাতে কুশ
আস্তীর্ণ করিবে । পরে বায়ুবীজ (বৎ) দ্বারা
দর্ভ সকল অভ্যক্ষিত করিয়া পিতৃদর্ভক্রমে
অর্থাৎ তাঁহা হইতে আরম্ভ করিয়া দর্ভের

মধ্যে চ ত্রীংস্ত্রীর্ন পিণ্ডান্ নিবেদয়েৎ ॥ ৫০ ॥
আগন্ত্বেন প্রোত্যেকং নামে প্রার্থ্য মহেশ্বরী ।
দধয়া বিতরেৎ পিতৃতঃ যম ধ্বাকসংযুতম্ ॥
৫১ ॥ পিণ্ডাংস্তে পিণ্ডাশ্চ যম ধ্বাকসংযুতম্ ॥
ভাজিনঃ । প্রীণয়েৎ করলেপেন নৈকো-
দ্বিষ্টেষবৎ বিধিঃ ॥ ৫২ ॥ দেবতাপিতৃ-
তৃপ্ত্যর্থং সারিত্রাং দধয়া জপেৎ । দেব-
তাভ্যস্ত্রিধা জপ্তা পিণ্ডান্ সংপূজয়েৎ ততঃ ॥
৫৩ ॥ প্রজ্ঞান্য ধূপং দীপকং নিমাল্য নয়ন-
ধরম্ । দিব্যদেহধরান্ পিতৃগণতঃ কব্য-

মূলে, মধ্যে এবং উর্দ্ধে (পিতৃগণ, মাতৃগণ,
মাতামহগণ, মাতামহীত্রয়কে) তিন ভিটা
পিণ্ড প্রদান করিবে । হে মহেশ্বরী ।
প্রোত্যেকং সম্বোধনান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া
পদা পঠপূর্ব্বক প্রোত্যেককে যম-মধু সংযুক্ত
পিণ্ড প্রদান করিবে । এইরূপে পিণ্ডদানান্তে
পিণ্ড-শেষ ছড়াইয়া করলেপ দ্বারা অর্থাৎ
অম্বযুক্ত হস্ত কুশে বর্ষণ করিয়া লেপভোজী
অর্থাৎ চতুর্থ হইতে মন্ত্রম পুরুষকে প্রীতি-
যুক্ত করিবে । একোদ্বিষ্ট প্রাক্ষে এই বিধি
অর্থাৎ লেপভোজি-পিতৃগণ-প্রীণন-বিধি
নাই । দেবতাদিগের ও পিতৃগণের পরি-
তৃপ্তির নিমিত্ত দধীবার গায়ত্রী জপ ও তিন-
বার ‘দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যঃ’ এই মন্ত্র পাঠ
করিয়া পিণ্ডের পূজা করিবে ; তৎপরে
ধূপদীপ প্রজালনাতে নয়নধর মুদ্রিত করিয়া
“দিব্যদেহধারী পিতৃগণ যজ্ঞস্থলে কব্য অর্থাৎ
স্ব-উদ্দেশে দত্তদ্রব্য ভোজন করিতেছেন”
ভাবনা করিয় পরে বুজিমান ব্যক্তি এই

মধুরে । বিভাব্য প্রণমেদানি মম মন্তমুদীর-
য়েৎ ॥ ৫৪ ॥ পিতা মে পরমো ধর্ম্যঃ পিতা
মে পরমং তপঃ । স্বর্গঃ পিতা মে ভূতপ্তৌ
তৃপ্তমন্ত্যখিলং জগৎ ॥ ৫৫ ॥ ততো নির্মালা-
মাপ্য প্রার্থয়েদানি মম পিতৃন ॥ ৫৬ ॥
আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং পিতৃনঃ করুণাময়াঃ
বেদাঃ সন্ততয়ো নিত্যং বর্জিতাং বাক্ষবা মম ॥
৫৭ ॥ দাতারো মে বিবর্জিতাং বহুত্মানি
সন্ত মে । যাচিতারঃ সদা সন্ত মা চ যাচামি
কখন ॥ ৫৮ ॥ দৈবাদিতো দ্বিজান্ পিতৃন
বিস্ত্রেৎ তদনন্তরম্ তথৈব দক্ষিণাং কুর্য্যৎ

পাশ্চাত্য ত্রিষু তত্ত্ববিৎ ॥ ৫৯ ॥ গায়ত্রীং
দশধা জপ্ত্বা দেবতাত্যোহপি পঞ্চধা দৃষ্ট্বা
বহ্নিং রবিং বিশ্রামিদং পৃচ্ছেৎ কৃতাজ্ঞাশিঃ ॥
৬০ ॥ ইদং শ্রাক্ষং সমুচ্চর্য্য সাক্ষং জাত-
মুদীরয়েৎ । দ্বিজো বদেৎ সমাগেব সাক্ষং
জাতং বিধানতঃ ॥ ৬১ ॥ অঙ্গবৈশ্বাশাতির্থং
প্রণয়ং দশধা জপন ॥ অচ্ছিন্নাভিবিধানেন
কুর্য্যৎ কৰ্ম্মসমাপনম্ ॥ ৬২ ॥ পাত্রীয়ায়ানি
পিতৃভ্যাং চ ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ । বিশ্রান্তাবে
গবাজেভ্যঃ সলিলে বা বিনিষ্কিপেৎ ॥ ৬৩ ॥
বুদ্ধিশ্রাক্ষমিদং প্রোক্তং নিত্যমংস্কারকৰ্ম্মণি ।

অর্থাৎ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পিতৃগণকে
প্রণাম করিবে । “পিতাই আমার পবন
বর্গ, পিতাই আমার পরম তপস্তা, পিতাই
আমার স্বর্গ ; পিতৃগণ তৃপ্ত হইলে
নিধিগ জগৎ পরিতৃপ্ত হয় ।” (মন্ত
যথা ;—পিতা—জগৎ) । ৪৮—৫৫ । পরে
নির্মাল্য গ্রহণ করিয়া পিতৃগণের নিকট
এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে ;—করুণা-
ময় পিতৃগণ । আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান
করুন । আমার সর্ব্ব বেদজ্ঞান, সন্তান ও
বাক্ষগণ নিত্য বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হউক । আমাকে
যাহারা দান করেন, তাঁহারা বিশেষরূপে
বুদ্ধি প্রাপ্ত হউন । আমার বহু ভগ্ন
হউক ; আমার নিকট সর্ব্বদা যাজ্ঞা করুন ।
আমি যেন কোন ব্যক্তির নিকট যাজ্ঞা
না করি ।” (মন্ত যথা আশিষে—কখন) ।
অনন্তর দেবপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া
ব্রাহ্মণ ও পিতৃ-সকলকে বিসর্জন করিবে ।

অনন্তর তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি,—দেবপক্ষ, পিতৃপক্ষ
ও মাতামহপক্ষে দক্ষিণা প্রদান করিবে ।
পরে দশবার গায়ত্রী ও পাঁচবার ‘দেবতাত্যঃ
পিতৃভ্যাং’ এই মন্ত্র-জপ করিয়া অগ্নি ও
সূর্য্য দর্শনানন্তর কৃতাজ্ঞাপুটে ব্রাহ্মণকে
জিজ্ঞাসা করিবে ;—“ইদং শ্রাক্ষং” ইহা
উচ্চারণ করিয়া “সাক্ষং জাতম্ ?” ইহা
বলিবে, অর্থাৎ এই শ্রাক্ষ সকল অঙ্গ-কার্যের
সহিত কৃত হইয়াছে ? ব্রাহ্মণ বলিবেন যে,
“বিধানতঃ সমাগেব সাক্ষং জাতম্ ।” অর্থাৎ
যথাবিধানে সম্পূর্ণরূপে সকল কার্যের সহিত
কৃত হইয়াছে । পরে অঙ্গবৈশ্বাশাতির
নিমিত্ত দশবার প্রণব জপ করিয়া, অচ্ছিন্না-
ভিবিধান দ্বারা কৰ্ম্ম সমাপন করিবে ।
পরে পাত্রীয় ভগ্ন এবং পিতৃ ব্রাহ্মণকে
দিবে । ব্রাহ্মণ না পাওয়া যাইলে গো
কিংবা ছাগলকে প্রদান করিবে, অথবা উহা
জলে নিক্ষেপ করিবে । নিত্য অর্থাৎ অবশ্য-

শ্রাদ্ধে পৰ্শ্বনি কৰ্ত্তব্যে পার্শ্বপুণ্ড্রেন কীৰ্ত্তয়েৎ ॥
 ৬৪ ॥ দেবতাদিপ্রতিষ্ঠাসু তীর্থযাত্রাপ্রবে-
 শয়োঃ । পার্শ্বপুণ্ড্রেন বিধানেন শ্রাদ্ধমেও-
 ভুদীকরয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ নৈতেষু শ্রাদ্ধকৰ্ম্মেষু
 পিতৃন নান্দীমুখান্ বদেৎ । নমোহস্ত পুষ্ট্যা-
 গিত্যন্তে স্বধাঠৈ পদমুচ্চরেৎ ॥ ৬৬ ॥ পিতৃাদি-
 ত্রয়মধ্যে তু ঘো জীবতি বরাননে । তথোক্ত
 তনমুগ্ধিয্য শ্রাদ্ধং গুৰ্য্যাদিচক্ষুশঃ ॥ ৬৭ ॥
 জনকাদিযু জীবৎসু ত্রিষু শ্রাদ্ধং বিবৰ্জ্জয়েৎ ।
 তেষু শ্রীতেষু দেবেশ শ্রাদ্ধযজ্ঞফলং লভেৎ ॥
 ৬৮ ॥ জীবৎপিতরি কল্যাণি নাশ্রুশ্রাদ্ধাধি-

কৰ্ত্তব্য সংস্কারে এই বুদ্ধিশ্রদ্ধ কথিত
 হইল। অমাবস্তা প্রভৃতি পৰ্শ্ব উপলক্ষ্যে
 কৰ্ত্তব্য শ্রাদ্ধকে পার্শ্বপুণ্ড্রা বলিয়া কীৰ্ত্তন
 করিবে। ৬৬—৬৮। ৭ দেবতাদি-প্রতিষ্ঠা,
 তীর্থযাত্রা এবং তীর্থপ্রাপ্তিতে পার্শ্বপুণ্ড্রা
 বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। এই সমস্ত
 শ্রাদ্ধ-কার্যে পিতৃগণকে “নান্দীমুখ” বিশেষণে
 বিশেষিত করিবে না এবং “নমোহস্ত পুষ্ট্যো”
 এই স্থলে “নমঃ স্বধ ঠৈ” এই পদ উচ্চারণ
 করিবে। হে বরাননে। পিতা প্রভৃতি
 পুরুষত্রয়ের মধ্যে যিনি জীবিত থাকিবেন,
 বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার উল্লেখন পুরুষের
 উল্লেখ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন (তাঁহার উল্লেখ
 করিবেন না)। পিতা, পিতামহ, প্রপিতা-
 মহ,—এই তিন পুরুষই জীবিত থাকিলে
 শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। হে দেবেশি।
 তাঁহারী শ্রীত হইগেই শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞকল
 লাভ করিতে পারিবে। হে কল্যাণি। পিতা

কারিতা। মাতুঃ শ্রাদ্ধং বিনা পৰ্শ্বাপুণ্ড্রা
 নান্দীমুখং বিনা ॥ ৬৯ ॥ একোদ্দিষ্টে তু
 কোণোন্নি বিশ্বদেবান্ ন পূজয়েৎ । একমেব
 মমুদ্দিষ্ট্যনুষ্ঠাব্যক্তিং একম্বয়েৎ ॥ ৭০ ॥
 দক্ষিণাভিমুখো দদ্যাদন্নং পিণ্ডকং মানবঃ ।
 যবস্থানে তিল্য দেয়াঃ সৰ্ব্বমশ্বচ্চ পূৰ্ব্ববৎ ॥
 ৭১ ॥ শ্রোত্রোক্তে বিশেষ্যোহয়ং গজাদ্যর্চ্যে
 বিবৰ্জ্জয়েৎ । মৃতং সমুগ্ধিযেৎ প্রেতং
 বাক্যদানেহমপিণ্ডয়াঃ ॥ ৭২ ॥ একমুদ্দিষ্ট্য
 যজ্ঞাঙ্গমেকোদ্দিষ্টে তুচ্চ্যতে প্রেতস্থানে
 চ পিণ্ডে চ মৎস্যে মাংসং নিযোজয়েৎ ॥
 ৭৩ ॥ ভীশৌচাত্তাদৃদ্ধিভীয়েহহি শ্রাদ্ধং যৎ

জীবিত থাকিতে মাতার শ্রাদ্ধ, পর্শ্বের শ্রাদ্ধ
 ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য-কোন
 শ্রাদ্ধ কারবার অধিকার নাই। হে কুলেশ্বরী।
 একোদ্দিষ্টে শ্রাদ্ধ করিবার সময় বিশ্বদেব-
 গণের পূজা করিবে না। মেষুলে এক
 ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়াই অনুজ্ঞা-বাক্য
 কল্পনা করিবে। ৬৯—৭০। মানব দক্ষিণ-
 ভিমুখ হইয়া অন্ন ও পিণ্ডদান করিবে।
 ইহাতে যব স্থানে তিল দিতে হইবে; অপর
 সমুদায়ই পূর্ববৎ। প্রেতশ্রাদ্ধ স্থলে বিশেষ
 এই যে, ইহাতে গজাদির পূজা করিবে না
 এবং বাক্য-রচনা, অন্নদান ও পিণ্ড-দানাদির
 সময় মৃত ব্যক্তিকে প্রেত বলিয়া উল্লেখ
 করিবে। এক ব্যক্তির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ,
 তাহা একোদ্দিষ্ট নামে কথিত হয়। প্রেত-
 শ্রাদ্ধে প্রেতের অঙ্গে ও পিণ্ডে মৎস্য ও
 মাংস প্রদান করিবে। হে কুলনারিক

কুক্ষতে নরঃ । প্রোতপ্রাক্ষং বিজানীহি তদেব
কুলনাথিকে ॥ ৭৪ ॥ গৰ্ভপ্রাবাজ্জাত্যুতাদিত্ত
মৃতজাতয়োঃ । কুলাচাবানুসারেণ মনিসো-
হশৌচমাচরিত্ব ॥ ৭৫ ॥ বিজ্ঞাতীনং দশা-
হেম দ্বাদশাহেম পশ্যতঃ । শূদ্রসামান্যয়োদে বি-
মাসেনাশৌচকল্পনা ॥ ৭৬ ॥ অসপিণ্ডমৃত
জাতৌ দ্বিগত্যাশৌচমিযাতে । শূদ্রজাহপি
গত্যাশৌচে সপিণ্ডস্ত মৃতিং শিবে ॥ ৭৭ ॥
অশুচিনাধিকারী শ্রাদ্ধৈবে পিত্রো চ কৰ্ম্মণি ।
ক্লেতে কুলার্চনাদাদ্যে তুথা প্রারক্কৰ্ম্মণঃ ॥
৭৮ ॥ পঞ্চবর্ষাধিকানু মর্ত্যানু দাহয়েৎ পিতৃ-

ক'ননে । তত্ৰা' সহ কুলেশানি ন দহেৎ কুল
কামিনীম্ ॥ ৭৯ ॥ তব স্বরূপা রমণী জগত্যা-
ক্ষমবিগ্রহা । মোহান্তর্জুশ্চিত্তারোহান্তবেমরক-
গামিনী ॥ ৮০ ॥ ব্রহ্মমজ্জোপামকাঃ স্ত তেষামা-
জ্ঞানুসারতঃ । প্রবাহয়েদ্বা নিখনোদাহরেদাপি
কালিকে ॥ ৮১ ॥ পূণ্যক্ষেত্রে চ তীর্থে বা দেব্যাঃ
পার্শ্বে বিশেষতঃ । কুলীনানাং সমীপে বা
মরণং শস্তমস্থিকে ॥ ৮২ ॥ বিভাবনু মত্যাংকং
বিস্মরনু জগত্যাং ত্রয়ম্ । পরিত্যজতি যঃ
প্রাণানু ন স্বরূপে প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮৩ ॥ প্রোত-

মানবগণ অশৌচান্ত-দ্বিতীয় দিবসে যে শ্রদ্ধ
করে তাহাই প্রোতপ্রাক্ষ বলিয়া জানিবে ।
যে স্থলে গৰ্ভপ্রাব হয়, অথবা বাগক ভূমিষ্ঠ
হইয়াই মৃত হয়, তদতিরিক্ত স্থানে সম্ভান
জন্মিলে বা মরিলে মনবগণ কুলাচারানুসারে
অশৌচ গ্রহণ করিলে । (অশৌচ-কুলাচার
যথা) হে দেবি ! ব্রাহ্মণগণের দশ দিন,
ক্ষত্রিয়গণের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যদিগের পঞ্চদশ
দিন, শূদ্র ও সামান্য জাতির একমাস
অশৌচ-কল্পনা হইয়াছে । হে শিবে !
অসপিণ্ড জাতির মৃত্যু হইলে এবং সপিণ্ডের
মৃত্যু, অশৌচ-কালের পর (অথচ এক
বৎসরের মধ্যে) অবল করিলে, তিন রাত্রি
অশৌচ হইয়া থাকে । ৭১--৭৭ । হে
আদ্যে । অশৌচযুক্ত ব্যক্তি কুলপূজা ও
প্রারক্কৰ্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন দৈব বা
পৈত্র কৰ্ম্ম অধিকারী হইতে পারিবে না ।
হে কুলেশ্বর ! পঞ্চ-বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম

মৃত মানুষকে শাখানে দগ্ধ করিবে । কুল-
কামিনীকে তত্ৰাব মহিত দগ্ধ করিবে না ;
যেহেতু ঐ রমণী তোমাব স্বরূপা,কিন্তু জগতে
প্রকাশিত-শরীরী । মোহ বশতঃ তত্ত্বের
চিত্তারোহণ করিতেও নিরয়গামিনী হইয়া
থাকে । হে কালিকে ! বাহারা ব্রহ্ম-মজ্জো-
পামক, তাঁহাদের আশ্রয়ানুসারে তাঁহাদের
মৃত শরীর জলে ভাসাইয়া দিবেন্দ্রা মৃন্তিকায়
প্রোথিত করিবে, অথবা দগ্ধ করিবে । হে
অস্থিকে ! পূণ্যক্ষেত্রে, তীর্থে, বিশেষতঃ
দেবার সমীপে অথবা কৌলিকদিগের সমীপে
মরণই প্রশস্ত । যে ব্যক্তি মরণকালে
জগত্ৰয় বিস্মৃত হইয়া একমাত্র মতাস্বরূপ
ভাবনা করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ
করেন, তিনি স্বরূপ অর্থাৎ গুণত্রয়ের সম্পদ
পরিহারপূর্বক নির্লেপ, নির্ভণ, নিত্যবুদ্ধ
ইত্যাদি নিজ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হন অর্থাৎ
নির্কারণ প্রাপ্ত হন । ৭৮--৮৩ । প্রোত-
ভূমিতে মন গাইয়া তাহাকে মৃত্যুস্ত করিয়া

ভূগো শব্দং নীত্ব নাপয়িত্বা দ্ব্যতোক্ষিতম্ ।
উত্তরাভিমুখং কৃত্বা শায়য়েৎ তৎ চিত্তোপরি
॥৮৪॥ সাঙ্গোধনান্তে তদগোত্রং প্রোতখ্যানং
সমুচ্চরন । দত্তা পিতৃং প্রোতমুখে দহেদ্বহি-
মসুং স্মরন ॥৮৫॥ পিণ্ডক রচয়েৎ তত্র
সিদ্ধমৈস্তুভূমিশ্চ ২। যবগোদুমচূর্ণৈর্বা
ধাত্রীফলদমং প্রিয়ে ॥৮৬॥ স্থিতেষু প্রোত-
পুত্রেষু জ্যেষ্ঠে প্রাক্কাধিকারিতা । তদভ্যাগে-
হস্তপুত্রাদৌ জ্যেষ্ঠে নুক্রমতো ভবেৎ ॥৮৭॥
অশৌচান্তান্তদিবসে কৃত্যনো নরঃ শুচিঃ ।
মৃতপ্রোততুমুত্তর্যর্থম্ ২। তিলকাকনম্ ॥
৮৮॥ গোং ভূমিঃ বসনং যানং পাত্রং ধাতু-
বিনির্মিতম্ । ভেদ্যং বহুবিধং দদ্যাৎ প্রোত-

জ্ঞান করাইয়া উত্তরাভিমুখ করিয়া চিতার
উপর শয়ন করাইবে । পরে প্রোত-গোত্র ও
সঙ্গোধনান্ত প্রোত-নাম উল্লেখ করত প্রোত-
মুখে পিণ্ড প্রদানপূর্বক বহুবীজ (৪৭)
স্মরণ করত দাহ করিবে । হে প্রিয় !
এই স্থলে সিদ্ধম বা তুণ বা যচূর্ণ বা
গোদুমচূর্ণ দ্বারা ধাত্রীফল-সদৃশ পিণ্ড করিবে ।
প্রোতের বহু পুত্র থাকিলে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই
প্রাক্কাধিকারী । জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভাবে
জ্যেষ্ঠাশ্রমে অগ্ন্যায় পুত্রের প্রাক্কাধিকার
আছে । মনুষ্য অশৌচান্তের পর-দিবসে
কৃতজ্ঞান ও শুচি হইয়া মৃত-ব্যক্তির প্রোত-
বিমুক্তির নিমিত্ত তিল-কাকন উৎসর্গ
করিলে । সম্পূর্ণ মৃতের অর্থাৎ মৃত পিতার
স্বর্গলাভের নিমিত্ত গো, ভূমি, বসন, যান,
ধাতু-নির্মিত পাত্র ও বহুবিধ ভোজ্য দান

স্বর্গায় তৎসুতঃ ॥৮৯॥ গন্ধং মালাং ফলং
তোয়ং শয্যাং প্রিয়করীং তথা । যদ্ব্যং প্রোত-
প্রিয়ং দ্রব্যং স্তং স্বর্গায় সমুৎসজেৎ ॥ ৯০ ॥
তত্তজ্য বৃষভৈকং ত্রিশূলোদ্ভূতং লাক্ষিতম্ ।
স্বর্গেনালঙ্কৃতং কৃত্বা ত্যজেৎ তৎস্বরবাস্তয়ে ॥
৯১ ॥ প্রোতপ্রাক্কাধিকারবিধিনা প্রাক্কা কৃত্যতি-
ভক্তি তঃ । ব্রহ্মজ্ঞান ব্রাহ্মণান্ কৌলান্
ক্ষুধিতানপি ভোজয়েৎ ॥ ৯২ ॥ দানেশশক্তো
মনুজঃ কুর্ষন প্রাক্কাৎ স্বশক্তি তঃ । বুভুক্ষিতান্
ভোজয়িত্বা প্রোতত্বং মোচয়েৎ পিতৃং ॥ ৯৩ ॥
আদ্যৈকোদ্বিষ্টমেতত্ত্ব প্রোতত্বশুদ্ধিকারণম্ ।
বর্ষে বর্ষে মৃততিথৌ দদ্যাৎ দমং গতা-

করিবে । গন্ধ, মালা, ফল, জল, প্রিয়করী-
শয্যা এবং যে যে দ্রব্য (জীবিতাবস্থায়)
প্রোত-ব্যক্তির প্রিয় ছিল, তৎসমস্ত প্রোতের
স্বর্গলাভের নিমিত্ত উৎসর্গ করিবে ।
৮৪—৯০ । অনন্তর তাহার স্বর্গপ্রাপ্তির
নিমিত্ত একটি বৃষভকে ত্রিশূল-চিহ্নে চিহ্নিত
ও সুবর্ণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া উৎসর্গ
করিবে । অতীব ভক্তি-সহকারে প্রোত-
প্রাক্কাধিকার বিধি অনুসারে প্রাক্কা করিয়া
ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কৌল ও অগ্ন্যায় ক্ষুধিত-
গণকে ভোজন করাইবে । গো প্রভৃতি
দানে অসমর্থ মনুষ্য, স্বশক্তি অনুসারে,
প্রাক্কা করিয়া ক্ষুধিতগণকে ভোজন করাইয়া
পিতার প্রোতত্ব মোচন করিবে । ইহা
আদ্য একোদ্বিষ্ট ও প্রোতত্ব হইতে বিমুক্তির
কারণ । অতঃপর বৎসর বৎসর মৃততিথিতে
মৃত-ব্যক্তির উদ্দেশে অন্ন-প্রদান করিতে

সংবে ॥ ৯৪ ॥ ব্রহ্মভির্বিধিভিঃ কিংবা কৰ্ম্মভি-
ব্রহ্মভিঃ কিম্ । সৰ্ব্বসিদ্ধিগৰ্বাপোতি মানবঃ
কৌলিকার্চনাং ॥ ৯৫ ॥ বিনা হোমাজ্ঞা-
চ্ছাক্তাং সংস্কারেষু চ কৰ্ম্মাণি । সম্পূৰ্ণকাৰ্য্য-
সিদ্ধিঃ শ্রাদ্ধেকয়া কৌলিকার্চনয়া ॥ ৯৬ ॥
শুক্লাং চতুর্থীমারভ্য শুভকৰ্ম্মাণি কারয়েৎ ।
অসিতাং পঞ্চমীং যাবুদ্বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥
৯৭ ॥ অস্ত্রোপাধি বিব্রজেহহি শুভকৰ্ম্ম-
কৌলিকার্চনয়া । কৰ্ম্মাণ্যপরিহার্যাণি কৰ্ম্মার্থী
বৰ্ত্তুর্মহতি ॥ ৯৮ ॥ গৃহারম্ভঃ প্রবেশঃ চ যাত্রা
রত্নাদিধারণম্ । সংপূজ্যাদ্যাং পঞ্চভূতৈঃ
কুৰ্ঘ্যাদেতানি কৌলিকঃ ॥ ৯৯ ॥ সংক্ষেপ-

যাত্রামথবা কুৰ্ঘ্যং সাধকসম্মতঃ । ধ্যান-
দেবীং জপন মন্ত্রং নত্যা গচ্ছেদ্যুথামতি ॥
১০০ ॥ সৰ্ব্বাস্থ দেবতাৰ্চনায় শারদীয়োৎস-
ববাদিযু । তন্ত্ৰকল্পোক্তবিধিনা ধ্যানপূজাং
সমাপরেৎ ॥ ১০১ ॥ আদ্যাপূজোক্তবিধিনা
বলিহোমং প্রযোজয়েৎ । কৌলিকার্চনং দক্ষি-
ণাক কৃত্বা কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১০২ ॥ গঙ্গাং
বিষ্ণুং শিবং সূৰ্য্যং ব্রহ্মাণং পরিপূজ্য চ ।
উদ্দেশ্যমর্চয়েদেৎ সামান্তো বিধিরীরিতঃ ॥
১০৩ ॥ কৌলিকঃ পরমো ধৰ্ম্মঃ কৌলিকঃ
পরদেবতা । কৌলিকঃ পরমং তীৰ্থং তস্মাৎ
কৌলং সদাৰ্চয়েৎ ॥ ১০৪ ॥ সার্কত্রিকোটী-
তীর্থানি ব্রহ্মাদ্যাঃ সৰ্বদেবতাঃ । বসন্তি

হইবে । ব্রহ্মবিধানে কি ফল, বহু কৰ্ম্মানু-
ষ্ঠানেই বা কি ফল । মানব, কৌলিক
সাধকগণের অর্চনা দ্বারাই সমুদায় সিদ্ধি
লাভ করে । হোম, জপ, শ্রাদ্ধ ব্যতীতও
সংস্কার বা অস্ত্র কৰ্ম্মে একমাত্র কৌলিক
সাধকের অর্চনা করিলে সম্পূর্ণরূপে কাৰ্য্য-
সিদ্ধি হয় । ৯১—৯৬ । শুক্লপক্ষের চতুর্থী
তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের
পঞ্চমী তিথি পর্যন্ত শুভকৰ্ম্ম সমুদায় করিবে,
ইহা শিবোক্ত বিধি । কৰ্ম্মার্থী ব্যক্তি,
শুক্ল, ধাত্বিক ও কৌলিক ব্যক্তি, অনুমতি-
ক্রমে অস্ত্র বিশুদ্ধ দিনেও অপরিহার্য্য কৰ্ম্ম
সফল করিতে পারে । কৌলিক ব্যক্তি,
পঞ্চভূত দ্বারা আদ্যাদেবীর পূজা করিয়া
গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, যাত্রা, শজারম্ভ প্রভৃতি
ধারণ,—এই সকল কাৰ্য্য করিবে । অথবা
সাধক-সম্মত সংক্ষেপ-যাত্রা করিবে ।

সংক্ষেপযাত্রা যথা ;—দেবীকে ধ্যান করত
মন্ত্র-জপ ও নমস্কার করিয়া যথা ইচ্ছা
গমন করিবে । শারদীয় উৎসব প্রভৃতি
সকল দেবতাপূজায় তন্ত্ৰকল্পোক্ত বিধি
অনুসারে ধ্যান ও পূজা করিবে । আদ্যা-
কালিকার পূজাহলে উক্ত বিধান অনুসারে
বলিদান ও হোম করিতে হইবে ; শেষে
কৌলিক ব্যক্তির অর্চনা ও দক্ষিণাত্য করিয়া
কৰ্ম্ম সমাপন করিবে । ৯৭—১০২ । গঙ্গা,
বিষ্ণু, শিব, সূৰ্য্য ও ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া
উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা করিবে ; ইহা সামান্ত
বিধি বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । কৌলিকই
পরম ধৰ্ম্ম, কৌলিকই পরম দেবতা,
কৌলিকই পরম তীৰ্থ ; অতএব সৰ্ব্বদা
কৌলিক সাধকের অর্চনা করিবে । সার্ক
ত্রিকোটী তীৰ্থ এবং ব্রহ্মাদি সকল দেবতা,

কৌলিকে দেখে কিং ন স্মাৎ কৌলিকা-
 চর্চনাৎ ॥ ১০৫ ॥ পূর্ণাভিমিকঃ সংকৌলো
 যম্মিন্ দেশে বিরাজতে । ধন্যো মায়াঃ পূণ্য-
 তমঃ স দেশঃ প্রার্থিতে সূত্রেঃ ॥ ১০৬ ॥ কৃত-
 পূর্ণাভিমিকস্য সাধকস্য শিবাত্মনঃ । পূণ্য-
 পাপবিহীনস্য প্রভাবং বেদিত্ব কো ভুবি ॥ ১০৭ ॥
 কেবলং নররূপেণ তারয়নখিলং জগৎ ।
 শিফাংলোকযাত্রাক কৌলো বিহরতি
 ক্ষিতৌ ॥ ১০৮ ॥ শ্রীদেব্যাচ । পূর্ণাভি-
 যিক্তকৌলস্য মাহাত্ম্যং কথিতং প্রভো ।
 বিধানমভিমিকস্য কুপয়া জীবন্ত্য মাং ॥ ১০৯ ॥
 শ্রীসদানিব উবাচ । বিধানমেতৎ পবনং

কৌলিক-ধরীরে বাস করেন, অতএব
 কৌলিক সাধকের পূজা করিলে কি না
 হয়? পূর্ণাভিমিক্ত সংকৌলিক যে দেশে
 বিরাজ করেন,—ধন্য মায়া পূণ্যতম সেই
 দেশ দেবগণের আর্চনীয় হয় । পূর্ণাভিমিক্ত
 সূত্রাৎ সাংসার নিবন্ধরূপ পাপ-পুণ্য-রহিত
 সাধকের পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি প্রভাব
 জানেন? অর্থাৎ কেহই জানেন না ।
 কৌল ব্যক্তি, কেবল নররূপে নিখিল জগৎ
 উদ্ধারের নিমিত্ত এবং লোকযাত্রা শিফা
 করাইবার নিমিত্ত ভ্রমশূন্যে বিহার করেন ।
 শ্রীদেবী কহিলেন,—হে প্রভো । পূর্ণাভি-
 যিক্ত কৌল সাধকের মাহাত্ম্য কথিত
 হইল; অধুনা কৃপা করিয়া আমাকে
 উক্ত অভিমিকের বিধান জ্ঞাপন করান ।
 ১০৩-১০৯ । শ্রীসদানিব কহিলেন,—
 যুগজয়ে অর্থাৎ সভ্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে,

শুভমাসীদুর্ভাগজয়ে । শুভভীষেন কুর্কভো
 নরা মোক্ষং যুগে পুরা ॥ ১১০ ॥ এবলে
 কৌলিকালৌ তু প্রকাশে কুলবর্জিনঃ । নজন্ম
 বা দিবসে কথ্যাত্ সপ্রকারীভয়েচন্ম ॥ ১১১ ॥
 নাভিমিকৎ বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্য-
 সেবনাৎ । পূর্ণাভিমিকৎ কৌলঃ স্মাচ্চক্রো-
 ধীশঃ কুলার্চকঃ ॥ ১১২ ॥ তত্রাভিমিক-
 পূর্বেহহি সর্কবিদ্রোপশাস্তয়ে । যথানুগপ-
 চারেন বিদ্রোপং পুস্তকংদুঃখং ॥ ১১৩ ॥
 গুরুশ্চৈমাদিকদ্রী স্মাচ্ছূতপূর্ণাভিমিকেন ।
 উদাভিমিক্তকৌলেন সংস্কারং সাধয়েৎ
 প্রিয়ে ॥ ১১৪ ॥ ধাত্ত্বানর্ঘ্যং বিন্দুসংস্কৃতং
 বীজমস্মা প্রকীর্তিতম্ ॥ ১১৫ ॥ গণকোহস্ম

এই বিধান শুভ ছিল । পূর্বকালে শুভ-
 ভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ
 মোক্ষ লাভ করিয়াছেন । এবল কলিকালে
 প্রকাশ্যস্থলে কুলচরী মানবগণ রাত্রিকালে
 অথবা দিবসে প্রকাশ্যভাবে অভিমিক
 করিবেন । বিনা অভিমিকে কেবল মদ্য
 সেবন করিলেই কৌল হয় না; যাহার
 পূর্ণাভিমিক হইয়াছে, তিনিই কৌল, কুল-
 ঈর্ষক ও চক্রোধীশ্বর হইবেন । অভিমিকের
 পূর্বদিন গুরু, সর্কবিদ্রোপশাস্তির নিমিত্ত
 যথামতি উপচার দ্বারা বিদ্রোপের অর্থাৎ
 গণপতির পূজা করিবেন । হে প্রিয়ে । যদি
 গুরু শুভ পূর্ণাভিমিকে অনিকাদ্রী না হন,
 তাহা হইলে পূর্ণাভিমিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত
 সংস্কার করাইবেন । "ধ" বর্ণের অভিমিক্ত
 অনুষ্ঠান-মুক্ত অর্থাৎ "গহ" ইহা গণপতির

বসিচ্ছনো নীৰুদ্বিগ্নস্ত দেবতা । কর্তব্য-
কর্মণো বিঘ্নশাস্তার্থে বিনিয়োগতা ॥ ১১৬ ॥
যদ্বদীর্ঘযুক্তমুলেন যড্জ্ঞানি সমাচরেৎ ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃতা ধ্যাদেদগণপতিং
নিবে ॥ ১১৭ ॥ সিন্দুরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতর-
জঠরং হস্তপদ্মেদধানং শঙ্খং পাণাকুলশে-
ষ্ঠাভ্যঙ্গকরাবিশমদ্বারাগ্নীপূর্ণকুন্তম্ । বালেন্দু-
দীপ্তমৌলিঃ করিপতিবদনং বীজপূরার্জগণ্ডং
ভোগীপ্রাবজভূষণং ভজত গণপতিং রক্ত-
বস্ত্রাঙ্গরাগম্ ॥ ১১৮ ॥ ধ্যাত্বেৎ মানসৈরিষ্টা
পীঠশক্তিঃ প্রপূজয়েৎ । তীত্রা চ জালিনী
নন্দা ভোগদা কামরূপিনী ॥ ১১৯ ॥ উগ্রা

ভেজস্বিনী সত্যা মধ্যো বিঘ্নবিনাশিনী ।
পূর্বাদিতোহর্চয়িত্তেতাঃ পূজয়েৎ কমলা-
মনম্ ॥ ১২০ ॥ পূর্বাদিতা গণেশানং পঞ্চভেদো-
পচারতৈকঃ । অভ্যর্চ্য ভক্তচুর্দিক্ষু গণেশং
গণনায়কম্ ॥ ১২১ ॥ গণনাথং গণত্রৌড়ং
যজ্ঞেৎ কোলিকমঙ্গমঃ । একদন্তং রক্তভূক্তং
লম্বোদরগজাননো । মহোদরকং বিকটং
ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনম্ ॥ ১২২ ॥ ভক্তো ব্রাহ্মী-
মুখাঃ শক্তিীর্দিকপালাংশচ প্রপূজয়ন্ ।
তেষামুগ্রাণি মংপূজ্য বিঘ্নরাজং বিমর্জয়েৎ ॥
১২৩ ॥ এতং মংপূজ্য বিঘ্নেশমধিবাসনমা-
চরেৎ । ভোগদেচ পঞ্চভেদত্রৈকাতনু কুল-

বীজ । এই গণপতি-মন্ত্রের ধ্বনি—গণক ;
‘ছিনঃ নীচঃ’ ; দেবতা—বিঘ্ন ; কর্তব্য-
কর্মের বিঘ্ন-শাস্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ ।
ছয়টি দীর্ঘস্বর-যুক্ত মূলমন্ত্র (শাং গীং
ইত্যাদি) দ্বারা যড্জ্ঞস্থাপন করিবে । হে
শিব । অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া গণপতির
ধ্যান করিবে । ১১০—১১৭ । “সিন্দুরের
ছায় রক্তবর্ণ, ত্রিনেত্র, অতি সুন্দার,
করকমণ-চতুষ্টয় দ্বারা লজ্জা পাশ অঙ্কণ ও
বরধারী, বিশাল শুভ-বিরাজিত-বারুণীপূর্ণ-
কুন্ত, নব-শনিকলা দ্বারা শোভমান-মৌলি,
গজরাজ-বদন, বীজপূরার ছায় আর্জ গণ্ডধর,
সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত, রক্তাঙ্গ ও রক্ত-
অঙ্গরাগ-যুক্ত গণপতিকে ভজনা কর ।”
এইরূপ ধ্যান-করণান্তে মানস-উপচার দ্বারা
পূজা করিয়া পীঠ-শক্তিদিগের পূজা করিবে ।
পীঠশক্তি যথা ;—তীত্রা, জালিনী, নন্দা,

ভোগদা, কামরূপিনী, উগ্রা, ভেজস্বিনী ও
সত্যা । পূর্বাদিত্রয়ে এই অষ্ট পীঠশক্তির
ও মধ্যদেশে বিঘ্ন-বিনাশিনীর পূজা করিয়া
কমলামনের পূজা করিবে । কোলিকশ্রেষ্ঠ,
পুনর্বার, গণপতির ধ্যান করিয়া, মঙ্গ-
শোধিত পঞ্চভেদ রূপ উপচার দ্বারা
গণেশের পূজা করিয়া, পরে তাঁহার
চতুর্দিকে গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ,
গণত্রৌড়, একদন্ত, রক্তভূক্ত, লম্বোদর,
গজানন, মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ ও
বিঘ্ননাশনের পূজা করিবে । অনন্তর ব্রাহ্মী
প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং দশদিকপালের
পূজা করণানন্তর তাঁহাদিগের অঙ্গ-
সকলের পূজা করিয়া বিঘ্নরাজকে বিমর্জিত
করিবে । এইরূপে পঞ্চভেদ দ্বারা বিঘ্ন-
রাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে
এবং ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাম্বকদিগকে ভোজন

সাধকান্ ॥১২৪॥ ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃত-
নিত্যোদিতক্রিয়ঃ । আজগরুতপাপানাং
ক্ষয়ার্থে ঐতলকাননম্ । উৎসর্জেৎ কোণ-
তৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যকৈকমপি ত্রিযে ॥ ১২৫ ॥
অর্থং দত্ত্বা দিনেশ্বর ত্রক্ষত্রিশিবগ্রাহন ।
অর্চনং মাতৃগণান্ বহুধারাং প্রকজয়েৎ ॥
১২৬ ॥ কৰ্ম্মণোহভ্যুদয়ার্থায় বুদ্ধিশ্রদ্ধাং
সম্যচরেৎ । ততো গঙ্গা শুভোঃ পার্শ্বং
প্রণম্য প্রার্থয়েদিদম্ ॥ ১২৭ ॥ ত্রাহি নাথ
কুলাচার-নলিনীকুশলম্ভ । ত্বংপাদান্তোরুহ-
চ্ছায়াং দেহি সুক্টি কৃপানিধে ॥ ১২৮ ॥

করাইবে । ১১৮—১২৪ । অনন্তর পর-
দিনে স্নাত ও কৃত-নিত্যক্রিয় হইয়া
স্নানাবধিকৃত পাপবাশি-ক্ষয়ের নিমিত্ত
। ১-কানন উৎসর্গ করিবে । হে প্রিয়ে ।
যে দিনের তৃপ্তিব নিমিত্ত একটা
ভোজ্যও উৎসর্গ করিবে । পরে স্বর্ধ্যকে
অর্থ্য প্রদানপূর্বক ত্রক্ষা, বিষ্ণু, শিব,
নবগ্রহ মাতৃগণের পূজা করিয়া,
বহুধা বে । পরে কৰ্ম্মের অভ্যুদয়-
কামনায় বুদ্ধিশ্রদ্ধা করিবে । তাহার পর
গুরুর নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্বক
ইহা প্রার্থনা করিবে;—“হে নাথ । হে
কুলাচাররূপ পদ্মবনের বনম্ভ । হে কৃপা-
নিধে । এক্ষণে আমার মস্তকে পাদ-
পদ্মের ছায়া প্রদান করুন । হে মহাভাগ ।
আমার শুভ পূর্ণাভিষেক বিষয়ে আপনি
আজ্ঞা প্রদান করুন । আমি আপনার
প্রসাদে নিৰ্ব্বিলম্ব কার্যসিদ্ধি লাভ করি ।”

আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে ।
নিৰ্ব্বিলম্ব কৰ্ম্মণঃ সিদ্ধিমুপৈমি ত্বংপ্রসা-
দাৎ ॥ ১২৯ ॥ শিবশক্তিজয়া বৎস কুরু
পূর্ণাভিষেচনম্ । মনোরথময়ী সিদ্ধির্জায়তাং
শিবশাসনাৎ ॥ ১৩০ ॥ ইধমাজ্ঞাং শুরোঃ
প্রাপ্য মৰ্কোণারবশান্তয়ে । আয়ুর্লক্ষ্মা-
বশাবোগ্যাবাপ্তৌ । সঙ্গম্যচরেৎ ॥ ১৩১ ॥
ততস্ত কৃতমঙ্গল্যে বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ।
কারণৈঃ শুক্লসহিতৈরভ্যর্চ্য বহুযাদুগুরুম্ ॥
১৩২ ॥ গুরুম্নোহরে গেহে গৈরিকাদি-
বিচিত্রভে । চিত্রধ্বজ-পতাকাভিঃ ফলপল্লব-
শোভিতৈঃ ॥ ১৩৩ ॥ কিস্কিনীজালমালাভি-
শ্চন্দ্রাতপবিভূষিতৈঃ । ঘৃতপ্রদীপাবলিভিঃ
মৌলেশবিসর্জিতৈঃ ॥ ১৩৪ ॥ কপূর্বসহিতৈ-

“হে বৎস । শিবশক্তির আজ্ঞানুসারে
পূর্ণাভিষেক কর । শিবের আদেশে
তোমাব ইচ্ছানুসরণ সিদ্ধি হউক” গুরুর
নিকট এইরূপ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া সকল
উপজব-শাস্তির নিমিত্ত এবং আয়ু, লক্ষ্মী,
বল ও আরোগ্য-প্রাপ্তির নিমিত্ত সঙ্গম্য
করিবে । ১২৫—১৩১ । অনন্তর কৃত-
সঙ্গম্য হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুক্ল
সহিত কারণ দ্বারা গুরুর আর্চনা করিয়া
বরণ করিবে । গুরু,—গৈরিকাদি দ্বারা
চিত্রিত, বিচিত্র ধ্বজ-পতাকাযুক্ত, ফল-
পল্লবে শোভিত, মালাকুতি-কিস্কিনী-সমূহ-
যুক্ত, বিচিত্র চন্দ্রাতপে অলঙ্কৃত, প্রজ্বলিত-
ঘৃতপ্রদীপ-শ্রেণী-প্রভাবে অন্ধকারের লেশ
মাত্রও বর্জিত, কপূর সহিত ধূপ ও

ধূ পৈৰ্ঘকধূপৈঃ সুবাসিতে । ধ্যজ্ঞনৈশ্চামঠৈ-
বাইর্দৈর্দর্পণাদৈরিলঙ্কতে ॥ ১৩৫ ॥ স কীংস্ত-
মিতাং বেদীমূচ্চকৈশ্চতুঃস্থলানামু । রচয়েন্
মৃগায়ীং তত্র চূর্ণৈরলঙ্কতমন্তবৈঃ ॥ ১৩৬ ॥ পীত-
রক্তাসিতশ্বেতশ্চামলৈঃ সূমনোহরম্ মণ্ডপং
সর্বতোভদ্রং বিদধ্যাং শ্রীংরক্ততঃ ॥ ১৩৭ ॥
স্বকজোক্তবিধিনা মানসার্চাবধি ক্রিয়াম্ ।
কৃত্বা পূর্বোক্তমন্ত্রেণ পঞ্চতন্ত্রানি শোধয়েৎ ॥
১৩৮ ॥ সংশোধ্য পঞ্চতন্ত্রানি পূর্বকল্পিত-
মণ্ডলে । স্বর্ণং বা রক্ততং তাম্রং মৃগং
ষট্মেব বা ॥ ১৩৯ ॥ ক্ষালিতকাক্ষবাজেন
দধ্যাক্তবিচর্চিতম্ । স্থাপয়েদ্ব্রহ্মবীজেন

যজ্ঞধূপ অর্থাৎ ধূনা দ্বারা সুবাসিত এবং
তিলবস্ত্র, অমর, ময়ূবপুচ্ছ ও দর্পণাদি
দ্বারা সুসজ্জিত মনোহর গৃহে চারি অঙ্গুলি
উচ্চ সার্কহস্ত-পরিমিত মৃগায়ী বেদী রচনা
করিবেন । অনন্তর ঐ গৃহে পীত, রক্ত,
কৃষ্ণ, শ্বেত ও শ্চামল-বর্ণ অক্ষত-চূর্ণ দ্বারা
সূমনোহর সর্বতোভদ্র মণ্ডপ রচনা
করিবেন । ১৩২—১৩৭ । পরে স্ব স্ব
কজোক্ত বিধি অনুসারে মানস-পূজা
অবধি কার্য্য-কলাপ সমাপন করিয়া পূর্ব-
কথিত মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতন্ত্র শোধন করি-
বেন । পঞ্চতন্ত্র শোধনান্তে অগ্নে অস্ত্র
অর্থাৎ “কটু” এই মন্ত্র দ্বারা প্রক্ষালিত,
দধি ও অক্ষত দ্বারা লিপ্ত, সুবর্ণনির্মিত,
রক্ততনির্মিত, তাম্রনির্মিত অথবা মৃষ্টিকা-
নির্মিত ষটে প্রথমে উচ্চারণ করিয়া পূর্ব-
কল্পিত সর্বতোভদ্র মণ্ডলের উপরি স্থাপন

সিন্দুরেণাক্ষয়েৎ শ্রিয়া ॥ ১৪০ ॥ অকারাষ্ট্র-
২কাবাষ্ট্রবর্ণৈর্দিনুনিভূষিতৈঃ । মূলমন্ত্র-
ত্রিজাপেন পুরয়েৎ কারণেন তম্ ॥ ১৪১ ॥
অথবা তীর্থতোহেন স্তম্ভেন পাথসাপি বা ।
নবরত্নং সুবর্ণং বা ষট্গম্যো বিনির্মিতপেৎ ॥
১৪২ ॥ পনসে উদ্ভূতরাশ্মথ-বকুলানামমুস্তবম্ ।
পল্লবং তদ্যুখে দদ্যাৎবাগ্ ভবেন কৃপানিধিঃ ॥
১৪৩ ॥ শরাবং মার্ত্তিকং বাপি ফলান্যত-
সমধিতম্ । রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ
পল্লবোপরি ॥ ১৪৪ ॥ বস্ত্রীয়াহস্তমুগোণ ত্রীবাং
তস্ত বরাননে । শঙ্কো রক্তং শিনে বিকো

করিবে । পরে শ্রী অর্থাৎ “শ্রীং” এই
বীজ পাঠ করিয়া সিন্দূর দ্বারা অঙ্কিত
করিবে । অনন্তর অমৃত-বিভূষিত ‘ক্ষ’
অবধি অকারান্ত পঞ্চাশৎবর্ণের সহিত
মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণ অর্থাৎ
মদিয়া অথবা তীর্থজল কিংবা বিশুদ্ধ
মলিন দ্বারা তাহা অর্থাৎ ষট পূর্ণ করিবে ।
পশ্চাৎ নবরত্ন বা সুবর্ণ ঐ ষট্ গম্যে
নিষ্ক্ষেপ করিবে । অনন্তর কৃপানিধি গুরু
বাগ্ভব (ঐ) বীজ উচ্চারণপূর্বক
ষট্গম্যে পনস, উদ্ভূতর, অশ্মথ, বকুল ও
আম বৃক্ষের পল্লব স্থাপন করিবে । পরে
রমা, মায়া অর্থাৎ “শ্রীং হ্রীং” এই মন্ত্র
উচ্চারণ করিয়া ফল ও ত্র্যাতপতপুষ্ণ-
সমধিত সুবর্ণময়, রক্ততময়, তাম্রময় বা
মৃগায় শরাব পানোপরি রাখিবে । হে
বরাননে । বস্ত্রধর দ্বারা ঐ ষট্গের গ্রীবা
বর্ণন করিবে । হে শিনে । শক্তিমন্ত্রে ও

শ্বেতবাসঃ পৌর্নমিতম্ ॥ ১৪৫ ॥ শ্বাং শ্রীং
মায়াং রমাং স্বাস্থা শ্রীকৃত্য স্বটাক্ষরে
নির্মিতা পঞ্চতন্ত্রানি নব পাত্রানি বিস্তাসেৎ ॥
১৪৬ ॥ রাজতং লক্ষিপাত্রে যাদৃগুরুপাত্রে
হিরণ্যম্ শ্রীপাত্রস্ত মহামায়াং তাত্ৰাণ্যস্তানি
বজ্রয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥ পাষাণদাক্ষণ্যোহানাং
পাত্রানি পরিবর্জয়েৎ । শস্ত্রা একময়েৎ
পাত্রং মহাদেব্যাঃ প্রপূজনে ॥ ১৪৮ ॥
পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুপ্তং দেবীং
প্রতর্পয়েৎ । উত্তমুতমস্পূর্ণবটমভ্যর্চয়েৎ
সুখীঃ ॥ ১৪৯ ॥ দর্শয়িত্বা বৃন্দদীপো সর্ব
ভুতগণিং হবেৎ । পীঠদেবান্ পূজয়িত্বা

বিষ্ণুমন্ত্রে বস্ত্র ও শ্বেতবস্ত্র কোর্জিত হই
য়াছে । পরে “শ্বাং শ্রীং” পরে মায়া রমা
অর্থাৎ “হ্রীং শ্রীং” “শ্রীকৃত্য” এই মন্ত্র
পাঠ করিয়া শ্রীকৃত্য স্বটাক্ষরে পঞ্চতন্ত্র
স্থাপনপূর্বক নবটি পাত্র বিস্তাস করিবে ।
১৪৬—১৪৭ । রাজত দ্বারা লক্ষিপাত্র,
স্বর্ণ দ্বারা গুরুপাত্র, মহামায়া অর্থাৎ
নর-রূপ-ন দ্বারা শ্রীপাত্র নির্মিত এবং
অন্য পাত্র সকল তাম্র দ্বারা নির্মিত
হইবে । মহাদেবীর পূজাতে পাষাণ, কাষ্ঠ
ও শৌহনির্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিবে ;
সামর্থ্যানুসারে অন্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত
পাত্র করিবে । পরে পাত্র সংস্থাপন
করিয়া গুরুগণের, ভগবতীর ও আনন্দ-
ভৈরবাদির তর্পণানন্তর সুখী, অমৃতপূর্ণ
স্বটের আর্চনা করিবে । পরে বৃন্দ-দীপ
প্রদর্শন করিয়া সর্বভুতকে বলি প্রদান

যড়জ্ঞাসমাচরেৎ ॥ ১৫০ ॥ প্রাণায়ামং
ততঃ কৃত্বা ধাত্তাবাহু মহেশ্বরীম্ । স্বশস্ত্রা
পূজয়েদিষ্টাং বিস্তৃশ ঠাং বিবর্জয়েৎ ॥ ১৫১ ॥
হোমাস্তকৃত্যং নিষ্পাদ্য কুমারী-লক্ষ্মীমাধ-
কান্ । পুষ্পচন্দনবাসোর্ভিষর্চয়েৎ সদৃগুরুঃ
শিবে ॥ ১৫২ ॥ অনন্তরুজ কোলা মে
শিয়াং প্রতি কুলব্রতাঃ । পূর্বাভিষেক-
সংস্কারে ভবন্তিঃসুমন্ত্রতাম্ ॥ ১৫৩ ॥ এবং
পৃচ্ছতি চক্রেণ তৎ স্রষ্টৃগুরুমাদরাৎ ॥ ১৫৪ ॥
মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাং পরমাস্তনঃ ।

করিবে । তাহার পর পীঠদেবতানিগের
পূজাপূর্বক যড়জ্ঞাসম করিবে । তদনন্তর
প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্বরীর ধ্যান ও
আবাহনপূর্বক নিজের সামর্থ্যানুসারে
ইষ্টদেবতার পূজা করিবে । পূজাকালীন
বিস্তৃশঠ (অর্থাৎ নিজের যে প্রকার
ধনাদি আছে, তাহা লুকাইয়া কার্পণ্য
প্রযুক্ত কিংবা মান প্রত্যাশায় অজ্ঞ বা
বেশী জাঁক-জমক) পরিত্যাগ করিবে ।
হে শিবে ! সদৃগুরু, হোম পর্যন্ত কর্ষ
সম্পাদনাতে পুষ্প, চন্দন ও বস্ত্র দ্বারা
কুমারী, লক্ষ্মী ও সাধকদিগের আর্চনা
করিবেন । ১৪৭—১৫২ । অনন্তর “হে
কুলব্রত কোলগণ ! আপনারা আমার
শিষ্যের উপর অনুগ্রহ করুন এবং
পূর্বাভিষেক-সংস্কারে অনুমতি করুন”
চক্রেণ এই প্রকার প্রশ্ন করিলে,
কৌলগণ আদরের সহিত সেই চক্রেণ
গুরুকে কহিবেন যে, “মহামায়ার প্রসাদে

শিষ্যো ভবতু পূর্ণস্তে পরভূতপরাধণঃ ॥ ১৫৫ ॥
 শিষ্যো চ গুরুদে বীমর্চনিকার্চিত্তে যটে ।
 কামং মায়াং রমাং জপ্তা চালয়েবিসমং
 যটম্ ॥ ১৫৬ ॥ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মকলশং দেবতা-
 ত্মক সিদ্ধিদ । তুতোযপ্লবৈঃ সিন্ধুঃ শিষ্যো
 ব্রহ্মরতোহস্ত মে ॥ ১৫৭ ॥ ইথাং সকল্য
 কলশমুত্তরাভিমুখং গুরুঃ । ঋত্বৈরেতৈর্বক্য-
 মাণৈবভিমুখিকৈঃ কৃপাবিতঃ ॥ ১৫৮ ॥ শুভ-
 পূর্ণাভিষেকস্ত সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ ।
 ছন্দোহনুষ্ট্রুন্দোতাদ্যা প্রণবং বীজমীযিতম্ ।
 শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকী-
 র্তিতঃ ॥ ১৫৯ ॥ গুরুবস্ত্রাভিমুখস্ত ব্রহ্ম-
 এবং পবমাসার প্রভবে আপনার শিষ্য
 পরমব্রহ্মতৎপর হইয়া পুন হউন ।”
 অনন্তর গুরু, শিষ্য দ্বারা দেবীকে অর্চনা
 করাইয়া অর্চিত যটোপরি কাম, মায়া ও
 রমা অর্থাৎ “ক্লোং হ্রীং স্রীং” এই মন্ত্র
 জপ করিয়া সেই বিমল যট চালনা
 করিবেন । যট-চালনার মন্ত্র ;—“উত্তিষ্ঠ—
 মে” । অর্থাৎ হে সিদ্ধিঋদ দেবতাস্বরূপ
 ব্রহ্মকলশ । তুমি উত্থান কর । ত্বদীয় জগৎ
 ও পল্লব দ্বারা সিন্ধু হইয়া মদীয় শিষ্য
 ব্রহ্মনিরত হউক ।” অনন্তর কৃপাবান গুরু
 এই একাক্ষর কলস সঞ্চালন করিয়া উক্তবা-
 ভিমুখ শিষ্যকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র সকল দ্বারা
 অভিষিক্ত করিবেন । শুভ পূর্ণাভিষেকের
 সদাশিব ঋষি, ছন্দঃ অনুষ্ট্রুপ, আদ্যা দেবতা,
 বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেক-রূপ কার্যে
 বিনিয়োগ কীর্তিত হইয়াছে । ১৫৬—১৫৯ ।
 (১) “গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন ।

নিম্ন-মহেশ্বরঃ । জুগা-লক্ষ্মী-ভবাত্মজামভি-
 যিক্ত মাতরঃ ॥ ১৬০ ॥ খোড়শী তারিণী
 নিত্য স্বাহা মহিষমর্দিনী । এতঃস্রামভি-
 যিক্ত মন্ত্রপুতেন বারিণী ॥ ১৬১ ॥
 জয়হুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী ।
 এতঃস্রামভিযিক্ত বগণ বরদা শিবা ॥ ১৬২ ॥
 নারসিংহী চ বারাণী বৈষ্ণবী বনমালিনী ।
 ইন্দ্রাণী বাক্ষণী বৌদ্ধী ভাতিযিক্তা শক্তঃ ॥
 ১৬৩ ॥ ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিকমা
 ক্ষমা । শ্রদ্ধা কান্তিদয়া শান্তিবভিযিক্তা
 তে সৃদা ॥ ১৬৪ ॥ মহাকালী মহালক্ষ্মী-
 মহানীলসরস্বতী । উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা ভ্রাম-
 ভিযিক্তা সর্বদা ॥ ১৬৫ ॥ মৎস্তঃ কৰ্ম্মো
 বরাহঃ নৃসিংহো বামনস্তথা । বামো
 ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, জুগা, লক্ষ্মী, ভবানী
 ও মাতৃগণ তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।”
 (২) “মন্ত্রপুত বারি দ্বারা খোড়শী, তারিণী,
 নিত্য, স্বাহা ও মহিষমর্দিনী, তোমাকে
 অভিযিক্ত করুন ।” (৩) “জয়হুর্গা, বিশালাক্ষী,
 ব্রহ্মাণী, সরস্বতী, বগণা, বরদা ও শিবা—
 ইহারা তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।” (৪)
 “নারসিংহী, বারাণী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী,
 ইন্দ্রাণী, বাক্ষণী ও বৌদ্ধী—এই সকল
 মন্ত্রিগণ তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।” (৫)
 “ভৈরবী, ভদ্রকালী, তুষ্টি, পুষ্টি, উমা, ক্ষমা,
 শ্রদ্ধা, কান্তি, দয়া ও শান্তি—ইহারা মর্ষ
 সময়ে তোমাকে অভিযিক্ত করুন ।” (৬)
 “মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীল-সরস্বতী,
 উগ্রচণ্ডা ও প্রচণ্ডা, সর্বদা তোমাকে অভি-
 যিক্ত করুন ।” (৭) “মৎস্ত, কৰ্ম্ম, বরাহ.

ভার্গবরামজ্জামভিযিক্ত্ব বারিণা ॥ ১৬৩ ॥
 অগিতাঙ্গ, কুরুচণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ঙ্করঃ ।
 কপালী, ভীষণঃ জামভিযিক্ত্ব বারিণা ॥
 ১৬৭ ॥ কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা
 বিরোধিনী । বিপ্রচিন্তা, মহোত্তা, জাম-
 ভিযিক্ত্ব সৰ্বদা ॥ ১৬৮ ॥ ইন্দ্রোহগ্নিঃ
 শমনো রক্ষো বক্রণঃ পবনস্তথা । ধনদশ
 মহেশ্বনঃ সিক্ত্ব জ্বাং দিগীশ্বরাঃ ॥ ১৬৯ ॥
 রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ
 শনিঃ । রাজঃ কেতুঃ সনাত্না অতিযিক্ত্ব
 তে গ্রহাঃ ॥ ১৭০ ॥ নক্ষত্রং করণং যোগো
 বারাঃ পক্ষো দিনানি চ । ঋতুর্মাসো
 হায়নজ্জামভিযিক্ত্ব সৰ্বদা ॥ ১৭১ ॥ লব-

নুসিংহ, বামন, রাম এবং ভার্গব-রাম, সৰ্বদা
 তোমাকে জ্বল দ্বারা অভিযিক্ত্ব করুন ।”
 (৮) “অগিতাঙ্গ, কুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত,
 ভয়ঙ্কর, কপালী ও ভীষণ, জ্বল দ্বারা
 তোমাকে অভিযিক্ত্ব করুন ” ১৬০—১৬৬ ।
 (৯) “কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা,
 বিরোধিনী, বিপ্রচিন্তা ও মহোত্তা, সৰ্বদা
 তোমাকে অভিযিক্ত্ব করুন ।” (১০) “ইন্দ্র,
 অগ্নি, যম, নৈঋত, বক্রণ, মরুত, কুবের ও
 মহেশ্বর—এই অষ্ট দিকপাল তোমাকে
 অভিযিক্ত্ব করুন ।” (১১) “রবি, সোম,
 মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাজ ও
 কেতু—ভোগ্য নক্ষত্রের সহ এই সকল গ্রহ
 তোমাকে অভিযিক্ত্ব করুন ।” (১২) নক্ষত্র,
 করণ (বব আদি), যোগ (বিক্ত্ব আদি),
 বারগণ (রবি প্রভৃতি), গুরুপক্ষ, কুরুপক্ষ,

পেছু-সুরা-সর্দি-ধিক্ত্ব-জ্বলান্তকাঃ । সমুদ্রা-
 জ্জামভিযিক্ত্ব মঙ্গপুত্রেণ বারিণা ॥ ১৭২ ॥
 গঙ্গা, সূর্যাসুতা, রেবা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী ।
 সরযুগঙ্গকী, কুন্তী, শ্বেতগঙ্গা, চ কোশিকী ।
 এতাস্থাতিযিক্ত্ব মঙ্গপুত্রেণ বারিণা ॥ ১৭৩ ॥
 অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণায়াঃ পতঙ্গিণঃ ।
 তদবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিক্ত্ব জ্বাং মহীধরাঃ ॥
 ১৭৪ ॥ পাতালভূতল-বোমচারিণঃ ক্ষেমকারিণঃ
 পূর্ণাভিষেকসমুদ্রজ্জামভিযিক্ত্ব পাথসা ॥ ১৭৫ ॥
 দৌর্ভাগ্যং দুর্ঘণো রোগা দৌর্ম্মনস্তা ওষা
 শুচঃ । বিনশ্চত্ৰভিষেকেন পরমব্রহ্মতেজসা ॥
 ১৭৬ ॥ জলময়ীঃ, কালকর্ণী চ ডাকিষ্ঠো

দিনগণ, ছয় ঋতু, মাস ও বর্ষ, সৰ্বদা
 তোমাকে অভিযিক্ত্ব করুন ।” (১৩) লবণ,
 ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, হৃদ্র ও জ্বলান্তক নামে
 সমুদ্র, মঙ্গপুত বারি দ্বারা তোমাকে অভি-
 যিক্ত্ব করুন ।” (১৪) “গঙ্গা, যমুনা, রেবা,
 চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সরযু, গঙ্গকী, কুন্তী,
 শ্বেতগঙ্গা ও কোশিকী, মঙ্গপুত বারি দ্বারা
 তোমাকে অভিযিক্ত্ব করুন ।” ১৬৭—১৭৩ ।
 (১৫) “অনন্তনাদি মহানাগগণ, গরুড়
 প্রভৃতি পক্ষী বকল, কল্পবৃক্ষ-আদি বৃক্ষগণ
 ও পক্ষপতঙ্গ, তোমাকে অভিযিক্ত্ব করুন ।”
 (১৬) “পূর্ণাভিষেক দর্শনে তুষ্ট পাতাল,
 ভূতল ও বোমচারী মঙ্গলকারী জীব সকল,
 তোমাকে বারি দ্বারা অভিযিক্ত্ব করুন ।”
 (১৭) পূর্ণাভিষেক-লক্ষ পরব্রহ্মের তেজ দ্বারা
 তোমার দুর্ভাগ্য, ভয়ণ, রোগ, দৌর্ম্মনস্ত
 ও শোক সমুদায় বিনষ্ট হউক ।” (১৮)

যোগিনীগণাঃ । বিনশ্চত্বিধৈকেণ কালা-
বীজেন তাদিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ ভূতাঃ প্রোভাঃ পিশা-
চাশ্চ গ্রহা যেষ্টিকারকৃঃ । যিচ্চ হাশ্বে
বিনশ্চত্ব রমাবীজেন তাদিতাঃ ॥ ৭৮ ॥ অতি-
চারকৃত দেবী বৈরিমল্লোক্তবাস্চ যে । মনো-
বাক্যযজ্ঞা দোষা বিনশ্চত্বিধৈচেনাং ॥ ৭৯ ॥
নশ্চত্ব বিপদঃ সর্গাঃ সম্পদঃ সন্ত সুস্থিরাঃ ।
অভিষেকণ পূর্ণেন পূর্ণাঃ সন্ত মনোরথঃ ॥
১৮০ ॥ ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মলৈঃ
সংসিক্তসাধকম্ । পশোর্মুখ লক্ষ্যমজং পুনঃ
সংপ্রবেশেৎ গুরুঃ ॥ ১৮১ ॥ পূর্বোক্তনামা
সম্বোধ্য জ্ঞাপয়ন্ শক্তিলাভকান্ । দদামদানন্দ-

নাথ শুমাখ্যানং কোলিকো গুরুঃ ॥ ১৮২ ॥
শ্রুতমন্তো গুরোর্যন্তে সম্পূজ্য নিজদেবতাম্ ।
পঞ্চতত্ত্বোপচায়েণ গুরুমভ্যর্চয়েৎ ততঃ ॥
১৮৩ ॥ গোভূহিরণ্যবাসাংসি পামালক-
রণানি চ । গুরুবে দক্ষিণাং দত্তা যজ্ঞেৎ
কোলান্ শিবায়কান্ ॥ ১৮৪ ॥ কৃতকোলার্চনো
দীরঃ শাস্তোহতিবিনয়াদিতঃ । শ্রীগুরোশ্চরণৌ
স্পৃষ্টা ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ ॥ ১৮৫ ॥ শ্রীনাথ
জগতাং নাথ মনাত কল্পণানিধে । পরামৃত-
প্রদানেন পূর্য্যাম্যামনোরথম্ ॥ ১৮৬ ॥ আত্মা
মে দীয়তাং কোলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ ।
সচ্ছিত্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্ ॥ ১৮৭ ॥

“অলক্ষী, কালকর্ণী, ডাকিনীগণ ও যোগিনী-
গণ—ইহারা কালীবীজ দ্বারা তাদিত হইয়া
অভিষেক দ্বারা বিনষ্ট হউক ।” (১৯)
“অনিষ্টকারী ভূত, প্রেত ও পিশাচ সকল,
রমাবীজ-তাদিত ও প্রাকৃত হইয়া দিশাশ
লাভ করুক ।” (২০) “অভিচার জন্ত,
বৈর-মন্ত্র-সমুৎপন্ন, মানসিক, বাচনিক এবং
কাযিক দোষ সকল তোমার অভিষেক-
প্রভাবে বিনষ্ট প্রাপ্ত হউক ।” (২১) “এই
পূর্ণাভিষেক দ্বারা তোমার বিপদ নষ্ট হউক,
সম্পদ সুস্থিরা হউক ।” এই একবিংশতি
মন্ত্রাভিষিক্ত সাধক যদি পশুর নিকট পূর্বের
দীক্ষিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কোল-
গুরু পূর্বকার তাঁহাকে সেই মন্ত্র জ্ঞান
কল্পাইবেন । ১৭৪—১৮১ । অনন্তর
কোলিক গুরু, পূর্বোক্ত নাম দ্বারা শিষ্যকে
সম্বোধনান্তে শক্তি-সাধক সকলকে জ্ঞাপন-

পূর্বক আনন্দ-নাথান্ত নাম প্রদান করিবেন ।
গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র-গ্রহণান্তে শিষ্য,
মন্ত্রে নিজ দেবতার পূজা করিয়া, পঞ্চতত্ত্বো-
পচারে গুরুর পূজা করিবে । অনন্তর শিষ্য,
গুরুকে গো, ভূমি, সর্গ, বস্ত্র, পান (অর্থ্যৎ
সুখা) ও অলঙ্কার—এই সকল দক্ষিণা
প্রদানপূর্বক শিবস্বরূপ কোলদিগের পূজা
করিবেন । পরে শিষ্য, কোলদিগের
অর্চনানন্তর শাস্ত্র ও বিনয়াদিত হইয়া,
ভক্তিগহ শ্রীগুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া
নমস্কারান্তে ইহা প্রার্থনা করিবেন ;—“হে
শ্রীনাথ ! হে জগতের নাথ ! হে আমার
নাথ ! হে কল্পণানিধে ! আপনার পরমা-
মৃত প্রদান করিয়া, আমার মনোরথ
পরিপূর্ণ করুন ।” “হে শিবস্বরূপ কোল-
গণ ! মদীয় শিষ্যকে আমি পরামমৃত
দিতেছি, আপনারা সকলে ২ আত্মা

চক্রেণ পরমেশান কোলপক্ষজভাব।
 কৃত্যার্থে কুর্য় সচ্ছিত্যং দেখুগৈ কুলামৃতম্ ॥
 ১৮৮ ॥ আজ্ঞামাদায় কোলানাং পঃমা-
 যুতপুণ্ডিতম্। মন্ত্রদ্বিকং পানপাত্রং শিষ্য-
 হস্তে সমর্পয়েৎ ॥ ১৮৯ ॥ চন্দ্রাক্ষর্য গুরু-
 দেবীং প্রবসংলগভমানা। স্বয়ং শিষ্যাত্ত
 কোলানাং কুর্তে চ ত্রিণকং দ্রুমেৎ ॥ ১৯০ ॥
 ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কোলোভ্যঃ পবিত্রে নম্নু।
 চন্দ্রানুষ্ঠানবিধিনা নিদধ্যাং পানভোজনম্ ॥
 ১৯১ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভি-
 য়েচনম্। ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবকৃষ্ণ-
 সাধনম্ ॥ ১৯২ ॥ নবব্রাহ্ম মন্ত্রব্রাহ্ম পঞ্চ-

করুন"—ইহা কোলগণের নিকট গুরু
 বধিবেন। কোলগণ কহিবেন,—হে
 চক্রেস্বর। হে পরমেশান। হে কোল-
 কমল-দিনকন। আপনি এই মন্ত্র শিষ্যকে
 কৃত্যার্থ করুন এবং ইহাকে কুলামৃত
 প্রদান করুন।" ১৮২—১৮৮। অনন্তর
 কোলদিগের আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক শুদ্ধি-
 ম্পন্ন পরমামৃত-পূর্ণ পানপাত্র শিষ্যহস্তে
 গুরু সমর্পণ করিবেন। পবে গুরু, দেবীকে
 স্বহৃদয়ে ধ্যানপূর্বক প্রব-সংলগ ভগ্না দ্বারা
 শিষ্যের ও কোলদিগের ভ্রামধ্যে ত্রিণক
 দিবেন। তৎপরে প্রসাদতত্ত্ব সকল কোল-
 গণকে পরিবেশন করিষা, চন্দ্রানুষ্ঠানের
 বিধি অনুসারে পান ও ভোজন করিবে।
 হে দেবি। এই তোমার নিকট আগা-
 কর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র কারণ ও
 শিবত্ব লাভের উপায় শুভ পূর্ণাভিষেক-

ব্রাহ্ম ত্রিব্রাহ্মকম্। ক্রথবাপ্যেকব্রাহ্মক কুথ্যাং
 পূর্ণাভিষেচনম্ ॥ ১৯৩ ॥ মন্ত্রান্বেহমিন্
 কুলেশানি পঞ্চকল্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ। নবব্রাহ্মে
 বিধাজ্যং সর্বতোভদ্রমগুণম্ ॥ ১৯৪ ॥
 নবনাভ মন্ত্রব্রাহ্মে পঞ্চব্রাহ্ম পঞ্চব্রাহ্মকে।
 ত্রিব্রাহ্মে চৈকব্রাহ্মে চ পঞ্চমষ্টদলং ত্রিযে ॥
 ১৯৫ ॥ মন্ত্রণে সর্বতোভদ্রে নবনাভেহপি
 সাধকৈঃ। স্থাপনীয়ান নব যুগাঃ পঞ্চাভ্য পঞ্চ-
 মধ্যাকাঃ ॥ ১৯৬ ॥ বলিনেহষ্টদলে দেবি
 ষট্ভেকঃ প্রকীর্তিতাঃ। অজাবরণদেবাংশচ
 কেশরাদিযু পূজয়েৎ ॥ ১৯৭ ॥ পূর্ণাভিষেক-
 সিদ্ধানাং কোলানাং নির্মলাঙ্গনাম্। দর্শনাং
 স্পর্শনাদ্ভাণাদ্ভ্যাস্ত্রিবিধীযতে ॥ ১৯৮ ॥

কথিত হইল। নবব্রাহ্ম, মন্ত্রব্রাহ্ম, পঞ্চব্রাহ্ম,
 ত্রিব্রাহ্ম, অথবা একব্রাহ্মে পূর্ণাভিষেক
 করিবে। হে কুলেশব। এই মন্ত্রাণে
 পাঁচটি কল কথিত আছে। নবব্রাহ্ম-বিহিত
 অভিষেকে সর্বতোভদ্র মণ্ডল, হে ত্রিযে।
 মন্ত্রব্রাহ্ম-বিহিত অভিষেকে নবনাভ মণ্ডল,
 পঞ্চব্রাহ্ম-বিহিত অভিষেকে পঞ্চাভ্য মণ্ডল,
 ত্রিব্রাহ্ম ও একব্রাহ্ম-বিহিত অভিষেকে অষ্ট-
 দল পদ্ম রচনা করিবে। ১৮৯—১৯৫।
 সাধকগণ সর্বতোভদ্র মণ্ডলে এবং নবনাভ
 মণ্ডলে নব্বটি ষট এবং পঞ্চাভ্য মণ্ডলে
 পাঁচটি ষট স্থাপন করিবে। হে দেবি।
 অষ্টদল পদ্মে একটিমাত্র ষট কথিত হই-
 য়াছে। কেশরাদিতে অঙ্গদেবতা ও আবরণ-
 দেবতাদিগের পূজা করিবে। পূর্ণাভিষেকে
 নিক নির্মলচেতা কোলদিগের দর্শন, স্পর্শ

শাক্তৈর্বা বৈষ্ণবৈঃ শৈবৈঃ সৌরৈর্গণপতি-
রপি । কৌলধর্ম্মাশ্রিতঃ সাধুঃ পূজনীয়-
হতিযত্নতঃ ॥ ১৯৯ ॥ শাক্তে শাক্তা গুরুঃ
শান্তঃ শৈবে শৈবো গুরুর্মতঃ । বৈষ্ণবে
বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো, গুরুদাহতঃ ॥ ২০০ ॥
গাণপে গাণপতৈশ্চ কৌলঃ সর্বত্র সদৃগুরুঃ ।
অতঃ সর্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদীক্ষাং সমা-
চরেৎ ॥ ২০১ ॥ পঞ্চভূতেন যত্নেন ভজ্য
কৌলান্ যজ্ঞন্তি যে । উদ্ধৃত্য পুরুষান
সর্বাংশে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২০২ ॥
পশোর্বিক্রমকমস্তঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ ।
বানাসকদমুখীঃ কৌলাস্তবতি ব্রহ্মবিৎ ॥

এবং ত্রাণ দ্বারা স্রষ্টৃশক্তি বিহিত হইয়াছে ।
শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর কিংবা গাণপত
সকল উপাসক কর্তৃক অতি যত্ন দ্বারা কুল-
ধর্ম্মাশ্রিত সাধু পূজনীয় । শাক্তদিগের শাক্ত
গুরু, শৈবদিগের শৈব গুরু, বৈষ্ণবদিগের
সৌর গুরু, সৌরদিগের সৌর গুরু, গাণপত-
দিগের গাণপত গুরুই প্রামাণ্য কোণ,
সকলেরই প্রামাণ্য গুরু । অতএব বুদ্ধিমান
ব্যক্তি সর্বাত্মকভাবে কোলের নিকট চৌক-
গ্রহণ করিবে । ১৯৬-২০১ । দীর্ঘায়া
যত্নপূর্বক ভক্তি-সহকারে পঞ্চভূত দ্বারা
কৌলদিগের পূজা করেন, তাঁহারা আপনার
সকল অর্থাৎ পূর্বাপর পুরুষদিগকে উদ্ধর
করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন । পশুর মুখ
হইতে লব্ধমস্ত ব্যক্তি পশুই, ইহাতে সংশয়
মাত্র নাই । যিনি বীরের নিকট মস্ত গ্রহণ
করিয়াছেন, তিনি বীর এবং যিনি কোলের

২০৩ ॥ শাক্তাভিষেকী বীরঃ স্ত্রাং পঞ্চভূতানি
শোধয়েৎ । শৈবপূজাবিধায়েব ন তু চক্ষে-
দ্ববো ভবেৎ ॥ ২০৪ ॥ বীৰধাতী বৃথাপায়ী
বীরাণং স্তৌগমস্তথা । শ্রেয়ী মহাপাতকিন-
স্তংসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ২০৫ ॥ কুলবজ্র
কুলজবাং কুলসাধকমেব চ । যে নিন্দন্তি
হুবাঅনন্তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০৬ ॥
নৃত্যন্তি রুদ্রডাকিতো নৃত্যন্তি রুদ্রভৈরবাঃ ।
মাংসান্ধিচর্কণানন্দাঃ সুরাঃ কৌলদ্বিয়াং
নৃণাম্ ॥ ২০৭ ॥ দয়ালবঃ সত্যনীলাঃ সদা
পরহিতৈষিণঃ । তান্ গর্হয়ন্তো নরকান্নিকৃতিং

নিকট মস্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ
হন । শাক্তের শাক্তাভিষেক হইয়াছে, তিনি
বীর । শ্যৈব ইষ্টদেবতার পূজা-বিধিতেই
পঞ্চভূত শোধন করিতে পারিবেন, কিন্তু
চক্ষেণই হইতে পারিবেন না । বীর-হত্যা-
কারী, বৃথা অর্থাৎ অবৈধ মদ্য-পায়ী, বীৰ-
পত্নী গামী এবং চোর অর্থাৎ বিশ্রম মিক
অনীতিবৃত্তিকাপরিমিত সুবর্ণ-চোর, ইহা বা
মহাপাতকী এবং এই চতুর্কর্ষ মহাপাতকীর
সহিত সংসর্গকারী ব্যক্তিও পঞ্চম মহা-
পাতকী । যে হুবাআরা কুলমার্গ, কুলজবা ও
কুলসাধকেব নিন্দা করে, তাহার অধোগতি
প্রাপ্ত হয় । রুদ্র, ডাকিনীগণ ও রুদ্রভৈরব
দেবগণ, কৌলদ্বৈয় মনুষ্যাগণের মৎস ও
আম্রি কর্ত্তে জানন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে
থাকেন । দয়াশূ, সত্যনিষ্ঠ ও সর্বাঙ্গ পর-
হিতৈষী ব্যক্তিরাও তাঁহাদিগের অর্থাৎ
কৌলদিগের নিন্দা করিলে, কোনকালে নরক

যাস্তি ন কচিৎ ॥ ২০৮ ॥ উক্তাঃ প্রয়োগা
বহবঃ কৰ্ম্মাণি বিবিধানি চ । ত্রৈলোক্যনিষ্ঠ-
কৌলস্ত ত্যাগানুষ্ঠানয়োঃ সমম্ ॥ ২০৯ ॥
একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি ।
নিষ্পার্চয়া তদৰ্চ্য শ্রাদ্ধভ্যঃ সৰ্ব্বং তদধিতম্ ॥
২১০ ॥ ফাগাসক্তাঃ কামপরাঃ কৰ্ম্মজ্ঞানরতাঃ
প্রিয়ে । পৃথক্ত্বেন যজন্তোহপি তৎ প্রয়াস্তি
বিশস্তি চ ॥ ২১১ ॥ সৰ্ব্বং ব্রহ্মণি সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মৈব
পরিপশ্যতি । জ্ঞেয়ঃ স এব সৎকৌলো
জীবন্তুক্তো ন সংশয়ঃ ॥ ২১২ ॥

ইতি-বুদ্ধিপ্রাক্কাদিমৃতক্রিয়া-পূর্ণাভিষেক-

কথনং নাম দশম উল্লাসঃ ॥ ১০ ॥

দ্বইতে নিম্নার প্রাপ্ত দ্বইবেন না।
২০২—২০৮ । বহুবিধ প্রয়োগ ও বিবিধ
কৰ্ম্ম বলিয়াছি ; একমাত্র ব্রহ্ম-পরায়ণ
কৌলের কৰ্ম্মত্যাগ ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান—উভয়েই
সমান ফল । একমাত্র পরমব্রহ্ম, ত্রিভুবনকে
আবরণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাতএব
বিশ্বের অর্চনা করিলে সেই ব্রহ্মেরই পূজা
করা হয় ; কারণ, সকল বস্তুই ব্রহ্মের
সহিত অধিত অর্থাৎ অভিন্ন । হে প্রিয়ে !
ফলে আসক্ত, কাম-পরায়ণ ও কৰ্ম্মকাণ্ডে
নিরত ব্যক্তিগণ পৃথগ্ভাবে অথবা দেবতাব
পূজা করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন ও
ব্রহ্ম মিলিত হন । যিনি সকল বস্তুই
ব্রহ্মে এবং সকল বস্তুতেই ব্রহ্ম অবলোকন
করেন, তাঁহাকেই সৎকৌল ও জী যুক্ত
জানিবে—সন্দেহ নাই । ২০৯—২১২ ।

দশম উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ উল্লাসঃ ।

জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবদধৰ্ম্মাণি বর্ণাশ্রমবিভেদতঃ ।
অপর্ণা পরয়া প্রীত্যা পশুচ্ছ শঙ্করং
প্রতি ॥ ১ ॥ ক্রীদেব্যাণাচ । বর্ণাশ্রমাচারধৰ্ম্মাঃ
সংস্কারা লোকসিদ্ধয়ে । কথিতাঃ কৃপয়া
মহৎ সৰ্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া প্রভো ॥ ২ ॥ কলৌ
দুর্বৃত্তয়ো লোকাঃ কামক্রোধাকচেতসঃ ।
নাস্তিকাঃ সংশয়াজ্ঞানঃ সন্দেহিয়মুখৈমিণঃ ॥
৩ ॥ ভবন্নিগদিতং বস্তু নানুষ্ঠাশ্চি
দুর্জয়ঃ । তেযাং কা গতিরীশান বিশেষা-
বক্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥ ক্রীসদাশিব উবাচ ।
মাধু পৃষ্টং ত্বয়া দেবি লোকানাং হিত-

একাদশ উল্লাস ।

অপর্ণা দেবী বর্ণাশ্রম-বিভেদে শৈব-ধৰ্ম্ম
শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে শঙ্করকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,— হে প্রভো ! তুমি
সৰ্ব্বজ্ঞ । লোকযাত্রা-মিছির জ্ঞাত তুমি
কৃপা করিয়া আমার নিকট বর্ণ এবং আশ্র-
মে । আচার, ধৰ্ম্ম ও সংস্কার—সমুদায়
কহিলে । কলিকালের মনুষ্যাগণ,—দুর্বৃত্ত,
কাম-ক্রোধাদি দ্বারা মূঢ়চেতা, নাস্তিক,
সংশয়াগ্ন ও সৰ্ব্বদা ইন্দ্রিয় মুখাভিলাষী
হে ঈশান । সেই সকল দুর্ভুক্তি লোকের
তেমার কথিত পথের অনুসারে অনুষ্ঠান
করিবে না ; তাহাদিগের গতি কি, বিশেষ
রূপে বল । ১—৪ । ক্রীসদাশিব কহিলেন,
—হে দেবি । হে লোকের হিতকারিণি ।

কারিণী । ত্বং জগজ্জননী দুর্গা জন্মসংসার-
মোচনী ॥ ৫ ॥ ত্বাদ্যা জগতাং ধাত্রী পাল-
য়িত্রী পরাংপরী । ত্বৈব ধার্ম্যতে দ্রোণ
বিশ্বমেতচ্চরাচুঃ ॥ ৬ ॥ ত্বমেব পৃথ্বী ত্বং
বার ত্বং বায়ুত্বং ছতঃশনঃ । ৭ ॥ ত্বং বিষ্ণু
ত্বমহঙ্কারত্বং মহত্ত্বকৃপিশী ॥ ৮ ॥ ত্বমেব
জীবা লোকেহস্মিৎস্বং বিদ্যা পরমদেবতা ।
ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিশ্চৈব ত্বং গতিঃ
স্থিতিঃ ॥ ৯ ॥ ত্বমেব বেদাঃ প্রপবঃ স্মৃতয়-
স্বং হি সংহিতাঃ । নিগমাগমতত্ত্বানি সর্ব-
শাস্ত্রময়ী শিবা ॥ ১০ ॥ মহাকালী মহালক্ষ্মী-
মহানীলসরস্বতী । মহোদরী মহামায়া মহা-
রৌদ্রী মহেশ্বরী ॥ ১১ ॥ সর্বজ্ঞা ত্বং জ্ঞান-

তুমি উদ্ভব-প্রাণ করিয়াছ । তুমি জগতের
জননী, জন্ম ও সংসার-বন্ধন-মোচনী দুর্গা ।
হে দেবি । তুমি আদ্যা, জগতের ধাত্রী,
পালয়িত্রী ও পরাংপরী । এই চরাচর
বিশ্বকে তুমিই বিদ্যমান রাখিতেছ । তুমি
পৃথিবী, তুমিই জল, তুমিই বায়ু, তুমিই
ছতঃশন, তুমি আকাশ, তুমি অহঙ্কার, তুমি
মহত্ত্বকৃপা । এই লোকে তুমিই সকল
জীব, তুমি বিদ্যা, তুমি পরমদেবতা, তুমি
ই স্মৃতি-সমুদায়, তুমি মন, তুমি বুদ্ধি, তুমি
জগতের গতি ও স্থিতি । তুমিই বেদ সকল,
তুমিই প্রপব, তুমি স্মৃতি-সমুদায়, তুমি
মহাভারতাদি সংহিতা-সমুদায়, তুমি নিগম,
তুমি অগম, তুমি তত্ত্ব, (অধিক কি) তুমি
সর্বশাস্ত্রময়ী শিবা । তুমি মহাকালী, মহা-
লক্ষ্মী, মহানীল-সরস্বতী, মহোদরী, মহামায়া,

ময়া নাস্ত্যবেদ্যং ত্বাঙ্কিতং । তথাপি
পৃচ্ছসি প্রাজ্ঞে প্রীত্যে কথয়ামি তে ॥ ১২ ॥
সত্যমুক্তং ত্বয়া দেবি মনুজানাং নিচেষ্টিতম্ ।
জানন্তোহপি হিতং মত্তঃ পাটপরাশুসুখ-
প্রদৈঃ ॥ ১৩ ॥ নাচরিয়ান্তি সধর্মা হিতা-
হিতবহিষ্কৃতাঃ । তেষাং নিঃশ্রেয়সার্থায়
কর্তব্যং যৎ তদুচ্যতে ॥ ১৪ ॥ অনুষ্ঠানং
নিষিক্ত্য ত্যাগো বিহিতকর্মণঃ । নৃণাং জন্ম-
মৃতঃ পাপং ক্লেশশোকাময়প্রদম্ ॥ ১৫ ॥
শানিষ্ঠমাত্রজননাং পরানিষ্ঠোপপাদনাং ।
তদেব পাপং দ্বিবিধং জানীহি কুলনায়িকে ॥
১৬ ॥ পরানিষ্টকরাং পাপানুচ্যতে রাজ্ঞঃ-

মহারৌদ্রী এবং মহেশ্বরী । তুমি সর্বজ্ঞা,
জ্ঞানময়ী, স্মৃতরাং তোমার নিকটে অবৈদ্য
কিছুই নাই । হে প্রাজ্ঞে । তথাপি তুমি
যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন তোমার
প্রীতির নিমিত্ত বলিতেছি । হে দেবি ।
কলিযুগের মানবগণের আচরণ তুমি যথার্থ
রূপেই বলিয়াছ । তাহার,—হিত বিষয়
জ্ঞাত থাকিয়াও আশু সুখপ্রদ পাপে মত্ত
হইয়া হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য হইয়া সং-
পথের অনুগমন করিবে না । তাহাদিগের
মুক্তির নিমিত্ত যাহা কর্তব্য, তাহা কথিত
হইতেছে । ৫—১০ । নিষিক্ত কর্মের অনু-
ষ্ঠান এবং বিহিত-কর্মের ত্যাগ—এতদুভয়
মনুষ্যের দুঃখ শোক-রোগ-জনক পাপ
জন্মাইয়া দেয় । হে কুলনায়িক । এই
পাপ দ্বিবিধ ;—একটি ক্রম-নিষ্ঠের অনিষ্ট-
জনক (যথা ;—সকল-আত্মিক না করা

শাসনাৎ । অশ্রুশাস্ত্রাণ্ডে মর্ত্যঃ প্রায়-
শ্চিত্তাৎ সমাধিনা ॥ ১৬ ॥ প্রায়শ্চিত্তাথবা
মর্দৈওর্ন পুত্রী যে কৃতাত্মসঃ । নরকায়
নিবর্ত্তন্তে ইহামৃত বিগর্হিতাঃ ॥ ১৭ ॥
তত্রাদৌ কথয়াম্যাদ্যে নৃপশাসননির্ণয়ম্ ।
যজ্ঞজ্ঞানামহেশানি রাজা যাত্যধমাং গতিম্ ॥
১৮ ॥ ভৃত্যান্ পুত্রান্দাসীনান্ প্রিয়ানপি
তথাপ্রিয়ান্ । শাসনে চ তথা জ্ঞায়ে সম-
দৃষ্ট্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৯ ॥ স্বয়ং চেৎ কৃত-
পাপঃ শ্রাৎ পীড়য়েদকৃতাত্মসঃ । উপ-
বাসৈশ্চ দানৈস্তান্ পরিতোষ্য বিশুধ্যতি ॥
২০ ॥ বধার্হং যজ্ঞমানঃ স্বং কৃতপাপো

ইত্যাদি) এবং অপরটী পরেরও অনিষ্ট-
জনক (যথা;—ব্রহ্মহত্যাदि) । রাজদণ্ড
দ্বারা পরানিষ্টকর পাপ হইতে মুক্তিলাভ
করিতে পারে । প্রায়শ্চিত্ত ও সমাধি দ্বারা
অন্যবিধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।
যে সকল পাপী প্রায়শ্চিত্ত বা রাজদণ্ড
দ্বারা পবিত্র হয় নাই, তাহারা ইহলোকে
নিন্দনীয় হইয়া পরলোকে নরক হইতে
নিবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ চির-নবক-বাসী হয় ।
হে আদ্যো ! প্রথমতঃ রাজশাসনের নির্ণয়
বলিতেছি; হে মহেশ্বর! রাজা যাহা
লজ্জন করিলে অধমা গতি প্রাপ্ত হন ।
রাজা,—শাসনে ও জ্ঞায়ে ভৃত্য, পুত্র,
উদাসীন, প্রিয় বা অপ্ৰিয়—সকলকেই
সমদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিবেন । রাজা
যদি স্বয়ং পাপাচরণ করেন, তাহা হইলে
উপবাস ও দান দ্বারা শুদ্ধ লাভ করিবেন ।

নরাধিপঃ । তুর্ক্বা রাজ্যং বনং প্রাপ্য
তপসাজ্ঞানমুকুরেৎ ॥ ২১ ॥ গুরুদণ্ডং নৈব
রাজা বিদধ্যা'ল্লঘুপাপিষু । ন লঘুং গুরুপাপেযু
বিনা হেৎং বিপর্য্যয়ে ॥ ২২ ॥ তস্মিন
যচ্ছাসনে শাস্তা । অনেকোন্মার্গবর্ত্তিনঃ ।
পাপেভ্যো নির্ভয়ে শস্তা লঘুপাপে গুরুদ'মঃ ॥
২৩ ॥ সত্বকৃতাপরাধেন সত্রেপে বহুম নিনি ।
পাপাত্তৌ প্রশস্তঃ শ্রাদ্গুরুপাপে লঘু-
দ'মঃ ॥ ২৪ ॥ যজ্ঞাপরাধী কোলশ্চৈত্ৰাক্ষণ
লঘুপাপকৃৎ । বহুমানোহপি দণ্ডাঃ শ্রাদ্-

যদি রাজা, নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের দণ্ড দেন,
তাহা হইলে দান দ্বারা সেই সকল নিরপরাধ
ব্যক্তিকে পরিতুষ্ট করিয়া উপবাস ও দান
দ্বারা শুদ্ধ হইবেন । ১৪—২০ । রাজা যদি
একপ পাপ করেন যে, যদ্বারা আপনাকে
আপনি বধার্হ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা
হইলে তিনি রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক বনে
গমন করিয়া তপস্বী দ্বারা আপনাকে উদ্ধার
করিবেন । রাজা, বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ বিশেষ
কারণ ব্যতিরেকে গুরুপাপে লঘুদণ্ড অথবা
লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিবেন না । যাহাকে
শাসন করিলে বহুসংখ্য কুপথগামী ব্যক্তি
শাসিত হইতে পারে, তাহার ও পাপভীতি-
শূন্য ব্যক্তির লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড প্রশস্ত ।
একবার-মাত্র-কৃত অপরাধেই লজ্জায়ুক্ত বহু-
মানী এবং পাপভীরু ব্যক্তির গুরুপাপে
লঘুদণ্ডই প্রশস্ত হইবে । যদি বহুমান
কৌল ব্যক্তি অজ্ঞ অপরাধে অপরাধী হন,
বা তাদৃশ ব্রাহ্মণ লঘুপাপ করেন, তাহা

বচোভিরবনীভূতা ॥ ২৫ ॥^১ জায়ং দণ্ডং
প্রসাদক বিচার্য সচিবৈঃ সহ । যো ন
কুর্ঘ্যাশ্বহীপালঃ স মহাপ্রাতকী ভবেৎ ॥ ২৬ ॥
ন তাজেং পিতরো পুত্রো ন তাজেয়ুর্নপং
প্রজাঃ । নৈত্যজেং স্বামিনং ভাৰ্য্যা বিনা
তানতিপাপিনঃ ॥ ২৭ ॥ রাজ্যং ধনং জীবনক
ধার্মিকম্ মহীপতেঃ । সংরক্ষয়ুঃ^২ প্রজা
যত্নৈবজ্ঞাথা যাস্ত্যধোগতিম্ ॥ ২৮ ॥ মাতরং
ভগিনীকাপি তথা হুহিতরং শিবে । গন্তারো
জ্ঞানতো যে চ মহাপুণ্ড্রনিবাতকাঃ ॥ ২৯ ॥ কুল-
ধর্ম্যং সমাপ্তিত্য পুনস্ত্যক্তকুলক্রিয়াঃ । বিশ্বাস-
বাভিনো লোকা অতিপতকিনঃ স্মৃত্যঃ ॥ ৩০ ॥
মাতাপিতৃষস্তুস্তম্ স্মৃতাং শ্রুত্যাং গুরুজ্ঞিমম্ ।

হইলেন—জ্ঞা। তাঁ হাদিগেরও বাগদণ্ড করিবেন ।
যে রাজা অমাত্যবর্গের সহিত বিচারপূর্বক
জায়দণ্ড ও পুরস্কার না করেন, তিনি মহা-
পাতকী হন । পুত্র, পিতামাতাকে ত্যাগ
করিবে না এবং বিনয়সম্পন্ন ভাৰ্য্যা, ভর্তাকে
পরিত্যাগ করিবে না ;—তাঁহারা অতি
পাতকী হইলে পরিত্যাজ্য । প্রজাগণ, যত্ন-
পূর্বক ধার্মিক রাজার রাজ্য, ধন ও জীবন
রক্ষা করিবে । অন্তথা অর্থাৎ রক্ষা না
করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে । ২১—২৮ ।
হে শিবে । যাহারা জ্ঞানপূর্বক মাতা,
ভগিনী বা কন্যাগমনকারী কিংবা মহাপুণ্ড্র-
হত্যাকারী অথবা কুলকর্ম আশ্রয় করিয়া
পুনর্বার কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান-পরিত্যাগকারী
এবং বিশ্বাসঘাতক লোক, তাহারা অতি-
পাতকী । হে শিবে । মাতৃষমা, পিতৃষমা,

পিতামহস্ত বনিভাং তথা মাতামহস্ত চ ॥ ৩১ ॥
মাতরং ভগিনীং কন্যাং গচ্ছতো নিধনং
দমঃ । তামামপি সকামানাং তন্মৈব বিহিতং
শিবে ॥ ৩২ ॥ পিত্রোভ্রাতৃঃ সূতাং জামাতৃং ভ্রাতৃঃ
পত্নীং সূতামপি । ভাগিনেয়ীং প্রভোঃ পত্নীং
তনয়াক কুমারিকাম্ । গচ্ছতাং পাপিনাং
লিঙ্গচ্ছেদো দণ্ডো বিধীয়তে ॥ ৩৩ ॥ আমা-
মপি সকামানাং দমো নাসানিকুন্তনম্ । গৃহামি-
ধাপণৈকৈব পাপাদম্মাশ্রিমুক্তয়ে ॥ ৩৪ ॥ মপিগু-
দারতনয়াঃ স্ত্রিয়ং বিশ্ৰাসিনামপি । সর্বশ্ব-
হরণং কেশবপনং গচ্ছতো দমঃ ॥ ৩৫ ॥
স্ত্রীভরেতাভিরজ্ঞানাত্তেং পণিযো যদি ।

পুত্রবধূ, শ্রুত্যা, গুরুপত্নী, পিতামহী, মাতামহী,
মাতা, ভগিনী বা কন্যা-গমনকারী বা মৃত্যুদণ্ড
বিহিত ; এই কার্যে ইচ্ছাবতী মাতৃষমা,
পিতৃষমা, পুত্রাধু প্রভৃতিরও সেই দণ্ড ।
পিতৃব্যকন্যা, মাতুলকন্যা, পিতৃব্য পত্নী, মাতুল-
পত্নী, ভ্রাতৃপত্নী, ভ্রাতৃকন্যা, ভাগিনেয়পত্নী,
প্রভুপত্নী, প্রভুকন্যা বা কুমারী-গমনকারী
পাপীদিগের লিঙ্গচ্ছেদ দণ্ড বিহিত হই-
য়াছে । হুকার্যে স্পৃহায়ুক্ত এই সকল কাগিনী-
দিগের এই পাপ হইতে মোচনের নিমিত্ত
নাসিকাচ্ছেদন এবং গৃহ হইতে বহিষ্করণই
দণ্ড । মপিগুর পত্নী বা কন্যাগামী এবং
বিশ্রাসী লোকের পত্নী-গমনকারীর সর্বশ্ব-
হরণ ও মস্তক-মুণ্ডনই দণ্ড । যদি অজ্ঞান
বশতঃ পূর্বোক্ত কোন নারীর সহিত ব্রাহ্ম
বা শৈব-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়, তাহা
হইলে (এই অকার্য্য) জানিয়া তৎক্ষণাৎ

ব্রাহ্মণ্যাপি শৈবেন জ্ঞাতা তান্ত্রিকণ্ড
ত্যাগে ॥৩৬॥ সর্বদায়নু যো গচ্ছেদলোম-
পরস্ত্রিয়ম্ । দমস্তস্য ধনাদানং মাতৈকং
কণভোজনম্ ৩৭ রাজহুবেশুশূদ্রণং সামা-
জ্যানাং বরাননে । ব্রাহ্মণ্যং গচ্ছতং জ্ঞানান্নি-
চ্ছেদো দমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥ ব্রাহ্মণ্যং বিকৃতং
কৃত্বা দেশান্নির্ঘাপয়েন্নৃপঃ । বীজীগামিনাং
তাসামেবমেব দমো বিধিঃ ॥ ৩৯ ॥ ছুরাশ্রা
যন্ত রমতে শ্রমিলোমপরস্ত্রিয়া । দণ্ডস্তস্য
ধনাদানং ত্রিমাसং বণভোজনম্ ॥ ৪০ ॥
সকামায়াঃ স্ত্রিযাশ্চাপি দণ্ডস্তদ্বাদ্যতে ।

সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে। ২৯-৩৬ ।
যে ব্যক্তি সজাতীয় পরপত্নীতে গমন করিবে,
অথবা যে ব্যক্তি আপন অপেক্ষা হীনজাতীয়
পরস্ত্রীতে অর্থাৎ চাণ্ডালাদি অপকৃষ্টজাতি
ভিন্ন হীনবর্ণ পরস্ত্রীতে গমন করিবে, তাহাব
দণ্ড যথাসম্ভব ধনগ্রহণ ও একমাস কণ-
ভোজন । হে বরানন ! জ্ঞানপূরক
ব্রাহ্মণী-গমনকঃ ১ ক্ষত্রিয়, শৈশ্য, শূদ্র বা
সামান্যজাতিব লিঙ্গচ্ছেদনরূপ দণ্ড স্মৃত
হইয়াছে । রাজা, ঐ কর্মে ইচ্ছাযুক্তা ঐ
ব্রাহ্মণীকে বিকৃত অর্থাৎ অঙ্গহীনা করিয়া
দেশ হইতে বহিস্কৃত করিবেন এবং যাহারা
বীরাচারীদিগেব পত্নী গমন করে, তাহা-
দিগের লিঙ্গচ্ছেদ ও কুক্রিয়াসক্ত বীরপত্নী-
দিগকে বিকৃত করিয়া দেশ হইতে বহিস্কৃত
করিবেন—ইহাই দণ্ড । যে ছুরাশ্রা প্রাতি-
লোম অর্থাৎ উচ্চজাতীয় পরস্ত্রী সহিত
কুক্রিয়াসক্ত হয়, তাহার সর্বস্ব-হরণ, তিন

বলাৎকারগতা ভাৰ্য্যা ত্যাজ্যা পাল্যা ভবে-
চ্ছিবে ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মী ভাৰ্য্যাথবা শৈবী
কামুতো বাপ্লাকামকঃ । সর্বথা হি পরি-
ত্যাজ্যা ত্যাগেৎ পবনতা মকুঃ ॥ ৪২ ॥ গচ্ছতং
বারনারীযু গুণাদিপশ্যোনিযু । শুদ্ধিভবতি
দেবেশি ত্রিরাত্র কণভোজনাৎ ॥ ৪৩ ॥
গচ্ছতং কামঃ পুংসঃ স্ত্রিয়াঃ পায়ুং ছুরাশ্র-
নাম্ । বধ এষ বিধাতব্যো ভূভূতা শত্ৰুশাস-
নাৎ ॥ ৪৪ ॥ বলাৎকায়েন যো গচ্ছেদপি

মাস কণভোজনই দণ্ড । * সকামা ঐ
সকল রমণীবও ঐকপ দণ্ড হইবে । হে
নিবে । যদি ভাৰ্য্যাকে অথো বলাৎকার করে,
তাহা হইলে, স্বামী ঐ ভাৰ্য্যাকে পরিত্যাগ
করিবে বটে ; কিন্তু তাহার ভরণ-পোষণ
করিতে হইবে । ব্রাহ্মী-ভাৰ্য্যা বা শৈবী-
ভাৰ্য্যা ইচ্ছাপূৰ্ব্বক হউক বা অনিচ্ছাপূৰ্ব্বক
হউক, যদি একবার পরপুরুষ-গতা হয়,
তাহা হইলে সে সর্বথা ত্যাগযোগ্য
হইবে । হে দেবেশি । বারাজনা বা গো-
প্রভৃতি পশুঘোনিতে গমনকারীদিগের ত্রিরাত্র
কণভোজনে শুদ্ধি হয় ৩৭-৪৩ যে সকল
ছুরাশ্রা, পুরুষ বা স্ত্রীলোকের গৃহদেশে
গমন করে, শত্ৰু-শাসন-ক্রমে রাজা তাহা-
দিগকে বধদণ্ড করিবেন । যদি কোন ব্যক্তি

* ৩৮ শ্লোকে ব্রাহ্মণী-গমনে অপবাপর
জাতিব দণ্ড বিহিত হইয়াছে । এই শ্লোকে
শূদ্রাগমনে সামান্য জাতিব, বৈশ্যাগমনে গৃহের
ও ক্ষত্রিয়াগমনে বৈশ্যের দণ্ড উক্ত হইয়াছে ।

চাণ্ডালযৌযিতম্ । বধস্তম্ বিধাতব্যো ন
ক্ষত্বাঃ কদাপি সঃ ॥ ৪৫ ॥ পরিণীতাস্ত
যা নার্যো ব্রাহ্মণৈর্বা • শৈববজ্রভিঃ ।
তা এব দাবা বিজ্ঞেয়া অত্যাঃ সর্বাঃ পর-
জিয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ কামাৎ পরজিয়ং পশুন্ রহঃ
সন্তাষয়ন্ স্পৃশন্ । পরিষজ্যোপবাসেন
বিশ্বোধোদ্ দ্বিগুণক্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥ কুর্ক্বন্তোবৎ
সকামা যা পরপুংসা কুলান্ধনা । উভোপ-
বাসবিধিনা স্বাত্মানং পরিশোধয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

বলাৎকার দ্বারা চাণ্ডালকন্যাও গর্ভন করে,
তাহা হইলে তাহার বধ-দণ্ড করিবে ।
(বলাৎকার-স্থলে নীচজাতীয়া বলিয়া)
কদাপি কর্তাকে ক্ষমা করিবে না । যে
সকল কন্যা, ব্রাহ্ম-বিবাহ দ্বারা বা শৈব-
বিবাহ দ্বারা পরিণীতা হইয়াছে, তাহারাই
ভাৰ্য্যা ; তন্নিম্ন সমুদায় জ্ঞাই পরজ্ঞী । যে
ব্যক্তি সকাম হইয়া পরজ্ঞী দর্শন করিবে, সে
একদিন উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে
পারিবে । যে ব্যক্তি সকাম হইয়া পরজ্ঞীর
সহিত নির্জনে আলাপ করিবে, সেই ব্যক্তি
তুই দিন উপবাস করিয়া ; যে ব্যক্তি পরজ্ঞী
স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তি চারি দিন উপবাস
করিয়া এবং যে ব্যক্তি পরজ্ঞীকে আলিঙ্গন
করিবে, সেই ব্যক্তি আট দিন উপবাস
করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । যে
কুলান্ধনা সকাম হইয়া, পরপুরুষের সহিত
ঐক্য করে, সে, কথিত উপবাস-বিধি
অনুসারে (অর্থাৎ যে কার্য্যে যেকম উপবাস
উক্ত হইয়াছে, • যথা ;—দর্শনে এক দিন,

ক্রবন্ নিদ্যং বচঃ জ্ঞীযু পশুন্ শুভং পর-
জিয়াঃ । হসন্ গুরুতরং মৰ্ত্ত্যোঃ শুধোদ্-
দ্বিকুপবাসতঃ ॥ ৪৯ ॥ দর্শয়ন্ নগ্নমাত্মনং
কুর্ক্বন্ নগ্নং তথাপরম্ । ত্রিরাত্রমশনং
তাত্ত্বা শুদ্ধো ভবতি মানবঃ ॥ ৫০ ॥ পত্যাঃ
পরাভিগমনং প্রমাণরতি চেৎ পতিঃ ।
নৃপস্তদা তাং তজ্জারং শাস্ত্রাচ্ছাস্ত্রানুসারতঃ ॥
৫১ ॥ প্রমাণে যদ্যশক্তঃ শ্রাদ্ধদায়িতোপ-
পতেঃ পতিঃ । তাত্ত্বা তাং পোষয়েদ্ধ্যাতৈম-
স্তিষ্ঠেচেৎ পতিশাসনে ॥ ৫২ ॥ রমমাণা-

কথোপকথনে তুই দিন ইত্যাদি,—তদনু-
সারে) আপনাকে শুদ্ধ করিতে পারিবে ।
জ্ঞীলোকের প্রতি কুৎসিত-বাক্য প্রয়োগ
করিলে, জ্ঞীলোকের গোপনীয় স্থান অব-
লোকন করিলে, জ্ঞীলোক দেখিয়া গুরুতর
হাস্য করিলে, তুই দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধি-
লাভ করিবে । যে ব্যক্তি আপনাকে নগ্ন
দর্শন করায় এবং যে ব্যক্তি পরকে নগ্ন
বরে, তাহার ত্রিরাত্র আহার পরিত্যাগ
করিয়া শুদ্ধ হইবে । ৪৪—৫০ । যদি পতি
নিজপত্নীর পরপুরুষ-সংসর্গ প্রমাণ করিতে
পারে, তাহা হইলে রাজা সেই ব্যক্তাবিলী
জ্ঞীকে এবং তাহার উপপতিকে শাস্ত্রানুসারে
শাসন করিবে । যদি স্বামী, পত্নীর উপ-
পতি-সংসর্গ প্রমাণ করিয়া দিতে অসমর্থ
হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞীকে পরিত্যাগ
করিয়া ভরণ-পোষণ করিবে,—যদি ঐ জ্ঞী,
পতির আদেশে অবস্থিতি করে । স্বামী,
পত্নীকে উপপতিতে রত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ

মুপপত্তৌ পশুন পত্নীং পতিস্তুদা । নিম্নন
বনিতয়া জারং বধার্হো নৈব ভূভূতঃ ॥ ৫৩ ॥
ভর্তৃনিবারণঃ যত্র গমনে যেন ভ্রাযণে ।
প্রয়াণাভ্রাযণাং তত্র ত্যাগার্হা স্তাং কুলা-
ঙ্গনা ॥ ৫৪ ॥ মৃত্যে পত্যৌ স্বধর্ম্মেণ পতি-
বন্ধুবেশে স্থিতা । অভাবে পিতৃবন্ধনাং তিষ্ঠন্তী
দায়মর্হতি ॥ ৫৫ ॥ দ্বিভোজনং পরান্নক
মৈথুনামিষভূষণম্ । পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ
বিধবা পরিবর্জ্যয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ নাস্তমুদ্বর্ত্তয়ে-
দ্বাগৈর্দ্রাম্যালাপমপি ত্যজেৎ । দেবপ্রভা
নয়েৎ কালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাস্ত্রিতা ॥ ৫৭ ॥
ন বিদ্যাতে পিতা যস্য শিশোর্মাতা পিতা-

স্ত্রীর সহিত উপপত্যিকে বিনষ্ট করিলে
রাজার নিকট বধার্হ হইবে না, অর্থাৎ রাজা
তাহার কোন দণ্ড করিবেন না । যেখানে
গমন করিতে বা যাহার সহিত কথা কহিতে
ভর্তার নিষেধ থাকে, কুপকামিনী সেই স্থানে
গমন বা তাহার সহিত সস্তাযণ করিলে
ভর্তার পরিত্যাজ্যা । স্বামীর মৃত্যু হইলে
পতিবন্ধুনিগের অথবা পতিবন্ধুর অভাবে পিতৃ-
কুলের বশে থাকিয়া নিজ ধর্ম্ম পালন করিলে,
স্বামীর সমুদায় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে ।
বিধবা দুই বার ভোজন, পরান্ন-ভোজন,
মৈথুন, আমিয়-ভোজন, ভূষণ, পর্য্যঙ্কে
শয়ন, রক্তবস্ত্র পরিধান পরিত্যাগ করিবে ।
বৈধব্য ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা
গাত্র উদ্বর্ত্তন করিবে না ; গ্রামা আল্পপ
পরিত্যাগ করিবে ; সর্ব্বদা দেবপূজা-নিরতা
হইয়া কালক্ষেপ করিবে । ৫১—৫৭ । যে

মহঃ । নিয়তং পালনে তস্ত মাতৃবন্ধুঃ
প্রশস্ততে ॥ ৫৮ ॥ মাতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা
মাতুর্ভ্রাতৃঃ সূতাস্তথান্ন মাতুঃ পিতুঃ সৌদ-
রাশ্চবিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ ॥ ৫৯ ॥ পিতুর্মাতা
পিতা ভ্রাতা পিতুর্ভ্রাতৃঃ স্বমুঃ সূতাঃ । পিতুঃ
পিতুঃ সৌদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াপিতৃবান্ধবাঃ ॥ ৬০ ॥
পিতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা পত্ন্যুর্ভ্রাতৃঃ স্বমুঃ
সূতাঃ । পত্ন্যুঃ পিতুঃ সৌদরাশ্চ বিজ্ঞেয়াঃ
পতিবান্ধবাঃ ॥ ৬১ ॥ পিত্রে মাত্রে পিতুঃ
পিত্রে পিতামহে তথা স্ত্রিষু । অযোগ্য-
শ্রবণে পুত্রহীনমাতামহায় চ ॥ ৬২ ॥ মাতা-
মহে দরিদ্রেভ্য এভ্যো বাসস্তথামনম্ ।
দাপয়েম্ পতিঃ পুংসা যথাবিভবস্মিনিকে ॥ ৬৩ ॥
দুর্ধ্বাচ্যং কথ্যম্ পত্নীমেকাহমশনং ত্যজেৎ

বালকের পিতা, মাতা বা পিতামহ নাই,
মাতৃকুলে মাতৃবন্ধু তাহার পালন বিষয়ে
নিয়ত প্রশস্ত হইতেছে । মাতামহী, মাতা-
মহ, মাতুল, মাতুলপুত্র এবং মাতামহ-
সহোদর মাতৃবন্ধু বলিয়া, জ্ঞাতব্য । পিতা-
মহী, পিতামহ, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র,
পিতৃষসেয় এবং পিতামহসহোদর পিতৃবন্ধু
বলিয়া জ্ঞাতব্য । স্বশ্রী, স্বশ্রুর, দেবরপুত্র,
ভর্তৃ-ভগিনীপুত্র এবং স্বশ্রুর-সহোদর পতি-
বান্ধব বলিয়া জ্ঞাতব্য । পিতা, মাতা,
পিতামহ, পিতামহী, পত্নী, অযোগ্যপুত্র
কিংবা পুত্রহীন মাতামহ, মাতামহী,—
ইহারা দরিদ্র হইলে রাজা বিভব অনুসারে
ইহাদিগকে অন্নবস্ত্র দেওয়াইবেন । নিজ
পত্নীকে দুর্ধ্বাক্য বলিলে একদিন, পত্নীকে

‘ক্রোধং সন্তাড়য়ন রক্তং পাতয়ন সপ্ত বাস-
রান্ ॥ ৬৪ ॥’ ক্রোধাদ্বা মোহতো ভাৰ্য্যং
মাতরং ভগিনীং সূতাম্ বধয়ুপোয়াসপ্লাহং
বিস্ত্রোদ্ধি বশাসনাং ॥ ৬৫ ॥ যন্তেনোদ্ধাহিতাং
কন্ধ্যাং কালাতীতেহপি পার্থিবঃ । জানমু-
দ্ধাহয়েদভূয়ো বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ৬৬ ॥
পরিণীতা ন রমিতা কন্ধ্যকা বিধবা ভবেৎ ।
সাপ্যুদ্বাহা পুনঃ পিতা শৈবধর্ম্মেণৈব বিধিঃ ॥
৬৭ ॥ উদ্ধাহাদ্বাদশে পক্ষে পত্যভ্যাদ্গত-
হায়েন । প্রসূতে তনয়ং যোগ্যং ন সা পত্নী
ন বা সূতঃ ॥ ৬৮ ॥ আ গর্ভাৎ পঞ্চমাসান্ত-

গর্ভং বা প্রাবয়েন্নিয়া । তমুপায়কৃতং তাক
যাতয়েৎ তীব্রতাড়নৈঃ ॥ ৬৯ ॥ পঞ্চমাৎ
পরতো মাসাদ্ভ্যা প্তী অগং প্রপাতয়েৎ । তৎ
প্রযোক্তুঞ্চ তস্তাঞ্চ পাতকং স্মারকধোহুতম্ ॥
৭০ ॥ যো হস্তি জ্ঞানতো মণ্ড্যং মানবঃ
ক্রুরচেষ্টিতঃ । বধস্তস্ত বিধাতব্যঃ সর্বথা
ধরনীভূতা ॥ ৭১ ॥ প্রমাদাদ্ভ্রমতোহজ্ঞানাদ্-
ঘন্তং নরমন্দিমঃ । অবিদাদানতস্তীব্র-
তাড়নৈস্তং বিশোধয়েৎ ॥ ৭২ ॥ স্ততো বা
পরতো বাপি বধোপায়ং প্রকুর্বতঃ । অজ্ঞান-
বধিনাং দণ্ডো বিহিতস্তস্ত পাপিনঃ ॥ ৭৩ ॥
মিথঃ সংগ্রামযোদ্ধারমাততাহিনমাগতম্ ।

প্রহার করিলে ত্রিরাত্র এবং প্রহার করিয়া
পত্নীর রক্তপাত করিলে সপ্তরাত্র ভোজন
তাগ করিবে । ক্রোধ বা মোহ বশতঃ
ভাৰ্য্যাকে মাতা কিংবা ভগিনী বা কন্ধ্যা
বলিলে সপ্তরাত্র উপবাস করিয়া শিবের
আজ্ঞা প্রভাবে শুদ্ধি লাভ করিবে । কন্ধ্যা
নপুংসক কর্তৃক পরিণীতা হইয়াছে—বহু-
কাল অতীত হইলেও তাহা জানিতে
পারিলে, রাজা পুনর্বার সেই কন্ধ্যার বিবাহ
দেওয়াইবেন—ইহা শিবোদিত বিধি । যদি
কন্ধ্যা পরিণীতা হইয়া পতি-সহবাসের পূর্বে
বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা
তাহার পুনর্বার বিবাহ দিবে—শৈবধর্ম্মে
এইরূপ বিধি আছে । ৬৮—৬৭ । বিবাহের
পর দ্বাদশ পক্ষ অর্থাৎ ছয় মাসে অথবা
স্বামীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে, যে নারী
যে পরিপুষ্ট সন্তান প্রসব করে, উক্ত স্বামীর
সে নারী—পত্নীও নহে, সে পুত্র—পুত্রও

নহে । গর্ভাধান অবধি পঞ্চম মাসের মধ্যে
যে নারী জ্ঞানপূর্বক গর্ভপ্রাব করিবে, সেই
নারীকে এবং যে ব্যক্তি সেই গর্ভপাতের
উপায় করিয়া দেয়, তাহাকে রাজা তীব্র
তাড়ন দ্বারা যন্ত্রণাযুক্ত করিবেন । পঞ্চম
মাসের পর যে নারী গর্ভপাত করিবে,
তাহার এবং যে ব্যক্তি তাহার উপায় করিয়া
দিবে, তাহার, বধ-জনিত পাতক হইবে ।
যে ক্রুবকর্ম্মা মনুষ্য জ্ঞানপূর্বক নরহত্যা
করে, রাজা তাহার অবশ্য বধদণ্ড করিবেন ।
প্রমাদ বা ভ্রম বশতঃ অজ্ঞানপূর্বক মনুষ্য-
হত্যাকারী ব্যক্তিকে অরিন্দম রাজা অর্ধ-
গ্রহণ এবং কঠিন তাড়না দ্বারা শুদ্ধ
করিবেন । যে স্ত্রয়ং বা অশ্রু দ্বারা অশ্রুর
বধোপায় করে, সেই পাপীও—অজ্ঞানপূর্বক
নর-হত্যকদিগের যে দণ্ড বিহিত আছে,
সেই দণ্ড হইবে । হে পরমেশ্বর ।

নিহত্য পরমেশানি ন পাপার্হো ভবেন্নরঃ ॥
 ৭৪ ॥ অঙ্গচ্ছেদে বিধাতব্যং ভূতৃত্ব-
 নিকৃত্তনম্ । প্রহারে চ প্রহারণং নৃষু পাপং
 চিকীর্ষু ॥ ৭৫ ॥ বিপ্রান্ গুরুনবগুরেণ
 প্রহৃত্বো হুরাসদঃ । ধনাদানাক্ষতদাহাৎ
 ক্রমতস্তৎ বিশোধয়েৎ ॥ ৭৬ ॥ শস্ত্রাদিক্রত-
 কায়স্ত যথাসাৎ পততো মৃত্যে । প্রহর্য
 দণ্ডনীয়ঃ স্তাদ্ধার্হো ন হি ভূতৃত্বঃ ॥ ৭৭ ॥
 রাষ্ট্রবিপ্লাবিনো রাজ্যং জিহীষুর্ন পৈরিণাম্ ।
 রহো হিতৈষিণো ভূত্যান্ ভেদকান্ নৃপ-

পরস্পরে যুদ্ধ করিতেছে—তাহার মধ্যে এক
 জনকে একজন মবিলে বা আততায়ী
 ব্যক্তিকে মাবিলে দাতক-মনুষ্য পাপ-
 ভাগী হইবে না । পাপ কবিত্তে
 ইচ্ছুক ব্যক্তি, অন্যের অঙ্গচ্ছেদ করিলে
 রাজা তাহার অঙ্গচ্ছেদন ও অন্যকে প্রহার
 করিলে রাজাও তাহাকে প্রহার করিবেন ।
 ৬৮—৭৫ । যে পাপাত্মা ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের
 প্রতি বা গুরুর প্রতি প্রহারের জন্ত দণ্ড
 প্রভৃতি উত্তোলন বা প্রহার করিবে, রাজা
 যথাক্রমে তাহার ধনসম্পত্তি গ্রহণ এবং
 হস্ত-দাহন দ্বারা বিপ্লব করিবেন অর্থাৎ
 প্রহার জন্ত দণ্ড-প্রভৃতি উত্তোলন করিলে
 ধনসম্পত্তি গ্রহণ এবং প্রহার করিলে হস্ত
 দাহন করিবেন । শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত-শরীর
 ব্যক্তির ছয় মাসের পর মৃত্যু হইলে
 প্রহারকর্ত্তা দণ্ডনীয় হইবে বটে, কিন্তু বধার্হ
 হইবে না । রাজা বিপ্লাবক, রাজ্যহরণে
 অভিলাষী, গোপনে রাজশত্রুদিগের বিতা-

মৈত্রয়োঃ ॥ ৭৮ ॥ যোদ্ধৃগিচ্ছুঃ প্রজা রাজা
 শস্ত্রিণঃ পান্থপীড়কান্ । হতা নরপতিভেতান্
 নৈব কিলিযস্তাগুভবেৎ ॥ ৭৯ ॥ যো হস্তা-
 স্তানবৎ ভক্তুরাজ্যাহপরিহার্য্যয়া । ভক্তুবৈব
 বধস্তত্ প্রহর্যুর্ন শিবাস্তয়া ॥ ৮০ ॥ অযত্ন-
 পুংসঃ পশুনা শস্ত্রৈর্বান্ ত্রিয়তে নরঃ । ধন-
 দণ্ডেণ বা কায়দমেনাস্ত বিশোধনম্ ॥ ৮১ ॥
 বহির্গুণে ন নৃপাক্ষাস্ত নৃপাক্ষে প্রৌঢ়বাদিনঃ ।
 দূষকান্ কুলধর্ম্মাণাং শাস্ত্রাজ্ঞা বিগর্হিতান্ ॥
 ৮২ ॥ স্থাপ্যাপহারিণং ক্রুরং বঞ্চকং ভেদ-
 কারিণম্ । বিবাদয়ন্তঃ লোকাংশ্চ দেশান্ধিধা-

কাজক্ষী, বাজার সহিত মৈত্রের ভেদকারী,
 বাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী প্রজা
 ও শস্ত্রধারী হইয়া পথিকদিগের পীড়ক,—
 রাজা এই সকল ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে
 পাপভাগী হইবেন না । যে ব্যক্তি প্রভুর
 অলঙ্ঘনীয় অঙ্গানুসারে নবহত্যা করিবে,
 সেই স্থলে ঐ ব্যক্তির প্রভুরই বধদণ্ড
 হইবে; সেই প্রহারকর্ত্তার বধদণ্ড হইবে
 না । অসাবধান পুরুষের অস্ত্র দ্বারা বা
 পশু দ্বারা অপরের মৃত্যু হইলে, অর্থদণ্ড
 দ্বারা তাহার বিশেষরূপে শুদ্ধি লাভ হইবে ।
 বাজার আত্মপালনে পরাজুথ, রাজার
 সম্মুখে প্রৌঢ়বাদ-কারী, কুলধর্ম্ম-দূষক,—
 রাজা এই সকল গর্হিত ব্যক্তিকে শাসন
 করিবেন । ৭৬—৮২ । গচ্ছিত-ধনাপহারী,
 ক্রুর, বঞ্চক, ভেদক এবং লোকদিগের
 পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিতে তৎপর,—
 রাজা ইহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত

পয়েম্পঃ ॥ ৮৩ ॥ শুক্লেন কণ্ডাৎ দাতৃশ্চ
পুত্রঃ যশে প্রযচ্ছতঃ । দেশানির্ঘ পয়েদ্রাজা
পতিতান্ হৃক্ষ জাম্বনঃ ॥ ৮৪ ॥ মিথ্যাপবাদ
ব্যাঞ্জন পুরাদিষ্টে চকার্ষতঃ । যথাপরাধে
তে শাস্তা ধর্মজ্ঞেন মহীভূতা ॥ ৮৫ ॥ যো
যৎপরিমিতানিষ্টে কুর্যাৎ তৎসম্যক্তং
ধনম্ । নৃপতিদাপয়েৎ তেন জনানিষ্ট-
ভাগিনে ॥ ৮৬ ॥ মণিমুক্তাহিরণ্যাদিধনুনাং
স্তেধকারিণঃ । করস্ত বাহ্যে ছেদনং বা
কুর্ধ্যামূল্যং বিচাবয়ন ॥ ৮৭ ॥ মহিষাশ্ব-
গবাদীনাং রত্নাদীনাং তথা শিশোঃ । বলে-
নাপহৃত্যং নৃণাং স্তেয়িবহিহিতৌ দমঃ ॥
৮৮ ॥ অমানামজমুশ্যস্ত বস্তনঃ স্তেয়িনং

করিবেন। যাহাবা শুদ্ধ গ্রহণপূর্বক কথা
বা পুত্র দান কবে, অথবা (জ্ঞানপূর্বক)
যশকে পুত্র দান করে, রাজা সেই পাপাত্মা-
দিগকে এবং পতিতদিগকেও দেশ হইতে
বহিষ্কৃত করিবেন। মিথ্যাপবাদচ্ছলে পরের
অনিষ্টাচরণ করিতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ,
ধর্মজ্ঞ রাজা কর্তৃক অপবাদ অনুগারে দণ্ডনীয়
হইবে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অনিষ্ট
করিবে, তাহার সেই পরিমাণে জৰ্হদণ্ড করিয়া
অনিষ্টভাগী ব্যক্তিকে রাজা তাহা প্রদান
করাইবেন। মণি, মুক্তা বা সুবর্ণ প্রভৃতি
ধাতুগুণ্য বিচার করিয়া চোরের হস্ত বা
গ্ৰহণ ছেদন করিয়া দিবেন। যাহারা
বলপূর্বক মহিষ, অশ্ব, গো প্রভৃতি পশু,
জাদি বা শিশু-সন্তান অপহরণকারী,
গাহাদিগের চোরের জায় দণ্ড বিহিত

নৃপঃ । বিশোধয়েৎ তৎ শঠৈকং গণ্ডাৎ
বাশয়নু কণম্ ॥ ৮৯ ॥ বিশাসঘাতকে পুংসি
কৃতেন্নে সুরবান্দতে । যতৈস্তত্র তৈস্তপোদানৈঃ
প্রায়শ্চিত্তৈর্ন নিষ্কৃতিঃ ॥ ৯০ ॥ যে কুট-
সাক্ষিণো মত্যা মধ্যস্থাঃ পক্ষপাতিনঃ ।
শাস্তাং তাংস্তীত্রদণ্ডেন দেশানির্ঘাপয়েনু-
নৃপঃ ॥ ৯১ ॥ যত্ সাক্ষিণঃ প্রমাণং স্যুচ্ছারস্তয়
এব বা । অভাবে দ্বাবাপ শিবে প্রমিচ্ছৌ যদি
ধার্মিকৌ ॥ ৯২ ॥ দেশতঃ কালতো বাপি
তথা বিষয়তঃ প্রিয়ে । পরস্পারমযুক্তধোদ-
গ্রাহ্য সাক্ষিণাং বচঃ ॥ ৯৩ ॥ অক্ষানাং
বাকু প্রমাণং স্তাভিরাণাং তথা প্রিয়ে ।

হইয়াছে। অন্ন বা অন্নমূল্য-দ্রব্য-চোরকে
রাজা একপক্ষ বা গণ্ডাহ কণভোজন
করাইয়া বিশোধিত করিবেন। হে সুর-
পুঞ্জিতে। বিশাসঘাতক বা কৃতঘ্নদিগের
যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা ও দান প্রভৃতি কোন
প্রায়শ্চিত্তেই নিষ্কৃতি নাই। ৮৩—৯০।
যে সকল মনুষ্য কুটসাক্ষী, যাহারা মধ্যস্থ
হইয়া পক্ষপাত কবে,—রাজা তীত্র দণ্ড
দ্বারা তাহাদিগকে শাসিত করিবেন এবং
দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। ছয়
জন, বা চারি জন, অথবা তিন জন সাক্ষী
প্রমাণ হইবে। হে শিবে! অভাব-পক্ষে
দুই জন সাক্ষীও প্রমাণ হইবে,—যদি
তাঁহারা প্রসিদ্ধ ও ধার্মিক হন। হে প্রিয়ে!
দেশ, কাল-ও বিষয়-বিশেষে পরস্পার-বিরুদ্ধ
বাক্য বলিলে, সেই সাক্ষীদিগের বাক্য
অগ্রাহ্য হইবে। হে প্রিয়ে! অক্ষ ও

মুকানাংমেড়মুকানাং শিরসাদীকৃতির্লিপিঃ ॥
 ৯৪ ॥ লিপিঃ প্রমাণং সর্ব্বেষাং সর্ব্বত্রৈব
 প্রশস্তং । বিশেষাণ্যবহারেষু ন বিনশ্যে-
 চ্চিরং যতঃ ॥ ৯৫ ॥ স্বীয়ার্থমপরার্থকৈঃ
 কুর্ষতঃ কল্পিতাং লিপিম্ । দণ্ডস্তস্য
 বিধাতব্যো দ্বিপাদং কুটসাক্ষিণঃ ॥ ৯৬ ॥
 জ্ঞানমস্ত্যপ্রমত্তস্য যদক্ষীকরণং সত্বং ।
 স্বীয়ার্থে তৎপ্রমাণং স্ত্যাদ্যচাসা বহুসাক্ষিণাম্ ॥
 ৯৭ ॥ যথা তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সত্যমাপ্রিত্য
 পার্জতি । তথানুতং সমাপ্রিত্য পাতকাত্ম-
 খিলাশ্রুপি ॥ ৯৮ ॥ অতঃ সত্যবিহীনস্ত

বধিরদিগের বাক্য প্রমাণ হইবে । যাহারা
 মুক (বোবা) বা এড়মুক (কানাবোবা),
 তাহাদিগের মস্তক সকালন দ্বারা স্বীকার ও
 লিপি, প্রমাণস্থলে গৃহীত হইবে । সকল
 স্থানে সকলের পক্ষেই লিপি-প্রমাণ প্রশস্ত,
 বিশেষতঃ ব্যবহার স্থলে ; যেহেতু, ইহা
 বহুকালেও নষ্ট হয় না । যে ব্যক্তি আপমার
 নিমিত্ত বা পরের নিমিত্ত কল্পিত-লিপি
 (জাল) করিবে, তাহার—কুটসাক্ষীর যে
 দণ্ড, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে । ভগবদ্রহিত
 ও প্রমাদরহিত ব্যক্তি একবারমাত্র স্বীকার
 করিলে, তাহা নিজ বিষয়ে বহুসাক্ষীর বাক্য
 হইতেও প্রবল প্রমাণ হইবে । হে
 পার্জতি ! যেমন সত্য আশ্রয় করিয়া সকল
 পুণ্য অবস্থান করেন, তাহার স্তায় একমাত্র
 মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া সকল পাতক
 অবস্থান করিতেছে । অতএব যে ব্যক্তি
 সত্যহীন, সেই ব্যক্তি সমুদায় পাপের

সর্ব্বপাপাশ্রয়স্ত চ ॥ তাড়নাদমনাজ্ঞা ন
 পাপার্হঃ শিবাজ্ঞয়া ॥ ৯৯ ॥ সত্যং ব্রবীমি
 সঙ্কল্য স্পৃষ্ট্বা কোলুং গুরুং দ্বিজম্ । গঙ্গা-
 তোদং দেবমূর্ত্তিং কুলশাক্তং কুলামৃতম্ ॥
 ১০০ ॥ দেবনির্মাণ্যমথবা কথনং শপথো
 ভবেৎ । ত্তানুতং বদনু মর্ত্যঃ কল্মাশুং
 নরকং ব্রজেৎ ॥ ১০১ ॥ অপাপজনি-
 কার্য্যাপাং ভ্যাগে বা গ্রহণেহপি বা । তৎ-
 কার্য্যং সর্ব্বথা মর্ত্যৈঃ স্বীকৃতং শপথেন যৎ ॥
 ১০২ ॥ স্বীকারোল্লঙ্ঘনচ্ছুদ্যোৎ পঞ্চমেক-
 মভোজনৈ । ত্রমেণাপি তমুল্লঙ্ঘ্য দ্বাদ-
 শাহং কণাশনৈঃ ॥ ১০৩ ॥ কুলধর্ম্মোহপি

আশ্রয় । তাদৃশ পাপাত্মার তাড়ন ও দমন
 করিলে, শিবের আজ্ঞানুসারে রাজ্য পাপ-
 ভাগী হন না । ৯১—৯৯ । “আমি যাহা
 বলিব, তাহা সত্য” এইরূপ সঙ্কল্য করিয়া,
 কোলগুরু, ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল, দেবমূর্ত্তি,
 কুলশাক্ত, কুলামৃত, দেবনির্মাণ্য—এই
 সমুদায় স্পর্শ করিয়া যাহা কথিত হইবে,
 তাহার নাম শপথ । এই শপথ করিয়া
 মিথ্যাবাক্য বলিলে, এক কল্প পর্য্যন্ত নরকে
 বাস করিবে । যে কার্য্য পাপজনক নহে,
 তাহার ভ্যাগ বা গ্রহণ বিষয়ে যাহা শপথ-
 পূর্ব্বক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা
 কর্তব্য । স্বীকৃত বিষয়ের (ইচ্ছাপূর্ব্বক)
 লঙ্ঘন করিলে, একপঞ্চ অনাহার দ্বারা শুদ্ধ
 হইবে । ভগবদ্রহিত ও তাহা লঙ্ঘন করিলে,
 দ্বাদশাহ কণভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে ।
 যদি কুলধর্ম্মও সত্য-বিধি অনুসারে সেবিত

সত্যেন বিধিনা চেম সৈবিতঃ । মোক্ষায়
শ্রেয়সে স স্ত্রীং কোলে পাপায় কেবলম্ ॥
১০৪ ॥ সুরা অবময়ী তারা জীব-
নিস্তারকারিণী । জননী ভোগমোক্ষাণাং
নাশিনী বিপদাং রুজাম্ ॥ ১০৫ ॥ দাহিনী
পাপসংঘানাং পাবিনী জগতাং ত্রিয়ে ।
সর্বসিক্তিশ্রদা জ্ঞান-বুদ্ধিবিদ্যাবিবর্জিনী ॥
১০৬ ॥ মুক্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ সিক্তৈঃ সাধকৈঃ
ক্ৰিতিপালকৈঃ । সেব্যতে সর্বদা দেবৈ-
রাদ্যে স্বাতীষ্টসিক্তয়ে ॥ ১০৭ ॥ সম্যগ্ধি-
বিধানেন স সমাহিতচেতসী । পিবন্তি মদিরাং
মর্ত্য। অমর্ত্য। এব তৈ ক্ৰিভ্যে ॥ ১০৮ ॥
প্রত্যেকতত্ত্বসীকারাদিধিনা স্তাচ্ছিবো নরঃ ।

না হয়, তাহা হইলে মোক্ষ এবং মঙ্গলের
নিমিত্ত হয় না ; কেবল কোল ব্যক্তির
পাপজনক হয় । সুরা—অবময়ী তারা, অর্থাৎ
দ্রব-পদার্থরূপে পরিণতা তারা । সুরা
জীবগণের নিস্তারকারিণী, ভোগ মোক্ষের
হারণ এবং রোগ ও বিপদ-নাশিনী । হে
ত্রিয়ে ! সুরা, পাপ সকলকে দগ্ধ করে,
হরা দ্বারা জগৎ পবিত্র, সুরা সর্বপ্রকার সিদ্ধি
বিতরণ করে এবং সুরা,—জ্ঞান, বুদ্ধি ও
বিদ্যার বর্জন করে । হে আদ্যে । মুক্ত, মুমুক্ষু
ও সিদ্ধগণ, সাধকগণ, রাজগণ এবং দেবগণ
স্ব স্বাতীষ্টসিক্তির নিমিত্ত সর্বদা এই সুরার
সবা করিয়া থাকেন । যাহারা শাস্ত্রবিহিত
নৈয়মে ও সমাহিত-চিত্তে সুরাপান করিয়া
থাকেন, তাহারা পৃথিবীতে মর্ত্য হইয়াও
অমর্ত্য অর্থাৎ দেবতুল্য হন । ১০০—১০৮ ।

ন জানে পঞ্চতত্ত্বানাং সেবনাং কিং ফলং
ভবেৎ ॥ ১০৯ ॥ ইয়ং দেবী দেবী পীতা
বিধিবিবর্জিতা । নৃণাং বিনাশিনী সর্বং
বুদ্ধিমাঘুর্ঘশো ধনম্ ॥ ১১০ ॥ অত্যন্তপান-
শ্রদাশ্চ চতুর্বিধপ্রসাধনী । বুদ্ধিবিবর্জিতা
প্রায়ো লোকানাং মত্তচেতসাম্ ॥ ১১১ ॥
বিভ্রান্তবুদ্ধির্মত্তজাং কার্যাকার্যমজানতঃ ।
শানিষ্টক পরানিষ্টং জায়তেহস্মাৎ পদে
পদে ॥ ১১২ ॥ অতো নৃপো বা চক্রেণো
মদ্যে মাদকং শুযু । অতো সত্ত্বজ্ঞানান্ কায়-
ধন দত্তেন শোধয়েৎ ॥ ১১৩ ॥ সুরাভেদাদ্-

এই পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেক তত্ত্ব, বিধি দ্বারা
সেবন করিলেই লোক শিবস্বরূপ হয় ;
জানি না, যে ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্বই সেবন করেন,
তিনি কতই ফল লাভ করিয়া থাকেন ।
যদি বিধি ব্যক্তিরকে এই বান্ধনীদেবীকে
কেহ পান করেন, তাহা হইলে ইনি পান-
কর্তার বুদ্ধি, আয়ুঃ, যশঃ ও ধন—সমুদায়
বিনষ্ট করেন । যাহারা প্রমত্তচিত্তে অত্যন্ত
সুরা সেবন করে, তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম
ও মোক্ষ-সাধক জ্ঞান নষ্ট হয় । অতি মদ্যপ
কার্যাকার্য-বিচার-হীন, বিভ্রান্তবুদ্ধি মত্ত
প্রতিপদে নিজের এবং পরের অনিষ্ট করিয়া
থাকে । অতএব মদ্যে বা মাদক-বস্তুতে
অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদিগকে রাজা অথবা
চক্রেশ্বর, শারীরিক দণ্ড দ্বারা বা অর্থদণ্ড
দ্বারা শোধন করিবেন । সুরা অধিক পরি-
মাণে পীত বা অল্প পরিমাণেই পীত হউক,
সুরাভেদে, ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে এবং

ব্যক্তিভেদানুসারেণাপ্যধিকেন বা । দেশ-
কালবিভেদেন বুদ্ধিভ্রংশো ভবেৎগম্ ॥ ১১৪ ॥
অতএব সুরামানাদতিপানং ন লক্ষ্যতে ।
অলঙ্কারপানিপাদগুণতিরতিপানং বিচারয়েৎ ॥
১১৫ ॥ নেস্ত্রিয়াপি বশে যন্ত মদবিহ্বল-
চেতসঃ । দেবতা-গুরুমর্যাদোল্লঙ্গিনো ভয়-
ক্ষাপিণঃ ॥ ১১৬ ॥ নিখিলানর্থযোগ্যস্ত পাপিনঃ
শিবহাতিনঃ । দেহাজ্জিহ্বাং হরেদর্থাৎ-
স্তাড়য়েৎ তক পার্শ্বিকঃ ॥ ১১৭ ॥ বিচলৎ-
পাদবাকুপানিং ভ্রাতৃমুদ্রমুদ্রতম্ । তমুগ্রং
হাতয়েদ্রাজা দ্রবিশকঃ হবেৎ ততঃ ॥ ১১৮ ॥
অপরাধাদিনং মন্তং লজ্জাভয়বিরজিতম্ ।
খনাদানেন তং শাস্তাং প্রজাপ্রীতিকরো

কালভেদে মনুষ্যের বুদ্ধিভ্রংশ কথিয়া থাকে ।
অতএব অলিত-বাক্য, অলিত-পানি, অলিত
পদ ও অলিত-দৃষ্টি দ্বারা অতিরিক্ত পান
বিচার করিবে ; যেহেতু সুরাব পরিমাণ দ্বারা
অতিপান লক্ষ্য করা যায় না ১১৪—১১৫ ।
রাজা,—অবশেষত্ৰিয়, মদ-বিহ্বলচিত্ত, দেবতা
ও গুরুর মর্যাদা-লঙ্ঘনকারী ভয়প্রদ,
সকল অনর্থের যোগ্য, শিবহাতী পাপীর
জিহ্বা দগ্ধ করিবেন, অর্ধ হরণ করিবেন
এবং ভাঙনা করিবেন । যাহার চরণ, বাক্য
ও হস্ত বিচলিত হয়, যে ব্যক্তি ভ্রমযুক্ত,
উন্মত্ত ও উদ্বিগ্ন, সেই উগ্র ব্যক্তির রাজা
দণ্ডবিধান পূর্ব্বক তাহার ধন গ্রহণ করি-
বেন । যে ব্যক্তি মন্ত, অলীল-বাক্য-উচ্চারণ-
কারী এবং লজ্জাভয়-বিহীন,—প্রজা-প্রীতি-
করক রাজা ধন গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে

নৃপঃ ॥ ১১৯ ॥ শতাভিযুক্তঃ কোলশ্চেদতি-
পানাৎ কুলেশ্বরী । পশুরেব স্ফ মন্তব্যঃ
কুলধর্ম্মবহিক্রমঃ ॥ ১২০ ॥ পিবমতিশয়ং
মদ্যং শোধিতং বাপ্যশোধিতম্ । ত্যাজ্যো
ভবতি কোলানাং দণ্ডনীয়োহপি ভূভূতঃ ॥
১২১ ॥ ব্রাহ্মণ্যে ভাৰ্য্যাং সুরাং মন্ত্যঃ পায়সস্তো
দ্বিজাতয়ঃ । শুভোদ্যভাৰ্য্যা সাক্ষিঃ পঞ্চাহং
কণভোজনাৎ ॥ ১২২ ॥ অসংস্কৃতসুরা-
পানাচ্ছুদ্যোহুপবসংস্ত্যহম্ । ভুক্ত্যপ্য-
শোধিতং মাংসমুপবাসদয়ং চরেৎ ॥ ১২৩ ॥
অসংস্কৃতে মীনমুদ্রে খাদমুপবসেদহঃ ।

শাসন করিবেন । হে কুলেশ্বরী । শতাভি-
যুক্ত কোল যদি অতিপান করেন, তাহা
হইলে তিনিও কুলধর্ম্ম-বহিক্রম প্রাপ্ত পশু
বলিয়াই গণ্য হন । মদ্য শোধিতই হউক
অথবা অশোধিতই হউক, যে ব্যক্তি উহা
অতিশয় পান করে, সে কোলগণের ত্যাজ্য
ও ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় । যদি কোন ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, মত্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-
বিধানানুসারে পরিণীতা পত্নীকে মদ্য পান
করায়, তাহা হইলে ঐ ভাৰ্য্যার সহিত পঞ্চ
দিন কণভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে ।
অসংস্কৃত-সুরাপায়ী তিনদিন উপবাস করিলে
শুদ্ধ হইবে । যদি কোন ব্যক্তি অপরি-
শোধিত মাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে
তাহাকে দুই দিন উপবাস করিতে হইবে ।
যদি কোন ব্যক্তি অসংস্কৃত মৎস্য ও মুদ্রা
ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহার এক দিবস
উপবাস কর্তব্য । যদি কোন ব্যক্তি বিধি-

অবৈধং পঞ্চমং কুর্ষ্বন ০ রাজ্ঞো দণ্ডেন
শুধ্যতি ॥ ১২৪ ॥ ভুঞ্জানো মানবং মাংসং
গোমাংসং জ্ঞানতঃ শিবে । উপে যা পক্ষং
শুদ্ধঃ স্মাৎ প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্ ॥ ১২৫ ॥
নরাকৃতিপশোর্ম্যাংসং মাংসং মাংসাদনম্ চ ।
অত্ৰা শুধোন্নয়ঃ পাপাদুর্পবাসৈশ্চিভিঃ প্রিয়ে ॥
১২৬ ॥ স্নেহান্নাং স্বপচান্নাক পশুনাং কুল-
বৈরিণাম্ । খাদয়ন্নং বিশুদ্ধঃ স্মাৎ পক্ষ-
মেকমুপোষিতঃ ॥ ১২৭ ॥ উচ্ছিষ্টং যদি
ভুঞ্জীত জ্ঞানাদেয়াং কুলেশ্বরি । শুধ্যো-
ন্নমোপবাসেনাজ্ঞানাত্ পক্ষোপনাসতঃ ॥ ১২৮ ॥

লজ্জনপূর্বক পঞ্চম তত্ত্বের সেবা করে, তাহা
হইলে সেই ব্যক্তি রাজদণ্ড দ্বারা শুদ্ধি
লাভ করিবে । ১১৬—১২৪ । হে শিবে ।
যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক মনুষ্যমাংস বা
গোমাংস ভক্ষণ করে, তাহা হইলে এক
পক্ষ উপবাস করিয়া সে ব্যক্তি শুদ্ধ হইবে,
—এই তাহার প্রায়শ্চিত্ত । হে প্রিয়ে । যে,
মনুষ্যাকৃতি পশুব মাংস বা মাংসানী জীবের
মাংস ভক্ষণ করিবে, তিন দিন উপবাস
করিলে তাহাব শুদ্ধিলাভ হইবে । যে, স্নেহ,
যবন, চ'ণ্ডাল, অথবা কুলাচাব-বিবোধী পশুর
অন্ন ভোজন করিবে, সে একপক্ষ উপবাস
করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে । হে কুলেশ্বরি ।
যদি কোন ব্যক্তি অন্তর্নেত্রী সক্ষম 'পূর্ব-
শ্লোকোক্ত) ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করে,
সে ব্যক্তি এক পক্ষ উপবাস করিলে শুদ্ধ
হইবে । জ্ঞানপূর্বক ঐ সক্ষম লোকের
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে, এক মাস উপবাস

অমুলোমেন বর্ণনামমং ভুক্ত্য সক্ষমং প্রিয়ে ।
দিনত্রয়োপবাসেন বিশুদ্ধঃ স্মান্নমাজ্ঞয়া ॥
১২৯ ॥ পশু-স্বপচ-স্নেহান্নামমং চক্রাপিতি
যদি । বীরহস্তাপিতি বাপি উদ্যান নৈব
পাপভাক্ত ॥ ১৩০ ॥ অন্নভাবে চ দৌর্ভিক্ষে
বিপদি প্রাণসঙ্কটে । নিষিদ্ধেনাদনেনাপি
রক্ষন প্রাণান্ ন পাতকী ॥ ১৩১ ॥ করিপৃষ্ঠে
তথানেকোদ্ধাহপাশ'বদ ক্লমু । অলক্ষিতেহপি
দুষ্যাণাং ভক্ষ্যদোষো ন বিদ্যতে ॥ ১৩২ ॥
পশুনভক্ষ্যমাংসাং চ ব্যাধিগুক্তানপি প্রিয়ে ।

কবিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । হে
প্রিয়ে । যদি কোন ব্যক্তি একবার অমুলোম
জাতির অর্থাৎ যথাক্রমে নীচজাতির অন্ন
ভোজন করে (যথা ;—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়
ভোজন ববে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ভোজন করে ;
ইত্যাদি ।) তবে আমার জাজ্ঞা অনুসারে
তিন দিন উপবাস করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে
পারিবে । যদি পশু চ'ণ্ডাল অথবা স্নেহের
অন্ন, চক্রে অর্পিত হয়, কিংবা বীর ব্যক্তি
হস্তে করিয়া তাহা প্রদান করেন, তবে
তাহা ভোজন করিলে কেহ পাপভাগী
হইবে না । অন্নভাব, দুর্ভিক্ষ, বিপদকাল
অথবা প্রাণসঙ্কটেব সময় উপস্থিত হইলে,
যদি কেহ নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন দ্বারা প্রাণ-
রক্ষা করে, তবে সে পাপভাগী হইবে
না । ১২৫—১৩১ । হস্তিপৃষ্ঠে, অমেক লোক
দ্বারা বহনীয় প্রস্তব বা কাষ্ঠাসনে এবং
দুষ্য-পন্যার্থের লক্ষ্য যদি না থাকে, তাহা
উচ্ছিষ্ট, ভক্ষ্য-দোষ হয় না । হে প্রিয়ে ।

ন হস্তাদৈবতার্থেহপি হস্তা চ পাতকী ভবেৎ ॥
 ১৩৩ ॥ কৃচ্ছ্রব্রতং নরঃ কুর্ধ্যাদৃগোবধে বুদ্ধি-
 পূর্ব্বকে । অজ্ঞানাদাচরেনর্কং ব্রতং শঙ্কর-
 শাসনাৎ ॥ ১৩৪ ॥ ন কেশবপনং কুর্ধ্যাম
 নখচ্ছেদনং তথা । ন ক্ষারযোগং বসনে
 যাবন ব্রতম'চরেৎ ॥ ১৩৫ ॥ উপবাসৈর্নয়ে-
 ন্মাসং মাসমেকং কলাশতৈঃ । মাসং
 তৈক্ষ্ণ্যমময়ীয়াং কৃচ্ছ্রব্রতমিদং শিবে ॥ ১৩৬ ॥
 ব্রতান্তে বাপিতশিরাঃ কোল ন জ্ঞাতীৎশচ
 বাধবান্ । ভোজয়িত্বা বিমুক্তঃ স্রাজ্জ্ঞান-
 গোবধপাতকাৎ ॥ ১৩৭ ॥ অপালনবধাদৈগোশচ

যে সকল পশুর মাংস অভক্ষ্য, যে সকল
 পশু রোগযুক্ত, দেবোদ্দেশেও সে সকল পশু
 হনন করিবে না ; হনন করিলে পাতকী
 হইবে। বুদ্ধিপূর্ব্বক গোহত্যা করিলে, কৃচ্ছ্র-
 ব্রত করিবে। অজ্ঞান বশতঃ গোহত্যা
 করিলে, শঙ্করের শাসন অনুসারে অর্ধকৃচ্ছ্র-
 ব্রত আচরণ করিবে। যে পর্য্যন্ত ঐ ব্রত-
 আচরণ না করিবে, সে পর্য্যন্ত ক্ষৌরকর্ষ্য,
 নখচ্ছেদ এবং বস্ত্রে ক্ষারসংযোগ করিবে
 না। হে শিবে! এক মাস উপবাস করিয়া
 যাপন, এক মাস কণ্ডক্ষাণ দ্বারা অতিবাহন
 ও একমাস তৈক্ষ্ণ্যম ভোজন করিয়া যাপন
 করার নাম কৃচ্ছ্রব্রত। ব্রত শেষ হইলে,
 মস্তক মুণ্ডন করিয়া লৌল-জ্ঞাপ্তি এবং বন্ধু-
 দিগকে ভোজন করাইয়া জ্ঞানকৃত গোবধ-
 জনিত পাতক হইতে বিমুক্ত হইবে। হে
 শবে! অপালনকৃত গোবধ-জনিত পাতকী
 হইলে আট দিন উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

শ্রোধোদষ্টোপবাসতঃণ বাহজাদ্যা বিশুদ্ধোদ্যুঃ
 প দন্যানক্রমাজ্জিবে ॥ ১৩৮ ॥ গম্ভোষ্টমহিষা-
 শ্বাৎশচ হস্তা কোলিনি কামতঃ । উপবাসৈ-
 ন্তিহিত্য শ্রোধোদ্যানিবঃ কৃতকিঙ্গিয়ঃ ॥ ১৩৯ ॥
 মৃগমেঘাজমার্জ্জারান্ নিঘ্নয় পবসেনহঃ ।
 ময়ূরশুকহংসাৎশচ সৃজ্যোতিব্রশনং ত্যজেৎ ॥
 ১৪০ ॥ নিহত্য সান্বিজন্তুৎশচ নজ্জমদ্যা-
 গিরামিষম্ । নিরস্থিজীবিনো হস্তা মন-
 স্থাপেন শুধ্যতি ॥ ১৪১ ॥ পশুমীনাশুজান্
 নিঘ্নয় মৃগয়ায়াং মহীপতিঃ । ন পাপার্হো
 ভবেদেবি রাজ্ঞো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৪২ ॥
 দেবোদ্দেশাৎ বিনা জাদ্র হিংসাং সর্কত্র

কিঞ্চ ক্ষত্রিয়—ছয় দিন, বৈশ্য—চারি দিন
 এবং শূদ্র—দুই দিন উপবাস করিয়া উক্ত
 পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিবে।
 ১৩২—১৩৮। হে কোলিনি। ইচ্ছাপূর্ব্বক
 হস্তী, উষ্ট্র, মহিষ, অশ্ব—এই সমুদায় জীব-
 হত্যা দ্বারা পাপী মানব, তিন দিন উপবাস
 করিলে সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ
 করিবে। মৃগ, মেঘ, ছাগ ও মার্জ্জার বধ
 করিলে, এক দিন উপবাস করিবে এবং
 ময়ূর, শুক বা হংস বধ করিলে সূর্যোর
 উদয়াবধি অস্তকাল পর্য্যন্ত উপবাস করিবে।
 অস্থিযুক্ত-জীব-হত্যা করিলে, এক রাত্রি
 নিরামিষ ভোজন করিবে। অস্থিহীন জীব-
 হত্যা করিলে, অনুতাপ দ্বারাই শুদ্ধ হইবে।
 হে দেবি। রাজা, মৃগয়াকালে পশু, মীন
 বা অশুভ জীব হত্যা করিলে পাপী হইবেন
 না, যেহেতু ইহা রাজাদিগের নিত্যধর্ম্ম।

বর্জয়েৎ । কৃত্যায়ৈ বৈধহিংসায়ৈ নরঃ
পাটৈর্ন লিপ্যতে ॥ ১৪৩ ॥ সঙ্কল্পিতব্রত-
পূর্তৌ দেবনির্মাল্যলভনে । অশুচৌ দেবতা-
স্পর্শে গায়ত্রীজপমাচরেৎ ॥ ১৪৪ ॥ মাতা
পিতা ব্রহ্মদাতা মহাত্মা গুরুঃ স্মৃতাঃ ।
নিদ্রমেতান্ বদনং ত্রুণং শুণ্ড্যং পকোপ-
বাসতঃ ॥ ১৪৫ ॥ এবম্যান্ গুরুন কোলান্
বিপ্রান্ গর্হয়পি শ্রিয়ে । সার্কিয়রোপবাসেন
মুক্তো ভবতি পাতক্যঃ ॥ ১৪৬ ॥ বিজ্ঞার্থী
মানবো দেশানখিলান্ গচ্ছতীতি । নিষিক-
কৌলিকাচারং দেশং শাস্ত্রমপি ত্যজেৎ ॥
১৪৭ ॥ গচ্ছন্ত স্বেচ্ছয়া দেশে নিষিককুল-

হে ভদ্রে । দেবোদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সকল
কর্মেই হিংসা বর্জনীয় । বৈধ হিংসা
করিলে, মনুষ্য পাপে লিপ্ত হইবে না ।
সঙ্কল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে,
দেবনির্মাল্য লভন করিলে বা অশুচ-
কালের মধ্যে দেবপ্রতিমা স্পর্শ করিলে,
গায়ত্রী জপ করিলে । মাতা, পিতা ও ব্রহ্ম-
দাতা,—ইহারা মহাগুরু । যে ব্যক্তি ইহা-
দিগের নিন্দা করিলে, বা নির্ভর বাক্য বলিলে,
সে পঞ্চ দিবস উপবাস করিয়া করিয়া শুদ্ধ
হইবে । হে শ্রিয়ে । • যে এইরূপ ভাব
কোন গুরু, কোল বা ব্রাহ্মণকে নিন্দা
করিলে, বা কটু বলিলে, সে সার্কিয় দিবস
উপবাস করিয়া পাতক হইতে মুক্ত
হইবে । ধনাধী মানবগণ সকল দেশেই
গমন করিলে পারিলে ; কিন্তু যে দেশে বা
যে শাস্ত্রে কৌলিচার নিষিক, সেই দেশ ও

বহ্নানি । কুলধর্ম্যং পতেদ্রুয়ঃ শুণ্ড্যং পূর্ণা-
ভিমেকতঃ ॥ ১৪৮ ॥ উপনোদয়মারভ্য যামা-
ষ্টকমভোজনম্ । উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়-
শ্চিত্তে বিधीয়তে ॥ ১৪৯ ॥ পিবেৎস্তোয়াজ্জলি-
কৈকং জগমপি সমীরণম্ । মানবঃ প্রাণ-
রক্ষার্থং ন ভ্রশ্যেদুপবাসতঃ ॥ ১৫০ ॥ উপ-
বাসামমর্থশ্চেদ্রাজা বা জরসাপি বা । তদা
প্রভুপবাসক ভোজয়েদ্বাদশ দ্বিজান্ ॥ ১৫১ ॥
পরনিদ্রাং নিজোৎকর্ষং বাসনাযুক্তভাষণম্ ।
অযুক্তং কস্য কুর্বাণো মনস্তাপৈর্বিষধ্যতি ॥
১৫২ ॥ অজ্ঞানি যানি পাপানি জ্ঞানাজ্ঞান-
কৃতানি । নশ্রুন্তি জপনাদেব্যাঃ সাবিত্র্যাঃ

সেই শাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে । ১৪৯—১৪৭।
যে দেশে কৌলিকাচার নিষিক, সেই দেশে
কেহ স্বেচ্ছাক্রমে গমন করিলে, কুলধর্ম্য
হইতে পতিত হইবেন ; তিনি পুনর্বার
পূর্ণাভিমেক দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবেন ।
সূর্যোদয় অবধি অষ্টপ্রহর অনাহারের নাম
উপবাস । প্রায়শ্চিত্তে তাহাই বিহিত ।
প্রাণধারণের নিমিত্ত এক অঞ্জলি জল পান
অথবা বায়ু অঙ্গন করিলে, উপবাস হইতে
ভ্রষ্ট হইবে না । বার্কিক্য বা শারীরিক
সীড়া নিবন্ধন উপবাস করিতে অসমর্থ
হইলে প্রত্যেক উপবাসের আচর্য্য দ্বাদশটি
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । পরের নিন্দা,
নিজের প্রশংসা, অথবা দুঃখাজনক অযুক্ত
বাক্য-কথন, কিংবা অবৈধ কার্য্য করিলে,
কেবল অনুতাপ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে
পারিলে । এতদ্ব্যতিরিক্ত জ্ঞান বা অজ্ঞান-

কৌলভোজনাং ॥ ১৫৩ ॥ সামান্যনিয়মান
পুংসাং স্ত্রীষু যথেষ্টমু যোজয়েৎ । যোযিতাস্ত
বিশেষোহয়ং পতিরেকো মহাশুরুঃ ॥ ১৫৪ ॥
মহারোগাধিতা যে চ যে নঃশিচিররোগিণঃ ।
স্বর্ণদানেন পুত্রাঃ স্ত্রীদৈবৈ পিত্রোহধি-
কারিণঃ ॥ ১৫৫ ॥ অপমৃতমৃতেনাপি দুষিত
বিদ্যাদগ্নিনা । গৃহং বিশোধয়েদ্ধৌমৈর্ব্যাহৃত্য
শতসংখ্যকৈঃ ॥ ১৫৬ ॥ বাপীকুপতড়াগেষু
সাম্রাং শবনিরীক্ষণাং । উদ্ধৃত্য কুণপং
তেভ্যস্তত্তত্তানু পরিশোধয়েৎ ॥ ১৫৭ ॥ পূর্ণাভি-
ষেকমমুভিমুদ্রিতৈঃ শুদ্ধবারিভিঃ । পূর্ণোক্ত-

কৃত সকল পাপই গায়ত্রীদেবীর উপাসনা ও
কৌলভোজন দ্বারা বিনষ্ট হয় । পুরুষের
প্রতি যে সমুদায় সাধারণ নিয়ম বিহিত
হইল, তাহা স্ত্রীলোক ও নপুংসকদিগের
প্রতি যোগ করিবে । কিন্তু স্ত্রীজাতির
বিশেষ এই যে, তাহাদের তর্জাই মহাশুরু ।
যাহারা মহাব্যাধিগ্রস্ত ও যাহারা চির-
রোগী, তাহারা স্বর্ণ দান দ্বারা পবিত্র
হইয়া দৈব ও পৈত্র কৰ্ম্মে অধিকারী
হইবে । কোন গৃহ—অপমৃত ব্যক্তি দ্বারা
অথবা বিদ্যাদগ্নি দ্বারা দুষিত হইলে “ভুঃ
স্বাহা, ভুঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা” এই ব্যাহতি
দ্বারা শতসংখ্যক হোম করিয়া সেই গৃহ
শোধন করিবে । বাপী, কুপ, ওড়াগ প্রভৃ-
তিতে অগ্নিযুক্ত শব দেখা যাইলে সেই শব
উত্তোলনান্তে বাপী কুপ প্রভৃতি শোধন
করিবে । (উহা শোধন করিবার বিধি এই-
রূপ যথা,) একবিংশতি কুস্ত্র বিস্তৃত জল,

সপ্তকুস্ত্রোত্তান প্রাণয়েদিত্তি শোধনম্ ॥ ১৫৮ ॥
যদি দলগ্রসান্তে স্ত্র্যাঃ শবদুর্গন্ধদুষিতাঃ ।
সপদং সলিলং সর্ষপদুস্ত্য প্রাণয়েৎ তু তান ॥
১৫৯ ॥ মর্জি ভূরীনি তোর নি গজদলানি
তেযু চেৎ । শতকুস্ত্রজলোদ্ধারিত্যেবেকেন
শোধয়েৎ ॥ ১৬০ ॥ যদ্যেবং শোধিতা ন
জ্বামু তস্পৃষ্টজলাশয়ঃ । অপয়মলিনান্তেষাং
প্রতিষ্ঠামপি নাচরেৎ ॥ ১৬১ ॥ জ্ঞানমেধ
জলৈরেবাং কুর্কনু কৰ্ম্ম বৃথা ভবেৎ । দিন-
মেকং নিরাহারঃ শুধোং পক্ষামুভাশনাং ॥
১৬২ ॥ যাচৎ ধূমিনং দৃষ্টা বীরং যুদ্ধ-

পূর্ণাভিষেক-মন্ত্র দ্বারা মর্জিত করিয়া তদ্বারা
ঐ বাপী প্রভৃতিতে প্রাণন করিবে । যদি ঐ
বাপী প্রভৃতিতে জল জল থাকে এবং
শবের দুর্গন্ধ তাহা দুষিত হয়, তাহা হইলে
তাহার সমুদায় জল পক্ষের সহিত উদ্ধার
করিয়া পূর্ণোক্ত প্রকারে তাহাদিগকে
প্রাণন করিবে । ১৫৮—১৫৯ । উক্ত
জলাশয়ে যদি হস্তি-প্রমাণ বহু জল থাকে,
তাহা হইলে একশত কুস্ত্র জল উত্তোলন-
পূর্বক উক্ত অভিষেক-মন্ত্রপুত একবিংশতি
কুস্ত্রমলিল দ্বারা প্রাণিত করিয়া তাহাকে
শোধন করিবে । নবস্পৃষ্ট জলাশয় যদি
এরূপে শোধিত না হয়, তবে তাহার জল-
পান কর্তব্য নহে এবং তাদৃশ জলাশয়ের
প্রতিষ্ঠাও করিবে না । এই জলে জ্ঞান বা
ইহা দ্বারা কোন কৰ্ম্ম করিলে তাহা বৃথা
হয় । এই জলে জ্ঞান করিলে বা জল দ্বারা
কোন কৰ্ম্ম করিলে, তাহারা একদিন নিরা-

পরাধুৰ্ম্ম। দুষকং কুলধৰ্ম্মাণং মদ্যপানক
কুলজিয়ম্ ॥ ১৬৩ ॥ মিত্রজ্যেহকরং মর্ত্যং
স্বয়ং পাপরতং বুধম্ । পশুন্ স্বর্ঘ্যং স্মরন্
বিমুখং সচেগঃ জ্ঞানমাচরেৎ ॥ ১৬৪ ॥ স্বর-
কুকটকোলাংষ্ট বিক্রীণস্তো দ্বিজাতয়ঃ ।
নীচবৃত্তিং চরন্তোহপি শুভোযুক্তিদিনব্রতং ॥
১৬৫ ॥ দিনমেকং নিরাহারো দ্বিতীয়ং কণ-
ভোজনঃ । অপরম্ নয়েদন্তিস্তিদিনব্রত-
মগ্নিকে ॥ ১৬৬ ॥ গৃহেহুদ্যাটিতধারেহনাহুঃ
প্রবিশ্ন নরঃ । বারিতার্থপ্রবজ্ঞাপি পকাহ-

হারে থাকিয়া পকামৃত পান করণানন্তর
শুদ্ধি লাভ করিবে। যে ধনবান্ হইয়া
যাজ্ঞা করে, বীর হইয়া সংগ্রাম হইতে
পরাধুৰ্ম্ম হয়, যে কুলধর্ম্মের দুষক, যে কুল-
কামিনী হইয়া সুরাপান করে, যে মিত্রজ্যেহ
করে বা যে পশিত হইয়া স্বয়ং পাপাচরণে
রত হয়, তাহাদিগের অগ্রতমকে যে দর্শন
করিবে, সেই ব্যক্তি স্বর্ঘ্য দর্শনপূর্ব্বক বিষ্ণু-
স্মরণান্তে সেই বস্তুর সহ জ্ঞান করিয়া
পাপ হইতে মুক্ত হইবে। যে দ্বিজাতি
হইয়া গর্দভ, কুকট অথবা শূকর বিক্রয়
করে কিংবা অশ্রু নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়,
তিন দিন ব্রতানুষ্ঠান করিলে তাহার শুদ্ধি-
লাভ হইবে। হে অগ্নিকে । তিন দিন ব্রত
করিবার রীতি এই যে, একদিন অনাহার,
একদিন কণভোজন ও একদিন জল পান
করিবে। বারব্রত গৃহে যদি কেহ আহুত
না হইয়া প্রবেশ করে, অথবা যে কথা
বলিতে বারণ আছে, সেই কথা বলিয়া

মশনং ত্যজেৎ ॥ ১৬৭ ॥ আগচ্ছতো গুরু-
দৃষ্টা নোস্তিষ্ঠেদযো মদাষিতঃ । তথৈব কুণ-
শাস্ত্রানি শুভোদেকোপবাসতঃ ॥ ১৬৮ ॥ এত-
স্মিন্ শান্তবে শান্ত্রে ব্যক্তার্থপদবৃ-
হিতে কুটেনাং বজ্রযন্তঃ পতিত্যা যাত্যাদোগতিম্ ।
১৬৯ ॥ ইদং তে কথিতং দেবি সারংসারং
পরংপরম্ । ইহামুত্রার্থদং ধর্ম্ম্যং পানং
হিতকারকম্ ॥ ১৭০ ॥

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে দ্বাপরানিষ্ট-
জনকপাপপ্রায়শ্চিত্তকথনং নার্মেকাদশ
উল্লাসঃ ॥ ১১ ॥

ফলে, তাহা হইলে পাঁচ দিন আহার
ত্যাগ করিতে হইবে। যে গর্কযুক্ত হইয়া,
আগমনকারী গুরুজনকে দেখিয়া গাত্ৰোথান
না করে, অথবা কুলশাস্ত্র আনিতে দেখিয়া
গাত্ৰোথান না করে, সেই ব্যক্তি এক দিন
উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। সুব্যক্ত অর্থ-
যুক্ত নিবশ্রীত এই শাস্ত্রে যাহারা কুট অর্ণ
করিবে, তাহারা পতিত হইয়া অধোগতি
লাভ করিবে। হে দেবি। তোমার নিকট
যুহা কথিত হইল, ইহা সার হইতে সার,
উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, ধর্ম্ম্য, পবিত্রতা
কারক, হিতকারক এবং ইহলোকে ও পর-
লোকে পরমার্থপ্রদ। ১৬০—১৭০।

একাদশ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ উল্লাসঃ ।

শ্রীমদাশ্বিনী উবাচ । ভূয়ন্তে কথমা-
 মাদ্যো ব্যবহারান্ সনাতনান্ । যান্ রক্ষান্
 প্রবিদান্ রাজা স্বচ্ছন্দং পালয়েৎ প্রজাঃ ॥১॥
 নিয়মেন বিনা রাজ্ঞো মানবাঃ ধনলোলুপাঃ ।
 মিথস্তে বিনদিযান্তি গুরু-স্বজন-বন্ধুভিঃ ॥২॥
 ব্যতিস্তুতি তদা দেবি স্বার্থিনো বিত্তহতবে ।
 পাপাশ্রয়া ভবিযান্তি হিংসয়া চ জিহীর্ষয়া ॥
 ৩॥ অতস্তেষাং হিতার্থায় নিয়মো ধর্মসম্মতঃ ।
 নিষোজ্যতে সমাপ্রিত্য ন ভ্রংশ্যুঃ শুভানরাঃ ॥
 ৪ ॥ দণ্ডয়েৎ পাপিনো রাজা যথা পাপাপ-

দ্বাদশ উল্লাস ।

শ্রীমদাশ্বিনী কহিলেন,—হে আদ্যো ।
 অগ্নি পুনর্বার তোমাকে সনাতন ব্যবহার
 বলিতেছি ; রাজা যে ব্যবহার রক্ষা করিলে
 এবং বিদিত হইলে স্বচ্ছন্দে প্রজা পালন
 করিতে পারেন । রাজার নিয়ম ব্যতিরেকে
 মানবগণ ধনলোলুপ হইয়া গুরুজন, স্বজন
 ও বন্ধু বান্ধবের সহিত পরস্পর বিবাদ
 করিবে । হে দেবি । ধনের নিমিত্ত পরস্পর
 পরস্পরকে প্রহার ও বিনাশ করিবে এবং
 তাহারা,—হিংসা ও ধনহরণেচ্ছা দ্বারা
 পাপাবলম্বী হইবে । অতএব আমি মনুষ্য-
 দিগের মঙ্গলের জন্ত ধর্মসম্মত রাজনিয়ম
 নিবন্ধ করিতেছি । মানবগণ এই নিয়মের
 অনুবর্তী হইলে কখনও মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট
 হইবে না । রাজা পাপ-ধণ্ডনের নিমিত্ত
 যেমন পাপীদিগের দণ্ডবিধান করিবেন,

কুণ্ডয়ে । তথৈক বিভজেদায়ান্ নৃণাং সম্বন্ধ-
 ভেদতঃ ॥ ৫ ॥ সম্বন্ধো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো
 বিবাহাজ্জন্মানস্তথা । তত্রৌষাহিকসম্বন্ধাদ-
 পত্ন্যা বলবর্তরঃ ॥ ৬ ॥ দায়ে তুর্জাতনাজ্জায়ান্
 সম্বন্ধোহধস্তনঃ শিবে । অধউর্জক্রমাৎ স্ত্রীতঃ
 পুমান্ মুখ্যতরঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥ তত্রাপি সন্নি-
 কর্ষেণ সম্বন্ধী দায়মর্হতি । অনেন বিধিনা
 ধীরা বিভজেয়ুঃ ক্রমাঙ্কনম্ ॥ ৮ ॥ মৃতস্ত
 পুত্রে পৌত্রে চ কন্যাসু পিতরি দ্বিতে ।
 ভাৰ্য্যায়ামপি দায়ার্হঃ পুত্র এব ন চাপরঃ ॥
 ৯ ॥ বহুবস্তনয়া যত্র সর্কে তত্র সমাংশিনঃ ।
 জ্যেষ্ঠে রাজ্যাধিকারিত্বং তৎ তু বংশানু-

মেই প্রকার মনুষ্যদিগের সম্বন্ধভেদে দায়
 বিভাগ করিয়া দিবেন । বিবাহ ও জন্ম-
 ভেদে সম্বন্ধ দুই প্রকার । ইহার মধ্যে
 বৈবাহিক সম্বন্ধ অপেক্ষা জন্মাধীন সম্বন্ধ
 অতিশয় বলবান । হে শিবে । ধনাধিকার
 বিষয়ে উর্জতন সম্বন্ধ অপেক্ষা অধস্তন সম্বন্ধ
 শ্রেষ্ঠ । এইরূপ অধ-উর্জ ক্রমে স্ত্রীজাতি
 অপেক্ষা পুরুষজাতিই শ্রেষ্ঠ । ইহার মধ্যে
 অধিকতর নিকট সম্বন্ধক্রমে দায়াদিকারী
 হইবে । পশ্চিাতগণ এই বিধানানুসারে
 যথাক্রমে ধনবিভাগ করিবেন । ১—৮ । মৃত
 ব্যক্তির যদি পুত্র, পৌত্র, কন্যা, পিতা ও
 ভাৰ্য্যা প্রভৃতি জীবিত থাকে; তাহা হইলে
 পুত্রই ধনাধিকারী হইবে, অতঃ কেহ হইবে
 না । যে স্থলে বহু সন্তান আছে, সে
 স্থলে সকল পুত্রই সমান অংশ প্রাপ্ত
 হইবে ; কিন্তু বংশানুক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রই

সারতঃ ॥ ১০ ॥ ঋণং যৎ পৈতৃকং তচ্চ
শোধয়েৎ পৈতৃকৈর্ধনৈঃ । তস্মিন্ দ্বিতে
বিভাগার্হং ন ভবেৎ পৈতৃকং বহু ॥ ১১ ॥
বিভজ্য যদি গৃহীযুর্বিভবং পৈতৃকং নরঃ ।
তেভ্যস্তদনমাহীত্য পিতৃণাং দাপয়েন্ পঃ ॥
১২ ॥ যথা স্বকৃতপাপেণ নিরয়ং যান্তি
মানবাঃ । ঋণেনাপি তথা বন্ধঃ স্বয়মেব ন
চাপরঃ ॥ ১৩ ॥ সাধারণং ধনং যচ্চ শ্রাবরং
শ্রাবরেতরম্ । অংশিনঃ প্রাপ্তুমর্হন্তি স্বং
স্বমংশং বিভাগতঃ ॥ ১৪ ॥ অংশিনাং
সম্মতাবেব বিভাগঃ পরিষিদ্ধতি । তেযাম-
সম্মতো রাজা সমদৃষ্ট্যঙ্কমাচরেৎ ॥ ১৫ ॥

রাজ্যাধিকারী হইবে । যদি পৈতৃক ঋণ
থাকে, ছবে পৈতৃক ধন হইতেই তাহা শোধ
করিতে হইবে, যেহেতু পৈতৃক ঋণ থাকিলে
পৈতৃক ধন বিভাগযোগ্য হয় না । যদি পৈতৃক
ঋণ থাকিতে পুত্রেরা পৈতৃক ধন বিভাগ
করিয়া লয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদের
নিকট সেই ধন গ্রহণ করিয়া পৈতৃক ঋণ
পরিশোধ করাইবেন । আপনি পাপ করিলে
যেমন আপনাকেই নরকে যাইতে হয়,
সেইরূপ নিজকৃত ঋণে নিজকেই বন্ধ হইতে
হয় ; অপর কেহই বন্ধ হয় না । শ্রাবর
বা অশ্রাবর যাহা কিছু সাধারণ ধন,
অংশীরা বিভাগানুসারে তাহা হইতে
আপন আপন অংশ প্রাপ্ত হইতে পাবেন ।
অংশীদিগের সম্মতি হইলেই বিভাগ সিদ্ধ
হইবে ; তাহাদিগের অসম্মতি হইলে
রাজা পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিতে, অংশ করিয়া

শ্রাবরশ্চ চরশ্চাপি বিভাগানর্হবক্ষনঃ । মূল্যং
বা তদুপস্বত্বমংশিনাং বিভজেন্ পঃ ॥ ১৬ ॥
বিভক্তেহপি ধনে যন্ত স্ত্রীয়াংশঃ প্রতি-
পাদয়েৎ । পুনর্বিভজ্য তদুপস্বত্বমপ্রাপ্তাংশায়
দাপয়েৎ ॥ ১৭ ॥ কৃতে বিভাগে অব্যাপা-
মংশিনাং সম্মতো শিবে । পুনর্বিবাদয়ন্তত্র
শাস্তো ভবতি ভূতঃ ॥ ১৮ ॥ দ্বিতে প্রোক্ত
পৌত্রে চ ভার্ঘ্যস্বাক পিতৃ্যপি । পৌত্র
এব ধনার্হঃ স্ত্র্যদধস্তাজ্জমগৌরবাৎ ॥ ১৯ ॥
অপুত্রশ্চ দ্বিতে তাতে সে দরে চ পিতা-
মহে । জমাতঃ সমিকর্ষেণ পিতৈবাস্ত্র ধনং

দিবেন । যে শ্রাবর অশ্রাবর বিভাগ করিতে
পারা যায় না, রাজা তাহার মূল্য বা উপস্বত্ব
অংশীদিগকে বিভাগ করিয়া দিবেন । ধন
বিভক্ত হইবার পরেও যে ব্যক্তি ঐ ধনে
আপন অংশ প্রমাণিত করে, রাজা সেই
ধন পুনর্বার বিভাগ করিয়া সেই অলক্ষ-
অংশ ব্যক্তিকে দেওয়াইবেন । হে
শিবে । সমুদায় অংশীর সম্মতি-ক্রমে
ধন বিভাগ করিবার পর (পূর্বকৃত
বিভাগ অস্বীকারপূর্বক) ঐ বিভাগে পুন-
র্বার বিবাকারী ব্যক্তি, রাজার নিকটে
দণ্ডনীয় হইবে । মৃত ব্যক্তির পৌত্র,
ভার্ঘ্য ও পিতা বিদ্যমান থাকিলে ঐ
পৌত্রই অধস্তনরূপ গৌরব নিবন্ধন
ধনাধিকারী হইবে । ১৬—১৯ । অপুত্র মৃত
ব্যক্তির পিতা, মহোদর ও পিতামহ
থাকিলে, জন্ম অনুসারে নৈকট্য বশতঃ
পিতাই তাহার ধনাধিকারী হইবে । হে

হরেৎ ॥ ২০ ॥ , বিদ্যমানাঃ কণ্ডাঃ সন্নি-
কৃষ্টাঃপি শ্রিয়ে । মৃতস্ত পৌত্রো ধনভাগ-
যতোমুখ্যতরঃ পুমান্ ॥ ২১ ॥ ধনং মৃতেন
পুত্রেন পৌত্রেন যতি পিতামহাৎ । অতোহত্র
গীয়েতে লোকৈঃ পুত্ররূপঃ স্বয়ং পিতা ॥ ২২ ॥
ঔদ্ধাহিকেহপি সমক্ষে ব্রাহ্মী ভাৰ্গ্যা বরী-
য়সী । অপুত্রস্য হরেৎকুখং পত্ন্যদেহাঙ্ক-
হারিণী ॥ ২৩ ॥ পতিপুত্রবিহীনা তু সংপ্রাপ্য
স্বামিনো ধনম্ । নৈব দাতুং ন বিক্রেতুং
সমৰ্থা স্বধনং বিনা ॥ ২৪ ॥ পিতৃভিঃ পুস্তরৈ-
র্বাপি দত্তং যক্ষ্মণস্যাতম্ । স্বকৃত্যোপা-
র্জিতং যচ্চ স্ত্রীধনং তৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৫ ॥
তস্মাৎ মৃতায়ামকুখং তৎ পুনঃ স্বামিপদং

শ্রিয়ে । কণ্ডা অতি সন্নিকৃষ্টা হইলেও মৃত
ব্যক্তির ঐ কণ্ডা বিদ্যমান থাকিতে পৌত্র
ধনাধিকারী হইবে; যেহেতু স্ত্রী অপেক্ষা
পুরুষই মুখ্যতর । মৃত পুত্র সোপান করিয়া
ধন পিতামহ হইতে পৌত্রে গমন করিবে ।
এইজন্য লোকে কীৰ্ত্তিত হয় যে, পিতা
স্বয়ংই পুত্ররূপ । ঔদ্ধাহিক সমক্ষে ব্রাহ্মী
বিধি অনুসারে নিবাহিতা ভাৰ্গ্যাই শ্রেষ্ঠা ।
ভর্তার অঙ্গীক্সরূপা সেই ব্রাহ্মী ভাৰ্গ্যাই
অপুত্র স্বামীৰ ধনাধিকারিণী হইবে । পতি-
পুত্র-বিহীনা নারী স্বামিধন প্রাপ্ত হইলেও
দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না; কেবল
স্ত্রীধন দান-বিক্রয় করিতে পারিবে । পিতৃ-
কুলের বা পুস্তর-কুলের দত্ত ধন অথবা ধর্ম্ম-
নুসারে নিজ কার্য্য দ্বারা উপার্জিত যে ধন
তাহা "স্ত্রীধন" বলিয়া কথিত । ঐ নারী

ব্রজেৎ । তদামৃতরো দিকুখমধ-উর্দ্ধকমা-
করেৎ ॥ ২৬ ॥ মৃতে পতৌ স্বদর্শনং পতি-
বন্ধুবশে স্থিতা । তদভাবে পিতৃবক্ষ্যোস্তিষ্ঠতী
দায়মহতি ॥ ২৭ ॥ শক্তিভ্যাভিচারাপি ন
পত্ন্যদায়াভাগিনী । লভতে জীবনং মাত্রং
ভর্তৃবিভবহারিণঃ ॥ ২৮ ॥ বহব্যাশেচন-
নিতাস্তস্য স্বর্ঘ্যতুর্ধন্যতং পরাঃ । ভজেরন
স্বামিনো বিস্তং সমাশ্বশন শুচিশিতে ॥
২৯ ॥ পত্ন্যধনহরায়াস্ত মৃতে ভর্তৃহতা-
স্থিতে পুনঃ স্বামিপদং গতা ধনং হৃদিতরং

মৃত্যু হইলে প্রাপ্ত স্বামি-ধন পুনর্বার স্বামি-
ধন-স্থানীয় হইবে, অর্থাৎ ঐ স্ত্রীর অধিকারে
আসিগা পূর্বে যেমন ছিল, সেইরূপ হইবে,
(বিশ্ব মে স্বামী না থাকায়) উর্দ্ধতন
অনুসারে অতি নিকটবর্তী ব্যক্তি ঐ ধন
প্রাপ্ত হইবে । ২০—২৬ । স্বামীর মৃত্যুর
পর নারী স্বধর্ম্ম অনুসারে থাকিয়া পতি-
বন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া, তদভাবে পিতৃ-
বন্ধুদিগের বশবর্ত্তিনী হইয়া, আত্মহান করিলে,
ধনাধিকারিণী হইবে । যে নারীর প্রতি
ব্যভিচারের শঙ্কাও হইবে, সে ভর্তৃধন প্রাপ্ত
হইবে না । যে ব্যক্তি তাহার স্বামি-ধনে
অধিকারী হইকে, তাহার নিকট বিভব
অনুসারে জীবিকামাত্র প্রাপ্ত হইবে । হে
শুচিশিতে । যদি স্বর্গ-প্রাপ্ত ব্যক্তির বহু
পত্নী থাকে, তাহা হইলে তাহার সকলেই
সমান অংশ করিয়া সেই ভর্তৃধন লইবে ।
স্বামি-ধন-ভাগিনী পত্নীর মৃত্যু হইলে এবং
ভর্তার কণ্ডা বিদ্যমান থাকিলে, সেই ধন

অন্তঃ ॥ ৩০ ॥ এবং দ্বিতীয়াং কন্যায়া-
মুখ্যং পুত্রাধ্বনং । তনুতো স্বামিনং
প্রাপ্য পুত্রাং তৎসুতামিমাং ॥ ৩১ ॥
তথা পিতামহে মৃত্যু বিস্তং মাতৃগতং শিবে
তস্তাং সুত্যাং পুত্রেন ভক্তা পুত্রগতং
ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ মৃত্যুশ্চক্ৰগতং বিস্তং যথা
প্রাপ্যতি তৎপিতা । জনশ্চপি তথ পৌতি
পতিহীন ভবেদ্যদি ॥ ৩৩ ॥ অতঃ সত্যং
জনশ্চক্ৰ বিমাতা ন ধনং হরেৎ । মৃত্যু জন-
শ্চক্ৰং প্রাপ্য পিতা গচ্ছে বিমাতরম্ ॥ ৩৪ ॥
অধস্তনানাং বিবহাদযথা বিকৃতং ন যাতাধঃ ।
যেনৈবাপস্তনং প্রাপ্তং তেনৈবোক্তং তদা

পুনর্বার ভর্তৃধন-স্থানীয় হইয়া দুহিতগামী
হইবে । এইরূপ কন্যা বর্তমানে পুত্রবধূগতধন
পুত্রবধূমৃত্যু হইলে পুনর্বার স্বামীকে প্রাপ্ত
হইয়া পুত্রগত, পুত্র হইতে সেই ধন
কন্যা প্রাপ্ত হয় । হে শিবে । এইরূপ পিতা-
মহ বিদ্যমান থাকিতে যদি ধন মাতৃগামী
হয়, মাতার মৃত্যুর পর সেই ধন মাতার
ভর্তা, অথচ পিতামহের পুত্রের ধনস্থানীয়
হইয়া পিতামহগামী হইবে । মৃত ব্যক্তির
উচ্চগত ধন যেমন পিতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ
পতিহীনা মাতাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
জননী বর্তমান থাকিতে বিমাতা ধনভাগিনী
হইবে না । জননীর মৃত্যু হইলে, পুত্রকে
অজ্ঞায় করিয়া পিতা দ্বারা বিমাতাও ধন-
ভাগিনী হইবে । অধস্তন অধিকারীর
অভাব হইলে, ধন অধোগামী হয় না,
পুত্রকে সেই ধন যে ক্রমে অধোগামী হইয়া-

অন্তঃ ॥ ৩৫ ॥ অতঃ দ্বিতী পিতৃব্যস্ব ধনং
স্বগতক সৎ । পত্যৌ দ্বিতেনপত্যয়া
মৃত্যু পিতৃব্যমাজ্ঞয়েৎ ॥ ৩৬ ॥ উচ্চাধ্বনমধঃ
প্রাপ্য পুমাংসমবলম্বতে । অতঃ সত্যং
সোদরায়াং বৈমাত্রেয়ো ধনং হরেৎ ॥ ৩৭ ॥
দ্বিতীয়াং সোদরায়াং বিমাতৃঃ পুত্রসন্ততো ।
বৈমাত্রেয়গতং বিস্তং বৈমাত্রেয়ায়য়ো ভক্তেৎ ।
৩৮ ॥ মৃত্যু সোদরো ভাতা বৈমাত্রেয়স্তথা
শিবে । ধনং পিতৃগতত্বেন বিভক্তোঃ সমাং-
শিনো ॥ ৩৯ ॥ কন্যায়াং জীবিতায়াক তদ-

ছিল অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত আসিয়া-
ছিল, সেই ক্রমেই উচ্চগামী হইবে ।
২৭—৩৫ । অতএব পিতৃব্য থাকিতে ধন
ভগিনীগামী হইলেও কন্যা-পুত্র-রহিতা ঐ
ভগিনীর পতি বিদ্যমান থাকিতে মৃত্যু
হইবার পর সেই ধন পিতৃব্যই প্রাপ্ত
হইবে । ধন উচ্চ হইতে অধোগামী
হইয়া, প্রথমে পুত্রকে আশ্রয় করে ;
অতএব সহোদরা ভগিনী বর্তমান
থাকিতেও বৈমাত্রেয় ভাতা ধনধিকারী
হইবে । সহোদরা ভগিনী ও বৈমাত্রেয়
ভাতার সম্মান বিদ্যমান থাকিলেও
বৈমাত্রেয়-ভাতৃগত ধন বৈমাত্র ভাতার
সম্মানই প্রাপ্ত হইবে । হে শিবে । মৃত
ব্যক্তির ধন সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাতা
উভয়ে সমান বিভাগ করিয়া লইবে ;
কিন্তু, ঐ ধন, মৃত ব্যক্তির পিতৃ-ধন-স্থানীয়
হয় । কন্যা জীবিত থাকিতে তাহার পুত্র
ধনধিকারী হইবে না । যে স্থলে যে ধনধি-

পত্যং ন দায়ভাক্ত । যত্র যদ্বাদিতং বিভং
তস্মৈ তাবপন্নং ব্রজেৎ ॥ ৪০ ॥ বিভজেয়ুর্হু-
তবঃ পুত্রাভাবে পিতুর্বসু । উদাহরন্ত্যোহনু-
চাঁক পিতুঃ সাধারনৈর্ধনৈঃ ॥ ৪১ ॥ অসমুভ্য।
মুদ্রায়াম্ চ জীধনং জামিনং ব্রজেৎ । অম্মৎ
তু অবিধং যস্যাদাপ্তং তৎপদমাশ্রয়েৎ ॥ ৪২ ॥
শ্রোতলক্ষ্যধনৈর্নারী বিদধ্যাদাপ্যপোষণম্ ।
পুণ্যম্ তদুপস্বতৈর্ন শক্তা দানবিক্রয়ে ॥ ৪৩ ॥
পিতামহস্যুযায়াক সত্যং তাত্তবিমাতরি ।
পিতামহগতং রিকুথং তৎপুত্রেণ সুষাং
ব্রজেৎ ॥ ৪৪ ॥ পিতামহে পিতৃব্যে চ তথা

কারের বাধক, সেই স্থলে তাহার মৃত্যুর
পর অপরকে আশ্রয় করিবে, (এখানে কন্যা,
দৌহিত্রের ধনাধিকারের বাধক, স্ততরাং
কন্যার মৃত্যুর পর দৌহিত্র অধিকারী) ।
অবিবাহিতা ভগিনীর বিবাহ, সাধারণ
পৈতৃক ধন দ্বারা দিয়া, পুত্র না থাকিলে
কন্যার পিতৃধন বিভাগ করিয়া লইবে ।
সমুত্তি-রহিত মৃত নারীর জীধন স্বামী প্রাপ্ত
হইবে । জীধন ভিন্ন অম্ম ধন যাহার
উত্তরাধিকার-স্বত্রে প্রাপ্তি হইয়াছিল, সেষ্ট
ব্যক্তির উত্তরাধিকারী তাহা প্রাপ্ত হইবে ।
নারী, উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে যে ধন শ্রোত
হইতে প্রাপ্ত হইবে, তাহা হইতে আপনার
অপোষণ করিবে এবং তাহার উপস্বত্ব
দ্বারা পুণ্য কর্ম করিবে, কিন্তু দান-বিক্রয়
করিতে পারিবে না । পিতৃব্য-পত্নী ও
পিতৃ-বিমাতা বিদ্যমান থাকিলে, ধন পিতা-
মহগামী হইয়া পশ্চাৎ পিতৃব্য দ্বারা

ভাতরি জীবতি । অধোভবানাং মুখ্যত্বাদ-
ভাতৈব ধনভাগুভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ পিতৃব্যং
সম্বিকর্ষেৎ তুল্যো ভাতৃপিতামহৌ । ধনং
পিতৃপদং গতা প্রাপ্তো ভাতৃভাবং ব্রজেৎ ॥ ৪৬ ॥
শ্রুতং পাপ্যপত্যে হুহিতুঃ শ্রোতম্ পিতরি
শ্রুতে । হুহিতপত্যং ধনভাগিনং যস্যাদিধো-
মুখম্ ॥ ৪৭ ॥ স্বপ্রয়াতুঃ শ্রুতে তাত্তে তথা
মাতরি কালিকে । পুংসৌ মুখ্যতরত্বেন ধন-
হারী ভবেৎ পিতা ॥ ৪৮ ॥ শ্রুতঃ স্বপিতৃ-
সাপিত্তো বর্ত্তমানেহপি মাতুলে । শ্রোতম্
ধনহারী ত্বাং পিতুঃ সম্বন্ধগৌরবাৎ ॥ ৪৯ ॥
অধস্তাদিগমনাভাবে " ধনমূর্কভবং গতম্ ।

পিতৃব্য-পত্নীকেই আশ্রয় করিবে । পিতা-
মহ, পিতৃব্য ও ভাতা জীবিত থাকিলে,
অধ ন পুরুষের প্রধানতা হেতু ভাতাই
ধনভাগী হইবে । পিতৃব্য অপেক্ষা ভাতা
ও পিতামহ উভয়েই সমান সম্বিকর্ষ,
ঈদৃশ স্থলে মৃত ব্যক্তির ধন পিতৃধন-
স্থানীয় হইয়া ভাতৃগামী হইবে । ৪৬—৪৭ ।
মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র ও পিতা বর্ত্তমান
থাকিলে, দৌহিত্রই ধনাধিকারী হইবে,
যেহেতু ধন স্বভাবতই অধোগামী । হে
কালিকে ! স্বর্গগত ব্যক্তির পিতা ও মাতা
বিদ্যমান থাকিলে পুরুষের মুখ্যতরত্ব হেতু
পিতাই ধনাধিকারী হইবে । মৃত ব্যক্তির
মাতুল জীবিত থাকিলেও পিতৃসম্বন্ধের
গৌরব হেতু পিতৃসপিত্ত ব্যক্তিই ধন
প্রাপ্ত হইবে । হে শিবে ! ধন অধো-
গামী হইতে না পারিলে, উর্দ্ধতন পুরুষকে

তত্রাপি পুংসাং মুখ্যত্বমিতং পিতৃকুলং
শিবে । অতোহত্র সন্নিকটোহপি মাতুলো
নাপ্ন যাক্ষনম্ ॥ ৫০ ॥ জীবিতপিতৃকঃ পৌত্রঃ
পিতৃব্যঃ সহ পার্শ্বতি । পিতামহস্য ত্রিবিধা
স্বপিতৃদায়মহতি ॥ ৫১ ॥ ভ্রাতৃহীনা তথা
পৌত্রী পিতৃব্যঃ সমভাগিনী । পিতামহধনং
সৌম্যা হরেচ্ছেদ্য তমাতৃকা ॥ ৫২ ॥ সত্যং
পৌত্রাঃ পিতামহঃ পৌত্র্যাঃ পিতৃসমর্থাপি ।
বিস্তে পিতৃগতে দেবি পৌত্রী তত্রাধিকারিনী ॥
৫৩ ॥ অধোগামিযু বিস্তেযু পুমান্ জ্যায়ানধ-
স্তনঃ । উর্দ্ধগামিধনে শ্রেষ্ঠঃ পুমানুর্দ্ধোভবো
ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ অতঃ সূত্রায়ং পৌত্র্যাক

প্রাপ্ত হয় ; তন্মধ্যে পুরুষদিগেব প্রধানতা
প্রযুক্ত অত্রে ধন পিতৃকুলেই গমন করে ;
এই কারণে এ স্থলে মাতুল সন্নিকটে
হইলেও ধনভাগী হন না । হে পার্শ্বতি ।
মৃতপিতৃক পৌত্র ও পুত্র বিদ্যমান থাকিলে
মৃতপিতৃক পৌত্র পিতামহের ধন হইতে
পিতার প্রাপ্য অংশ প্রাপ্ত হইবে । পৌত্রী
যদি ভ্রাতৃহীনা, পিতৃমাতৃহীনা ও স্বধর্ম্মানু-
বর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে পিতামহধনে
পিতৃব্যের সহিত সমভাগিনী হইবে । হে
দেবি । পৌত্রীর পিতামহী ও পিতৃমহা
জীবিত থাকিলেও পিতৃগত ধনে পৌত্রীই
অধিকারিনী হইবে অর্থাৎ ধনীর কন্যা,
জননী, ভগিনীর মধ্যে কন্যাই উত্তরাধি-
কারিনী । অধোগামী ধনে স্বধস্তন পুরুষেরই
প্রাধান্য এবং উর্দ্ধগামী ধনে উর্দ্ধস্তন
পুরুষেরই প্রাধান্য হইবে । হে প্রিয়ে ।

সত্যং দ্বিহিতরি প্রিয়ে । প্রেতস্য বিস্তবৎ হর্ষে
নৈব শকোতি তৎপিতা ॥ ৫৫ ॥ যদা পিতৃ-
কুলে ন স্যাদ্ তত্ৰ ধনভাগিনম্ । পূর্ব্বোক্ত-
বিধিনা বিকৃতং মাতামহকুলং ভজেৎ ॥ ৫৬ ॥
মাতামহগতং বিস্তং মাতুলৈশ্চৈব সূতাদিভিঃ ।
অবদ্যুর্দ্ধক্রমেণৈবং পুংসাং স্ত্রিয়মাজ্ঞয়েৎ ॥
৫৭ ॥ ব্রাহ্মণ্যযয়ে বিদ্যমানে পিত্রোঃ সাপিণ্ডেন
স্থিতে । মৃতস্য শৈবীতনয়ো ন পিতৃদায়ভাগ-
ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥ শৈবী পত্নী চ তৎপুত্রা লভেরন্
ধনভাগিনঃ । গ্রাসমাচ্ছাদনং ভদ্রে স্বঃপ্রয়াতু-
র্ধ্বথাধনম্ ॥ ৫৯ ॥ শৈবোদাহং প্রকুর্কভীং

এই কারণে পুত্রবধূ, পৌত্রী বা কন্যা জীবিত
থাকিতে মৃত ব্যক্তির ধন মৃত ব্যক্তির পিতা
গ্রহণ করিতে পারিবে না । যদি মৃত ব্যক্তির
পিতৃকুলে কেহ উত্তরাধিকারী না থাকে,
তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে সেই
ধন মাতামহ-কুলকে আশ্রয় করিবে ।
মাতামহ-কুলগত ধন মাতুল, মাতুলপুত্র
প্রভৃতি দ্বারা প্রথমতঃ অধস্তন, তদভাবে
উর্দ্ধস্তন এবং পুরুষজাতি, তদভাবে নারী-
জাতিকে আশ্রয় করিবে । ব্রাহ্মণ বিবাহে
বিবাহিতা পত্নীর সন্তান বিদ্যমান থাকিলে
এবং পিতৃসপিণ্ড বা মাতৃসপিণ্ড থাকিতে,
শৈব বিবাহে বিবাহিতা আর্ধ্যার সন্তান, মৃত
ব্যক্তির ধনভাগী হইবে না । হে ভদ্রে ।
শৈব বিবাহে বিবাহিতা আর্ধ্যা ও তাহার
পুত্রগণ ধন্যধিকারীর নিকট মৃত ব্যক্তির
সম্পত্তি অনুসারে গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত
হইবে । ৪৭—৫৯ । হে প্রিয়ে । শৈব

শৈবভট্টৈঃ পালয়েৎ । সৌম্যাক্ষেমাধিকারো-
 হত্যাঃ পিতৃদীনাং ধনে প্রিয়ে ॥ ৬০ ॥ অতঃ
 সংকু জ্ঞানবন্তাং শৈবৈকমহয়ন পিতা
 ক্রোধাদ্বা লোভতো বাপি স ভবোল্লাস-
 গর্হিতঃ ॥ ৬১ ॥ শৈবী-তদবগ্রাভাবে সোদকো
 ব্রহ্মদো নৃপঃ । হরেযুঃ ক্রমতো বিস্তং মৃত্যু
 শিবশাসনাৎ ॥ ৬২ ॥ পিতৃদাতং সপ্ত পুরুষঃ
 সপিণ্ডঃ কথিতাঃ প্রিয়ে । সোদকা দশমাশ্রাঃ
 স্যাস্ততঃ কেবলগোত্রজঃ ॥ ৬৩ ॥ বিভক্তং
 দ্রবিলং যচ্চ সংসৃষ্টং স্বেচ্ছয়া তু চেৎ ।
 অবিত্তবিধানেন ভাজয়ন্তনং পুনঃ ॥ ৬৪ ॥

বিবাহে বিবাহিত ভাৰ্য্যাকে শৈব ভট্টাই
 পালন করিবে,—সে যদি ব্যভিচারিণী
 না হয় । এই শৈবী ভাৰ্য্যা,—পিতা
 মাতা প্রভৃতির ধনে অধিকারিণী হয় না ।
 পিতা ক্রোধ হেতু বা লোভ হেতু
 সংকুলসম্পত্তি কষ্টে শৈব বিবাহ দিলে
 লোক-সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকেন ।
 শৈবী ভাৰ্য্যা ও তাহার বংশ না থাকিলে
 শিবের শাসন-হেতু ক্রমে অর্থাৎ পূর্ব-পূর্বা-
 ভাবে সমানোদক, আচার্য্য ও রাজা মৃত
 ব্যক্তির ধন গ্রহণ করিবেন । হে প্রিয়ে ।
 পিতৃদাতা হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত
 সপিণ্ডশব্দে কথিত । অষ্টম হইতে দশম
 পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক । অনন্তর কেবল
 গোত্রজ বলা যায় । যে ধন একবার
 বিভাগ করিয়া তাহা যদি পশ্চৎ স্বেচ্ছা-
 ক্রমে মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে সেই
 ধন অবিত্ত বিধানানুসারে পুনর্বার বিভাগ

অবিত্তক্রে বিত্তক্রে বা যশ্চ যাদৃশিভাগিতা ।
 মৃত্যুতপি তস্ম দায়াদাস্তাদৃশিভবভাগিনঃ ॥ ৬৫ ॥
 যে যশ্চ ধনহৃত্তারো-ভবেদুজীবনাবধি । দহ্যঃ
 পিণ্ডং ত এবাশ্চ শৈবভাৰ্য্যাসুতং বিনা ॥
 ৬৬ ॥ লোকেহস্মিন্ জন্মসম্বন্ধাদ্যথাসৌচং
 বিধীয়তে । ধনভাগিত্বসম্বন্ধাৎ ত্রিরাত্রং
 বিহিতং তথা ॥ ৬৭ ॥ পূর্বেহশৌচেহথবাপূর্বে
 তৎকালান্তান্তরে ক্রতে । অবগচ্ছবদিবসৈ-
 বিত্তধ্যোয়ুজিহাদয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ কালাতীতে তু
 বিত্ত্রাতে ঋণশৌচং ন বিদ্যতে । পূর্বেত্রিরাত্রং
 বিহিতং ন চেৎ সংবৎসরাৎ পশু ॥ ৬৯ ॥

করিবে । অবিত্ত বা বিত্ত ধনে যাহার
 যেরূপ অংশ নির্দিষ্ট আছে, সেই ব্যক্তি মৃত
 হইলে তাহার উত্তরাধিকারিগণ সেইরূপ
 অংশ প্রাপ্ত হইবে । যাহারা যাহার ধনে
 অধিকারী হইবে, তাহারা যাবজ্জীবন তাহার
 পিতৃদান করিবে ;—শৈব-ভাৰ্য্যার পুত্র
 ব্যতীত । এই লোকের জন্মসম্বন্ধহেতু
 যেমন অশৌচ বিহিত হয়, সেইরূপ উত্তরা-
 ধিকারিত্ব সম্বন্ধেও ত্রিরাত্র অশৌচ বিহিত
 আছে । পূর্বাশৌচ অথবা ঋণশৌচ,
 নির্দিষ্ট অশৌচ-কালের মধ্যে ক্রত হইলে
 অশৌচ-কালের যে কয়েক দিন অবশিষ্ট
 থাকিবে, ত্রিরাত্র সকল বর্ণই সেই
 কয়েক দিনেই শুদ্ধ হইবে । অশৌচকাল
 অতীত হইলে পর ঋণশৌচ ক্রত হইলে
 অশৌচ হইবে না ; কিন্তু পূর্বাশৌচ ক্রত
 হইলে তিন দিন অশৌচ হইবে—যদি
 এক বৎসরের পর না হয় । এক বৎসর

১০০ ৥ দ্বিতীয়েহপি চেমাতুঃ পিতৃণা মরণক্রান্তে ।
ত্রৈলোক্যমুচিঃ পুত্রস্তথ ভর্তুঃ পতিব্রতা ॥ ১০০ ॥
অশৌচাভ্যস্তরে যম্মশৌচাভ্যস্তরমাপতেৎ ।
ওষ্মশৌচেন মর্ত্যানাং শুদ্ধিস্তত্র বিধীয়তে ॥
১০১ ॥ অশৌচানাং গুরুত্বং কালব্যাপিত্ব-
গৌরবাৎ । ব্যাপ্যব্যাপকয়োর্মধ্যে গরীয়ো
ব্যাপকঃ স্মৃতম্ ॥ ১০২ ॥ যদ্যশৌচান্তদিবসে
পতেদপরমৃতকম্ । পূর্বাশৌচেন শুদ্ধিঃ
স্বাদান্যবক্ষ্যা দিনদ্বয়ম্ ॥ ১০৩ ॥ তাবৎ পিতৃ-
কুলশৌচং যাবনোদ্বহনং স্ত্রিয়াঃ জ্ঞাতে
পরিণয়ে পিত্রোর্মৃতৌ ত্রাহমুকাহুতম্ ॥ ১০৪ ॥

অতীত হইলে পুত্র—পিতার বা মাতার
এবং পতিব্রতা পত্নী—ভর্তার মরণ অবগ
করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে । যেহলে এক
অশৌচের মধ্যে অন্য একটী অশৌচ হয়,
মেই হলে গুরু অশৌচ দ্বারা মানবদিগের
শুদ্ধি বিহিত আছে । ৬০—১১ দীর্ঘকাল-
ব্যাপিত্বরূপ গৌরব হেতুই অশৌচের গুরুত্ব ।
ব্যাপ্য-অশৌচ ও ব্যাপক-অশৌচের মধ্যে
ব্যাপক-অশৌচই গুরুতর । যদি মরণ-
শৌচের বা জননাশৌচের শেষ দিবসে
অঁহোরাত্র মধ্যে অপর কোন মরণ-জনিত
বা জন্ম-জনিত ঋণশৌচ উপস্থিত হয়,
তাহা হইলে পূর্ব অশৌচ দ্বারাই মেই
অশৌচ ঘাইবে অর্থাৎ ঋণশৌচ গ্রহণ
করিতে হইবে না । যদি পূর্ণশৌচ হয়,
তাহা হইলে পূর্বাশৌচের পর দুই দিন
অশৌচবুদ্ধি হইবে । জীলোকের যে পর্য্যন্ত
বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত পিতৃকুলে অশৌচ

বিবাহানন্তরং নারী পতিগোত্রেণ গোত্রিনী ।
তথা গ্রহীতৃগোত্রেণ দত্তপুত্রস্ত গোত্রিতা ॥
১০৫ ॥ স্মৃতমাদায় সন্মত্যা জনন্যা জনকস্ত
চ । স্বগোত্রনামানুস্মিত্যা সংস্কৃত্যা স্বজনৈঃ
সহ ॥ ১০৬ ॥ উরসেহপি যথা পিত্রোর্থনে
পিণ্ডেহধিকারিতা । আদাত্তোদত্তকে তদ্বদ-
যতোহস্ত পিতরৌ হি তৌ ॥ ১০৭ ॥ আপকাস্ত
শিশুং গৃহ্নন্ মবর্ণাং পরিপালয়েৎ । পক-
বর্ষাধিকে বালো দত্তকো ন প্রশস্ততে ॥ ১০৮ ॥
ভাতৃপুত্রোহপি দত্তশ্চেদ গ্রহীতৃত্ব ভবেৎ
পিতা । উপাদকঃ পিতৃব্যঃ স্ত্রাৎ সর্গ-

হইবে । বিবাহ হইলে পর পিতা-মাতার
মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে । বিবাহের
পর নারী পতিগোত্র প্রাপ্ত হইবে । এইরূপ
দত্তকপুত্র, দত্তকগ্রহীতার গোত্র প্রাপ্ত
হইবে । জননী ও জনক—উভয়ের সন্মতি-
ক্রমে পুত্র গ্রহণ করিয়া গ্রহীতা আপনার
গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া স্বজনবর্গের
সহিত ঐ দত্তকপুত্রের সংস্কার করিবে ।
যে রূপ উরস পুত্রে পিতামাতার ধন এবং
পিণ্ডাধিকার আছে, সেইরূপ দত্তক পুত্রেও
দত্তক-গ্রহীতা স্ত্রী-পুরুষের ধন ও পিণ্ডাধি-
কার আছে ; কারণ, তাহারাই ঐ দত্তকের
পিতামাতা । পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স
বালককে মবর্ণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া
প্রতিপালন করিবে । দত্তক-গ্রহণ-বিষয়ে
পঞ্চমবর্ষাধিক-বয়স্ক বালক প্রশস্ত নহে ।
হে কালিকে । ভাতৃপুত্রও যদি দত্তক হয়,
তাহা হইলে দত্তকগ্রহীতাই ঐ দত্তক-

কৰ্ম্মসু কালিকে ॥৭৯॥ যো যস্য ধনহর্জা স্যৎ
স তৎকৰ্ম্মানি পালয়েৎ । সংরক্ষেমিহমাং-
স্তস্য তৎকৰ্ম্মণ্ পরিতোষয়েৎ ॥ ৮০ ॥ কানীন
গোলকাঃ কুণ্ডা অতিপাতকিমশ্চ যে
ন'শৌচং মরণে তেষাং নৈব দায়াধিকারিতা ॥
৮১ ॥ লিঙ্গচ্ছেদো দমো যেষাং যাসাং নাসা-
নিকৃন্তনম্ । মহাপাতকিনাঞ্চাপি মূর্ত্তে
ন'শৌচম'চরেৎ ॥ ৮২ ॥ নৃণামুদ্দেশহীনানাং
পরিবারান ধনাচ্চাপি । পালয়েজ্জকয়েজ্জা
তাদৃশদশবৎসরম্ ॥ ৮৩ ॥ দ্বাদশাক্ষে গতে

পুত্রের পিতা হইবে এবং তাহার জন-
দাতা সকল কার্য্যেই পিতৃ হইবে ।
যে ব্যক্তি তাহার ধনাধিকারী হইবে,
সেই ব্যক্তিই তাহার ধর্ম্ম পালন করিবে
ও নিয়ম রক্ষা করিবে এবং তাহার বহু-
দিগকে পরিতুষ্ট করিবে । ৭২—৮০ । যাহারা
কানীন, গোলক, কুণ্ড * ও অতিপাতকী,
তাহাদের মরণে অশৌচ হইবে না এবং
তাহাদিগের ধনাধিকারিতাও হইবে না ।
যে সকল পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদরূপ দণ্ড
হইয়াছে, অথবা যে সকল নারীর রাজসও
দ্বারা নাসিকাচ্ছেদন হইয়াছে, অথবা যাহারা
মহাপাতকী ; তাহাদের মরণে অশৌচ
গ্রহণ করিবে না । ৭১ সকল ব্যক্তি নিষ্ক-
দ্দেশ হইয়াছে, রাজা তাহাদের পরিবার

* কষ্টকালে উৎপন্ন পুত্র "কানীন"
উপপত্তি কর্তৃক বিধবার গর্ভে উৎপাদিত পুত্র
"গোলক"। উপপত্তি কর্তৃক গর্ভবার গর্ভে
উৎপাদিত পুত্র "কুণ্ড" ।

তেষাং দর্ভদেহান্' বিদাহয়েৎ । ত্রিরাাত্রান্তে
তৎসুতাদৈর্ন্যঃপ্রোতত্বং পরিমোচয়েৎ ॥ ৮৪ ॥
ততস্ত্বং পরিবারেভ্যঃ পুত্রাদিক্রমতো ধনম্ ।
বিভজ্য নৃপতিদ্যাদিত্বা পাতকী ভবেৎ ॥
৮৫ ॥ ন কোহপি রক্ষিতা যস্য দীনস্তাপ-
দগতশ্চ চ । তশ্চৈব নৃপতিঃ পাতা যতো
ভূসঃ প্রীতাপ্রভুঃ ॥ ৮৬ ॥ যদ্যাগাচ্ছনুদ্দিষ্টো
বিভাগান্তেহপি কালিকে । তশ্চৈব দারাঃ
পুত্রাশ্চ ধনং তশ্চৈব নাক্তথা ॥ ৮৭ ॥ ন সমর্থঃ
পুমান্ দাতুং পৈতৃকং শ্বাবরকং যৎ স্বজনা-
য়াথবাশ্রমৈশ্চ দায়াদীন্মুখতিং বিনা ॥ ৮৮ ॥ যৎ তু

এবং ধন দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করি-
বেন । দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, ঐ
অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তিদিগের কুশলয় দেহ দাহ
করাইবেন । ত্রিরাত্রের পর ঐ ব্যক্তির
পুত্রাদি দারা প্রোতত্ব মোচন করাইবেন ।
অনন্তর নৃপতি, ঐ অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ধন
বিভাগ করিয়া, পুত্রাদিক্রমে যথাসম্ভব
তাহার পরিবারদিগকে প্রদান করিবেন ;
অন্তথা তিনি পাপী হইবেন । যাহার কেহ
রক্ষক নাই, তাহার এবং দীন, বিপদগ্রস্ত-
দিগের রাজাই রক্ষাকর্ত্তা হইবেন ; কারণ,
রাজাই প্রজাগণের প্রভু । হে কালিকে ।
অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি বিভাগের পরেও
আগমন করে, তাহা হইলে তাহারই স্ত্রী-
পুত্র, তাহারই ধন ; ইহার অন্তথা হইবে
না । অংশিগণের সম্মতি ব্যতীত পুরুষ
জাতিও পৈতৃক শ্বাবর ধন স্বজনকে
অথবা অন্য ব্যক্তিকে দান করিবে

স্বোপার্জিতং রিক্তং শ্রাবণং শ্রাবণেতরং ।
অশ্রাবণং পৈতৃককং স্বেচ্ছয়া দাতুমর্হতি ॥
৮৯ ॥ স্মিতে পুত্রৈহিকা পত্ন্যাং কন্যায়াং
তৎসুতেহপি বা । জনকে চ জনন্তাং বা
ভ্রাতৃর্ঘোবৎ স্বমর্গাপি ॥৯০॥ স্বার্জিতং শ্রাবণ-
ধনমশ্রাবণধনকং যৎ । অশ্রাবণং পৈতৃককং
দাতুং সর্বং স্বমে ভবেৎ ॥ ৯১ ॥ ধনমেবং
বিধানেন দত্তং বা ধর্ম্মদাতৃ কৃতম্ । পুংসা
তদন্তথা কর্তুং পুত্রদৈর্ঘ্যৈর্নৈব শক্যতে ॥৯২॥
ধর্ম্মার্থং শ্রাপিতং রিক্তং দাতা রক্ষিতু-
মর্হতি । ন প্রভুঃ পুনরাণাতুং ধর্ম্মো হস্ত
যতঃ প্রভুঃ ॥ ৯৩ ॥ মূলং বা তদুপস্থিতং
যথাসম্ভবমশ্বিকে । স্বয়ং বা তৎপ্রতিনিধি-

পারিবে নঃ ॥ যে শ্রাবণ বা অশ্রাবণ ধন
স্বোপার্জিত, তাহা এবং পৈতৃক অশ্রাবণ
সম্পত্তি স্বেচ্ছামত দান করিতে পারিবে ।
পুত্র অথবা পত্নী ; কিংবা কন্যা, দৌহিত্র ;
অথবা জনক, জননী ; কিংবা ভ্রাতা বা
ভগিনী, বর্তমান থাকিলেও যে শ্রাবণ ও
অশ্রাবণ ধন স্বোপার্জিত এবং পৈতৃক
সকল অশ্রাবণ ধন, তাহা দান করিতে
পারিবে । এইরূপ ধন, পুরুষ এইরূপে দান
বা অস্ত্র কোম ধর্ম্মা কার্যে ব্যয় করিলে
তদীয় পুত্রাদি তাহার অস্ত্রা করিতে
পারিবে না । ধর্ম্মার্থে নিয়োজিত শ্রাপিত
ধনের দাতাই রক্ষা করিবে, কিন্তু তাহা পুন-
র্বার গ্রহণ করিতে পারিবে না ; কারণ,
ধর্ম্মই সেই ধনের প্রভু । হে অশ্বিকে । স্বয়ং
অথবা প্রতিনিধি দ্বারা সকল অশ্রাবণে মূল-

ধর্ম্মার্থে নিয়োজয়েৎ ॥ ৯৪ ॥ স্বোপার্জিত-
ধনশ্রাবণং দায়াদায়াপি চেকনী । দদ্যাৎ
স্নেহেন তচ্চাত্মো নাশ্রথাকর্তুমর্হতি ॥ ৯৫ ॥
যদি স্বোপার্জিতশ্রাবণমেকস্মৈ ধনহারিদাম্ ।
দদাত্যন্তোচ দায়াদৈঃ প্রতিরোদ্ধুং ন
শক্যতে ॥ ৯৬ ॥ একেন পিতৃবিশ্বেন যত্র
বিশ্বমুপার্জিতম্ । পিত্রো সমাংশা দায়াদা
ন ভাতর্হা বিনার্জিকম্ ॥ ৯৭ ॥ পৈতৃকানি
চ বিস্তানি নষ্টেহপ্যক্ষারয়েৎ তু যঃ ।
দায়াদানাং তদ্বনেভ্য উদ্ধর্তা দ্যাংশমর্হতি ॥
৯৮ ॥ পুণ্যং বিত্তকং বিদ্যা চ নাপ্রয়েদ-
শরীরিণম্ । শরীরন্ত পিতৃর্ঘস্যো কিং ন

ধন বা উপস্থিত ধর্ম্মার্থে নিয়োজিত করিবে ।
৮৯—৯৪ । ধনী যদি স্নেহ বশতঃ কোন
উত্তরাধিকারীকে স্বোপার্জিত ধনের
অর্দ্ধাংশ প্রদান করে, তাহা হইলে অস্ত্র
কোন ব্যক্তি তাহার অস্ত্রা করিতে পারিবে
না । যদি উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে এক
ব্যক্তিকেই স্বোপার্জিত ধনের অর্দ্ধাংশ
প্রদান করে, তাহা হইলে অস্ত্র উত্তরাধি-
কারীরা তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিবে
না । যেহেতু বহু ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা,
পৈতৃক ধন দ্বারা ধন উপার্জন করিয়াছে,
সেইহেতু ঐ পৈতৃক ধনেই সকল ভ্রাতাই
সমভাগী ; উপার্জক ব্যতীত উপার্জিত
ধন অপর কেহ প্রাপ্ত হইবে না ; যে ভ্রাতা,
পৈতৃক নষ্টপ্রায় উদ্ধার করে, উত্তরাধিকারি-
গণের মধ্যে সেই ব্যক্তি হই অংশ গ্রহণ
করিবে । শরীর-শুভ ব্যক্তিকে পুণ্য, ধন এবং

শ্রাৎ পৈতৃকং বস্তু ॥ ১০০ ॥ পৃথগ্ভৈঃ
পৃথগ্ভৈর্মুজৈর্ঘটু শার্জিতম্ । সৰ্বং তৎ
পিতৃসংক্রান্তং তদা সোপার্জিতং কুতঃ ॥
১০০ ॥ অতো মহেশি স্মার্যাসৈর্ঘেন
বন্ধনমর্জিতম্ । সোপার্জিতং তদেব শ্রাৎ
স তৎস্বামী ন চাপরঃ ॥ ১০১ ॥ মাতরং
পিতরং দেবি গুরুকৈব পিতামহান্ । মাতা-
মহান্ করেণাপি গ্রহবন্মৈব দায়ভাকু ॥
১০২ ॥ নিম্নমুদ্যানপি প্রাণৈর্ন তেষাং ধন-
মাপ্নুয়াৎ । হতানামুদায়াদা ভবেয়ুর্ধন-
ভাগিনঃ ॥ ১০৩ ॥ নপুংসকাঃ পঙ্গবশ্চ
গ্রাসাচ্ছাদনমস্মিকে । যাবজ্জীবনমহন্তি ন

বিদ্যা আশ্রয় কবে না । এই শরীর যেহেতু
পিতৃ-সম্বন্ধী, সুতরাং কোন ধন পৈতৃক না
হইবে? মানবগণ পৃথগম ও পৃথগ্নন
হইয়াও যাহা উপার্জন করিবে, তৎ-
সমস্তই পিতৃসংক্রান্ত ; সোপার্জিত ধন
কিরূপে মত্তব হয়? অতএব হে মহেশ্বরী ।
যে ব্যক্তি নিজ পরিশ্রম দ্বারা যে ধন উপা-
র্জন করিবে, তাহা তাহারই সোপার্জিত—
সেই ব্যক্তি সেই ধনের স্বামী, অন্য কেহ
নহে । হে দেবি । মাতা, পিতা, গুরু,
পিতামহ বা মাতামহকে কর দ্বারাও গ্রহণ
করিলে, সে তাহাদিগের ধনভাগী হইবে
না । অন্য কোন সম্বন্ধী ব্যক্তিকেও প্রাণে
বিনষ্ট করিলে, বিনষ্ট ব্যক্তির ধন প্রাপ্ত
হইবে না । অপর কোন উত্তরাধিকারী
সেই ব্যক্তির ধনে অধিকারী হইবে । হে
অস্মিকে । নপুংসক ও পঙ্গু যাবজ্জীবন

তে হ্যদায়ভাগিনঃ ॥ ১০৪ ॥ সম্বাসিকং
প্রাপ্তধনং পথি বা যত্র স্ত্রীচিৎ । নৃপস্তৎ-
স্বামিনে প্রাপ্ত্বা দাপয়েৎ সুবিচারয়ন্ ॥
১০৫ ॥ অস্বামিকানাং জীবানামস্বামিকধনশ্চ
চ । প্রাপ্তা তত্র ভবেৎ স্বামী দশমাংশং
নৃপেহর্পয়েৎ ॥ ১০৬ ॥ শ্রাবরং ধনমুদ্যৈ
স্থিতে সান্নিধ্যবর্তিনি । যোগ্যে ক্রেতারি
বিক্রেতৃং ন শক্তঃ শ্রাবরাধিপঃ ॥ ১০৭ ॥
সান্নিধ্যবর্তিনাং জ্ঞাতিঃ সর্বণো বা বিশি-
যাতে । তয়োরাভাবে সূহৃদো বিক্রেত্রিচ্ছা
গরীষসী ॥ ১০৮ ॥ নির্ণীতমূল্যেহপ্যন্তেন
শ্রাবরশ্চ ক্রয়োদ্যমে । তন্মূল্যং চেৎ সমী-

গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইবে, ধনভাগী হইবে
না । পথে বা অন্য কোন স্থানে কেহ
সম্বাসিক ধন প্রাপ্ত হইলে, রাজা সুবিচার-
পূর্বক সেই ধন গ্রহীতা দ্বারা ধনস্বামীকে
দেওয়াইবেন । অস্বামিক জীব বা অস্বামিক
ধন প্রাপ্ত হইলে, সেই ব্যক্তি তাহার
অধিকারী হইবে, রাজাকে তাহাব দশমাংশ
অর্পণ করিবে । ১০৫—১০৬ । নিকটে যোগ্য
ক্রেতা উপস্থিত থাকিতে শ্রাবর-স্বামী শ্রাবর
ধন অন্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে পারিবে
না । নিকটস্থ ক্রেতান্যের মধ্যে জ্ঞাতি
অথবা সর্ব প্রাপ্ত ; তদভাবে বন্ধু । বহু
বন্ধু ক্রেয়েচ্ছু থাকিলে, বিক্রেতার ইচ্ছাই
গরীষসী, অর্থাৎ ইচ্ছামত বিক্রয় করিবে ।
অপর ব্যক্তি শ্রাবর ধনের মূল্য নির্ধারণ
করিয়া ক্রয় করিতে উদ্যত হইলে, নিকটস্থ
ব্যক্তি যদি সেই মূল্য দেয়, তাহা হইলে এই

‘পশ্চাৎ রীতি ক্রেতা ন চাপরঃ ॥১০৯॥ মূল্যং
দাতুমশক্তেষু স্যাতো বিক্রয়স্থি বা
সমিধিস্তদাশ্রয়ৈঃ গৃহী ন ক্রোহতিবিক্রেয়ে ॥
১১০ ॥ ক্রীতং দেবং স্থাবরং দেবি
পবোক্ষে প্রতিবাসিনঃ । অথাক্ষো তন্মূল্যং
দত্তবসৌ প্রাপ্তুমর্হতি ॥ ১১১ ॥ ক্রেতা
তত্র গৃহারামান্ বিনির্মীতি ভনক্তি বা
মূল্যং দত্তাপি নাপ্নোতি স্থাবরং সমিধি
স্থিতঃ ॥ ১১২ ॥ করহীনাপ্রতিহতা বস্ত্রা
রণ্যান্তিহুর্গমা । অনাদিষ্টে হপি ত্রাং ভূমিঃ
সম্পদাং কর্তুমর্হতি ॥ ১১৩ ॥ বহুপ্রয়াস-
সাধ্যাযাস্ত্রা ভূমের্মহীভূতে । দত্তা দদ্যাৎশং

ব্যক্তিই ক্রেতা হইবে, অপব ব্যক্তি হইবে না । যদি নিকটস্থ ব্যক্তি মূল্যদানে অসমর্থ অথবা অশ্রয় নিকট বিক্রয় করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে গৃহস্থ অপর ব্যক্তির নিকটেও বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে । হে দেবি ! প্রতিবাসীর অজ্ঞাতমারে অপবে যদি স্থাবর-সম্পত্তি ক্রয় কবে, তাহা হইলে ঐ প্রতিবাসী শ্রবণ কবিয়াই সেই মূল্য দিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবে । কিন্তু ক্রেতা যদি তাহাতে গৃহ বা উপবন নির্মাণ কবে কিংবা ভগ্ন করে, তাহা হইলে নিকটস্থ ব্যক্তি-মূল্য প্রদান করিলেও স্থাবর ঘম প্রাপ্ত হইবে না । জল অথবা বন হইতে উদ্ধিত, অতি হুর্গম, অনিবারিত ভোগ এবং রাজস্ব-শূন্য ভূমিকে রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকেও উর্বরা করিতে পারিবে । সেই ভূমি যদিও বহু, প্রয়াস-সাধ্য তথাপি তাহা হইতে

ভূমীয়াং ভূমিস্বামী যতো নৃপঃ ॥ ১১৪ ॥
বাণী-কূপ-তড়াগানাং খননং বৃক্ষরোপণম্ ।
পরানিষ্টকবে দেশে ন গৃহং কর্তুমর্হতি ॥
১১৫ ॥ দেবার্থং দত্তকুপাদৌ তথা জ্যোত-
স্বতীজলে । পান্যাদিকারিণঃ সর্ব্বে সেচনে-
হন্তিকবাসিনঃ ॥ ১১৬ ॥ যন্তোয়সেচনার্লোকা
ভয়েযুর্জলকাতরাঃ । ন সিক্ষেযুর্জগৎ তস্মাদপি
সমিধিবির্জিনঃ ॥ ১১৭ ॥ ধনানামবিতস্তানা-
মংশিনাং সম্যক্তিং বিনা । তথানির্ণাতবিস্তা-
নামসিকৌ জ্ঞাসবিক্রয়ো ॥ ১১৮ ॥ স্থাপ্যানাং
বদ্ধবিত্তানাং জ্ঞানানিষ্টেহপ্যযত্নতঃ । তন্মূল্যং

উৎপন্ন বস্ত্রব দশমাংশ রাজাকে প্রদান করিয়া ভোগ করিবে ; কারণ, রাজাই সমুদায় ভূমির স্বামী । যে স্থানে পবের অনিষ্ট হইতে পারে, সে স্থানে বাণী, কূপ, তড়াগ-খনন, বৃক্ষ-রোপণ অথবা গৃহ করিতে পারিবে না । দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট কুপাদি ও নদীব জল সকলেই পান করিতে অধিকারী এবং ঐ জলাশয়ের নিকটস্থ ব্যক্তিগণ সেচন করিতে অধিকারী । যে জলাশয়ের জল সেচন করিলে লোকেবা জলের জন্ম কাতর হইবে, নিকটস্থ লোকেবাও তাহা হইতে জল সেচন করিতে পারিবে না । ১০৭—১১৭ । অশ্লীদিগেব সম্যক্তি ব্যতিরেকে অবিভক্ত সম্পত্তি,—গচ্ছিত রাখা ও বিক্রয় করা অমিদ্ধ এবং যে সম্পত্তির অধিকারিতা অথবা পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় নাই, তাহার বিক্রয় বা বন্ধক অমিদ্ধ হইবে । গচ্ছিত বা বন্ধক-বস্ত্র জ্ঞানপূর্ব্বক অগ্নি

দাপয়েৎ তেনাশ্বামিনে সৰ্ব্বথা নূপঃ ॥ ১১৯ ॥
 অভিমত্যা হ্যাপকন্ত পশাদিশ্রুস্তবস্তনাম্ ।
 যাবহাবে ক্লতে তত্র ধার্তা সম্পাযয়েৎ পশুনা ॥
 ১২০ ॥ যাতে নিযোজয়েদ্যত্র হ্যাবরাদানি
 মানবঃ । নিয়মেন বিনা কাল-লাভয়োৰুত্থা
 ভবেৎ ॥ ১২১ ॥ সাধাবণানি বস্তুনি লাভার্থং
 নৈব যোজয়েৎ । মূতে পিতরে সৰ্ব্বেষা-
 মংশিনাং সম্মতিং বিনা ॥ ১২২ ॥ ক্রমব্যত্যয়-
 মূল্যান দ্রব্যানাং বিক্রয়ে সতি । নূপস্তদ-
 ত্থা কত্বং ক্রমো ভবতি পার্জতি ॥ ১২৩ ॥
 জননকপি মরণং শরীরাণাং যথা সকৃৎ
 দাক্ষ্য ভুতৈব কত্বায়া ব্রাহ্মোদ্বাহঃ সকৃৎ

বশতঃ নষ্ট হইলে, রাজা ঐ নষ্টকারী ব্যক্তি
 হইতে ধনস্বামীকে তাহার মূল্য সৰ্ব্বতো-
 ভাবে দেওয়াইবেন । ন্যাসকর্তার সম্মতি-
 ক্রমে স্ত্রুস্ত পশু প্রভৃতি বস্তুর ব্যবহার
 করিলে ব্যবহৃত্যই পশুদিগকে পোষণ
 করিবেন । যেম্বলে মানব,—কাল ও
 লাভের নিয়ম ব্যতীত লাভের নিমিত্ত
 হ্যাবরাহ্যাবর সম্পত্তি বিনিযুক্ত করিবে, সেই-
 ম্বলে সেই লাভ অকৃত্য হইবে । পিতার
 মৃত্যু হইলে সকল জ্ঞানীর সম্মতি
 ব্যতিরেকে সাধারণ সম্পত্তি, লাভার্থ বিনি-
 যুক্ত করিতে পারিবে না । হে পার্জতি । যদি
 বহুগুণা বস্ত্র অজগুণ্য বা অজগুণ্য বস্ত্র বহু-
 গুণ্য বিক্রীত হয়, তাহা হইলে রাজা
 তাহার অকৃত্য করিতে সক্ষম হইবেন
 যেক্রপ স্ত্রুস্ত ও মৃত্যু, শরীরের একবারমাত্র,
 সেইরূপ দান ও কত্বার ব্রাহ্ম বিবাহ এক-

সকৃৎ ॥ ১২৪ ॥ 'নৈকপুত্রঃ সূতঃ দদ্যাদৈক-
 স্ত্রীকস্তথা স্ত্রিয়ম্ । নৈককন্তাঃ সূতাঃ শৈবো-
 দ্বাহে পিতৃহিতঃ শৃগনি ॥ ১২৫ ॥ দৈবে
 পিত্র্যে চ বাণিজ্যে রাজদ্বারে বিশেষতঃ ।
 যদ্বিদধ্যাৎ প্রতিনিধিস্তমিস্কঃ কৃতিভবেৎ ॥
 ১২৬ ॥ ন দত্তার্হঃ প্রতিনিধিস্তথা দূতো-
 নপি সূত্রতে । নিযোজ্যকৃতদোষেণ বিধিরেখ
 সনাতনঃ ॥ ১২৭ ॥ ঋণে কার্য্যে চ বাণিজ্যে
 তথা সৰ্ব্বেষু কর্ম্মসু । বদ্যদঙ্গীকৃতং লোকৈ-
 স্তৎ কার্য্যং ধর্ম্মসম্মতম্ ॥ ১২৮ ॥ অধীশে-
 নাবিতং বিশং নাশং যাতি নিনজ্জবঃ ।

বারই হইবে । যাহার একটীগাত্র পুত্র আছে,
 সে পুত্র-দান করিতে পারিবে না ; যাহার
 একটীগাত্র স্ত্রী আছে, সে স্ত্রী-দান করিতে
 সমর্থ হইবে না ; যিনি পিতৃলোকের হিতা-
 কাজ্যসী হইবেন, তাঁহার যদি একটীগাত্র
 কন্তা থাকে, তাহা হইলে সেই কন্তার
 শৈব বিবাহ দিতে পারিবেন না । দৈবকার্য্যে,
 পিতৃকার্য্যে, বাণিজ্যে, বিশেষতঃ রাজদ্বারে
 প্রতিনিধি যাহা করিবেন, তাহা সেই
 নিয়োগ-কর্ত্তারই করা হইবে । হে সূত্রতে !
 প্রতিনিধি-নিয়োগকর্ত্তার দোষে প্রতিনিধি
 বা দত্ত দত্তার্হ হইবে না, ইহা নিত্য বিধি ।
 ঋণ, কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য এবং অগ্ন্যাত্ম সকল
 কার্য্যে ধর্ম্ম-সম্মত যাহা অঙ্গীকার করিবে,
 তাহা কলিত হইবে । জগদীশ্বর জগৎ
 স্রষ্টা করিতেছেন । যাহারা এই জগৎ নাশ
 করিতে অভিলাষী, তাহারা স্বয়ং বিনষ্ট
 হইয়া থাকে । ঐশ্বরপালিত-জগৎ-রক্ষক-

তৎ পাতুন পাত বশেষস্তম্যাক্রোহহিতো
ভবেৎ ॥ ১২৯ ॥

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সনাতনব্যবহারঃ
কথনং নাম দ্বাদশ উল্লাসঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ।

ইতি নির্গদিতবক্তং দেবদেবং মহেশং
নিখিলনিগমসারং স্বর্গমোটকবীজম্ । কলি-
মলকলিতানাং পাবনৈকান্তচিন্তা ত্রিভুবন-
জনমাতা পার্শ্বতী গ্রাহ তন্ত্রা ॥ ১ ॥ শ্রীমদেবা-
বাচ । মহদু্যোনেরাদিশক্তৈর্মহাকালো মহা-
হাতেঃ । হৃদ্যাতিহৃদ্যভূতান্যঃ কথং রূপ-

দিগকে জগদীশ্বর রক্ষা করিয়া থাকেন ।
অতএব সর্বদা জগতের হিতসাধনে তৎপর
হইবে । ১১৮—১২৯ ।

দ্বাদশ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ উল্লাসঃ ।

দেবদেব মহেশ্বর,—সকল নিগমের
সার এবং স্বর্গ ও মোক্ষের একমাত্র কাবণ-
স্বরূপ এই বাক্য কহিলে পর, কলিমল-
সংযুক্ত জীবগণের পবিত্রতার জন্য একাগ্র-
চিন্তা ত্রিভুবন-জনমাতা পার্শ্বতী ভক্তি-সহ-
কারে কহিতে লাগিলেন,—মহদু্যোনি
অর্থাৎ মহত্ত্বের উৎপাদিকা, আদিশক্তি
অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি, মহাত্ম্যতি এবং হৃদ্য

নিরূপণম্ ॥ ২ ॥ রূপং প্রকৃতিকার্য্যানাং
সাত্ত্বসাক্ষাৎ পরাংপরী । এতন্ময় সংশয়ং
দেব বিশেষ্যচ্ছেদুর্মহসি ॥ ৩ ॥ শ্রীমদাশ্বিন-
উবাচ । উপাসকানাং কার্য্যায় পুত্রৈব কথিতং
প্রিয়ে । গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ
প্রকল্পিতম্ ॥ ৪ ॥ শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা
কৃষ্ণে বিলীয়তে । প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং
সর্বভূতানি শৈলজে ॥ ৫ ॥ অতস্তম্ভাঃ কাল-
শক্তে নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ । হিতায়াঃ প্রাপ্ত-
যোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ ॥ ৬ ॥
নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবায়নঃ ।

হইতেও হৃদ্য। অর্থাৎ নিত্য হৃদ্যের
মহাকালীর রূপ নিরূপণ কিরূপে হইবে ?
হে দেব । প্রকৃতি-কার্য্যের অর্থাৎ ঘট পট
প্রভৃতিবহি রূপ আছে; কিন্তু মহাকালী
সাক্ষাৎ পরাংপরী অর্থাৎ প্রকৃতিরূপা,
সুতরাং রূপ থাকা অসম্ভব । আমার এই
বিষয়ে নিশ্চয়রূপ সংশয় আছে, হে দেব ।
তাপনি আমার এই সংশয় বিশেষরূপে
ছেদন করুন । শ্রীমদাশ্বিন কহিলেন, প্রিয়ে ।
পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, উপাসক-
দিগের কার্য্যের নিমিত্ত গুণ ও ক্রিয়ানুসারে
দেবীর রূপ কল্পিত হইয়াছে । হে শৈলজে ।
শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণসমূদায় যেমন বৃক্ষবর্ণে
বিলীন হয়, তাহার দ্বারা সর্বভূতই কালীতে
প্রবৃষ্ট হইয়া থাকে, এই হেতু সেই নির্গুণা,
নিরাকারা যোগিগণের হিতকারিণী কাল-
শক্তির বর্ণ 'কৃষ্ণ' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে ।
নিত্যা, কালরূপা, অব্যয়া ও কল্যাণরূপা

অমৃতত্বাশ্রয়লাটেহতাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্ ॥
 ৭ ॥ শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নির্ভেত্যর্থিলং কালকং
 জগৎ । সম্প্রাপ্তি যতন্তস্মাৎ কল্পিতং নমুন-
 ত্রয়ম্ ॥ ৮ ॥ গ্রাসনাৎ সর্গসত্ত্বানাৎ কাল-
 দণ্ডেন চর্ষণাৎ । তদ্রক্তসজ্জা দেবেশ্বা
 বাসোরূপেণ ভাষিতম্ ॥ ৯ ॥ সময়ে সময়ে
 জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে । প্রেরণং স্ব-
 কার্যেযু বরশ্চাত্তমগীরিতম্ ॥ ১০ ॥ রজো-
 জনিতবিঘ্নানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতি । আতো
 হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসনস্থিতা ॥ ১১ ॥
 ত্রৌড়ন্তু কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীং
 সুরাম্ । পশুপ্তী চিগয়ী দেবী সর্গসাক্ষি-

স্বরূপিণী ॥ ১২ ॥ এবং গুণানুসারেণ রূপাণি
 বিবিধানি চ । কল্পিতানি হিতপীয় ভক্তানা-
 মঙ্গমেদমাম্ ॥ ১৩ ॥ শ্রীদেবীবাচ । ধ্যানং
 যৎ কথিতং কাল্যা জীবনিস্তারহেতবে ।
 তথানুরূপভোগ্যমুর্তিং মৃগময়ীং বা শিলাময়ীম্ ॥
 ১৪ ॥ দীক্ষা-ধাতুময়ীং বাপি নির্মায়ে যদি
 সাধকঃ । বিচিত্রভবনং কুত্বা বস্ত্রালঙ্কারভূষি-
 তম্ । স্থাপয়েৎ উত্র দেবেশীং কিং ফলং
 তস্য জায়তে ॥ ১৫ ॥ প্রতিষ্ঠা কেন বিধিনা
 তথাঃ প্রতিকৃতেঃ প্রভো । কর্তব্য্য উদশেষেণ
 কুপয়া মে প্রকাশ্যতাম্ ॥ ১৬ ॥ বাপী কুপ-
 গৃহারাম-দেবপ্রতিকৃতেপ্তথা । প্রতিষ্ঠা স্চিতি

এই কালীর ললাটে চন্দ্রকলা চিহ্ন, অমৃত
 প্রযুক্ত কল্পিত হইয়াছে । যেহেতু নিত্য-
 স্বরূপ চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি দ্বারা কালসমুত্ত
 নিখিল জগৎ সন্দর্শন করেন, এই কারণে
 তাঁহার নয়নত্রয় কল্পিত হইয়াছে । সমুদায়
 প্রাণিকে গ্রাস করেন ও কালদন্ত দ্বারা
 চর্ষণ করেন বলিয়া সর্গপ্রাণীর কধির-সমূহ
 সেই মহেশ্বরীর রক্তবসনরূপে কথিত
 হইয়াছে । হে শিবে । সময়ে সময়ে
 বিপদ হইতে জীবকে রক্ষা করা এবং নিজ
 নিজ কার্যে জীবগণকে প্রেরণ করা, তাঁহার
 বর ও অভয়রূপে কথিত হইয়াছে । ১—১০।
 হে ভদ্রে । তিনি রজোগুণজনিত বিশেষ
 অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই কারণে কথিত
 হইয়াছে যে, তিনি রক্ত-কমলাসন-স্থিতা ।
 জ্ঞানস্বরূপা, সর্গজনের সাক্ষি-স্বরূপিণী সেই
 দেবী, মোহময়ী সুরা পান করিয়া, জৌড়া-

কারী কাল-সমুত্ত জগৎকে দেখিতেছেন ।
 অজবুদ্ধি ভক্তবৃন্দের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত
 উক্ত প্রকার গুণানুসারে সেই ভগবতীর
 বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে । শ্রীদেবী
 কবিলেন,—জীবগণের নিস্তারের নিমিত্ত
 আপনি যে আদ্যা কালিকার ধ্যান কীর্তন
 করিয়াছেন, যদি সেই ধ্যানানুসারে মৃগময়ী,
 শিলাময়ী, কাঠময়ী বা ধাতুময়ী মূর্তি নির্মাণ
 করিয়া, সাধক ব্যক্তি,—বস্ত্র ও অলঙ্কারে
 ভূষিতা দেবেশীর ঐ মূর্তিকে, বিচিত্র
 রমণীয় গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহাতে
 স্থাপন করে, তাহা হইলে তাহার কি
 ফল হইবে ? হে প্রভো । বিরূপ বিধি
 অনুসারে সেই প্রতিমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিতে
 হইবে, তাহা কুপা করিয়া সম্পূর্ণরূপে আমার
 নিকট ব্যক্ত কর । তুমি পূর্বে বাপী, কুপ,
 গৃহ, উপবন ও দেব-প্রতিমূর্তির প্রতিষ্ঠার

পূৰ্ণং গদিতা ন বিশেষতঃ ॥ ১৭ ॥ তদ্বিধান-
মপি শ্রোতুমিচ্ছামি তস্য ধ্যানমুচ্ছাৎ । কথ্যতাং
পৰমেশ্বরান কৃপয়া যদি রোচিতে ॥ ১৮ ॥
শ্রীসদাশিব উবাচ । শুভমেতৎ পরং তত্ত্বং
যৎ পৃষ্ঠং পরমেশ্বর । কথ্যামি তব স্নেহাৎ
সমাহিতমনঃ শৃণু ॥ ১৯ ॥ সকামাশৈচবু
নিকামা দ্বিবিধা ভূমি মানবঃ । অকামানাং
পদং মোক্ষঃ কামিনাং ফলমুচ্যতে ॥ ২০ ॥
যো য দদপ্রতিকৃতিঃ প্রতিষ্ঠাপন্নতি শ্রিয়ে ।
স তল্লোকমবাপ্নোতি ভোগান্ধপি তদুত্তম ॥
২১ ॥ মুনয়ে প্রতিবিশেষজ্ঞঃ সৎ কল্মষুতঃ
দিবি । দারু-পাৰাণ-ধাতুনাং ক্রোদাদশগুণা-

স্মৃচনা করিয়াছে, কিন্তু বিশেষরূপে বল নাই ।
হে পরমেশ্বর । আমি তোমার মুখ বিন্ধ
হইতে তোহার বিধানও শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক
হইয়াছি । যদি তোমার আভিষ্ঠাটি হয়, ত
কৃপা করিয়া বল । ১১—১৮ । শ্রীসদা-
শিব কহিলেন,—হে পরমেশ্বর । তুমি
যে সমুদয় তত্ত্ব হিঙ্কসা করিলে, তাহা
অভিনয় গোপনীয় । তোমার প্রতি স্নেহ
প্রযুক্ত আমি বলিতেছি, তুমি একাগ্র-
চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর । এই ক্ষমণ্ডল মধ্যে
মানব দ্বিবিধ,—সকাম ও নিকাম । নিকাম-
দিগের মোক্ষপদ । কামিগণের যেকোন
ফল, তাহা কথিত হইতেছে । হে শ্রিয়ে ।
যে ব্যক্তি যে দেবতার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা
করে, সেই ব্যক্তি সেই দেবতার এবং
তল্লোকভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
মুমূর্ষী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিলে, দশ সহস্র

ধিকম ॥ ২২ ॥ তৃণ-কাষ্ঠাদিরচিতং ধ্বজ-বাহনং
সংযুতম্ । মন্দিরং দেবমুদ্दिष्टं কামমুদ্दिष्टं বা
নরঃ । সংস্কৃত্য তুংস্বজেশ্বাপি তচ্চ পুণ্যং
নিশাময় ॥ ২৩ ॥ তৃণাদিনির্মিতং গেহং যো
দদ্যাৎ পরমেশ্বর । বর্ষকোটিমহত্ৰাণি স
বদেদেববেশ্যামি ॥ ২৪ ॥ ইষ্টকাগৃহদানে তু
তস্মাচ্ছতগুণং ফলম্ । ভূতোহযুতগুণং
পুণ্যং শিলাগেহপ্রদানতঃ ॥ ২৫ ॥ সেতু
সংক্রমদাতাদ্যো যমলোকং ন পশ্যতি । সুখং
সুরালয়ং প্রাপ্য মোদতে স্বর্নিবাসিভিঃ ॥ ২৬ ॥

কল্মষুর্গে বাস করে । দারুময়ী, পাষাণময়ী
ও ধাতুময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠাতে ক্রমে দশ দশ
গুণ অধিক ফল হয়, অর্থাৎ দারুময়ী প্রতিমা
প্রতিষ্ঠায় লক্ষ কল্মষুর্গবাস ইত্যাদি । যে
ব্যক্তি দেবতার প্রীতির উদ্দেশ্যে অথবা কোন
কামনা কথিত ধ্বজ ও বাহনের সহিত
তৃণ কাষ্ঠাদি-নির্মিত গৃহ উৎসর্গ করিলে,
বা ঐরূপ উৎসর্গ গৃহেব সংস্কার করিয়া
দিবে, তাহার পুণ্য শ্রবণ কর । হে পর-
মেশ্বর । যে ব্যক্তি তৃণাদি-নির্মিত গৃহ দান
করিলে, সেই ব্যক্তি বহুসংখ্য কোটি বৎসর-
দেবলোকে বাস করিলে । ইষ্টক-নির্মিত
গৃহদানে ইহা হইতে শতগুণ ফল । প্রস্তর-
নির্মিত-গৃহ-প্রদানে উহা হইতে অযুত-গুণ
পুণ্য । হে আদ্যো । সেতু এবং সংক্রম
অর্থাৎ সেতু-বিশেষের নির্মাণকর্তাকে, যম-
লোক দর্শন করিতে হয় না ; পরমসুখে
সুরালয় লাভ করিয়া স্বর্গবাসীদিগের সহিত
আয়োদ করে । বৃক্ষ ও উপবন-প্রতিষ্ঠা-

বৃক্ষারামপ্রতিষ্ঠাং গতা ত্রিদশমন্দিরম্ । বজ্র-
পাদপবৃক্ষেষু নিবসন্ দিব্যবেশ্যনি । ভূত্বৈ
মনোরমন্ ভোগান্ মনসো যানভীপিতান্ ॥
২৭ ॥ প্রীত্যে সর্বসত্ত্বানাং যে প্রদত্বার্জনাশ্রমে
বিধূতপাপাস্তে প্রাপ্য ব্রহ্মলোকমনামম্ ।
নিবসেয়ুঃ শতং বর্ষানন্তমাং প্রতিদীকরম্ ॥
২৮ ॥ যো দদ্যাৎ বাহনং দেবি দেবতাপ্রীতি-
কারকম্ । স তেন রক্ষিতো নিত্যং তল্লাকে-
নিবসেচ্চিঃ ॥ ২৯ ॥ মৃগয়ে বাহনে দত্তে
যং ফলং জায়তে ভুবি । দারুণে তদশগুণং
শিলাজে তদশাধিকম্ ॥ ৩০ ॥ রিক্তিকা-কাংস্ত-

ভাষাদিনির্ম্মিতে দৈববাহনে । দন্তে খল-
মবাপ্নোতি ত্রমাচ্ছতগুণাধিকম্ ৩১ ॥ দেব্যা-
গারে মহাসিংহং বৃষভং নক্ষরালয়ে । গরুড়ং
কৈশবে গৃহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ৩২ ॥
তীক্ষ্ণদন্তঃ কুরালস্যঃ শটামোতিতকধরঃ ।
চতুঃপাদঃ চতুঃপদঃ মহাসিংহঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥
৩৩ ॥ শৃঙ্গমুখঃ শুভকায়ঃ চতুঃপাদসিংহঃ ।
বৃহৎককুৎ কৃষ্ণপুচ্ছঃ শ্রামঙ্গলো বৃষঃ স্মৃতঃ ॥
৩৪ ॥ গরুডঃ পক্ষিজজ্ঞস্তু নরাস্তো দীর্ঘ-
নাসিকঃ পদসঙ্কে চমৎকৃষ্টিঃ পক্ষযুক্তঃ
কৃতাজলিঃ ॥ ৩৫ ॥ পাতাকাধ্বজদ'নেন দেব-

কর্তা, দেবলোকে গমন করিয়া কল্পপাদপ-
বৃক্ষ-সম্মিহিত দিব্যগৃহে বাস করিয়া, যে
সকল মনের অভিলষিত, সেই সমস্ত
মনোরম ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া
থাকে । সর্বপ্রাণীর প্রীতির নিমিত্ত যাহারা
জলাশয় উৎসর্গ করে, তাহারা নিপ্পাপ
হইয়া অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং
সেই জলাশয় মধ্যে যতগুলি জলকণা
ধাক্বে, তত শত বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস
করিবে । হে দেবি । যে ব্যক্তি দেবতার
প্রীতিকারক কোন বাহন প্রদান করিবে, সে
সেই বাহনকর্তৃক নিয়ত পরিরক্ষিত হইয়া
সেই দেবলোকে চিরকাল বাস করিবে ।
এই ভূমণ্ডলে মৃগয় বাহন দান করিলে যে
ফল হয়, কাষ্ঠনির্ম্মিত বাহন-দানে তাহার
দশগুণ ফল হইয়া থাকে এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত
বাহন দান করিলে তাহা হইতেও দশগুণ
অধিক ফল পাও হয় । পিত্তল, কাংস্ত ও

ভাত্র প্রভৃতি ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত দেববাহন
দান করিলে ত্রয়ে শতগুণ করিয়া অধিক
ফল হয় অর্থাৎ প্রস্তর হইতে পিত্তলে শত-
গুণ, পিত্তল হইতে কাংস্তে শতগুণ ইত্যাদি ।
সাধকগ্রেষ্ঠ, ভগবতীর গৃহে মহাসিংহ,
শিবমন্দিরে বৃষভ এবং বিষ্ণুমন্দিরে গরুড়
নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান করিবেন । ১৯—৩২ ।
যাহার দন্ত সকল তীক্ষ্ণ, যাহার বদনমণ্ডল
ভীষণ, যাহার কক্ষব কেশর-সমূহ দ্বারা
সুশোভিত, যে চতুঃপদ এবং যাহার মথ
বক্রমদৃশ, সে মহাসিংহ বলিয়া কীৰ্ত্তি
হয় । শৃঙ্গমুখই যাহার অন্ত, যাহার শরীর
শুভবর্ণ, যে চতুঃপদ, যাহার খর কৃষ্ণবর্ণ,
যাহার বৃহৎ ককুদ আছে, যাহার পুচ্ছ
কৃষ্ণবর্ণ, যাহার পক্ষদেশ শ্রামবর্ণ, সে বৃষভ
বলিয়া স্মৃত হইয়াছে । যাহার জজ্ঞা পক্ষীর
জায়, বদনমণ্ডল মণ্ড্যের জায়, নাসিকা
দীর্ঘ এবং যে পক্ষযুক্ত, কৃতাজলি ও

প্রীতিঃ শতং সমাঃ । ধ্বজদণ্ডস্ত কৰ্ত্তব্যো
দ্বাত্রিংশদঙ্গমমিতঃ ॥ ৩৬ ॥ সুদৃঢ়শিউস-
রহিতঃ সৰলঃ স্তম্ভশ্চৰ্ম্মিতঃ । বেষ্টিতো রক্ত-
বস্ত্রাণ কোটী চক্রসমমিতঃ । পতাকা তত্র
সংযোজ্যা তন্ত্রবাহনচিহ্নিতা ॥ ৩৭ ॥ প্রশস্তমূল্য
স্থম্মাশ্রা দিব্যবস্ত্রাবিনিৰ্মিতা । শোভমানা
ধ্বজাগ্রে যা পতাকা সা প্রকীর্তিতা ॥ ৩৮ ॥
বাসোভূষণপৰ্যাক্ষদ্যনসিংহাসনানি চ । পান-
প্রাশন-ভাস্মুলভাজনানি পতঙ্গগ্রহম্ ॥ ৩৯ ॥
গণিযুক্তাপ্রবালাদিরত্নভাষ্মাপ্রদক যৎ । যো
দদ্যাদৌমুদিশ্চ শ্রদ্ধাভক্তিঃ সমমিতঃ । স

পদদ্বয় সমুচ্চিত করিয়া উপবিষ্ট, সে গুরুত্ব
হইবে । দেবালয়ে ধ্বজ-পতাকা দান
করিলে দেবতার শতবর্ষ-ব্যাপিনী প্রীতি
হয় । (উচ্চ) . দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত
চিত্র-বিচিত্র, সুদৃঢ়, ছিদ্ররহিত, সুদৃঢ়, রক্ত-
বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত ও অগ্রভাগে বিষ্ণুচক্রযুক্ত
ধ্বজদণ্ড নির্মাণ করিবে । তাহাতে অর্থাৎ
ধ্বজদণ্ডের অগ্রভাগে তন্ত্র-দেবতার বাহন-
চিহ্নে পতাকা সংযুক্ত করিতে হইবে ।
যাহার, মূলদেশ প্রশস্ত ও অগ্রভাগ স্থম্মা,
যাহা রমণীয় বস্ত্র দ্বারা নির্মিত ও ধ্বজাগ্রে
শোভমানা হইবে, তাহাই পতাকা বলিয়া
কথিত হইয়াছে । যিনি,—পান, প্রাশন, ভোজন-
পাত্র, ভাস্মুলপাত্র, পিকদান, গণি যুক্ত
প্রবাণ প্রভৃতি রত্ন ও ভাষ্মা নিজপ্রিয় বস্তু
দেবতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সমমিত
হইয়া দান করিবেন, তিনি সেই দেবতার

তল্লোকং সমাসাদ্য তন্ত্রং কোটিগুণং
লাভেৎ ॥ ৪০ ॥ কামিনাং দামমিত্যুক্তং
ক্ষয়িত্ব স্বপ্নবাজ্যবৎ । নিকামাপ্যন্ত নির্বাণং
পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্ ॥ ৪১ ॥ জ্ঞানশয়গৃহা-
রাগ-সেতুসংক্রমশাখিনাম্ । দেবতানাং
প্রতিষ্ঠায়াং বাস্তবদৈত্যং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪২ ॥
অনর্চয়িত্বা যো বাস্তং কুর্য্যৎ কর্ম্মাণি
মানবঃ । বিদ্বৎ তস্মাচরৈবাস্তং পরিবার-
গণৈঃ মহ ॥ ৪৩ ॥ কপিলাস্তঃ পিঙ্গকেশো
ভীষণো রক্তলোচনঃ । কোটরাশ্মো লম্বকর্ণো
দীর্ঘজডো মহোদরঃ ॥ ৪৪ ॥ অশ্বতুণ্ডঃ
কাককর্ণো বজ্রবাহুঃ তান্তকঃ । এতে পরি-
করা বাস্তোঃ পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৫ ॥ মণ্ডলং
শৃণু বক্ষ্যামি যত্র বাস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

স্থানে গমন করিয়া, সেই দল বস্ত্র কোটি-
গুণ লাভ করিবেন । কামিদিগের 'কল',
স্বপ্নরাজ্যমদৃশ ক্ষয়শীল, ইহা কথিত
হইয়াছে । নিকামদিগের পুনরাবৃত্ত বর্জিত
নির্বাণ মুক্তি হয় । জ্ঞানশয়, গৃহ, আরাগ,
সেতু, সংক্রম, বজ্র ও দেবপ্রতিষ্ঠার সময়
বাস্তবদৈত্যের পূজা করিবে । যে ব্যক্তি
বাস্ত-পূজা না করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি
কর্ম্ম করিবে, বাস্তদেব পরিবারগণের সহিত
তাহার তৎকর্মে দ্বন্দ্ব করিয়া দিবেন ।
কপিলাস্ত, পিঙ্গকেশ, ভীষণ, রক্তলোচন,
কোটরাশ্ম, লম্বকর্ণ, দীর্ঘজড, মহোদর,
অশ্বতুণ্ড, কাককর্ণ, বজ্রবাহু এবং তান্তক—
এই সকল বাস্তদেবতার পরিবার যত্নপূর্বক
পূজনীয় । ৩৩—৪৫ । যে মণ্ডলে বাস্ত

বেদ্যাং বা সমদেশে বা শস্ত্রান্তিরূপ-
লেপিতে। বায়ীশকোণযোর্মধো হস্তমাত্র-
প্রমাণতঃ। সূত্রপাতক্রমেণৈব রেখামেকাং
প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ ঈশানাদগ্নিপৰ্য্যাস্তমপরং
রচয়েৎ তথা। অগ্নেয়ানৈঋতং যাবনৈঋতা-
দায়বাবধি ॥ ৪৮ ॥ দত্তা বেখাং চতুষ্কোণ-
মেকং মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪৯ ॥ কোণসূত্রে
পাতয়িত্বা চতুর্ক। বিভাজেৎ তু তৎ। যথা তত্র
ভবেদেবি মৎস্তপুচ্ছচতুষ্টিয়ম্ ॥ ৫০ ॥ ততো
ভিত্তা মুচ্ছমূলং বাকুণাধাসবাবধি। কোবে-
রাদ্ বাম্যপর্য্যাস্তং দদ্যাৎসেথ দ্বয় - সূত্রীঃ ॥
৫১ ॥ ততশ্চতুর্য় কোণেষু কোণবেখাঘিতে-

দেবতার পূজা ক্রিতে হইবে, তাহা
বলিতেছি,—প্রবণ কর। বেদী বা প্রশস্ত
জল দ্বারা উপলেপিত কোন সমতল ভূমিতে
বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত এক
হস্ত পরিমিত একটী সূত্রপাত ক্রমে অর্থাৎ
সরল রেখা করিবে। ঈশানকোণ হইতে
অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত ত্রৈরূপ আর একটী রেখা
করিবে। পরে অগ্নিকোণ অবধি নৈঋত-
কোণ পর্য্যন্ত এবং নৈঋতকোণ অবধি
বায়ুকোণ পর্য্যন্ত রেখাঙ্কন করিয়া একটী
চতুষ্কোণ মণ্ডল লিখিবে। হে দেবি।
ঐ মণ্ডলের এক কোণ হইতে অপর কোণ
পর্য্যন্ত রেখা দুইটী টানিয়া সেই মণ্ডলকে
এরূপে চারিভাগে বিভক্ত করিবে যে,
যাহাতে সেইমূলে চারিটী মৎস্তপুচ্ছের
আকার হইয়া উঠে। অনন্তর সূত্রী ব্যক্তি
উক্ত পুচ্ছমূল ভেদ করিয়া পশ্চিমাদিক্

ষপি। কর্ণকর্ণিণ্যয়োগেন চ সেন্দ্রেখাচতু-
ষ্টিয়ম্ ॥ ৫২ ॥ এবং সন্ধেতবিধিনা কোষ্ঠানাং
যোড়শং লিখনু। পঞ্চবর্গ চতুর্ন ৩ চয়েদ্-
যন্ত্রমুদ্রমম্ ॥ ৫৩ ॥ চতুর্য় মধ্যকোষ্ঠেষু পদাং
কুর্ধ্যান্ননোহরম। চতুর্দশং পীতবস্ত্রকর্ণিকং
রক্তকেশরম্ ॥ ৫৪ ॥ দলানি শুকবর্ণানি যদ্বা
পীতানি কদায়েৎ। যতঃস্তং পূরয়েৎ পদ্যমক্ষি-
স্থানানি বর্ণ টীঃ ॥ ৫৫ ॥ শাস্ত্রবৎ কোষ্ঠ-
মারভ্য কোষ্ঠানাং দ্বাদশ ক্রমাৎ। শ্বেত-কৃষ্ণ-
পীত-বটৈস্তম্ চতুর্ধর্ষৈঃ প্রপূবেৎ ॥ ৫৬ ॥

হইতে পূর্বাদিক্ পর্য্যন্ত এবং উত্তরাদিক্
হইতে দক্ষিণাদিক্ পর্য্যন্ত ৮ দুইটী রেখা
দিবে। অনন্তর কোণ-বেখাযুক্ত চতুষ্কোণে
কর্ণকর্ণি চারিটী রেখা এবং ৮ মধ্যস্থলে
পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্য্যন্ত দুইটী ও
উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত দুইটী রেখা
করিবে। এইরূপে সন্ধেত অনুসারে ঐ
মণ্ডলে যোলাটী কোষ্ঠ লিখিয়া পঞ্চবর্ণের
শুভা দ্বারা উত্তম যন্ত্র রচনা করিবে।
অনন্তর মধ্যস্থিত কোষ্ঠচতুষ্টিয়ে একটী
সুম্ননোহর চতুর্দশ পদ্য অঙ্কিত করিবে।
তাহার কর্ণিকা পীত ও রক্তবর্ণ এবং
কেশের রক্তবর্ণ করিবে। তৎপরে পদ্যের
দল সকল শুকবর্ণ বা পীতবর্ণ করিবে।
তৎপরে পদ্যের সন্ধিস্থান ইচ্ছামত
বর্ণ দ্বারা পূরণ করিবে। অনন্তর ঈশান-
কোণের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া
দ্বাদশ কোষ্ঠ ক্রমাবধি শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত,
রক্ত,—এই চতুর্ধর্ষ দ্বারা পূরিত করিবে।

দক্ষিণাবর্তযোগেন কোষ্ঠীনাং পূৰ্ণং প্রিয়ে ।
বামাবর্তে দেবানাং পূজনাং তেযু সাধয়েৎ ॥
৫৭ ॥ পশ্চাদ্ভাগে সৰ্বভূতানামুদ্ভবায় বিঘ্নোপ-
শান্তয়ে । ঈশাদিবাদশে কোষ্ঠে কপিলীশাদি-
দানবান্ ॥ ৫৮ ॥ কুশলিকোক্তবিধিনা কুৰ্ব্বম-
নলসংস্কৃতিম্ । যথানিষ্ঠাভ্যুত্থিতং দত্ত্বা বাস্ত-
বস্তুং সমাপয়েৎ ॥ ৫৯ ॥ ইতি তে কথিতা
দেবি বাস্তপূজা শুভপ্রদা । যাং সাধয়ন্ নরঃ
কপি বাস্তবিত্তৈর্ন বাধাতে ॥ ৬০ ॥ শ্রীদেবী-
বাচ । মন্ত্রং কথিতং বাস্তোৰ্বিধানমপি
পূজনে । ধ্যানং ন গমিতং নাথ তদিদানীং
প্রকাশয় ॥ ৬১ ॥ শ্রীমদাশ্বিনী উবাচ । ধ্যানং

হে প্রিয়ে । দক্ষিণাবর্তযোগে এই মমুদায়
কোষ্ঠ পূরণ করিতে হইবে । পরে তাহাতে
বামাবর্তযোগে দেবগণের পূজা করিবে ।
৫৬—৫৭। প্রথমঃ বিঘ্নপ্রাণ্ডির নিমিত্ত পশ্চাদ্ভাগে
বাস্তদৈত্যের এবং ঈশানকোণাবধি আরম্ভ
করিয়া (বামাবর্তে) দ্বাদশ কোষ্ঠে কপিলীশ
প্রভৃতি দানবগণের পূজা করিবে । পরে
কুশলিকোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নি সংস্কার
করিয়া যথানিষ্ঠা অভ্যুত্থিত প্রদান পূর্বক
বাস্তবস্তু সমাপন করিবে । হে দেবি ।
তোমার নিকট এই মন্ত্রদায়িনী বাস্তপূজা
কথিত হইল ; মনুষ্য যাহা করিলে বাস্ত-
বিত্তে পীড়িত হন না । দেবী কহিলেন,—
হে নাথ । বাস্তদেবের মন্ত্র ও বাস্তপূজার
বিধান কথিত হইলে বটে, কিন্তু বাস্তদেবের
ধ্যান কথিত হয় নাই, এখানে তাহা প্রকাশ
কর । শ্রীমদাশ্বিনী কহিলেন,—হে মহেশ্বরী ।

যচ্চি মহেশানি জায়তাং বাস্তরক্ষসঃ ।
যচ্চানুশীলনাং সদো নশ্চান্তি সকলাপদঃ ॥
৬২ ॥ চতুর্ভুজং মহাকাশং জটামিতি তমস্তকম্ ।
ত্রিলোচনং করালাস্ত্রং হারকুণ্ডলাশোভিতম্ ॥
৬৩ ॥ লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং লোমশং পীত-
বাসমম্ । গদা-ত্রিশূল-পবন-খট্টাঙ্গং দধতং
কঠৈঃ ॥ ৬৪ ॥ অসিচর্ম্মধরীর্বাটৈঃ কপিলী-
শাদিভির্বৃত্তম্ । শত্রুণামস্তকং সাম্বাহুদ্যদা-
দিত্যস্নিগ্ধম্ ॥ ৬৫ ॥ ধ্যায়ৈদেবং বাস্তপতিং
কুৰ্ম্মপদ্যাসনস্থিতম্ । মারীভয়ে রোগভয়ে
ডাকিহাদিভয়ে তথা ॥ ৬৬ ॥ ঔৎপাতিকা-
পতাদোষে ব্যালরক্ষোভয়েহপি চ । ধ্যাত্তেবং
পূজয়েদ্বাস্তং পুরিবারসমযিতম্ । তিলাজ্য-

বাস্ত-রাক্ষসের ধ্যান বলিতেছি,—প্রবণ কর ।
যাহার অনুশীলনে তৎক্ষণাৎ সকল আপদ
নষ্ট হয় । “চতুর্ভুজ, মহাকাশ, জটাজুট
দ্বারা বিভূষিত-মস্তক, ত্রিনয়ন, করাল-বদন,
হার-কুণ্ডল দ্বারা জলধৃত, লম্বোদর, দীর্ঘ-
কর্ণ, লোমশ, পরিধানে পীতবস্ত্র, ভুজ-চতুর্ভুজ
দ্বারা গদা ত্রিশূল পবন ও খট্টাঙ্গ-দারী,
খড়্গাচর্ম্মধারী কপিলীশ প্রভৃতি বীরগণ
কর্তৃক বেষ্টিত, শত্রুদলহারকারী, সাম্বাহু
উদয়-কালীন সূর্যাসদৃশ, কুৰ্ম্মোপরি পদ্যাসনে
উপবিষ্ট বাস্তপতি দেবকে ধ্যান করিবে ।”
মারীভয়, রোগভয়, ডাকিনীভয়, ঔৎপাতিক
ভয়, মন্ত্রানের দোষ, সর্পভয় বা রাক্ষসভয়
উপস্থিত হইলে এইরূপে ধ্যান করিয়া
পরিবার-সমযিত বাস্তদেবের পূজা করিবে ।
পরে তিল, ঘৃত ও পায়স দ্বারা হোম করিয়া

পায়ৈজ্জৈঃ সৰ্বশান্তিমবাপুয়াৎ ॥ ৬৭ ॥
 যথা বাস্তবঃ পূজনীয়ঃ প্রোক্তকৰ্ম্মসু সূত্রেতে ।
 গ্রহাশ্চাপি তথা পূজ্যঃ দশদিকৃপতি ত্রিযুতঃ ॥
 ৬৮ ॥ ব্রহ্মা-বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বাণী লক্ষ্মীশ্চ
 শঙ্করী । মাতাঃ মগধেশাশ্চ মংপূজ্যা বস৷
 স্তথা ॥ ৬৯ ॥ পিতরো যদাতপ্তাঃ সূঃ
 কৰ্ম্মস্বতেষু কালিকে । সৰ্বং তদ্য
 ভবেদ্যর্থং বিঘ্নকপি পদে পদে ॥ ৭০ ॥
 অতো মহেশি যত্নেন প্রোক্তমংস্কার-
 কৰ্ম্মসু । পিতৃণাং তৃপ্ত্যেহেহাভ্যাদয়িকং
 আক্ৰমাচরেৎ ॥ ৭১ ॥ গ্রহযন্তঃ প্রবক্ষ্যামি
 সৰ্বশান্তিবিধায়কম্ । যত্র মংপূজিতাঃ সেনা
 গ্রহা যচ্ছান্তি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৭২ ॥ ত্রিকোণেন-

সৰ্ব বিষয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিবে ।
 ৬৮—৬৭ । হে সূত্রে । পূৰ্বোক্ত কৰ্ম্ম-
 সমূহে যেমন বাস্তবপুত্র পূজা, সেইরূপ দশ-
 দিকৃপাল-সহিত নবগ্রহও পূজ্য এবং ব্রহ্মা,
 বিষ্ণু, রুদ্র, বাগেশ্বর, লক্ষ্মী, শঙ্করী, মাতঙ্গন,
 গণেশ ও মংগলও পূজনীয় । হে কালিকে ।
 পূৰ্বোক্ত সমুদায় কৰ্ম্ম যদি পিতৃগণ তৃপ্ত
 না হন, তাহা হইলে কৰ্ত্তার সকলই ব্যর্থ
 হয় এবং পদে পদে তাঁহার বিঘ্ন হয় ;
 অতএব হে মহেশ্বর । যত্নপূৰ্ব্বক পূৰ্বোক্ত
 মংস্কার-কৰ্ম্ম এবং ইহাতে পিতৃগণের
 তৃপ্তির নিমিত্ত আভ্যাদয়িক আক্ৰম করিবে ।
 এক্ষণে সৰ্বশান্তিবিধায়ক গ্রহযন্ত বলিতেছি ।
 যাহাতে গ্রহগণ ও ইন্দ্রাদি দিকৃপালগণ
 পূজিত হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করেন ।
 ৬৮—৭২ । তিনটি ত্রিকোণ যত্র লিখিমা-

লিখেদ্যন্তঃ তদ্বহিকৃজ্জমালিথেৎ । বিদধ্যাদ-
 বৃন্তগণানি দশাভ্যন্তৌ চ তদ্বহিঃ চতুর্দ্বারী-
 যিঃ কুর্যাদ্ভূপুং মনোহরম্ ॥ ৭৩ ॥
 বাসবেশানয়োম্যথো ভূপুং বহিঃস্থলে ।
 বৃন্তং বিচচয়েদেকং প্রাদেশাণাং মীলকম্ ॥ ৭৪ ॥
 রসোবাকরণযোর্মিথো চোপরং কলয়েৎ তথা ॥
 ৭৫ ॥ নবগ্রহণং বর্ণেন নব কোণানি
 পুরেৎ । মধ্যত্রিকোণো দ্বৌ পার্শ্বৌ
 মধ্যম কণতেদতঃ ॥ ৭৬ ॥ শ্বেতপীতৌ বিধা-
 তব্যৌ পৃষ্ঠভাগঃ সিতেতরঃ । অষ্টদিকৃ-
 পতিবর্ণেন পর্ণাভ্যন্তৌ প্রপুংয়েৎ ॥ ৭৭ ॥
 মিতরজ্জামিতৈশ্চ চৈব পুং প্রোকারমাচরেৎ ।
 পুরো বহিঃস্থে দে বৃন্তে দেবি প্রাদেশ-

তাহার বহির্ভাগে একটি গোলাকাক্ষ মণ্ডল
 লিখিবে । সেই মণ্ডলের বহির্দেশে ত-
 সংলগ্ন আটটি দল করিবে । তদ্বহির্দেশে
 চতুর্দ্বারযুক্ত একটি মনোহর ভূপূর করিবে ।
 ভূপূরের বহির্দেশে পূর্বদিকে ও ঈশান-
 কোণের মধ্যে প্রাদেশ-পরিমিত একটি
 বৃন্ত রচনা করিবে । পরে পশ্চিমদিক ও
 নৈঋতকোণের মধ্যে ঐরূপ আর একটি
 মণ্ডল প্রস্তুত করিবে । পরে নবগ্রহের
 বর্ণ দ্বারা ঐ যন্ত্রের নব কোণ প্রপুত্রিত
 করিবে । মধ্যস্থিত ত্রিকোণের দক্ষিণ ও
 বাম দুই পার্শ্ব শ্বেত ও পীতবর্ণ করিবে ।
 তাহার পৃষ্ঠদেশে কৃষ্ণবর্ণ করিবে । অষ্ট-
 দিকৃপালের বর্ণ দ্বারা অষ্টদল পূরণ
 করিবে । শুক্র, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা
 ভূপূরের প্রাচীর করিবে । হে দেবি ।

সম্মিতি ॥ ৭৮ ॥ উপধাধঃক্রমেণৈব রক্ত-
শ্বেতে বিধায়িত্ব । সম্মিহ্মানানি যন্ত্রাণ্য শ্বেচ্ছয়া
রক্তয়েৎ সুধীঃ ॥ ৭৯ ॥ যৎকোষ্ঠে যো গ্রহঃ
পূজ্যো যৎপূজ্যে যন্ত দিকৃপতিঃ । যদ্বাবে-
হবহিতা যে চ তৎক্রমং শূন্যে সাস্প্রায়ম্ ॥
৮০ ॥ মধ্যাকোণে যজ্ঞেৎ সূর্য্যং পার্শ্বদ্বোরুপং
শিখাঃ । পশ্চাৎ চতুর্দোদর্ভিতো পূজয়েদম্বু-
মালিনঃ ॥ ৮১ ॥ জ.নূর্জাকোণে পূর্বাশ্রমর্চয়েৎ
জনীকরম্ । আগ্নেয়ে মঙ্গলং যাগো বুধং
নৈঋতকোণকে ॥ ৮২ ॥ বৃহস্পতিং বারুণে
চ দৈত্যাদ্যাং প্রপূজয়েৎ । শনৈশ্চরক
বায়বো কোবেরেশানয়োঃ ক্রমাৎ । রাহুং

ভূপূরুর বহির্দিকৃপতিত প্রাদেশ পরিমিত
বৃত্তদ্বয় উপরিভাগ ও অধোভাগ ক্রমে রক্ত-
বর্ণ ও শ্বেতবর্ণ করিয়া অর্থাৎ উপনিভাগ
রক্তবর্ণ ও অধোভাগ শ্বেতবর্ণ করিয়া সুধী-
ব্যক্তি সম্মিহ্মান সমুদায় শ্বেচ্ছামত বর্ণ দ্বারা
পূরণ করিবে । যে প্রাকোষ্ঠে যে গ্রহের
ও যে দলে যে দিকৃপানের পূজা করিতে
হইবে, যে যাগে যে দেবতাব আশ্রিত
হইবে, তাহার ক্রম একে একে বলিতেছি,—
অগ্নি কর । মধ্যাকোণে সূর্য্যের অর্চনা
করিবে । তাহার পার্শ্বদ্বয়ে অশ্রণ ও শিখার
পূজা করিবে । সূর্য্যের পশ্চাত্তম্বে চতুর্দ
ও দোদর্ভের অর্চনা করিতে হইবে ।
৭৩—৮২ । সূর্য্যের উর্দ্ধকোণে পূর্বাদিকে
চন্দ্রের পূজা করিবে । পরে আগ্নিকোণে
মঙ্গলের, দক্ষিণদিকে বুধের, নৈঋতকোণে
বৃহস্পতির, উপশ্চিমদিকে শুক্রের পূজা

কৃত্বৎ যজ্ঞেচ্চন্দ্রং পরিতস্তারকাগণান্ ॥
৮৩ ॥ সূর্যো রক্তঃ শনী শুক্রো মঙ্গলো-
হরুণবিগ্রহঃ । বুধজীর্ণো পাতুর্জীর্ণো শ্বেতঃ
শুক্রো হমিতঃ শনিঃ । রাহুকেতু বিচিত্রাভৌ
গ্রহবর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৪ ॥ চতুর্ভুজং
রবিং ধ্যয়েৎ পদ্মদ্বয়ব্রাতীঃ । চিত্তশ্বেচ্ছ-
নিনং দানমুদ্রাহমতকরাস্বভম্ ॥ ৮৫ ॥
কুজমীষৎকুজতনুং হস্তান্যায়ং দণ্ডধারিণম্ ।
ধ্যয়েৎ সোমাত্মজং বালং ভাস্কলোলিত-
কুন্তলম্ ॥ ৮৬ ॥ যক্ষসুত্রাদি তং ধ্যয়েৎ
পুস্তকাক্ষরং গুরুম্ । এবং দৈত্যগুরুকাপি

করিবে । বায়ুকোণে শনির, উত্তরদিকে ও
ঈশাকোণে যথাক্রমে রাজ কেতুর এবং
চন্দ্রের চতুর্পার্শ্বে নক্ষত্র-মণ্ডলের পূজা
করিবে । সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র শ্বেতবর্ণ, মঙ্গল
অরুণদেহ, বুধ পাতুবর্ণ, বৃহস্পতি গীতবর্ণ,
শুক্র শুক্লবর্ণ, শনি কৃষ্ণবর্ণ, রাহু এবং
কেতু নানাবর্ণ,—এই গ্রহগণের বর্ণ কীর্ত্তিত
হইল । দুই হস্তে পদ্মদ্বয় এবং দুই হস্তে
বর ও ভাষ্য, এই ভূজচতুর্ভুজায়ুত রবিকে
ভাবনা করিবে * । কব-কমলদ্বয়ে বরমুদ্রা
ও অমৃতধারী চন্দ্রকে চিত্তা করিবে । ঈষৎ
কুজদেহ ও হস্তদ্বয় দ্বারা দণ্ডধারী মঙ্গলকে
চিত্তা করিবে । বালক এবং ললাট-সিপতিত-
কুন্তল বুধকে ধ্যান করিবে । যজ্ঞোপবীত-
মুক্ত এবং হস্তদ্বয় দ্বারা পুস্তক ও অক্ষমালা
ধারী বৃহস্পাতকে ধ্যান করিবে । শুক্রকেও

* রবি প্রভৃতির বিশেষণগুলি মিত্রাচনার্থ ।

কাণঃ খণ্ডঃ শনৈশ্চরম্ ॥ ৮৭ ॥ রাজকেতু-
শিরঃকার্যো বিকৃতো তুরচেষ্টিতো । সৈঃ
শৈবধনৈগ্রহানিষ্টা যজোদিত্তাদিদিকৃপতীন্ ॥
৮৮ ॥ দলেশ্বরঃ পূর্বাদিক্রমতঃ সাধকো-
ত্তমঃ । সহস্রাণ্যং যজোদাদৌ পীতকৌষেয়-
বাসন ॥ ৮৯ ॥ বজ্রপাণিঃ পীতকুচিং
স্থিতমৈবাবতোপরি । বজ্রাণ্যং তাগবাহনং
শক্তিহস্তঃ ছতালনম্ ॥ ৯০ ॥ ধাতুঃ কাণঃ
লুণাপন্থঃ দক্ষিণঃ কৃষ্ণবর্ণম্ । নিম্নে ত্রি-
খণ্ডেহস্তকঃ শ্যামাঃ বাজিগাহনম্ ॥ ৯১ ॥
বরুণঃ মকরাশ্লুঃ পাশহস্তঃ সিতপ্রভম্ ।
ধাতুঃ কৃষ্ণত্বিৎ বায়ুঃ মৃগশৃঙ্গাশ্লুশায়ম্ ॥
৯২ ॥ কুবেরঃ কনকাকারঃ ব্রহ্মসিংহাসন-

এইরূপ ধ্যান করিবে । কাণ ও খণ্ড
শনিকে ভাবিবে । ৮৩—৮৮ । বিকৃত, তুর-
কর্মা, মন্তকার রাজকে এবং বিকৃত, তুর-
কর্মা, দেহরূপী কেতুকে ধ্যান করিবে ।
সাধকোত্তম, নিজ নিজ ধ্যান দ্বারা গ্রহগণের
পূজা করিয়া পূর্বাদিক্রমে আষ্টদলে ইন্দ্রাদি
দিকৃপালের পূজা করিবে । প্রথমে পীত-
কৌমবস্ত্র-পরিধান, বজ্রহস্ত, পীতবর্ণ,
ত্রৈলোক্যরূপ সহস্রাঙ্গের (ধ্যানপূর্বক)
পূজা করিবে । বজ্রবর্ণ, ছগবাহনে আরুঢ়,
শক্তিহস্ত ছতালনকে এবং মহিষবাহন, দণ্ড-
ধারী, কৃষ্ণদেহ যমকে ধ্যান করিবে ; খণ্ডা-
ধারী, শ্যামবর্ণ, অশ্বরূপ নিকৃতিকে ; মকর-
বাহন, পাশধারী, শুক্রবর্ণ মকরকে ; কৃষ্ণবর্ণ,
মৃগবাহন, * অক্ষুণ্ণধারী—এইরূপে বায়ুকে ;
সুবর্ণকান্তি, ব্রহ্মসিংহাসনারূঢ়, সকল বক্ষ-

স্থিতম্ । স্তম্ভঃ যক্ষগণৈঃ সর্পৈঃ পাশাকুল-
করাশ্লুজম্ ॥ ৯৩ ॥ ঈশানং ব্রহ্মভারুঢ়ং
ত্রিশূলবরধারিণম্ । ব্যাজ্রচর্ম্মপরিধরং পূর্ণেন্দু-
সদৃশপ্রভম্ ॥ ৯৪ ॥ ধাতু চৈতান্য ক্রমাদিষ্টা
ব্রহ্মানন্তো পুরো বহিঃ । উর্দ্ধাধো বৃন্তয়োর্চ্যো
ততোহর্জ্যা দ্বারদেবতাঃ ॥ ৯৫ ॥ উগ্রো ভীমঃ
প্রচণ্ডশো পূর্বদ্বাঃশ্বাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
জয়ন্তঃ ক্ষেত্রপালশ্চ নকুলেশো বৃহচ্ছিরাঃ ।
যাম্যদ্বাবে পশ্চিমে চ বৃকশ্বানন্দহুর্জয়াঃ ॥
৯৬ ॥ ত্রিশিরাঃ পুরুজিহ্বেচব ভীমনাদো
মহোদবঃ । উত্তরদ্বারপাশ্চাতে সার্ষে
শস্ত্রাস্ত্রপাণিঃ ॥ ৯৭ ॥ ত্রিখণ্ডাঃ ব্রহ্মণো

গণের স্তম্ভ, করকমলদ্বয় দ্বারা পাশাকুল-
ধারী কুবেরকে এবং ব্রহ্মভারুঢ়, ত্রিশূলব-
ধারী, ব্যাজ্রচর্ম্ম-পরিধান, পূর্ণচন্দ্রের আয়-
স্করণ ঈশানকে ধ্যান করিবে । এই
সকল দিকৃপালকে ধ্যানপূর্বক যথাক্রমে
পূজা করিয়া তুপুকের বহির্দেহে উর্দ্ধ ও
অধোবৃন্তদ্বয়ে ব্রহ্মা ও অনন্তকে পূজা
করিবে । তদনন্তর দ্বারদেবতাগণ পূজনীয় ।
৮৯—৯৬ । দ্বারদেবতাগণ যথা ;—উগ্র,
ভীম, প্রচণ্ড এবং ঈশ—এই চারিজন
পূর্বদ্বারী বলিয়া কীর্তিত । বজ্রহস্ত, ক্ষেত্র-
পাল, নকুলেশ এবং বৃহৎশিবাঃ—ইহারা
দক্ষিণদ্বারী ; বৃক, স্বপ্ন, আমল্য এবং
হুর্জয়াঃ—পশ্চিমদ্বারী । ত্রিশিরাঃ, পুরুজিহ্বা,
ভীমনাদ এবং মহোদব—উত্তরদ্বারী ;
ইহারা সকলেই শস্ত্রধারী । হে ছত্রতে ।
ব্রহ্মা এবং অনন্তের ধ্যান অবশ্য কর ।

ধানমনস্তথাপি স্তব্ধে ॥ ৯৮ ॥ রক্তোৎপল-
পলিতৈঃ বগ্না চতুর্ভাষ্যচতুর্ভুজজঃ । হংসা-
ক্কাটা বরাভীতি-পুস্তকপাণিকঃ ॥ ৯৯ ॥
হিমকুন্দপুষ্পঃ - সহস্রাণ্যঃ সহস্রপাং ।
সহস্রপাণিবদনো ধোয়োহনন্তঃ সুরাসুতৈঃ ॥
১০০ ॥ ধ্যানং পূজাং পরিপাতি যজ্ঞক কথিতং
প্রিয়ে । বাস্তাদিক্রমতো হোয়ং ময়ানপি
শৃণু প্রিয়ে ॥ ১০১ ॥ ঋকারো হব্যবাহুঃ যজু-
দীর্ঘস্বরসংযুতঃ । ভূমিতো নাদবিন্দুভ্যং
বাস্তমজঃ যজ্ঞকঃ ॥ ১০২ ॥ তারং ময়াং
তীর্থাংশো ভেদস্তমারোগাদঃ বদেৎ । বহি-

“ব্রহ্মা,—ব্রহ্মপদ্যের কায় প্রতাসম্পন্ন,
চতুর্ভুজ, চতুর্ভুজ, হংসবাহন এবং তাঁহার
চতুর্ভুজের বর, অময়, অক্ষমাণা ও পুস্তক-
বর্তমান রহিয়াছে ।” “হিম কুন্দপুষ্প এবং
চন্দ্রাব জায় শুক্রাণ, মঃ অচর্য, সহস্রহস্ত,
সহস্রগুণ, অনন্ত সুরাসুরগণের ধোয় ।”
হে প্রিয়ে । ধ্যান, পূজা পরিপাতি এবং যজ্ঞ
কথিত হইয়াছে । এক্ষণে বাস্তপ্রভৃতি
অনন্ত পর্বাণ্ড মঙ্গল দেবতার মন্ত্রও প্রবণ
কর । ছয়টি দীর্ঘস্বর (আ, ঐ, উ, ঐ, ঐ, ঐ,
অঃ) যুক্ত হব্যবাহে (ঐকে) স্থিত ঋকার,
নাদ (চন্দ্রাবিন্দু) এবং বিন্দু (অমুস্বার)
ভূষিত হইলে যজ্ঞক (ঋঃ ঋঃ
ইত্যাদি) বাস্ত মন্ত্র হইবে । তার (ঐ)
ময়া (ঐঃ) “তি গ্যরশ্চো” (অনন্তর)
চতুর্থা-বিভক্তির একবচনান্ত আরোগ্যদ
অর্থাৎ “আরোগ্যদায়” বলিবে । অনন্তর
বহিঃজায়া (স্বাহা) দিয়া সূর্যমন্ত্র উচ্চত

জায়াং ততো নত্যা সূর্যমন্ত্রং সমুচ্চরেৎ ॥
১০৩ ॥ কামো ময়া চ বাণী চ ততোহমুত-
করেতি চ । অনন্তং প্রাবয়দ্ব্যং স্বাহা
সে মমমুর্মতঃ ॥ ১০৪ ॥ ঐঃ হ্রাঃ ক্রীঃ
সর্বপদাদুষ্টান্ নাশয় নাশয় । স্বাহাবমানো
মন্ত্র হযং মঙ্গল্য ঐকীর্তিতঃ ॥ ১০৫ ॥
ক্রীঃ ক্রীঃ গোম্যাদাদোকে ‘জু’ সর্বান্ কামাং-
স্ততো বদেৎ । পুস্ত্যান্তে বহিকান্তামেষ
সোম্যাজে মন্ত্রঃ ॥ ১০৬ ॥ তান্বেণ গুটিতা
বাণী ততঃ সুরগুরোঃ পদম্ । অভীষ্টং যচ্ছ
যচ্ছৈতি স্বাহা মন্তো বৃহস্পতিঃ ॥ ১০৭ ॥ শাং
শীং শূং শৈং ততঃ শৌং শঃ শুক্রমন্ত্রঃ
সমোরিতঃ ॥ ১০৮ ॥ হ্রঃ হ্রাঃ ক্রীঃ ক্রীঃ
সর্বপদান্ দিত্যবয়পদদ্বয়ম্ । মার্ত্তগুহ্মবে

করিবে । কাম (ঐঃ), ময়া (ঐঃ), বাণী
(ঐঃ), অনন্তর “অমুতকর” এই পদ,
পরে “অমুতং প্রাবয় প্রাবয় স্বাহা” ইহা
সোমমন্ত্ররূপে জ্ঞাত হইয়াছে । ১০৭—১০৮ ।
“ঐঃ হ্রাঃ ক্রীঃ সর্ব, পদের পর “হুষ্টান্
নাশয় নাশয়”, অন্তে “স্বাহা” এই মঙ্গলের
মন্ত্র কাঙ্ক্ষিত হইল । “ক্রীঃ ক্রীঃ গোম্য” এই
পদ বলিয়া অনন্তর “সর্বান্ কামান্” বলিলে,
পরে “পুস্ত্য”, অন্তে বহিকান্তা (স্বাহা)
বলিবে, ইহা বুধেব মন্ত্র । তার দ্বারা আচ্ছা-
দিত বাণী অর্থাৎ “ঐ ঐঃ ঐ” অনন্তর
“সুরগুরো” এই পদ, পরে “অভীষ্টং” যচ্ছ
যচ্ছ স্বাহা” ইহা বৃহস্পতির মন্ত্র । “শাং
শীং শূং শৈং” অনন্তর “শৌং শঃ” এই
শুক্রমন্ত্র কথিত হইল । “হ্রাঃ হ্রাঃ হ্র

পশ্চাদ্ভোগমুক্তঃ শনৈশ্চরে ॥ ১০৯ ॥ রাং
ক্রৌং ভ্রৌং ক্রীং সোমলত্রো শত্রুং বিধ্বংসয়
ধম্ম । রাহবে নম ইত্যেয রাহোর্মুদ্রাদা-
হুঃ ॥ ১১০ ॥ ক্রুং ক্রুং ক্রৈং কেতবে
স্বাহা কেতোর্মুদ্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ১১১ ॥ লং
লং লুং লং লমিতি ক্ষং হৌং ক্রীমিতি
ক্রমাৎ । ইত্যাদ্যানন্তাদিকুপানাং দশ মন্ত্রাঃ
সমাপ্রিতাঃ ॥ ১১২ ॥ অগ্নেয়াং পরিবারাণাং
নামমন্ত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । অমৃতমন্ত্রে সৰ্ব্বত্র
বিধিরেষ শিবোদিতঃ ॥ ১১৩ ॥ নমে হস্ত-
মন্ত্রে দেবেণি ন নমো দেভ্যেৎ বুধঃ ।

ক্রৌং সৰ্ব্বধনুং বিম্বাবয় বিম্বাবয় মার্ত্ত-
সুনবে" পরে "নমঃ" ইহা শনৈশ্চরের মন্ত্র ।
"রাং ক্রৌং ভ্রৌং ক্রীং সোমলত্রো শত্রুং বিধ্বং-
সয় বিধ্বংসয় রাহবে নমঃ" এই রাহুর মন্ত্র
কথিত হইল । "ক্রুং ক্রুং ক্রৈং কেতবে স্বাহা"
এই কেতুর মন্ত্র কীৰ্ত্তিত হইল । ১০৯—১১১
(১) 'লং', (২) 'লং', (৩) 'লং', (৪) 'লুং', (৫)
'লং', (৬) 'লং', (৭) 'লং', (৮) 'লৌং', (৯)
'লৌং' (১০) 'লং' এই দশটি মন্ত্র যথাক্রমে
ইন্দ্র প্রভৃতি ঋগ্বেদ পর্যন্ত দশাদিকুপালগের
কথিত হইয়াছে । (দশাদিকুপালগের নাম
যথাক্রমে নির্দিষ্ট হইতেছে, যথা—ইন্দ্র,
বহু, যম, নিখাত, বরুণ, বায়ু, কুবের,
ঈশান, ব্রহ্মা, অনন্ত) । অত্র সকল
পরিবারের নামই মন্ত্র বলিয়া কীৰ্ত্তিত
হইয়াছে । যে যে স্থলে মন্ত্র উক্ত হই
নাই, সেই সকল স্থানেই এই বিধি,
অর্থাৎ নামই মন্ত্র, শি। পৃষ্ঠা ১০৯

স্বাহাভ্যেহপি তথা মন্ত্রে ন দদ্যাদ্বহি-
বালম্ ॥ ১১৪ ॥ গ্রাহাদিত্যঃ প্রদাতব্যং
পুষ্পং বাসন্ত ভূষণম্ । অগ্নিঃ বর্ণানুরূপেণ
নাম্বথা প্রীত্যে ভবেৎ ॥ ১১৫ ॥ কুশ-
তিকোক্তাবিধিনা বহিঃ সংস্থাপনু সূধীঃ ।
পুষ্পকুচ্চাবর্চেষ্টয়া । সমিদ্ধিহোমমাচরেৎ ॥
১১৬ ॥ শান্তিকার্য্যনি পুষ্টৌ চ বরদো
হব্যবাহনঃ । প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতাক্ষঃ শক্রহা
ক্রুরকর্ম্মনি ॥ ১১৭ ॥ শান্তৌ পুষ্টৌ মহে-
শানি তথা ক্রুরেহপি কর্ম্মনিঃ গ্রহবাগং
প্রকুর্ব্বণো বাহুগর্ভমবাগুয়াৎ ॥ ১১৮ ॥ যথা
প্রতিষ্ঠাকার্য্যে দেবার্চা পিতৃতর্পণম্ ।

হইয়াছে । যে মন্ত্রে অস্তে 'নমঃ' শব্দ
আছে, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার সাহিত্যে 'নমঃ'
শব্দ যোজিত করিবে না । এইরূপ স্বাহাও
মন্ত্রে বহির্বলতা (স্বাহা) শব্দ দিবে না ।
গ্রাহাদিত্যে অর্থাৎ নবগ্রহ ও দশাদিকুপালকে
তাঁহাদিগের নিজ নিজ বর্ণানুরূপ পুষ্প, বস্ত্র
এবং ভূষণ দিবে । অগ্নিও তাঁহাদিগের
প্রীতির নিমিত্ত হইবে না । জ্ঞানী ব্যক্তি
কুশতিকোক্ত বিধি অনুসারে বহিঃস্থাপন
করিয়া নানাবিধ পুষ্প ও সমিধ্ দ্বারা হোম
করিবে । শান্তিকার্য্য ও পুষ্টিকার্য্যে বরদ-
নামা অগ্নি । প্রতিষ্ঠাকার্য্যে লোহিতাক্ষনামা ;
ক্রুরকর্ম্মে অর্থাৎ অভিচারাদি কার্য্যে
শক্রহানামা । হে মহেশানি । শান্তিকর্ম্ম,
পুষ্টিকার্য্য এবং ক্রুরকর্ম্মে গ্রহবাগ করিলে
অভীষ্টার্থ লাভ করিবে । প্রতিষ্ঠাকার্য্যে
যে রূপ দেবপূজা এবং পিতৃতর্পণ অর্থাৎ

বাস্তোধ্যাগে গ্রহাণাক ভদ্রমেব বিধীয়তে ॥
১১৯ ॥ যদ্যেকমিনু দিনে বিদ্বিঃ প্রতিষ্ঠা
যাগকর্ম চ । যজ্ঞেন তত্র* দেবার্চনাপিতৃ-
প্রাক্কাগ্নিসংষ্কৃতিয়াঃ ॥ ১২০ ॥ জলাশয়-গৃহ-
রাম-সেতু-সংক্রম-শাখিনঃ । বাহনাসন-
যানানি বাসোহলক্ষরণানি চ ॥ ১২১ ॥ পান-
শবীয়াপাত্রাণি দেয়ত্বেনি যাত্ৰাপি । অসংস্ক-
তানি দেবায় ন প্রদদ্যুঃ কলেশ্বরাঃ ॥ ১২২ ॥
কাম্যে কশ্মণি সর্ষদ্ব বুধঃ সঙ্কল্পমাচরেৎ ।
বিধিবাক্য-সমুদয়েন সম্পূর্ণকৃত্যপ্নয়ে ॥ ১২৩ ॥
সংস্কৃত্যর্চিতিং জ্বাং নামোচ্চারণ-
পূর্ব্বকম্ । সম্প্রদানান্তিধাকৌতুকা দত্তা সম্যক
ফলং লভেৎ ॥ ১২৪ ॥ জলাশয়গৃহারাম-

আভ্যুদয়িক প্রাক্ কর্তব্য, বাস্ত্যযোগ ও
গ্রহযোগে সেইরূপই দেবপূজাদি করিতে
হইবে । যদি একদিনে দুই তিনটি প্রতিষ্ঠা
ও বাস্ত্যযোগাদি হয়, তাহা হইলে সেই সকল
কার্য্যে তন্ত্রতঃ অর্থাৎ একবার দেবপূজা,
পিতৃপ্রাক্ ও আগ্নিসংস্কার করিলেই হইবে ।
১১৯-১২০ । ফলাকাঙ্গী ব্যক্তিগণ,—
জলাশয়, গৃহ, উপবন, সেতু, সংক্রম, বুধ,
বাহন ও অশ্বাদি যে সকল দেয় বস্তু, তাহা
প্রোক্ষণ না করিয়া দেবতাকে দিবে না ।
পশ্চিমে বস্তু সকল কাম্য কার্য্য সম্পূর্ণ
ফললাভের জন্য বিধিবাক্য অনুসারে সংস্কৃত
করিবে । শোণিত ও অর্চিত জল নামো-
চ্চারণপূর্ব্বক সম্প্রদানের অর্থৎ বহুদেশে দান
করবে, তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া, দান
করিলে, সম্যক ফল লাভ করিবে । জলাশয়,

সেতু-সংক্রমশাখিনাম্ । কথ্যন্তে প্রোক্ষণে
মন্ত্রাঃ প্রযোজ্যা ব্রহ্মবিদ্যায়া ॥ ১২৫
জীবনাদার জীবনাং জীবনপ্রদ বাক্ষণ
প্রোক্ষণে তব তৃণ্যজ জল-ভূচর-খেচরাঃ
১২৬ ॥ তৃণকাষ্ঠাদিসমুত্ত বাসেয় ব্রহ্ম-
প্রিয় । ত্বাং প্রোক্ষয়ামি তোয়েন প্রীতঃ
ভব সর্বদা ॥ ১২৭ ॥ ইষ্টকাদিসমুদ্ভূত
বস্তব্যস্তিষ্টকাময়ে ॥ ১২৮ ॥ ফলৈঃ পটৈঃ
শাখাদৈশ্চায়াভিষ্ট-প্রিয়ংকরাঃ । যচ্ছয়
মেহখিলান্ কামান্ প্রোক্ষিতাস্তীর্থ-

গৃহ, উপবন, সেতু, সংক্রম অর্থাৎ সেতু-
বিদ্যায় ও বুধের প্রোক্ষণ মন্ত্র সকল
কথিত হইতেছে ; এই সকল মন্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা
অর্থাৎ গাথত্রীর সহিত প্রয়োগ করিলে ।
জলাশয় প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—(মূল,—জী-
—চরাঃ) হে জলাধার । হে প্রাণিগণের
জীবন-দাতা । হে বাক্ষণ । তোমার প্রোক্ষণে
জলচর, ভূচর এবং খেচর সকলে তৃপ্তিলাভ
করুক । গৃহ-প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—
(মূল,—তৃণ—সর্বদা), হে তৃণকাষ্ঠাদি-
সমুত্ত । হে বাসযোগ্য । তুমি ব্রহ্মার
প্রিয়, তোমাকে তোয় দ্বারা প্রোক্ষিত
করিতেছি, সর্বদা আমার প্রীতির নিমিত্ত
হও । ইষ্টকাময় গৃহ হইলে, (‘তৃণ-
কাষ্ঠাদি সমুদ্ভূত’ এই পদের পরিবর্তে)
‘ইষ্টকাদি-সমুদ্ভূত’ অর্থাৎ ইষ্টকাদি দ্বারা
নির্ম্মিত—এই কথা বলিবে । আরাম-
প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—(ফলৈঃ—বারিভিঃ)
ফল, পত্র, শাখাদি এবং ছায়া দ্বারা প্রিয়

বারিভিঃ ॥ ১২৯ ॥ সেতুস্তং ভব নিধুনাং
পারদঃ পথিকপ্রিয়ঃ । ময়া সংপ্রোক্ষিতঃ
সেতো যথোক্তফলদোভব ॥ ১৩০ ॥ সংক্রম
স্তাং প্রোক্ষয়ামি লোকানাং সংক্রমং যথা ।
দদামীহ তথা স্বর্গে সংক্রমো মে প্রদীয়-
তাম্ ॥ ১৩১ ॥ অরামপ্রোক্ষণে মন্ত্রো
য এষ কথিতঃ প্রিযে । স এব শাখি-
সংস্কারে প্রযোক্তব্যো মনীষিভিঃ ॥ ১৩২ ॥
প্রণবো বারুণকাক্তং বীজুত্বিতয়মস্মিকে । সর্ব-
সাধারণদ্রব্যপ্রোক্ষণে বিনিবেজয়েৎ ॥ ১৩৩ ॥
স্বাপন ইং বাহনকেং জাপয়েদ্রুগবিদ্যায়া ।

কারকগণ তীর্থজল দ্বারা প্রোক্ষিত হইয়া
আমাকে সকল ভাটীষ্টে প্রদান করুন । সেতু-
প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—(সেতুঃ—ভব) হে
সেতু । তুমি ভবনিধুব পারদাতা, সেতু
পথিকদিগের প্রিয় ; তুমি মৎ কর্তৃক
প্রোক্ষিত হইয়া যথোক্ত ফলদাতা হও ।
সংক্রম-প্রোক্ষণের মন্ত্র যথা ;—(সংক্রম—
প্রদীয়তাম্) হে সংক্রম । আমি তোমাকে
প্রোক্ষিত করিতেছি, ইহলোকে যেকণ সকল
লোককে মনোরণ করিতে দাতা, সেষ্টরূপ
স্বর্গে আমায় গতিশক্তি প্রদান কর ।
১২১—১৩১ । হে প্রিযে । অরাম প্রোক্ষণে
যে মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ বৃক্ষ-
সংস্কারে সেই মন্ত্রই প্রয়োগ করিবেন । হে
অস্মিকে । সর্বসাধারণ জবা প্রোক্ষণে
প্রণব (ওঁ), বারুণ (বং), অস্ত্র (যট্),
এই তিন বীজ প্রয়োগ করিবে । বাহন
যদি জ্ঞান করাইবার যোগ্য হয়, তাহা

অস্ত্রজৈবার্থাতোয়েন কুশাগ্রোণ বিশোধয়েৎ ॥
১৩৪ ॥ প্রাণপ্রতিষ্ঠামাচার্য্য তত্ত্ববাহন-
সংজ্ঞয়া । পুজিতোহলঙ্কৃতো বাহো দেয়ো
ভবাতি দেবতে ॥ ১৩৫ ॥ জলাশয়ে পূজনীয়ো
বক্ষণো বাদমান্পুতিঃ । গৃহে প্রজাপতিব্রহ্মা-
রামে সেতো চ মৎক্রমে । পূজ্যো বিষ্ণু-
র্জগৎপাতা সর্বাঙ্গা সর্বদৃগ্ভিভুঃ ॥ ১৩৬ ॥
শ্রীদেবুবাচ । বিধিধানি বিধানানি কথি-
তান্যুক্তকর্ম্মহু । ত্রমো ন দর্শিতো যেন
মানবঃ কর্ম্ম সাধয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥ ক্রমব্যত্য-
কর্ম্মাণি হুত্বায়াসকৃত্যস্তপি । ন যচ্ছক্তি যস্য
সম্যক্ নৃণাং কর্ম্মানুষ্ঠীতিনাম্ ॥ ১৩৮ ॥
শ্রীমদাশ্বিন উবাচ । যহুস্তং উপরমেশানি

হইলে ঐ বাহনকে গায়ত্রী দ্বারা জ্ঞান করা-
ইবে,—অস্ত্র, অর্ধাং জ্ঞান করাইবার যোগ্য
না হইলে কুশাগ্র-গৃহীত অর্ধা-জল দ্বারা
শোধিত করিবে । প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তত্ত্ব-
বাহনের নামোচ্চারণপূর্বক পুজিত ও অলঙ্কৃত
বাহন, দেবতাকে প্রদান করিবে । জলাশয়-
প্রতিষ্ঠাতে জলজন্তুদিগের অধিপতি ব্রহ্মা—
(প্রদানভাবে) পূজনীয় । গৃহপ্রতিষ্ঠাতে
ব্রহ্মা প্রজাপতি ; অরাম, সেতু এবং
সংক্রম-প্রতিষ্ঠাতে ত্রিভুবন-রক্ষক সর্বাঙ্গা
সর্বজ্ঞ প্রভু বিষ্ণু, পূজনীয় । দেবী বলিলেন,
—নানাবিধ বিধান বলিলে বটে, কিন্তু উক্ত
কর্ম্মসমূহে ক্রম বলালে না যে, মনুষ্যাগুণ
কর্ম্ম আচরণ করিবে ? ক্রমনহিত বর্ষা বহু-
আরামপূর্বক করিলেও কর্ম্মফলচ্ছু মানব-
গণের সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হয় না । ১৩২—১৩৮ ।

মাত্রেব হিতকারিণি । শিশুশ্রেয়সং তয়ো-
কানাং ফলমাপ্ত্যচ্যুতমাম্ ॥ ১৩৯ ॥ এতয়া-
মুক্তকৃত্যানামনুষ্ঠানং পৃথক পৃথক বাস্ত-
বাপক্রেমাদেব কথ্যমায়াবদীয়তাম্ ॥ ১৪০ ॥
পূর্বেহহি নিয়তাহারঃ যঃ শ্রীতঃ সান-
মচরেৎ । কৃত্য পূর্বাঙ্কুরং কৰ্ম্ম শুরুৎ
নারায়ণং যজ্ঞৎ ॥ ১৪১ ॥ ততঃ স্বকাম-
মুদ্দিগ্য বিধির্নশিতীর্ণনা কৃতমক্ষমাকো মন্ত্রী
গণেশাদীনু সমর্চয়েৎ ॥ ১৪২ ॥ বদ্রকাত্তং
ত্রিনেত্রং দ্বিরদবরমুখং নাগবাক্সোদবীতং
শঙ্খাং চক্রং রূপমং বিমলাগরমিজং হস্ত-
পদৌদধানম্ । উদ্যম্ভেন্দুমৌলিং মিনকর-

শ্রীমদাশ্বিন বালিলেন,- হে পরমেশ্বর ।
মাত্রেব হিতকারিণি । তুমি যাহা অর্থাৎ
ক্রমানুসারে কার্য্য করা বিহিত, এই কথা
বলিয়াছ, ফলসমুচ্চিহ্ন লোকদিগের পক্ষে
তাহা মঙ্গলকর । হে দেবি । এই সকল
উক্ত কার্য্যের পৃথক পৃথক অনুষ্ঠান
বাস্তবান হইতে আরম্ভ করিয়া বলিতেছি,
মনোযোগ কর পূর্বদিন আহারের সংযম
করিয়া পবদিন প্রাতঃস্নান করিবে,
অনন্তর পৌর্নবাসিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া
শুরু ও নারায়ণের পূজা করিবে । অনন্তর
কর্ম্মকর্ত্তা নিজ কামনা উত্তমপূর্বক বিধি-
নির্দিষ্ট মঙ্গলক্রমে মঙ্গল কবিয়া গণেশাদির
পূজা করিবে । ১৩৯—১৪২ “বদ্র-কপূর্ণার
স্তায় বদ্রবর্ণ, ত্রিনেত্র, গজেন্দ্রবদন, সর্পময়-
বজ্রপবীত-ধারী, করকমল চতুর্ভুজে শঙ্খা,
চক্র, অশি এবং প্রাণ-পূজা ধারী, উদয়কাদীন

কিরণোদীপ্তবস্ত্রাচ্ছন্দোভম্ । নানালঙ্কারযুক্তং
ভজন্ত গণপতিং রক্তপদোপবিষ্টম্ ॥ ১৪৩ ॥
এবং ধাতা যথালঙ্কার্য পূজয়িত্ব, গণেশম্
ব্রহ্মাণক ততো ধারীং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং সম-
র্চয়েৎ ॥ ১৪৪ ॥ শিবং দুর্গাং গ্রহাংশাপি
তথা যোড়শমাতৃকাঃ । যুতধারাপি বসুনিষ্ঠা
কুর্ধ্যাং পিতৃক্রিয়াম্ ॥ ১৪৫ ॥ ততঃ প্রোক্ত-
বিধানেন মণ্ডলং বাস্তবরক্ষমঃ । নির্মাণ
পূজয়েৎ তত্র বাস্তবদৈত্যং গঠণঃ সহ ॥ ১৪৬ ॥
ততস্ত হস্তিগং কৃত্য বহ্নিং সংস্কৃত্য পূর্ববৎ ।
ধারাহোমাস্তমার্চ্য বাস্তবোমং সমারভেৎ ॥
১৪৭ ॥ যথালঙ্কার্যতীক্ষ্ণৈশ্চ পরিবারগণাঙ্ক-

নব-শশি শোভিত-মৌলি, দিবাকর-কিরণবৎ
অভ্যাজ্ঞপ-বস্ত্র এবং অভ্যাজ্ঞল-দেহকাঙ্ক্ষি,
নানালঙ্কার-ভূষিত, • রক্ত-পদে উপবিষ্ট
গণপতিকে ভজনা কর ।” এই গণপতির
ধ্যান করিয়া যথালঙ্কার পূজা করিবে, অনন্তর
ব্রহ্মা, সরস্বতী, বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর পূজা
করিবে । শিব, দুর্গা, নবগ্রহ, যোড়শমাতৃকা
এবং যুতধারাতে বসুগণের পূজা করিয়া,
আত্মাদয়িক করিবে । অনন্তর উক্ত বিধি
অনুসারে বাস্তব-রাক্ষসের মণ্ডল নির্মাণ
করিয়া, তাহাতে মপরিবার বাস্তবদেবের
পূজা করিবে । তদনন্তর হস্তিগ করিয়া,
পূর্ববৎ অর্থাৎ কুশস্তিকৈকান্ত-বিধি অনু-
সারে বহ্নিসংস্কার ও ধারাহোমাস্ত কার্য্য
সমাপনপূর্বক বাস্তব-হোম আরম্ভ করিবে ।
জাঁহাকে অর্থাৎ বাস্তকে, বাস্তবপরিবারগণকে
এবং পূজিত দেবতাদিগকে যথালঙ্কার

চ। তথা পূজিতদেবেভ্যো দত্তা কৰ্ম্ম সমা-
পযেৎ ॥ ১৪৮ ॥ বাস্তব্যাগে পৃথক্ কার্য্যে এয
তে কথিতঃ ক্রমঃ । অনেনৈব গ্রাহণাক
যজ্ঞোহপি বিহিতঃ প্রিয়ে ॥ ১৪৯ ॥ গ্রাহণামত্র
মুখ্যত্বান্নিতেন প্রাপ্নোমঃ । সঙ্গজানন্তবৎ
কার্য্যং বস্তুচর্চনমিতি ক্রমঃ ॥ ১৫০ ॥
গণেশাদর্চনং সৰ্ব্বং বাস্তব্যাগবিধানবৎ ।
গ্রাহণাং যন্ত্রমাতৌ চ ধ্যানং প্রাগেব কীর্ত্তি-
তম্ ॥ ১৫১ ॥ প্রসঙ্গঃ কথিতৌ তদ্রে গ্রাহ
বাস্তুক্রতুকর্ম্মৌ । অথ প্রাস্তুতকৃত্যানামুচ্যতে
কূপসংক্ষিপ্তা ॥ ১৫২ ॥ সঙ্গজং বিধিবৎ কৃত্বা
বাস্তুপূজনমাচরেৎ । মণ্ডলে কপসে বাপি
শালগ্রামে যথামতি ॥ ১৫৩ ॥ ততঃ পূজ্যো

অজ্জতি দিয়া, কৰ্ম্ম সমাপন করিবে ।
পৃথক্ভাগে কৰ্ম্মব্য বাস্তব্যাগে এই ক্রম
তোমার নিকট কথিত হইল । হে প্রিয়ে ।
গ্রাহযজ্ঞও এই ক্রমানুসারে বিহিত ।
ইহাতে অর্থাৎ গ্রাহ্যাগে, গ্রাহদিগেব প্রাধিক্ত
হেতু অজ্ঞভাবে পূজা নিষিদ্ধ এবং সঙ্গজের
পব অজ্ঞভাবে বাস্তব্যাগের পূজা কৰ্ত্তব্য ।
ইহা (বিশেষ) ক্রম । গণেশাদি দেব-
পূজাদি সমস্ত কার্য্যই বাস্তব্যাগ বিধানানু-
সারে হইবে । গ্রাহদিগের যজ্ঞ, মন্ত্র এবং
ধ্যান পূর্বেই কীর্ত্তিত হইয়াছে । হে
ভদ্রে । প্রসঙ্গক্রমে গ্রাহ্যাগ ও বাস্ত-
ব্যাগেব ক্রম কথিত হইল । অনন্তর পূর্বে
প্রস্তাবিত কৰ্ম্মসমুদায়ের মধ্যে কপসংস্কার,
বিধি বলিতেছি । যথাবিধি সঙ্গল করিয়া,
মণ্ডলস্থাপিত ঘট কিংবা শালগ্রাম,
(ইহার মধ্যে) বাহাতে অভিকৃতি হয়,

গণপতিব্রহ্মা বানীহরী রমা । শিবো ভূগা
গ্রাহশচাপি পূজ্যো দিব্যপতঙ্গজঃ ॥ ১৫৪ ॥
মাতৃবো বসবোহস্তৌ চ প্রভঃ কার্য্যো পিতৃ-
ক্রিয়ঃ । প্রাধান্ত্যং বকণ্যাত্ত ম হি পূজ্যো
বিশেষতঃ ১৫৫ ॥ নানোপহাটৈর্বক্ণেণমর্চয়িত্বা
দশাতিতঃ । বিধিবৎ/সংস্কৃতে বাহুণ্যে বাক্ষণং
হোমমাচরেৎ ॥ ১৫৬ ॥ পূজিতোভ্যশ্চ দেবেভ্যো
দত্তা প্রত্যেকমাহতিম্ । পূর্ণাহত্যন্তকৃত্যেন
হোমকৰ্ম্ম সমাপযেৎ ॥ ১৫৭ ॥ ততো ধ্বজ-
পতাকাভগুণকসিন্দূরচর্চিতম্ । উক্তপ্রোক্ষণ-
মন্ত্রেণ প্রোক্ষয়েৎ কূপমুদনম্ ॥ ১৫৮ ॥ ততঃ
স্বকামমুদ্दिष्टा देवमुद्दिष्टा वा नवः । सर्ववृत्त-

ভাহাতে বাস্তপূজা করিবে । ১৫৩ — ১৫৩ ।
তদনন্তর গণপতি, ব্রহ্মা, সবসতী, হনি,
লক্ষ্মী, শিব ও ভূগা পূজা করিবে । আর
নবগ্রাহ দশাদিকূপাল, মাতৃগণ এবং অষ্টগমুও
পূজনাথ । "অনন্তঃ পিতৃকৰ্ম্ম করিবে ।
ইহাতে অর্থাৎ কপসংস্কারে বকণেব প্রাধান্ত,
সুতরাং বকণদেবেব বিশেষরূপ পূজা
করিবে । নিম্ন নীতি অনুসারে বিধি
উপহাব দ্বারা বকুণকে পূজা করিয়া,
যথাবিধি সংস্কৃত মনলে বকুণদেবতোরূপে
হোম করিবে । পূজিত দেবগণের প্রত্যেককে
অজ্জতি দিয়া, "পূর্ণজতি পর্যন্ত সকল
বর্ষ্য হইলে, হোমকার্য্য সমাপিত করিবে ।
অনন্তর ধ্বজ-পতাকা-মাণ্য-চন্দন-সিন্দূর-
চর্চিত উক্তম জলাশয়কে পূর্বেস্ত প্রোক্ষণ-
মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে । অনন্তর নিজ
কামনা উদ্দেশ করিয়া কিংবা দেবতা-প্রীতি
উদ্দেশ করিয়া, সর্বকাল প্রাণিগণের

শ্রীমদাখ্যোক্তঃ কৃপজলাশয়ঃ ॥ ১৫৯ ॥
কৃত্তাপিপুটো ভূত্ৱা প্রার্থয়েৎ সাধকপ্রণীঃ ॥
১৬০ ॥ সূত্রীঃ সর্গভূতঃ নৈৱাত্তোয-
বাসিনঃ । উৎসর্গঃ সর্গভূতঃ সূত্রীঃ
জল-সমুদ্রঃ ॥ ১৬১ ॥ তস্যৈব সর্গভূতানি
জ্ঞানপানাবগাহনৈঃ । সমুদ্রাৎ সর্গভূতভ্যো
ময়া - দত্তমিদং স্মৃণু ॥ ১৬২ ॥ যৈ চ
কেচিৎপিপদ্যন্তে , সৎকর্মবিপাকতঃ । ৬২-
পাটৈর্ন প্রাপিষ্যেৎ সফলস্য মম ক্রিয়াঃ ॥
১৬৩ ॥ তত্ত্বং দক্ষিণং কৃত্তা কৃত্তাপুট দিক-
ক্রিয়াঃ । ব্রাহ্মণান্ মোক্ষয়েৎ কোলান্ দান-
নপি বুভুক্ষিতান্ ॥ ১৬৪ ॥ জপাশয়প্রতিষ্ঠাসু

শ্রীমদেব উক্ত কৃপাদি জলাশয় উৎসর্গ
করিবে । সাধকপ্রণী, বৃত্তাপুট হইয়া
প্রার্থনা করিবে যে, (প্রার্থনামন্ত্র,— সূত্রী—
১৬০ : তাহার অর্থ) “বৃচর, ভূচর,
জলচর, সকল প্রাণীই সূত্রীত হউক, সকল
প্রাণীই উদ্দেশে আমি এই উৎসর্গ জল
উৎসর্গ করিলাম । সকল প্রাণীই জ্ঞান,
জ্ঞান প্রাপ্তিলাভ, পান এবং অবগাহন দ্বারা
তৃপ্ত হউন । আমি এই জল সামান্যতঃ
সর্গভূত উদ্দেশে দান করিলাম, অর্থাৎ
আমি এমন ভাবে দান করিলাম যে, ইহাতে
সকল জীবের সমান অধিকার হইল । নিজ
মিজ কর্মফলে যে কোন ব্যক্তি (ইহাতে)
দেহত্যাগ করিবে, আমি সে পাপ হইতে
“হইব না, আমার ক্রিয়া ফলা হউক”
অনন্তর দক্ষিণাত্য করিয়া, শান্তিকর্ম কবিবার
পূর্ব ব্রাহ্মণ, কোল এবং ক্ষুধিত দরিদ্রগণকে

সর্গভূত ক্রমঃ শিবে । তড়াগাদৌ চ কর্তব্য
নাগপুস্তজলচরঃ ॥ ১৬৫ ॥ মীন-মণ্ডুক-
মকর-কূর্ম্যাস্ত জলজন্তবঃ । কার্য্য ধাতুময়া-
শেষে কৰ্ত্তব্যস্তানুসারতঃ ॥ ১৬৬ ॥ মৎস্য-
পূর্ণমযৌ কূর্ম্যাদুকাবপি হেমজৌ । বাজতো
মকরৌ কূর্ম্যমিথুনং তামরিত্তিকম্ ॥ ১৬৭ ॥
এতৈর্জলচরৈঃ সার্জ্যং তড়াগমপি দীর্ঘিকাম্ ।
মাগবক সমুৎস্না প্রার্থয়ন্ নাগমর্চয়েৎ ॥ ১৬৮ ॥
অনন্তো বাসুকিঃ পদো মহাপদাশ্চ তক্ষকঃ ।
কুলীৰ্ণঃ ককটঃ শৃঙ্গাঃ পাথমাঃ বক্ষকা ইমে ॥
১৬৯ ॥ ইত্যেভৌ নাগনামানি তিথিতাপথ-
পল্লবে । স্মৃতা প্রণবনায়ন্তৌ বটমধ্যে

হোজন করাইবে । হে শিবে ! সকল
জলাশয়-প্রতিষ্ঠাতেই এই ক্রম । তড়াগাদি-
প্রতিষ্ঠাতে (বিশেষ এই) নাগ, পুস্ত এবং
জলচর নির্মাণ করিতে হইবে । মৎস্য,
মণ্ডুক, মকর ও কূর্ম্য,—এই সকল জলজন্তু
বা জলচর, বর্ত্তার সম্পত্তি-অনুসারে ধাতুময়
করিবে । মৎস্য-মিথুন পূর্ণময়, মণ্ডুক-
মিথুন ও পূর্ণময়, মকর-মিথুন বজ্রতময়,
কূর্ম্য মিথুন তাম্র বা পিত্তলময় করিবে ।
১৬৪—১৬৭ । এই সকল জলচরের
সহিত তড়াগ, দীর্ঘিকা, বা মাগব উৎসর্গ
করিয়া, পূর্বোক্ত (সূত্রীঃ—ক্রিয়াঃ)
কতিপয় মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবার পর
নাগ-পূজা করিবে । অনন্ত, বাসুকি, পদা,
মহাপদা, তক্ষক, কুলীৰ্ণ, ককট শৃঙ্গা
এই সকল নাগ জলরক্ষক । (আটটা)
অথ পল্লবে এই নাগগণের আটটা নাগ

বিনিম্বিপেৎ ॥ ১৭০ ॥ চক্ষাকৌ সাক্ষিপৌ
 কৃত্বা বিলোড়ৈকং যুক্তং ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০ ১০১ ১০২ ১০৩ ১০৪ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯ ১১০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

লিখিয়া প্রণব ও গায়ত্রী মন্ত্র-পূর্ব্বক
 (সেই সকল পন্ন্য) ঘটমধ্যে নিম্নেপ
 করিবে। চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া ঘট-
 মধ্যে বিলোড়নপূর্ব্বক একটি পন্ন্য উদ্ধৃত
 করিবে, তাহাতে যে নাগ অর্থঃ যে নাগ-
 নামযুক্ত পন্ন্য উঠিবে, তাহাকে জলাক্ষক
 করিবে। তৈল-হরিদ্রা দ্বারা লিপ্ত, দারুসত্ত্ব,
 সরল, বিংশতিহস্ত একটি শুভস্তু আনয়ন
 কাবয়া বাহুতি ও প্রণব পাদপূর্ব্বক তীর্থ-
 জল দ্বারা স্নান করাইবে; সেই স্থাপিত স্তুতে
 হ্রী, শ্রী, ক্ষমা ও শান্তির সহিত নাগকে
 পূজা করিবে। “হে নাগ। তুমি বিম্বব
 শয্যা এবং মহাদেবর অলঙ্কার; এই স্তুত
 অধিষ্ঠান করিয়া আমার জল রক্ষা কর”
 (ইহা অর্থ। মন্ত্র যথা;—নাগ—মে)।
 এই মন্ত্রপাঠ করত প্রার্থনা করিয়া অনন্তর
 সেই নাগাদিষ্ঠিত স্তুত জলাশয় মধ্যে

পূর্ব্বং তদা নাগা ধটেহর্চনং । শুভস্তু
 তত্র নিম্বিপ্য নিম্বং কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ ॥ ১৭৬ ॥
 এবং গৃহপ্রতিষ্ঠায়াং কৃতমর্চনো দুখঃ ।
 বাস্তাদিগ্নপুণ্যেৎ প্রত্যাং বস্তু চ কপাৎ ॥
 ১৭৭ ॥ বিবাবাণে বর্ণেয়ে। যজুদেবং প্রজা-
 পতিম্ । প্রাজাপত্যং হ নং কুৰ্য্যাৎ সাধক-
 সম্ভবঃ ॥ ১৭৮ ॥ গৃহং পূর্ব্বোক্তমঙ্গল-
 প্রেক্ষ্য গন্ধাদিনার্চনং । দৈন্যানাতিমুখা
 ভূত্বা প্রার্থয়ান্ধিতাঞ্জলিঃ ॥ ১৭৯ ॥ প্রজা-
 পতিপতে গেহ পুষ্পমালাদিভূষিতঃ ।
 অস্মাকং শুভমায়া মৰ্ষথা সুখদো ভব ॥
 ১৮০ ॥ ততস্ত দক্ষিণাং কৃত্বা শান্ত্যানীৰ্ব্বাদ-

স্থাপনপূর্ব্বক কৰ্ম্মকর্ত্তা ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯
 কবিবে। শুভ যদি পূর্ব্বই স্থাপিত হইয়া
 থাকে, তাহা হইলে, নাগকে ঘটে পূজা
 করিয়া সেই ঘটের জল তড়ান নিম্নেপ
 করিয়া, আশীর্ষ কৰ্ম্ম সমাপন করিবে।
 পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ গৃহপ্রতিষ্ঠাতেও
 কৃতসঙ্কর হইবা কৃৎপ্রতিষ্ঠার জায় বাস্তপূজা
 হইতে বসুধারা-দান ও আভ্যুদয়িক কৰ্ম্ম
 সমাপনপূর্ব্বক এই কৰ্ম্ম (১৭৬-১৭৮) পরিবর্তে
 প্রজাপতিদেবকে বিশেষরূপে পূজা করিবে
 এবং সাবকশ্রেষ্ঠ প্রাজাপত্য হোম করিবে।
 পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা গৃহকে প্রোক্ষিত ও
 গন্ধাদ দ্বারা আর্চিত করিয়া দৈন্যানাতিমুখা-
 মুখ হইয়া, কৃতাজলিপুটে প্রার্থনা করিবে,—
 “হে প্রজাপতি-দামিক গৃহ। তুমি পুষ্প-
 মালাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া আমাদিগের
 শুভকর বাসের জন্য সর্ব্বতোভাবে সুখদাত

গাচরেৎ । বিপ্রাণ কুলানানু দীনান্ভ ভোজ্যে
‘হেদ স্বাধিক্তিতঃ ॥ ১৮১ ॥ ‘অন্যার্থক প্রতিষ্ঠা
চেৎ তদ্বাসারিত্র যোজযেৎ । দেবতাকৃত
গেহস্ত বিধানং শৃণু নৈলজো ॥ ১৮২ ॥ ইত্যং
সংস্কৃত্য ভবনং শজ্জাহু্যাদিনিব্বনৈঃ ।
দেবতাসমিধিং গজা প্রার্থয়েদ্বিত্তিতাজ্জলিঃ ॥
১৮৩ ॥ উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ ভক্তানাং বাঞ্ছিত-
প্রদ । আগত্য জমুমাফল্যং কুরু মে কুরু-
নিধে ॥ ১৮৪ ॥ ইত্যুভয়র্থা গৃহান্তর্গে দেব-
মানীয় সাধকঃ । উপস্থাপ্য গৃহদ্বারি পুরতো

হও” ॥ ১৮৮—১৮০ ॥ ‘অনন্তর দক্ষিণ হস্ত
কবিতা শান্তি ও আশীর্বাদ করিবে ।
স্বশক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ, কোল ও দলিত
দিগকে ভোজন করাইবে । হে নৈলজো ।
যদি অপরের জন্ত গৃহপ্রতিষ্ঠা হয়, তাহা
হইলে এই গৃহপ্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে তাহার নামো-
ল্লেখপূর্বক “স্বাক্ষর বাসায়” অর্থাৎ
অমকের বাসের জন্ত এই কথাটি যোজিত
করিবে । দেবতার নিমিত্ত নির্মিত গৃহ-
প্রতিষ্ঠার বিধান শ্রবণ কর । এইরূপ
অর্থাৎ পূর্ববৎ গৃহ-সংস্কার করিয়া
শজ্জাহু্যাদি বাদ্যধ্বনি পুরঃসর দেবতার
নিকট গমন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে প্রার্থনা
করিবে,—“হে দেবদেবেশ । হে ভক্ত-
বাঞ্ছিতপ্রদ । হে করুণানিধে । উত্থান করুন,
আমার ভবনে আগমন করত মদীগ্র জন্ম
সকল করুন ।” সাধক, এইরূপে আচার্য্যনা
করিয়া, গৃহ-সমাপ্তি দেবতানয়ন করত
স্থাপনপূর্বক দেবতার পুরোভাগে বাহন

বাহনং স্থাপয়েৎ ॥ ১৮৫ ॥ ত্রিশূণমথবা চক্রং
ত্রিভুজ ভবনোপরি । রৌপ্যেহর্দিশোশানে
সপতাকং ধ্বজং স্থবীঃ ॥ ১৮৬ ॥ চন্দ্রাতপৈঃ
কিকিণীভঃ পুষ্পস্ফুটপল্লবৈঃ । শোভিত্তা
গৃহং সম্যক্ ছাদয়েদ্যবাসম ॥ ১৮৭ ॥
উত্তরাভিমুখে দেবং বক্ষ্যমাণ বিধানতঃ ।
স্বাধেদ্বিহিতৈর্জৈবোত্তমক্রমং বচমিত্যে শৃণু ॥
১৮৮ ॥ ঐ হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্রান্তে ‘মু’মন্ত্রং
সমুচ্চানু । তুন্ধেব স্বাধয়ামিহাং মাতেব
পরিপালয় ॥ ১৮৯ ॥ প্রোক্তবীজত্রয়ান্তো

স্থাপন করিবেন । স্থবী, ত্রিশূণ বা চক্র,
গৃহোপরি স্থাপনপূর্বক মন্দিরেই ঈশান-
কোণে পতাকায়ুক্ত ধ্বজ বোপণ করিবেন ।
চন্দ্রাতপ, সূক্ষ্ম স্বর্গা, পুষ্পমালা ও ভজ-
পল্লব দ্বারা গৃহকে সম্যক্ প্রকাশিত
করিয়া দিব্য-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবেন ।
বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে বিহিত ভা । সকল
দ্বারা উত্তরাভিমুখে স্থাপিত দেবকে জ্ঞান
করাইবে ; তাহার ক্রম তোমাকে বলি-
তেছি,—শ্রবণ কর । (১) “ঐং হ্রীং শ্রীং”
মন্ত্রান্তে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ‘তুন্ধে দ্বারা
তোমায় জ্ঞান করাইতেছি ; জনন্য জাতি
তুমি রক্ষা কর” এতদর্থক ‘তুন্ধে—পালয়’
মন্ত্র পাঠ করত তুন্ধে দ্বারা জ্ঞান করাইবে ।
(২) পূর্বোক্ত বীজত্রয়েব তান্তে মূলমন্ত্র
যোগ কবিয়া, “তোমাকে অন্য দধি দ্বারা
জ্ঞান করাইতেছি, তুমি ভবতাপহর হও”
এতদর্থক “দধা—ভব মন্ত্রে” দধি দ্বারা জ্ঞান
করাইবে । (৩) পূর্ববৎ বীজত্রয় মূল-

তথা মূলং নিযোজয়ন্ । দত্তা জ্ঞাং জাপয়া-
 ম্যাদ ভবতাপহরৌ ভব ॥ ১১০ ॥ পুনর্বীজ-
 ত্রয়ং মূলং সর্বানন্দকরৈতি চ । মধুনা
 জাপিতঃ শ্রীতো মামানন্দময়ং কুরু ॥ ১১১ ॥
 প্রাণমূলং সমুচ্চাৰ্য্য মাৰিত্রীং প্রণবং আবন্ ।
 দেবপ্রিয়েণ হবিষা আয়ুঃশুভ্রেণ তেজসা ।
 জ্ঞানং তে কল্পয়ামীশ মামরোগং সদা কুরু ॥
 ১১২ ॥ তদমূলঞ্চ গায়ত্রীং ব্যাহতিং
 সমুদীরয়ন্ । দেবেশ শর্করাতোমৈঃ জাতো
 মে যচ্ছ বাঞ্জিতম্ ॥ ১১৩ ॥ তথা মূলং
 সমুচ্চাৰ্য্য গায়ত্রীং বারুণং মনুম্ । বিধাতা
 নিম্বিতৈর্দিতৈঃ প্রিটৈঃ । স্তৈশ্চরণৌকিকৈঃ ।

মন্ত্র উচ্চারণ করত “হে সর্বানন্দকর ।
 তুমি মধু দ্বারা জাপিত ও শ্রীত হইয়া
 আমাকে অনন্দময় কর” এতদর্থক “সর্ব-
 কুরু” মন্ত্র বলিয়া মধু দ্বারা জ্ঞান করাইবে ।
 ১৮১—১১১ । (৪) পূর্ববৎ মূলমন্ত্র
 গায়ত্রী ও প্রণব স্মরণান্তে “হে ঈশ । দেব-
 প্রিয়, আয়ুঃ শুভ্র ও তেজঃস্বরূপ হও দ্বারা
 তোমাকে জ্ঞান করাইতেছি, আমাকে শর্করা
 নীরোগ কর” এতদর্থক “দেব—কুরু” মন্ত্র
 পাঠান্তে দ্বত দ্বারা জ্ঞান করাইবে । (৫)
 পূর্ববৎ মূলমন্ত্র, ব্যাহতি ও গায়ত্রী উচ্চারণ
 পূর্বক “হে দেবেশ । শর্করাজম্ব দ্বারা জাত
 হইয়া আমায় বাঞ্জিত প্রদান কর” এতদর্থক
 “দেবেশ—বাঞ্জিতম্” মন্ত্রে শর্করোদক দ্বারা
 জ্ঞান করাইবে । (৬) পূর্ববৎ মূলমন্ত্র, গায়ত্রী
 ও বারুণ বীজ অর্থাৎ “বৃ” এই মন্ত্র
 সমুচ্চারণ করত বিধাতৃ-নির্মিত, দিব্য, প্রিয়,

নারিকেলোদকৈঃ জ্ঞানং কল্পয়ামি নমোহস্ত
 তে ॥ ১১৪ ॥ গায়ত্রী মূলমন্ত্রেণ জাপয়ে-
 দিম্বুদৈঃ রমৈঃ ॥ ১১৫ ॥ কামবীজং তথা
 তারং মাৰিত্রীং মূলমীরয়ন্ । কপূরাশুক্র-
 কাশ্মীর-কল্পুরীচন্দনোদকৈঃ । জুজাতো ভব-
 সুশ্রীতো তুষ্টিমুক্তৌ প্রযচ্ছ মে ॥ ১১৬ ॥
 ইত্যঙ্গ কলমৈঃ জ্ঞানং কারয়িত্বা জগৎপতিম্ ।
 গৃহাভ্যন্তরমানীয়ে স্থাপয়েদাগনোপরি ॥ ১১৭ ॥
 জাপনান্না ন চেদর্জা তদ্ব্যজ্রে বাপি তন্ননৌ ।
 শালগ্রামশিলায়াং বা জাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ ॥
 ১১৮ ॥ অশঙ্কৌ মূলমন্ত্রেণ জাপয়েচ্ছঙ্ক-

শিঙ্ক এবং অলৌকিক নারিকেল-জল দ্বারা
 তোমায় জ্ঞান করাইতেছি, তুমি আমায় নমস্কার”
 এতদর্থক “বধাতা—তে” মন্ত্রে নারিকেলজল
 দ্বারা জ্ঞান করাইবে । (৭) গায়ত্রী ও মূল-
 মন্ত্র পাঠ ক্রমে ইন্দুরস দ্বারা জ্ঞান করাইবে ।
 (৮) কামবীজ (ক্রীং), তার (ওঁ) গায়ত্রী ও মূল
 মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কপূর, অশুক্র, কাশ্মীর
 (কুসুম), কল্পুরী ও চন্দনের জল দ্বারা
 জুজাত হইয়া সুশ্রীত হও ; আমায় ভোগ
 ও মোক্ষ প্রদান কর” এতদর্থক “কপূরা—
 মে” মন্ত্রে উক্ত কপূবাদিজল দ্বারা জ্ঞান
 করাইবে । এইরূপে অষ্ট কলম দ্বারা জ্ঞান
 করাইয়া, জগৎপতিকে গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন
 করত আগনের উপর স্থাপন করিবে । দেব-
 প্রতিমা যদি জ্ঞান করাইবার উপযুক্ত না হন,
 তাহা হইলে যজ্ঞে অথবা দেবতার মূলমন্ত্রে
 কিংবা শালগ্রাম শিলাতে জ্ঞান করাইয়া
 পূজা করিবে । শুদ্ধি দ্বারা পূর্বোক্ত

পাথমাম্ । অষ্টভিঃ কলমৈর্ঘণ্টা পঞ্চাভিঃ
সপ্তভির্ঘণ্টা ॥ ১৯৯ ॥ ঘটপ্ৰমাণং প্রাগেব
কথিতং চক্রপূজনে ॥ সৰ্বভোগমকুতোযু
ম্ এব বিহিতো ঘটঃ ॥ ২০০ ॥ ততো যজ্ঞে-
মহাদেবং স্বপূজাবিধানতঃ । তত্রোপ-
চারানু বধ্যামি শৃণু দেবিশপরাং পরে ॥ ২০১ ॥
আসনং আগত্য পাদ্যমৰ্য্যমাচমনীয়ম্ ।
মধুপৰ্কস্তথাচম্যং স্নানীয়ং স্নাত্ত্ব যজ্ঞে ॥ ২০২ ॥
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা ।
দেবার্চনাস্থ নিৰ্দ্ধিতা উপচারাস্ত যোড়শ ॥
২০৩ ॥ পাদ্যমৰ্য্যমাচমনং মধুপৰ্কচমো তথা ।
গন্ধাদিপৰ্ককৈকোতে উপচারা দশ স্মৃতাঃ ॥
২০৪ ॥ গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যমপি

প্রকারে স্থান করাইতে অশঙ্ক হইলে যথা
শক্তি শুদ্ধশাস্ত্রপূৰ্ণ অষ্ট, সপ্ত কিংবা পঞ্চ
কলম দ্বারা স্থান করাইবে । পূৰ্বেই চক্র
পূজনে স্থলে ঘট-পরিমাণ কথিত হইয়াছে,
আগমোক্ত সকল প্রকার কৰ্ম্মই সেই
প্রকার ঘট বিহিত । তাহার পর স্ব স্ব পূজা-
বিধানানুসারে সেই মহাদেবকে পূজা করিবে,
তাহাতে যথাবিধি উপচার সকল বলিতেছি,
হে পুরাণপরে । তুমি শ্রবণ কর ।
১৯৯—২০১ । আসন, আগত্য, পাদ্য, অৰ্ঘ্য,
আচমনীয়, মধুপৰ্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়,
বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য
ও বন্দন,—এই যোড়শ প্রকার উপচার
দেবপূজাতে কথিত হইয়াছে । পাদ্য, অৰ্ঘ্য,
আচমন, মধুপৰ্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প,
ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, ইহাই দশোপচার
বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে । গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,

কানিক । পক্ষোপচারঃ কথিতা দেবতয়াঃ
প্রপূজনে ॥ ২০৫ ॥ অস্ত্রোপচারাস্তমা দেব্যং
প্রোক্ষ্য ধেনুং প্রদর্শয়ন্ । সংপূজ্য গন্ধপুষ্পা-
ভ্যাং দেব্যাত্মানং সমুদ্রিষেৎ ॥ ২০৬ ॥ বস্ত্রা-
মানমকুং স্মৃতা মূলধা দেবতাভিধাম্ ।
চতুর্থীং সমুচ্চাৰ্য্য ত্যাগার্থং বচনং পরে ॥ ২০৭ ॥
নিবেদনবিধিঃ প্রোক্তো দেবে দেয়েষু বস্ত্রযু ।
অনেন বিধিনা বিদ্বান্ দেব্যং দদ্যাদ্ভিবো-
কমে ॥ ২০৮ ॥ আদ্যার্চনবিধৌ পূৰ্ব্বং
পাদ্যমৰ্য্যাদিনিবেদনম্ । অৰ্ঘ্যং কার্ণা-
দীনং সৰ্ব্বমেব প্রদর্শিতম্ ॥ ২০৯ ॥ অকু-
মন্তা যে তত্র তানেবাত্র শৃণু শ্রিয়ে । আসনা-
হ্যপচারানাং প্রদানে বিনিযোজয়েৎ ॥ ২১০ ॥

দীপ ও নৈবেদ্য,—দেবতাপূজনে ইহাই
পক্ষোপচার বলিয়া উক্ত হইয়াছে । “ফট্”
এই মন্ত্র অৰ্ঘ্যপাত্রস্থ জল দ্বারা অভি-
ষেক করত ধেনুমুদ্রা প্রদর্শনাতে, গন্ধ-পুষ্প
দ্বারা পূজা করিয়া দেয় দেব্যের নাম উল্লেখ
করিবে । বধ্যমান মন্ত্র এবং মূলমন্ত্র স্মরণ-
পূৰ্ব্বক চতুর্থী-নিভাক্ষিমুক্ত দেবতার নাম
উচ্চারণ করিয়া ত্যাগার্থ বচন পাঠ করিবে ।
দেব-উদ্দেশে দেয়-বস্ত্র সকলের নিবেদন-
বিধি উক্ত হইল । এই বিধি দ্বারা বিদ্বান্,
দেবতাকে দেব্য প্রদান করিবে । পূৰ্বে
আদ্যা-পূজার বিধান কালে, পাদ্য-অৰ্ঘ্যাদির
নিবেদন-বিধি ও কার্ণাদির অৰ্ঘ্য-প্রকার
সুকলই প্রদর্শিত হইয়াছে । সেই স্থলে
যে সকল মন্ত্র অকুন্ত হইয়াছে, তাহা এই
স্থলে বলিতেছি,—শ্রবণ কর । এই সকল
মন্ত্র আসনাপচার প্রদানে প্রয়োগ

সর্বভূতান্তবাহ্যে সর্বভূতান্তরাগ্নে । কলযা-
ম্যুপবেশ্যামাসনং তে নমো নমঃ ॥ ২১১ ॥
উচ্চক্রমেণ দেবেশি প্রদায়ামনমুত্তমম্ ।
কৃতাজ্জলিপুটে ভুজা আগত্য প্রার্থয়েৎ
ততঃ ॥ ২১২ ॥ দেবঃ সাতাষ্টসিদ্ধার্থং যচ্চ
বাঞ্ছন্তি দর্শনম্ । সুসাগত্য সাসত্য মে
তস্মৈ তে পামায়নে ॥ ২১৩ ॥ অদ্য মে
সফলং জ্ঞান জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ ।
সাগত্য যৎ তুয়া তস্মৈ তপসাং ফলমাগতম্ ॥
২১৪ ॥ দেবমামন্ত্য সংপ্রার্থ্য সাগত্যগ্না-
মস্মিক । বিহিতং পাদ্যমাদায় মন্ত্রমেন-

করিবে । ‘সর্বভূতান্তবাহ্যে ও সর্ব-
ভূতের অন্তরাগ্না স্বরূপ তোমার উপবেশনের
জন্ত আমন প্রদান করিতেছি ; তোমায়
বাৎসবীর নমস্কার’ (মন্ত্র যথা ;—সর্ব-
—নমঃ) । হে দেবেশি ! উচ্চ ক্রমে
উত্তম আমন প্রদানান্তে কৃতাজ্জলি হইয়া
সাগত্য প্রার্থনা করিবে,—‘দেবতা সকল
স্বকীয় ইষ্টসিদ্ধি নিমিত্ত যাহার দর্শন
প্রার্থনা করেন, সেই পরমাত্মা স্বরূপ
তোমাকে আমার সাগত্য সুসাগত্য । অদ্য
আমাব জ্ঞান, জীবন ও ক্রিয়া সকল সফল ;
যেহেতু তোমার সাগত্য স্বরূপ আমার ২৪
তপস্যার ফল আগত্য হইয়াছে’ (মন্ত্র
যথা ;—দেবাঃ—গতম্) । হে অস্মিকে !
এইরূপে দেবতাকে আমন্ত্রণ এবং সাগত্য
প্রদান করিয়া বিহিত পাদ্য গ্রহণ করিয়া
এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ।
২০২—২১৫ । “যে চরণের জলস্পর্শে

মুদীরয়ৎ ॥ ২১৫ ॥ যৎপাদজলসংস্পর্শা-
চ্ছুদ্ধিগাপ জগজ্জয়ম্ । তৎপাদাক্রমোক্ষণার্থং
পাদাৎ তে কুজায়াম্যহম্ ॥ ২১৬ ॥ পরমানন্দ-
সন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ । তস্মৈ
সর্বাভ্যুতায় আনন্দার্থ্যং সমর্পয়ে ॥ ২১৭ ॥
জাতীলবঙ্গককৌলৈর্জগৎ কেবলমেব বা ।
প্রোক্ষিতার্চিতমাদায় মন্ত্রেণানেন চার্চয়েৎ ॥
২১৮ ॥ যচ্ছুদ্ধিপূর্ণমুখং শুদ্ধিমত্যা-
খ্যৈঃ জগৎ তস্মৈ মুখারবিদায় অচমৎ
কস্যামি তে ॥ ২১৯ ॥ মধুপর্কং সমাদায়
ভুক্ত্যানেন সমর্পয়েৎ ॥ ২২০ ॥ তাপনয়-
বিনাশার্থমখণ্ডানন্দং তেবে । মধুপর্কং দদা-

ত্রিঙ্গনং পবিত্র হইয়াছে, তোমার সেই
পাদস্পর্শাভিষেক নিমিত্ত আমি পাদ্য প্রদান
করিতেছি” (মন্ত্র যথা ;—যৎ—হম্) ।
“যাহার প্রসাদাৎ পরমানন্দ-পরস্পরা হয়,
সকলের আত্মস্বরূপী তাঁহাকে আমি অর্ঘ্য
প্রদান করিতেছি” এই বলিয়া অর্ঘ্য দিবে
(মন্ত্র যথা ;—পর—পর্ষে) । জাতী-
লবঙ্গ ককৌল-মুক্ত কিংবা শুদ্ধ, প্রোক্ষিত
ও আর্চিত জল গ্রহণ করিয়া এই (বক্ষ্য-
মাণ) মন্ত্র দ্বারা অর্পণ করিবে,—“যাহার
উচ্ছিষ্ট স্পর্শে অখিল জগৎ শুদ্ধি প্রাপ্ত
হয়, তোমার সেই মুখ-পদে আচমন
প্রদান করিতেছি” (মন্ত্র যথা ;—যচ্ছুদ্ধি-
তে) । মধুপর্ক গ্রহণপূর্বক ভক্তিসহকারে
এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র দ্বারা অর্পণ করিবে,—
“ত্রেবিধ-তাপ-বিনাশার্থ অখণ্ডানন্দের কারণ-
স্বরূপী তোমাকে মধুপর্ক দান করিতেছি ।

মাদ্য প্রমীদ পরমেশ্বর ॥ ২২১ ॥ অশুচিঃ
শুচিত্যমেতি ॥ যৎস্পৃষ্টস্পর্শমাত্রাভঃ ।
অস্মিন্শ্চ বদনাভ্যন্তরে পুনরাচমনীয়কম্ ॥
২২২ ॥ জ্ঞানার্থং জগদাদায় ত্যক্তং প্রোক্ষিত-
মর্চিতম্ । নিধায় দেবপুস্তোতু মন্ত্রমেন-
মুদীরয়েৎ ॥ ২২৩ ॥ যন্তোজসা জগদ্যাপ্তং
যতো জ্ঞাতমিদং জগৎ । তস্মৈ তে জগদান-
ধার জ্ঞানার্থং তোয়মর্পয়ে ॥ ২২৪ ॥ জ্ঞানে
বস্মৈ চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কম্ ।
অন্তঃপ্রদানান্তে দদ্যৎ তোয়ং সকৃৎ
সকৃৎ ॥ ২২৫ ॥ বস্ত্রমানীয় দেবাগ্রে শোধিতং
পূর্ববৎ নমঃ । ধৃত্বা করতীভ্যামুত্তোল্য পাঠে-

হে পরমেশ্বর । প্রসন্ন হও" (মন্ত্র যথা ;—
তাপ—স্বরণ) । "য হার স্পৃষ্ট স্পর্শমাত্রা
অশুচিও শুচি হয়, তোমার তাদৃশ এই
বদনাস্থজে পুনরাচমনীয় অর্পিত হইল"
এই বলিয়া পুনরাচমনীয় দিবে, (মন্ত্র
যথা ;—অশুচিঃ—সকম্) । পূর্ববৎ প্রোক্ষিত
ও অর্চিত জল লইয়া দেবতার
অগ্রভাগে রাখিয়া এই (বক্ষ্যমাণ)
মন্ত্র উচ্চারণ করিবে,—“য হার তেজ দ্বারা
জগৎ ব্যাপ্ত এবং ঘাহা হইতে জগৎ
উৎপন্ন হইয়াছে, হে দেবদাদা । সেই
তোমাকে জ্ঞানের জ্ঞান জল প্রদান
করিতেছি" (মন্ত্র যথা ;—যন্তোজসা—পর্পে) ।
জ্ঞান, বস্ত্র এবং নৈবেদ্য প্রদানান্তে আচ-
মনীয় দিবে ; এতদ্বিধ দ্রব্য প্রদানান্তে
এক একবার জল দিবে । দেবাগ্রে পূর্ব-
রীতিতে শোধিত বস্ত্র আনুগুন করিয়া, হস্তদ্বয়

দেহে মনুং সুধীঃ ॥ ২২৬ ॥, সর্বাভরণ-
হীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নভেজমে । বাসনী পরি-
ধায়া কজাগমি নমোহস্ত জে ॥ ২২৭ ॥
নানাতত্ত্বমাদায় স্বর্ণরৌপ্যাदिनिर्मিতম্ ।
প্রোক্ষ্যার্চিত্য দোষা দদ্যাদেহং সমু-
চ্চবন্ ॥ ২২৮ ॥ বিশ্বাত্তরনভুতায় বিশ্ব-
শৌভিকযোনয়ে । মায়াবিজ্রহভূয়ার্থং ভূষ-
পানি সমর্পয়ে ॥ ২২৯ ॥ গন্ধাত্মাত্ময়া সৃষ্টা
যেন গন্ধধরা ধবা । তস্মৈ পরাধানে তুভ্যং
পরমং গন্ধমর্পয়ে ॥ ২৩০ ॥ পুষ্পং মনোহরং
রম্যং সুগন্ধং দেবনির্মিতম্ । ময়া নিবেদিতং
ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ২৩১ ॥ বন-

দ্বারা উত্তোলনপূর্বক ধারণ করিয়া এই
(বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র পাঠ করিবে,—“সর্ব
প্রকার আভরণ-বিহীন অবিদ্যা-প্রচ্ছন্নভেজঃ-
স্বরূপ তোমার পদ্বিধান জঙ্ঘা মোস্তরীয়
বস্ত্র প্রদান করিতেছি ; তোমাকে নমস্কার”
(মন্ত্র যথা ;—সর্ব—তে) । স্বর্ণ-রৌপ্যাদি
নির্মিত নানা প্রকার আভরণ গ্রহণ করিয়া,
প্রোক্ষণ ও অর্চনান্তে এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্র
উচ্চারণ করিবে । ২২৬—২২৮) । “বিশ্বের
আভরণ স্বরূপ ও বিশ্বশোভার একমাত্র
কারীভূত তোমাকে, তোমার মায়ায়
পরীর ভূষণ জঙ্ঘা ভূষণসমূহ অর্পন করি-
তেছি” (মন্ত্র যথা ;—বিশ্বা—পর্পে) । “যৎ-
কর্তৃক গন্ধাত্মা দ্বারা গন্ধবর্তী পৃথিবী
সৃষ্ট হইয়াছে, সেই পবমানস্বরূপ তোমাকে
পুন্নম গন্ধ সমর্পণ করিতেছি” এই বলিয়া
গন্ধ অর্পণ করিবে (মন্ত্র যথা ;—গন্ধ—

স্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ স্তম্ভনোহরঃ ।
 আশ্বেয়ঃ সৰ্বভূতানাং ধূপো জ্ঞানায় তেহ-
 প্যৰিত ॥২৩২॥ সুপ্রকাশো মহাদীপ্তঃ সৰ্বজ-
 ন্তিমিরাপহঃ । সবাছ্যাত্তরজ্যোতির্দীপো যঃ
 প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥২৩৩॥ নৈবেদ্যং স্বাস্থ্যমুৎক-
 র্ণানামভক্ষ্যসমমিতম্ । নিবেদয়ামি ত্বন্ত্যদং
 জুযাণ পরমেশ্বর ॥ ২৩৪ ॥ পানার্থং সলিলং
 দেব কপূৰ্বাদিসুসামিতম্ । সৰ্বভূত্বিকরং

পশ্যে। “স্তম্ভনোহর, রসো, গন্ধাঢ্য, স্তম্ভনোহর দেব-
 নিৰ্ম্মিত এই ধূপ ভক্তি-সংকারে নিবেদিত
 হইল, ইহা তোমা কর্তৃক গৃহীত হইক”
 এই বলিয়া ধূপ প্রদান করিবে (মন্ত্র
 যথা ;—ধূপং—তাম্) “নিষ্পাত্তরস,
 স্বর্গীয়, গন্ধাঢ্য, স্তম্ভনোহর ও সফল
 প্রাণীরই ‘আজ্ঞাপ্রদো ধূপ তোমার
 আশ্রয় জন্ত অর্পিত হইতেছে” এই বলিয়া
 ধূপ প্রদান করিবে (মন্ত্র যথা ;—
 বম—প্যৰিত) । “সুপ্রকাশ, মহাদীপ্ত-
 শালী, সফল দিব্য অন্ধকার-নাশক, বায়ু
 ও আত্মজ্বর জ্যোতিষ্মান এই দীপ প্রতি-
 গৃহীত হউক” এই বলিয়া দীপ প্রদান
 করিবে (মন্ত্র যথা ;—সুপ্র—গৃহ্যতাম্) । স্বাস্থ্য-
 জব্যযুক্ত, নানা প্রকার ভক্ষ্যসমমিত এই
 নৈবেদ্য ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি,
 হে পরমেশ্বর । গ্রহণ কর” এই বলিয়া
 নৈবেদ্য দিবে (মন্ত্র যথা ;—নৈবে—শ্বর) ।
 “হে দেব । কপূৰ্বাদি-সুসামিত সৰ্বভূত্বিক-
 জনক, স্বচ্ছ পানীয় জল অর্পণ করিতেছি ;
 তোমার ‘সমস্বাদ’ এই বলিয়া পানার্থ জল

সকলমর্পয়ামি ॥২৩৫॥ ততঃ
 কপূৰ্বং যদিগন্ধবৈজ্ঞান্যাদিভির্ভূতম্ । তান্মূলং
 পুনরাচম্যং দত্ত্বা বন্দন্যমাচবেৎ ॥২৩৬॥ উপা-
 চারিধারদাতা সাধা দেয়মুজ্জ্বলং । দদ্যাচ্চ
 পৃথগাধাৎ তত্তমাম সমুচ্চাস্ত ॥ ২৩৭ ॥
 ইতিমর্চিতদেবায় দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ।
 সার্চ্ছাদনং গৃহং প্রোক্ষ্য পাঠেদেনং কৃত-
 ঙ্গাদিঃ ॥ ২৩৮ ॥ মেহং ত্বং সৰ্বলোকানাং
 পূজ্যঃ পুণ্যযশঃপ্রদঃ । দেবতাস্থিতিদানেন
 স্তম্ভকমদৃশো ভব ॥ ২৩৯ ॥ ত্বং কৈলাসগ-
 বৈকুণ্ঠজং ত্রাসাত্তবনং গৃহ । যৎ ত্বয়া বিধতো
 দেবভাষ্যং ত্বং স্তুরবদিতঃ ॥ ২৪০ ॥ যন্ত

দিবে (মন্ত্র যথা ;—পানার্থং—ভে) । তাহার
 পব কপূৰ্ব, যদিগ, লবঙ্গ ও এলাচাদি-যুক্ত
 তান্মূল এবং পুনরাচমনীয় প্রদানপূর্ব্বক
 বন্দনা করিবে । উপচারাদি দান কালে
 ‘সাগান’ অর্থাৎ “তৈজসাদার-সহিত”
 ইত্যাদি যথাসম্ভব বলিয়া দেবতার নাম
 করিবে । কিংবা সেই আধারের নামোচ্চা-
 রণ বলিয়া আধার পৃথক প্রদান করিবে ।
 তৎপরে পুঙ্খিত দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলিত্রয়
 প্রদান করিয়া আচ্ছাদনযুক্ত গৃহ প্রোক্ষণ-
 পূর্ব্বক কৃতাজলি হইয়া এই (বক্ষ্যমাণ)
 মন্ত্র পাঠ করিবে,—“হে গৃহ ! তুমি ঙ্গকল
 লোকের পূজ্য ; পুণ্য ও কীর্ত্তিপ্রদ ; দেব-
 তার স্থিতি প্রদান করিয়া স্তম্ভক-সদৃশ হও ।
 হে গৃহ । তুমি কৈলাস ; তুমি বৈকুণ্ঠ ;
 তুমি ত্রাসাত্তবন । যেহেতু তুমি দেবকে
 ধারণ করিয়াছ ; সেই জন্ত তুমি দেব-

কুম্ভো জগৎ সৰ্বং বরীজুষ্টি চরাচরম্ ।
মায়াবিম্বতদেহত্ব ত্বা মূর্ত্তিনিধাংনাং ॥
২৪১ ॥ দেবমাতৃমগ্নস্তু ই সৰ্ব্বতীৰ্থময়-
স্তথা । সৰ্ব্বকামপ্রদো ভূত্ব শান্তিং যে
কুরু তে নমঃ ॥ ২৪২ ॥ ইত্যর্থ্য জিহ্বাভ্যাস্য
গৃহং চক্রাদিসংস্কৃতম্ । ১ অংকঃ কাম-
মুদিত দম্যাদোয় মাধকঃ ॥ ২৪৩ ॥ শিশা-
বাসায় বাসায় গৃহং তে বিনিবোধিতম্ ।
অঙ্গীকৃত্ব মহেশান কৃপয়া মানসীয়তাম্ ॥
২৪৪ ॥ ইত্যুক্ত্বাপিতগেহায় দেবার দত্ত-
মক্ষিণঃ । শ্রীতুৰ্ঘ্যাদিষৌষেস্তং স্থাপয়ে-
দ্বৈদিত্যপরি ॥ ২৪৫ ॥ ১ স্মৃতি দেবপদুদ্বন্দ্বং

মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্ । স্থাং স্থীং শ্বিরো
ভবেজ্যত্না বাসস্তে কলিতো ময়া ॥
ইতি দেবং স্থিগাকৃত্য ভবনং প্রার্থয়েৎ
পুনঃ ॥ ২৪৬ ॥ গৃহ দেবানবাসায় সৰ্ব্বথা
প্রীতিদো ভব । উৎসৃষ্টে ত্বয়ি মে লোকাঃ
শ্রীবাঃ সন্ত নিরাময়াঃ ॥ ২৪৭ ॥ দ্বিমপ্তাতীত-
পুরুষান্ দ্বিমপ্তানাগভানপি । মাক মে
পরিবারাংচ দেবদায়ি নিবাসয় ॥ ২৪৮ ॥
যজ্ঞানং সৰ্ব্বযজ্ঞানং সৰ্ব্বতীৰ্থনিষেবণং ।
যং ফলং তৎ ফলং মেহদ্য চোন্নতং ক্র-
ত্বাদিত্যং ॥ ২৪৯ ॥ যৎস্বপ্নদ্বারা তিষ্ঠেদ্বাব-
দেতে ধরাধরাঃ । যাবদ্বিবানিশানার্থো ভাবয়ে

গণেরও বানিত । যাহার উদরে নিখিল
জগৎ ঘূত হইতেছে, মায়া-গৃহীত শরীর
সেই ত্রৈলোক্য মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে বলিয়া
তুমি দেবমাতৃভূমি এবং সঙ্কল তীর্থের
উৎপত্তিস্থান । তুমি সৰ্ব্বকামপ্রদ হইয়া
আমার শান্তি কর ; তোমাকে নমস্কার”
(মন্ত্র যথা ;—গেহ—নমঃ) ২২৯—২৪২
এইরূপে তিনবার অভ্যর্থনান্তে সাধক
আপনার অভিলাষ উদ্দেশ্য করিয়া সেই
চক্রাদিগুরু গৃহ দেবকে প্রদান করবে ।
“বিশ্ববাস-স্বরূপ তোমাকে বাসের জন্ত এই
গৃহ বিনিবোধিত হইল । হে মহেশান !
অঙ্গীকার অর্থ্য গ্রহণ কর এবং কৃপাপূৰ্ব্বক
ইহাতে সন্নিহিত হও” (মন্ত্র যথা ;—বিশ্বা-
—দীয়তাম্) এই মন্ত্র পাঠান্তে গৃহার্ণ
হইলে দেবোদ্দেশে দক্ষিণা প্রদান করিয়া
শ্রীতুৰ্ঘ্যাদি শব্দ পুরসের বৈদিকার উপর

দেবকে স্থাপন করিবে । দেবতার পদদ্বয়
স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত “স্থাং
স্থীং শ্বিরো ভব” অর্থ্যং শ্বির হও, এই
বলিয়া তোমার বাস আম কর্তৃক কলিত
হইল” (বাস—ময়া) এই মন্ত্রে দেবতাকে
শ্রীবা করিয়া পুনর্বার ১২২৯ নিকট প্রার্থনা
করিলে, “হে গৃহ ! দেবানবাসের জন্ত
সৰ্ব্বপ্রকারে প্রীতিপ্রদ হও । তুমি উৎসৃষ্ট
হইলে আমার লোক সকল নিরাময় হউক ।
আমার জাতীত চতুর্দিশ পুরুষ ও ভবিষ্যৎ
চতুর্দিশ পুরুষকে আমাকে এবং মদীয়
পরিবারবর্গকে দেবদামনাসা কর । সৰ্ব্বযজ্ঞ
ও সৰ্ব্বতীৰ্থ নিষেবণ করিলে যে ফল হয়,
তোমার অনুগ্রহে আমার অদ্য সেই ফল
হউক । যতকাল পৃথিবী থাকিবে,
যতকাল এই পৰ্ব্বত সকল থাকিবে ও
যতকাল চন্দ্র সূর্য থাকিব ; তত-

বৰ্ত্তমান কুলম্ ॥ ২৫০ ॥ ইতি প্রার্থ্য চত্বিং
প্রজ্ঞাঃ পূৰ্ণদেবং সমৰ্চয়ন্তু । দৰ্পণাদ্যস্ত-
বস্ত্রান ধ্বজকাপা নিবেদয়েৎ ॥ ৫১ ॥ ততঃ
বাহনং দদ্যাৎ যশ্মান্ দেবে যথোদিতম্ ।
শিবায় বুযভং দত্ত্বা প্রার্থয়েদ্বিজিতাজ্জলিঃ ॥
২৫২ ॥ বুযভং মহাকাশস্তোগ্রশ্চ জ হবি-
ষাতকঃ । পৃষ্ঠে বহসি দেবেশঃ পূজ্যো হসি
ত্রিদশৈরপি ॥ ২৫৩ ॥ শ্রুত্বৈষু সৰ্ব্বতীর্থানি
গোমি বেদাঃ সনাতনাসঃ । নিগমাগমভঙ্গ্যানি
দৰ্শনাগ্রে বসন্তি তে ॥ ২৫৪ ॥ তুঙ্গি দত্তে
মহাভাগ স্ত্রীতঃ পার্শ্বতীপতিঃ । বাসং
দদাতু কৈলাসে ত্বং মাং পালয় সৰ্ব্বদা ॥
২৫৫ ॥ সিংহং দত্ত্বা মহাদেবো গরুড়ং

দিন যেন আমায় কুল বৰ্ত্তমান থাকে”
(মন্ত্র যথা ;—গৃহ—কুলং) । প্রাপ্ত এই
প্রকারে গৃহকে প্রার্থনা করিয়া পুনর্বার
দেবার্চনপূর্ব্বক দৰ্পণ প্রভৃতি অস্ত্রাঙ্ক বস্ত্র
ও ধ্বজ নিবেদন করিবে । তাহাব পব, যে
দেবের যাহা যোগা, সেই প্রকার বাহন দান
করিবে ; তদ্বোধো মহাদেবকে বুযভ-দানান্তে
কৃতাজ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিবে । ২৪৩—
২৫২ । “হে বুযভ । তুমি—মহাশরীর,
তীক্ষ্ণশৃঙ্গ ও শত্রুহাতক । তুমি দেবেশকে
পৃষ্ঠে বহন কর, তাতএব দেবকর্তৃকও পূজ্য ।
তোমার গুরুসমূহে সকল তীর্থ, বোমানিবহে
সনাতন বেদচতুষ্টয় ও দৰ্শনাগ্রে নিগমাগম
ওক্ত সকল বাস করিতেছে । হে মহাভাগ-
তুমি দত্ত হইলে পর পার্শ্বতী-পতি স্ত্রীত
হইয়া কৈলাসে আমায় বাস প্রদান করুন :

বিষ্ণবে তথা । যথা সূর্য্যামহেশানি তস্মৈ
নিদদতঃ শুনু ॥ ২৫৩ ॥ , সুরাসুরনিযুক্তসু
মহাবলপরাক্রমঃ । দেবানাং জয়দো ভীমো
দানুজানি বিনাশকঃ ॥ ২৫৭ ॥ সদা দেবী-
প্রায়ে হসি ত্বং ব্রহ্মবিম্বনিবপ্রিয়ঃ । দেবো
সমর্পিতঃ ভক্তা জহি শত্রুন নমে হস্ত তে ॥
২৫৮ ॥ গরুড়ং পতগশ্রেষ্ঠে ত্রীপতিপ্রীতি-
দায়ক । বজ্রচকো তীক্ষ্ণনখ ভব পক্ষা
হিংসা ॥ নমস্তেহস্ত খগেন্দ্রায় পক্ষিবাজ
মোহস্ত তে ॥ ২৫৯ ॥ যথা কবপাটন ত্বং
সংস্থিতো বিম্বনিবো । তথা মারিদর্পয়

তুমি সৰ্ব্বদা আমাকে পালন কর” (মন্ত্র
যথা, বুযভ—সৰ্ব্বম) । মহাদেবীকে সিংহ
ও নিম্বকে গরুড় প্রদান করিয়া যেকদে স্তব
ক’রবে, তাহা আমি যথাক্রমে বলিতেছি,—
প্রাণ বহু । “হে সিংহ । সুরাসুর-
তুমি মহাবলপরাক্রম, দেবদিগেব জয়প্রদ,
ভয়ঙ্কর ও আব্রবগণের বিনাশকারী । তুমি
—সৰ্ব্বদা দেব ও ব্রহ্ম-বিম্ব-নিব-প্রিয় ;
ভক্তিসহকারে দেবীর উদ্দেশে অর্পিত
হইলে, আমার বৈরী সকল হনন কর ;
তোমাকে নমস্কার” (মন্ত্র যথা ;—সুরা—
তে) । “হে গরুড় । হে পক্ষিরাজ ।
হে নারায়ণ-প্রীতিপ্রদ । হে বজ্রচকো ।
হে তীক্ষ্ণনখ । তোমার পক্ষ সকল সূর্য্যময় ।
হে খগেন্দ্র । হে পক্ষিরাজ । তোমায় বারং-
বার নমস্কার । হে আরিদর্পয় । তুমি যে
প্রকার বিম্বমুদ্রিধানে কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিতি
কর, আমাকেও সেইরূপ বিম্বর আশ্রয় বাস

বিষেদানগ্রে নিয়াময় ॥ ২৬০ ॥ ত্বরি প্রীতে
জগদ্ব্যংগঃ প্রীতঃ সিক্তিঃ প্রযচ্ছতি ॥ ২৬১ ॥
দেবায় দত্তদ্রাঘাণাং দদ্যাদেবায় দক্ষিণাম্ ।
তথা কর্ণফলকাপি ভক্ষ্যা তন্মৈ সমর্পয়েৎ ॥
২৬২ ॥ নৃত্যেগীতৈশ্চ বাদিতৈঃ সামাত্যৈঃ
সহবান্ধবঃ । বেষ্মাপ্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবং নত্বা-
শয়েদ্বিজান ॥ ২৬৩ ॥ দেবাগারপ্রতিষ্ঠায়াং
যঃ স্য কথিতঃ ক্রমঃ । স্যামসেতুসংক্রম-
শাখিনাগীবিতোহপি সঃ ॥ ২৬৪ ॥ বিশে-
ষণেত্র কৃত্যু পূজ্যা বিষ্ণুঃ সনাতনঃ
পূজাহোমৌ তথা সর্ষং গৃহদানবিধানবৎ ॥
২৬৫ ॥ অপ্রতিষ্ঠিতদেবায় নৈব দদ্যাদ্গৃহী-

করাও । তুমি প্রীত হইলে জগন্নাথ প্রীত
হইয়া নিকি প্রদান করেন" (ইহা গরুড়-
স্ততি । মন্ত্র যথা ;—গরু—তি) । দেবো-
দোশ দত্ত দেব্যসমূহের দক্ষিণা দেবতাকে
প্রদান করিবে । এইরূপ ভক্তি সহকারে
কর্মফলও দেবতাকে প্রদান করিবে । নৃত্য,
গীত ও বাদ্য করিতে করিতে অমাত্য ও
বান্ধবগণের সহিত গৃহ-প্রদক্ষিণান্তে দেব-
তাতে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণ সকলকে
ভোজন করাইবে । দেবগৃহ-প্রতিষ্ঠাতা যে
এই ক্রম কথিত হইল ; উপবন, মেতু,
সুক্রম, অর্থাৎ মেতু-নিষেয ও বৃক্ষ-
প্রতিষ্ঠাতেও এই ক্রম বিহিত । নিষেযতঃ
এই সকল কর্মে সনাতন বিষ্ণু পূজা । পূজা,
হোম ও অন্ন সকল কার্য্য গৃহদানবিধি
অনুসারে করিবে । ২৫৩—২৬৫ । অপ্রতি-
ষ্ঠিত দেবতাকে গৃহাদি কিছুই দিবে না ;

দিকম্ । প্রতিষ্ঠিতেহর্জিতে দেবে পূজা-
দানং বিধীয়তে ॥ ২৬৬ ॥ অথ তত্র স্ত্রীমদাদ্যা-
প্রতিষ্ঠাক্রম উচ্যতে । যেন প্রতিষ্ঠিতা দেবী
তুর্লং যচ্ছতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৬৭ ॥ তদ্দিনে
সাধকঃ প্রীতঃ স্নাতঃ শুচিরূপযুগ্মঃ । সঙ্কল্পং
বিধিবৎ কৃত্বা যজ্ঞোদ্যাত্তাপরং ততঃ ॥
২৬৮ ॥ গ্রহ-দিকপতি-হেরমাদ্যর্চনং পিতৃ-
কর্মাৎ বিধায় সাধকৈর্বিপ্রৈঃ প্রতিমা-
সন্নিধিং ব্রজেৎ ॥ ২৬৯ ॥ প্রতিষ্ঠিতগৃহে
যদ্বা কুত্রচিচ্ছোভনশূন্যে । আনীয়ার্চা-
মর্চনং কৃতা সাপরেৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ২৭০ ॥
ভস্মনা প্রথমং স্নানং ততো বস্ত্রীকমু স্নয়া ।
বরাহ-দন্তিদন্তোথ-মুক্তিকাবিস্তৃতঃ পরম্ ।

প্রতিষ্ঠিত ও অর্চিত দেবেরই পূজা ও দান
বিহিত হইয়াছে । অনন্তর তাহার মধ্যে
আদ্যা-প্রতিষ্ঠা ক্রম বলিতেছি ; যে ক্রম
দ্বারা দেবী প্রতিষ্ঠিতা হইলে শীঘ্র বাঞ্ছিত
ফল প্রদান করেন । সেই আদ্যা-প্রতিষ্ঠা-
দিনে সাধক স্নাত ও শুচি হইয়া বিধিবৎ
সঙ্কল্পপূর্বক বাস্তবপতির অর্চনা করিবে ।
গ্রহ, দিকপাল ও গণেশাদির পূজা এবং
পিতৃকর্ম (আত্ম্যাদ্যধিক) সম্পাদন করিয়া
সাধক যিহা সকলের সন্নিধিতে প্রতিমা-সন্নি-
ধানে গমন করিবে । প্রতিষ্ঠিত গৃহে অথবা
কোন শোভন স্থলে সাধকোত্তম প্রতিমাকে
আনয়ন করত পূজাপূর্বক স্নান করাইবে ।
প্রথম—ভস্ম দ্বারা, ততো—বস্ত্রীক-মুক্তিকা
দ্বারা, তৎপরে যথাক্রমে বরাহ-দন্ত মুক্তিকা,
হস্তিদন্ত-মুক্তিকা বেড়াধারের মুক্তিকা ও

বেশ্যাদ্ভারমূদা চাপি প্রভ্রায়হ্রদজাতয়া ॥ ২৭১ ॥
 ততঃ পককষায়েন পকপুষ্পৈস্ত্রিপত্রৈকৈঃ ।
 কারিত্ব গন্ধতৈলৈঃ স্নাপয়েৎ প্রতিমাং
 সুধীঃ ॥ ২৭২ ॥ ব ট্যাণবদরীজমুগকুলঃ শালগলী
 তথা । তে নিগদিতাঃ স্নানে কষায়াঃ
 দ্বিভূতঃ ॥ ২৭৩ ॥ করবীরং তথা জাতী
 চম্পকং সরসীরহম্ । পাটলীকুম্ভমকাপি
 পকপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৭৪ ॥ বর্করু-
 কুলমো-নিম্বং পত্রত্রয়মুদাহৃতম্ ॥ ২৭৫ ॥
 গ্রতেষু প্রে ভ্রদ্রব্যেযু জগৎযোগো বিধীয়তে ।
 পকামৃতে গন্ধতৈলে তোয়াযোগং বিবর্জয়েৎ ॥
 ২৭৬ ॥ মধ্যাহ্নতিং মপ্রণবাং গায়ত্রীং
 মূলমুচ্চরন্ । এতদ্ভ্রাম্যন্ত তোয়েন স্নাপয়ামি
 যমো বদেৎ ॥ ২৭৭ ॥ ততঃ প্রাক্ত্তকনিধিনা

প্রভ্রায়হ্রদজাত মৃগিকা দ্বারা স্নান করাইবে ।
 তাহার পর পককষায়, পকপুষ্প ও ত্রিপত্র
 দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধতৈল দ্বারা স্নান
 করাইবে । ব্যাট্যাণ, বদরী, জম্বু, বহুল ও
 শালগলী,—এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষ, স্নান-
 প্রকরণে পককষায় বলিয়া কথিত হইয়াছে ।
 করবীর, জাতী, চম্পক, পদ্ম ও পাটলী
 পুষ্প,—এই পকপুষ্প প্রকীর্ত্তিত হইল ।
 বর্করু, কুলমা ও নিম্ব—এই পত্রত্রয় ত্রিপত্র
 বলিয়া উদাহৃত হইল । এই সকল পক-
 কষায়াদি দ্বারা জল মিলাইয়া স্নান বিহিত ;
 কিন্তু পকামৃত ও গন্ধ-তৈলে জল মিলাইবে
 না । ব্যাহ্নতির সহিত প্রণব, গায়ত্রী ও মূল
 চৈটারণপূর্ব্বক “অমুক জ্যেষ্ঠ জল দ্বারা
 তোমায় স্নান করাইতেছি ; “নমস্কার” এই

ছন্দাদ্যৈরষ্ট্বেতিহৃষ্টৈঃ । কষোক্ষমলিলৈশ্চাপি
 স্নাপয়েৎ প্রতিমাং বৃধঃ ॥ ২৭৮ ॥ সিত-
 গেদুমচূর্ণেন তিলকলেন বা শিবাম্ ।
 শালীতপু-চূর্ণেন মার্জ্জয়িত্ব বিকলয়েৎ ॥ ২৭৯ ॥
 তীর্থাস্ত্রমামষ্ট্বেষ্টৈঃ স্নাপয়িত্বা সুবাসসা ।
 সম্মার্জ্জিতাঙ্গীং প্রতিমাং পূজাস্থানং সমা-
 নয়েৎ ॥ ২৮০ ॥ অশক্তৌ শুদ্ধতোয়ানাং
 পকবিংশতিসংখ্যাকৈঃ । কলসৈঃ স্নপয়ে-
 দর্চ্যে ভক্ত্যা সাধকসম্মতঃ ॥ ২৮১ ॥
 স্নানে স্নানে মহাদেব্যঃ শক্ত্যা পূজনমাচরেৎ ॥
 ২৮২ ॥ ততো নিবেশ্য প্রতিমাস্নানে
 সুপরিফুতে । পাদ্যার্যাদৈরর্চয়িত্বা প্রার্থয়ে-
 দ্বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ২৮৩ ॥ নমস্তে প্রতিমে

বলিয়া স্নান করাইবে । তাহাতে পূর্ব্ব-
 কথিত-বিধানানুসারে চুন্ধাদি আষ্ট্বে ষট্ দ্বারা
 এবং ঈষৎক্ষণ জল দ্বারা, পঙ্কিত, প্রতিমাকে
 স্নান করাইবে । শ্বেত গোদুম-চূর্ণ দ্বারা
 কিংবা তিল-কঙ্ক (খইল) দ্বারা বা শালি-
 তপু-চূর্ণ দ্বারা মার্জ্জন করিয়া কঙ্ক
 করিবে । তীর্থজলপূর্ণ ষট্বে ষট্ দ্বারা স্নান
 করাইয়া সুন্দর বস্ত্র দ্বারা সম্মার্জ্জিতাঙ্গী
 প্রতিমাকে পূজাস্থানে লইয়া যাইবে । ২৮৬
 —২৮০ । যদি তীর্থজল সংগ্রহ করিতে
 না পারা যায়, তবে শুদ্ধ পকবিংশতি ষট্
 পরিমিত জল দ্বারা ভক্তিসহকারে সাধকো-
 ক্তম প্রতিমা স্নান করাইবে । যদি সমর্থ্য
 থাকে, তবে প্রতি স্নানান্তেই পূজা করিবে ।
 তাহার পর সুপরিফুত আদনে প্রতিমাকে
 নিবেশিত করিয়া, পাদ্যার্যাদি দ্বারা পূজা-

ভূভাং বিশ্বকর্ষ্যবিনির্মিতে । নমস্তে দেবতা-
বাসে ভক্তাভীষ্টপ্রদে নমঃ ॥ ২৮২ ॥ জয়ি
সংপূজ্যামাদ্যাং পরমেশীং পুরাংপদাম্ ।
শিজদোষাবিশিষ্টাং সম্পন্নং কুর্মা তে নমঃ ॥
২৮৫ ॥ তত্ত্বস্তম্ভতিমামুদ্রি পাবিঃ বিজ্ঞায়
বাগ্‌যতঃ । অষ্টোত্তরশতং মূর্ধনং জপ্তা
গাত্রাবি সংস্পৃশেৎ ॥ ২৮৬ ॥ যড়ঙ্গমাতৃক-
ছাসং প্রতিমাং প্রণিহমান্ । যড়দীর্ঘ-
ভাজা মূর্ধন যড়ঙ্গছাসমাচরেৎ ॥ ২৮৭ ॥
তাঃসার্য্যারমাদ্যেচ নমোহন্তেবিন্দুগুণ্ডিতৈঃ ।
অষ্টবর্গৈদেবতাং বর্ণছাসং প্রকল্পয়েৎ ॥
২৮৮ ॥ মুখে স্বগান্ কবর্গক কণ্ঠদেশে

পূর্বক কৃতাজলি হইয়া প্রার্থনা করিবে,—
“হে বিশ্বকর্ষ্যবিনির্মিতে প্রতিমে । তোমায়
নমস্কার, হে দেবতাবাসে । তোমায় নমস্কার,
হে ভক্তাভীষ্টপ্রদে । তোমায় নমস্কার ।
তোমার উপর পরাংপর পরমেশী আদ্যাকে
অদ্য পূজা করিতেছি, এই হেতু, শিজদোষ
প্রযুক্ত অবশিষ্ট অঙ্গ সম্পন্ন কুর ; তোমাকে
নমস্কার।” তৎপরে বাগ্‌যত হইয়া, প্রতি-
মার মস্তকে হস্ত বিজ্ঞাস করত, অষ্টোত্তর
শত মূলমন্ত্র জপ করিয়া, প্রতিমার গাত্র
সকল স্পর্শ করিবে । তৎপরে প্রতিমাং
যড়ঙ্গ মাতৃকা ছাস করিয়া, আকারাদি যড়-
দীর্ঘ-স্বর-যুক্ত মূল-মন্ত্রে, যড়ঙ্গ ছাস
করিবে । ‘নমঃ’ পদান্ত বিন্দুযুক্ত ওঁকার,
মায়াবীজ ও রমাবীজ, আদিতে যোগ করত,
অষ্টবর্গ দ্বারা বর্ণ ছাস করিবে । মুখে স্বর
সকল । কণ্ঠদেশে কবর্গ ছাস করিবে ।

হৃদয়ে দুঃখ । চবর্গমুদরে দক্ষবাহো টাদ্য-
অর্ঘ্য চ ॥ ২৮৯ ॥ উদর্গক বামবাহো
দক্ষবাহোর্যুগ্ময়োঃ । পদর্গক যবর্গক শবর্গং
মস্তক গ্রাসেৎ ॥ ২৯০ ॥ বর্ণছাসং বিধায়েৎ
তত্ত্বছাসং সমাচরেৎ ॥ ২৯১ ॥ পাদয়োঃ
পৃথিবীতত্ত্বং তেজতত্ত্বক লিঙ্গকে । তেজ-
স্তত্ত্বং নাভিদেবে ন যতত্ত্বং হৃদয়স্থে ॥ ২৯২ ॥
আয়ে গগনতত্ত্বক চক্ষুয়ো রূপতত্ত্বকম্ ।
ভ্রাণয়োঃগন্ধতত্ত্বক শব্দতত্ত্বং প্রতিমুখে ॥ ২৯৩ ॥
জিহ্বায়াং রসতত্ত্বক স্পর্শতত্ত্বক বিজ্ঞাসেৎ ।
মনস্তত্ত্বং ক্রবোর্মধ্যে সহস্রদলপঙ্কজে ॥
২৯৪ ॥ শিবতত্ত্বং জ্ঞানতত্ত্বং পরতত্ত্বং তথো-
রসি জীবপ্রকৃতিতত্ত্বং চ দিগ্‌গেৎ সাধকা-
ত্রীণিঃ ॥ ২৯৫ ॥ মহাশক্তিমহাকারতত্ত্বং সর্বো-

পশ্চিম, উদরে চবর্গ, দক্ষিণ-বাহুতে টাদি
অঙ্গর গ্রাস করিবে । বাম-বাহুতে তবর্গ,
দক্ষিণ ও বাম উরুদ্বয়ে যথাক্রমে পবর্গ ও
যবর্গ এবং মস্তকে শবর্গ গ্রাস করিবে
২৮১—২৯০ । এইরূপে বর্ণগ্রাস করিয়া,
তত্ত্ব-গ্রাস করিবে । পাদদ্বয়ে পৃথিবী-তত্ত্ব,
লিঙ্গদেশে তেজতত্ত্ব, নাভিদেবে তেজস্তত্ত্ব,
হৃদয়স্থে বায়ুতত্ত্ব, মুখে গগনতত্ত্ব, চক্ষুর্‌য়ো
রূপতত্ত্ব, ভ্রাণদ্বয়ে গন্ধতত্ত্ব, শব্দদ্বয়ে শব্দ-
তত্ত্ব, জিহ্বাতে রসতত্ত্ব ও ত্বকে স্পর্শতত্ত্ব
গ্রাস করিবে এবং ক্রমধ্যে সহস্রদল-পদ্মে
মনস্তত্ত্ব গ্রাস করিবে । এইরূপ বক্ষঃস্থলে
শিবতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও
প্রকৃতিতত্ত্ব, সাধকপ্রার্থে বিজ্ঞাস করিবে । এই
প্রকার সর্বদেয়ে যথাক্রমে মহাতত্ত্ব ও অহ-

জকে ক্রমাৎ । তারমায়ারমাদ্যেণ তে নমো-
হস্তেন বিজ্ঞমেৎ ॥ ২৯৬ ॥ সর্বিদুমাতৃকাবর্ণ
পুটিতং মূলমুচ্চরন । নমোহস্তং মাতৃকাস্থানে
মন্ত্রস্থাসং প্রযোজয়েৎ ॥ ২৯৭ ॥ সর্বযজ্ঞ-
ময়ং তেজঃ সর্বভূতময়ং বপুঃ । ইমং তে
কল্পিতা মূর্তিরন ধ্যায়াম্যাহম্ ॥ ২৯৮ ॥
ততঃ পূজাবিধানেন ধ্যানমাবাহনাদিকম্ ।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সম্পাদ্য পূজয়েৎ পরদেব-
তাম্ ॥ ২৯৯ ॥ দেবগেহপ্রদানে তু যে যে
মন্ত্রঃ সমীৰিতাঃ । ত এবাত্র প্রযোক্তব্য
মন্ত্রলিঙ্গেন পুচ্ছনে ॥ ৩০০ ॥ বিবিধং সংস্কৃতে
বহুবর্ত্তিতেভ্যোহর্চিতাহতিঃ । আবাহ

স্মারতত্ত্ব বিজ্ঞাস করিবে । আদিতে ধনব,
মায়া ও রমাবীজ অস্ত্রে তে (চতুর্থীর এক-
বচন) “নমঃ” যোগ করিয়া, তত্ত্ব সকল
বিজ্ঞাস করিবে, যথা :—ওঁ হ্রীং ক্রীং
পৃথিবীতন্ত্রায় নমঃ, ইত্যাদি । বিন্দুসহ
মাতৃকাবর্ণ-পুটিত ‘নমঃ’ পদাত্ত মূল উচ্চারণ
করত মাতৃকাস্থানে মন্ত্র-স্থাস প্রয়োগ
করিবে । ২৯১—২৯৭ । “তোমার তেজঃ
সর্বযজ্ঞময় ও সর্বীব সর্বভূতময়, তোমার
এইরূপ মূর্তি কল্পিত হইল, এইস্থলে
তোমাকে স্থাপন করিতেছি” এই বলিয়া
প্রার্থনা করিবে । তৎপরে পূজাবিধানে
ধ্যান আবাহনাদি ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সম্পা-
দনস্ত্রে, পরম-দেবতাকে পূজা করিবে ।
দেবগেহ-প্রদানে যে যে মন্ত্র মাল কাথিত
হইয়াছে, এই মন্ত্র-সম্পাদ্য পূজা-স্থলে সেই
সকল প্রয়োগ করিবে । বিবিধং সংস্কৃতে

দেবীং সম্পূজ্য জাতকর্মাণিসাধয়েৎ ॥ ৩০১ ॥
জাত-নামী নিষ্কামমন্ত্রপ্রাশনমেব চ ।
চূড়োপনয়নবৈতে যট্ট সংস্কারঃ শিবোদিভঃ ॥
৩০২ ॥ প্রণবং বাহুতিধৈব গায়ত্রীং মূল-
মন্ত্রকম্ । সামন্ত্রপাতিধানং তে জাতকর্মাণি
নাম চ ॥ ৩০৩ ॥ সম্পাদয়াম্যগ্নিকান্তাং
সমুচ্চার্য বিধানমিৎ । পঞ্চপঞ্চাত্তৌর্দিত্যাং
প্রতি সংস্কারকর্মাণি ॥ ৩০৪ ॥ দন্তনামাহতি-
শতং মূলোচ্চারণপূর্বকম্ । দেট্য দন্তহতে-
রংমং প্রতিমামূর্কি নিষ্কিপেৎ ॥ ৩০৫ ॥
প্রারম্ভিষ্ঠাদিভিঃ শেষং কর্মসম্পাদয়নু সুধীঃ ।
ভোজয়েৎ সাধকন বিপ্রান দীনানাথান্চ

বহিতে অর্চিত দেব সকলকে আহতি
প্রদান করত দেবীকে অম্বাহন করিয়া
জাতকর্মাণি করিবে । জাতকর্ম, নামকরণ,
নিষ্কামর্গ, অন্নপ্রাশন, চূড়া ও উপনয়ন,—
এই ষড়্বিধ সংস্কার শিবোক্ত । প্রণব
(ওঁ), বাহুতি (ভূভুবঃ স্বঃ), গায়ত্রী,
মূলমন্ত্র, সমুদ্রনাভ নাম (হে আদ্যে !)
তোমার (তে) জাতকর্মাণি অর্থাৎ
সংস্কারবিশেষে তত্ত্ব সংস্কারের নাম উল্লেখ
করত “সম্পাদয়ামি স্বাহা” অর্থাৎ সম্পাদন
করিতেছি বলিয়া পাঁচ পাঁচ আহতি প্রদান
করিবে । পূর্বোক্ত নামোন্মেষ করত মূলমন্ত্র
উচ্চারণপূর্বক দেবীকে আহতি শত প্রদান
করিয়া আহতিরংমং প্রতিমামূর্কি নিষ্কিপ
করিবে । সুধী প্রারম্ভিষ্ঠাদি দ্বারা অবশিষ্ট
কর্ম সম্পন্ন করিয়া, সাধক ও বিপ্রদিগকে
ভোজন করাইবে এবং অনাথ ও দীনদিগকে

তোষ্যে ॥ ৩০৬ ॥ উক্তকর্মসমস্তাং
পাথমং সপ্তভির্ভৈঃ । জাপহিয়ার্জ্য ন
লজ্যা আবয়েমাম দেবতাম্ ॥ ৩০৬ ॥ ইতি
তে শ্রীমাদাদ্যায়ঃ প্রতিষ্ঠা কথিতা প্রিষ্ঠা ।
এবং দুর্গ দিব্যদ্যানামহেনাদিদিবৌকসম্ ॥
৩০৭ ॥ চমতঃ শিবলিঙ্গম্ প্রতিষ্ঠায়াং
বিধিঃ । অযোক্তব্যো বিধানজৈষ্ঠ্যল্লোমাং
পূর্বকম্ ॥ ৩০৮ ॥

ইতি শ্রীমহানির্বাণতন্ত্রে সর্বভোগোক্তমা-
ন্তমে সর্বধর্মনির্বাণসারে শ্রীমদাদ্যায়ঃ
সংবাদে আদ্যাকামী প্রতিষ্ঠাযুক্তানে বাস্ত-
প্রহাগ জগদাদ্যাদি প্রতিষ্ঠা-দেবগৃহদানা-
সর্বদেব প্রতিষ্ঠা কথনং নাম ত্রয়োদশ
উল্লাসঃ ॥ ১৩ ॥

তুষ্ট করিবে। উক্ত কর্ত্ত্ব যদি অশক্ত হয়,
তবে সপ্তষট্ জগ দ্বারা প্রতিমাকে মান
করাইয়া শক্তানুসারে পূজাপূর্বক দেবতাকে
নাম জ্ঞাপন করাইবে। হে প্রিয়ে। এই
শ্রীমদাদ্যায়ঃ প্রতিষ্ঠা-বিধি, তোমাকে বলি-
লাম। এই প্রকারে দুর্গাদি বিদ্যা সকলের
ও মহেশাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিবে।
মচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতেও বিধানজ
ব্যক্তি সকল, অমোহপূর্বক মন দ্বারা
এই বিধি প্রয়োগ করিবে। ২৯৮-৩০৯।

ত্রয়োদশ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ উল্লাসঃ ।

শ্রীদেবীবাচ । আদ্যায়জৈষ্ঠ্যল্লোমাং কপয়া
ভূমিসাধনম্ । কথিতং মে কৃপানাথ তুয়াশ্চি
তব ভাবতঃ ॥ ১ ॥ মচলশ্চৈবলিঙ্গম্ প্রতিষ্ঠা-
বিধিরীকৃতঃ । অচলম্ প্রতিষ্ঠায়াং কিং ফলং
বিধিবৎ কঃ । কথ্যতাং জগতাং নাথ শিব-
শেষেণ সাঙ্গাতম্ ॥ ২ ॥ ইদং হি পরমং
তত্ত্বং প্রতুং বদ বৃণোমি কম্ । ত্বন্তঃ কো
বাস্ত সর্বজ্ঞো দয়ালুঃ সর্ববিদ্বিভুঃ । আশু-
তোষো দীননাথো মমানন্দবিবর্জনঃ ॥ ৩ ॥
শ্রীমদাশিব উবাচ । শিবলিঙ্গস্থাপনম্

চতুর্দশ উল্লাসঃ ।

শ্রীদেবী কহিলেন,—হে কৃপানাথ ।
আদ্যায়জৈষ্ঠ্যল্লোমাং প্রদক্ষে তুমি কৃপা
করিয়া আমার নিকট বহুবিধ সাধন
কহিলে। আমি তোমার ভাবে তুষ্ট
হইয়াছি। তোমাকর্ত্ত্বক মচল শিবলিঙ্গের
প্রতিষ্ঠাবিধান কথিত হইয়াছে; পরন্তু
অচল শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাতে ফল কি এবং
বিধিই বা কিরূপ, তাহা সন্তোষিত বিশেষরূপে
কীৰ্ত্তন কর। হে জগতীনাথ। এই পরম
তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত আর
কাহাকে বরণ করিব বল ? তোমা অপেক্ষা
মূর্খজ কোন ব্যক্তি আছে ? তুমি দয়া-
বিনিষ্ট এবং সর্বজ্ঞ, বিভু, আশুতোষ,
দীননাথ ও আমার আনন্দবর্জনক। শ্রীমদা-
শিব কহিলেন,—শিবলিঙ্গ-স্থাপনের মাহাত্ম্য

মাহাত্ম্যং বিৎ সৰ্বমি তে । যৎস্থাপনামহা-
পাটপূজ্ঞো যাতি পরং পদম্ ॥ ৪ ॥ পূর্ণ-
পূৰ্ণমহাদেবো নাজিমেধায়ুত উৰ্জনাং নিমেষ্যে
তোহ কবণাদিনোভ পবিত্রোষনাং ॥ ৫ ॥ যৎ
ফলং লাভতে মর্ত্যাস্তম্যং কোটিগুণং ফলম্
শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠায়াং ভক্ত্যে নাত্রে সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
লিঙ্গরূপী মহাদেবো যত্র তিষ্ঠাত কালিকে ।
তত্র ত্রয়ো চ বিমুক্তে মোক্ষাস্তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ ॥
৭ ॥ সার্কিত্রিকোটীতীর্থানি চৃষ্টাদৃষ্টানি যানি
চ । পূণ্যক্ষেত্রানি সৰ্ব্বানি বর্তন্তে শিব-
সম্মিধৌ ॥ ৮ ॥ লিঙ্গরূপদরং শত্ৰুং পরিতো
দিশিদিগু চ । শতহস্ত প্রমাণেন শিবক্ষেত্রে

তোমার নিকট কি বলিব । যাহার স্থাপনে
মুমুক্ষু মহাপাতক-বিমুক্ত হইয়া পরম পদ
প্রাপ্ত হয় । পূর্ণপূর্ণ পৃথিবী দান করিলে, দশ
সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে, লিঙ্গরূপ প্রণামে
জলাশয় খনন করিলে এবং দীন ও জাতুর
ব্যক্তিদিগকে পবিত্রোষণ নিবন্ধন মানবগণ
যে ফল লাভ করে, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলে
তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হয়, তাহাতে
সন্দেহমাত্র নাই । হে কালিকে ! যে স্থানে
লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থান করেন, ত্র্যম্বক,
বিষ্ণু ও ইন্দ্র সহ অশ্রুগত দেবগণ সেই
স্থানে বাস করিয়া থাকেন । সার্কি ত্রিকোটি
তীর্থ এবং গুপ্ত ও প্রকাশিত পূণ্যক্ষেত্র
সকল শিবসম্মিধানে বাস করেন । লিঙ্গরূপী
শিবের সৰ্ব্বদিকে শত হস্ত পর্য্যন্ত শিবক্ষেত্র
বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । এই শিবক্ষেত্রে
মহাপুণ্য-জন্মক ও সৰ্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

প্রাকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৯ ॥ ঐশ্বৰ্য্যে মহাপুণ্যং সৰ্ব-
তীর্থোত্তমম্ । যত্রামরা বিরাজন্তে সৰ্ব-
তীর্থানি সৰ্ব্বদা ॥ ১০ ॥ স্থানমাত্রং শিবক্ষেত্রে
যৌ বসেস্তাবতঃপরঃ । স সৰ্ব্বপাপনিমুক্তো
যাত্যন্তে শঙ্করায়ম্ ॥ ১১ ॥ অত্র যৎ
কৃত্যং কৰ্ম্ম জগৎ বা বহুজং তথা । প্রভা-
বাক্ষুর্জটেশ্বর্য উত্তমং কোটিগুণং ভবেৎ ॥
১২ ॥ যত্র তত্র কৃত্যং পাপানুচ্যতে শিব-
সম্মিধৌ শৈবক্ষেত্রে কৃত্যং পাপং বজ্রলেপ-
সমং শ্রিয়ে ॥ ১৩ ॥ পূরঃচর্য্যাং জপং দানং
প্রাক্ষং তর্পণমেব চ । যৎ কুরোতি শিবক্ষেত্রে
তদনীন্তায় কল্যাণে ॥ ১৪ ॥ পূরঃচর্যাশতং

তম, তাহাতে দেবতাগণ ও সমুদায় তীর্থ
সৰ্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি
ক্ষণকালমাত্র শিবভাব-পরায়ণ হইয়া শিব-
ক্ষেত্রে বাস করেন, তিনি সৰ্ব্বপাপ-
নিবিন্মুক্ত হইয়া অন্তকালে শিবলোকে গমন
করিয়া থাকেন । ১—১১ । এই শিবক্ষেত্রে
জগৎ বা বহুপরিমাণে যে কৰ্ম্ম কৃত হয়,
মহাদেবের প্রভাবে তাহা কোটিগুণ হয় ।
হে শ্রিয়ে ! যেসে-স্থানে কৃতপাপ, হইতে
শিবসম্মিধানে মুক্ত হয়, শিবক্ষেত্রে কৃত পাপ
বজ্রলেপ-সমান হয়, অর্থাৎ তাহার মোচন
হয় না । পূরঃচরণ, জপ, দান, প্রাক্ষ, এবং
তর্পণ প্রভৃতি যে কোন কৰ্ম্ম শিবক্ষেত্রে
করা হয়, তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত কল্পিত
হয় । চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণে শত পূরঃচরণ
করিলে যে ফল হয়, শিবসম্মিধানে একবার
মাত্র জপ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয় ।

কৃতা গ্রহে শিশিনেন্দ্রোঃ । যঃ
তদবাপ্নোতি সঙ্কল্পেণ নিবাস্তিকে ॥ ১৫ ॥
গয়াগঙ্গ প্রয়াগে কোটিপিতৃপ্রদান নরঃ । যঃ
প্রাপ্নোতি তদনৈব সঙ্কল্পে পিতৃপ্রদানতঃ ॥ ১৬ ॥
অতিপাতকিনো যৈ চ মহাপাতকিনশ্চ যৈ ।
শৈবতীর্থে কৃতপ্রাক্ষাতেহপি যান্তি পরাং
গতিম্ ॥ ১৭ ॥ লিঙ্গরূপী জগদ্রাধো দেব্যা
শ্রীতুর্গয়া সহ । যস্মিন্তি তত্র তিষ্ঠন্তি ভুব-
নানি চতুর্দশ ॥ ১৮ ॥ স্থাপিতেশ্বরা মহাত্মা
ত্রিবিদেভ্যঃ প্রকাশিতম্ । অনাদিভূত-
ভূতেশ্বরিয়া বাগনোচরঃ ॥ ১৯ ॥ মহাপীঠে
তদর্চনামস্পৃশ্যস্পর্শদুর্লভম্ । বিদ্যতে স্মৃত্যুতে
নৈতল্লিঙ্গরূপধরেহরে ॥ ২০ ॥ যথা চতুর্দশ

গয়া, গঙ্গা ও প্রয়াগে কোটি পিতৃ প্রদান
করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই
শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র পিতৃ প্রদান
করিলে সেই ফল হইয়া থাকে । যাহারা
অতিপাতকী বা যাহারা মহাপাতকী, তাহা-
দিগেরও এই শিবক্ষেত্রে একবার মাত্র
প্রাক্ষরিলে পরমগতি লাভ হয় । লিঙ্গ-
রূপী জগদ্রাধ শ্রীতুর্গার সাহিত্যে যে স্থান
অবস্থিত :—তাহা, সেই স্থানে চতুর্দশ ভূ-
বাস কবেন । এই তোমার নিকট স্থাপিত
মহাদেবের মাহাত্ম্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম :
যে মহাদেব অনাদিলিঙ্গ, তাহার মহিমা
বাক্যেরও অগোচর । হে স্মরণে । মহা-
পীঠ স্থানে ও তোমার পূজাতে অস্পৃশ্য-
স্পর্শদোষ আছে, পরক লিঙ্গরূপী মহেশ্বরে
ইহা নাই । হে দেবি ! হে কালিকে !

দেবি কোহপি দোষো ন বিদ্যতে । শিবক্ষেত্রে
মহাতীর্থে তথা জানীহি কালিকে ॥ ২১ ॥
বহুনা ত্রিযুক্তেন তথাগ্রে সম্যগুচ্যতে ।
প্রভাবঃ শিবলিঙ্গস্ত ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥
২২ ॥ “অযুক্তবেদিকং লিঙ্গং যুক্তং বেদি-
কয়্যপি বা । সাধকঃ পূজয়েচ্ছ্রীয়া স্বাতীষ্ট-
ফলসিদ্ধয়ে ॥ ২৩ ॥ প্রতিষ্ঠাপূর্বসারাহে
দেবতাং যোহধিবাসয়েৎ । সেহশ্বমেধা-
যুক্তফলং লাভতে সাবকোত্তমঃ ॥ ২৪ ॥
মহী গন্ধঃ শিলা ধাতুঃ দূর্জা-পুষ্পফলং
দধি । দ্রুতং স্বস্তিকং সিন্দূরং শাখা-বজ্রল-
রোচনাঃ ॥ ২৫ ॥ সিদ্ধার্থঃ কাঞ্চনং রৌপ্যং
তাম্রং দীপস্ত দর্পণম্ । অধিবাসবিধৌ বিংশদ-

চতুর্দশ কালে যেমন কোন দোষ হয় না,
তাহার জায় মহাতীর্থ স্বরূপ শিবক্ষেত্রে
স্পর্শদোষ নাই জানিবে । আমি এ বিষয়ে
অধিক জ্ঞান কি বলিব ! তোমার নিকট
সত্য বলিতেছি, শিবলিঙ্গের প্রভাব সমুদায়
ব্যক্ত করিতে আমার শক্তি নাই । শিব-
লিঙ্গ গোবীপট-সংযুক্ত থাকুক বা নাই
থাকুক, সাধক নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত
তাহা ভক্তি-সহকারে পূজা করিবেন । যে
সাধকপ্রোক্ত, দেবতা প্রতিষ্ঠার পূর্বদিবস
সময়কালে দেবতার অধিবাস করিবেন,
তিনি দশমহত্ব অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ
করবেন । ১২-২৪ । মহী, গন্ধ, শিলা,
ধাতু, দূর্জা, পুষ্প, ফল, দধি, দ্রুত, স্বস্তিক,
সিন্দূর, শাখা, বজ্রল, রোচনা, শ্রেণ্ডসর্বপ,
সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও দর্পণ,—এই

দ্রব্যাত্ম্যতানি যোজয়েৎ ॥ ২৬ ॥ প্রত্যেকং
দ্রব্যাদায় মায়য়া ব্রহ্মবিদ্যয়া । অনেনামুযা
পদতঃ শুভমঙ্গলধিবাসনম্ ॥ ২৭ ॥ ইতি
স্পৃশেৎ সাদ্যভালং মহাটমঃ সৰ্ববস্তৃহিঃ ।
ততঃ প্রশস্তিপাত্রেণ ত্রিধৈবগধিবাসয়েৎ ॥
২৮ ॥ অনেন বিধিনা দেবগধিবাস্য বিধান-
বিৎ । গৃহদানবিধানেন হুঙ্কটৈঃ স্পৃশয়েৎ
ততঃ ॥ ২৯ ॥ সম্যাক্ষ্যা বাসসা সিজং স্পা-
য়িতামনোপরি । পূজানুষ্ঠানবিধিনা গণেশ-
দীন সমর্চয়েৎ ॥ ৩০ ॥ প্রণবেন করতাসৌ
প্রণায়ামং বিধায় চ । ধ্যায়েৎ সদানিবৎ
শান্তং চক্ষুঃকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩১ ॥ ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম-

বিংশতি প্রকার দ্রব্য অধিবাস-বিধিতে
বিনিয়ুক্ত করিবে । এই বিংশতি দ্রব্যের
মধ্যে এক এক দ্রব্য গ্রহণপূর্বক মায়ী
(হ্রীং) ও গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে
বলিবে যে, “এই দ্রব্য দ্বারা এই দেবতার
শুভাধিবাসন হউক ।” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক
মহী প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তু দ্বারা দেবতার
ললাটদেশ স্পর্শ করিবে । এইরূপে প্রশস্তি-
পাত্র দ্বারা তিনবার অধিবাস করিবে । বিধা-
নস্তর সাধক এই বিধি দ্বারা দেবতার অধি-
বাস করিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা-বিধান-ক্রমে হুঙ্কাদি
দ্বারা সেই দেবতাকে স্নান করাইবে । স্নান
করাইবার পর বস্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গকে মর্জিত
করিয়া আমনোপরি সংস্থাপনপূর্বক পূজা-
নুষ্ঠানের বিধি অনুসারে গণেশাদি দেবতার
অর্চনা করিবে । প্রণব দ্বারা করাজ্ঞান ও
প্রণায়াম করিয়া “শান্ত ও কোটিচক্ষুঃ

পরীধানং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ । বিভূতিলিপ্ত
সৰ্ব্বাঙ্গং নাগালঙ্কারভূষিতম্ ॥ ৩২ ॥ ধূম-
পীতাকরণশ্বেতং রক্তৈঃ পঙ্কভিরাননৈঃ । যুক্তং
ত্রিনয়নং বিলজ্জটাজুটধরং রিতুম্ ॥ ৩৩ ॥
গজাধরং দশভুজং শশিনোভিতমস্তকম্ ।
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং বটৈঃ
॥ ৩৪ ॥ বামৈর্দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রং হৃদয়ং
শরম্ । বরদং বিভ্রতং সর্করৈর্দে বৈশ্বানরৈঃ
সুতম্ ॥ ৩৫ ॥ পরমানন্দসন্দোহে স্তমৎকুটিললো-
চনম্ ॥ ৩৬ ॥ হিমকুন্দেন্দুসম্ভাষং বৃষাসনং বিরাজি-
তম্পরিতঃ সিন্ধগন্ধকৈরঙ্গরোত্তিরহনিশম্ ।
গীষমানমুমাকাশমেকাশশরণপ্রিয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

প্রভাসম্পন্ন ; ব্যাঘ্রচৰ্ম্ম-পরিধান ; নাগযজ্ঞো-
পবীত-বিশিষ্ট ; বিভূতি-লিপ্ত-সৰ্ব্বাঙ্গ ; নাগ-
রূপ অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত ; ধূম, পীত,
অরণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণ (এই পঞ্চ বর্ণের)
পঙ্ক-মুখযুক্ত, ত্রিনয়ন ; জটাজুটধারী ; বিভূ ;
গজাধর ; দশভুজ ; শশিকল-নোভিত-
মৌলি ব-গ-কর-পঙ্কক দ্বারা কপাল,
পাবক, পাশ, পিনাক ও পরশুধারী ; দক্ষিণ-
হস্ত-পঙ্কক দ্বারা শূল, বজ্র, হৃদয়, শর ও
বরদার ; সমুদায়-দেবগণ ও সমুদায় মূলি-
শ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক সুত ; পরম আনন্দসন্দোহে
সমুদায়-কুটিল-লোচন ; হিম, কুন্দ ও
চন্দ্র সদৃশ শ্বেতবর্ণ ; বৃষরূপ আসনে বিরাজি-
ত চতুর্দিকস্থিত সিন্ধগণ, গন্ধর্ভগণ ও
অঙ্গরোগণ কর্তৃক ভূষমান ; উমাকান্ত এবং
একান্ত-শরণাগত-ভক্তগণ-প্রিয় সদাশিবকে
ধ্যান করিবে ।” বিধানস্ত-ব্যক্তি মহাদেবের

ইতি ধ্যানা মহেশানং মানসৈরুপচারকৈঃ ।
সংপূজ্যামহ তামিহ যজ্ঞৈচ্ছক্যা বিধান-
বিৎ ॥ ৩৮ ॥ আসনোপচারঃ দানে মজাঃ
পুরোদিতাঃ । মূলমন্ত্রমমুং বক্ষ্যে মহেশং
মহামন্ত্রঃ ॥ ৩৯ ॥ মায়া ভারঃ শব্দবীজং
সাক্ষ্যাত্মাকরাদিতম্ । অর্চনুবিদুভুষ্যচ্যং
শিববীজং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥ সূক্ষ্মপুষ্প-
মাণ্যেন বাসমাচ্ছাদ্য শক্যম্ । নিবেশ্য
দিব্যম্বায়াং বেদীমেবং বিশোধয়েৎ ॥ ৪১ ॥
বেদ্যাং প্রপূজয়েদেবীমেবমেব বিধানতঃ ।
মায়াত্র করতাসৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥
৪২ ॥ উদ্যানাসংস্রজ্যাক্তিমমলাং বহ্যক-
চন্দ্রমণাং মুক্তাবলিতৈমকুণ্ডলমণ্ডলান-

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসিক উপচার দ্বারা
পূজাপূর্বক সেই লিঙ্গের উপরি আবাহন
করিয়া যথাক্রমে পূজা করিবে । আসনাদি
উপচার সকল প্রদানের মন্ত্র পূর্বক বলি-
য়াছি । এক্ষণে মহাত্মা মহেশ্বরের মূলমন্ত্র
বলিতেছি । ২৫-৩৯ । মায়া (হ্রীং),
প্রাণ (ওঁ), শব্দবীজ (ঔ), সাক্ষ্যাত্মাকর
(হ) এবং অর্চনুবিদু অর্থাৎ “হ্রীং
ওঁ হৌ” ইহা শিববীজ কথিত হইল ।
অনন্তর সূক্ষ্মপুষ্পমালা দ্বারা ও বস্ত্র দ্বারা
শিবকে আচ্ছাদন করিয়া দিব্য ম্বায়া
সংস্থাপনপূর্বক গৌরীপট্ট শোধন করিবে ।
ঐ গৌরীপট্টের উপরি এইরূপ বিধান-
নুসারে দেবীর পূজা করিবে । যথা,—প্রথ-
মতঃ হ্রীং বীজ পাঠপূর্বক করতাস ও
প্রাণায়াম করিবে । পরে দেবীর এইরূপ
ধ্যান করিবে যে, “যাহার কান্তি উদয়কালীন

নাভোদ্ধাহাম্ । হস্তাভ্যঙ্গুরভয়ং বরঞ্চ দধতীং
চক্রং তথাক্তং দধৎ পীনোত্তুঙ্গপদোদধাং
ভয়হরাং পীতাম্বরাং চিত্তয়ে ॥ ৪৩ ॥ ইতি
ধ্যাত্বা মহাদেবীং পূজয়েন্নিজশক্তিভ্যঃ ।
তত্ত্বস্ত দশ দিকপালান্ বৃষভক সমর্চয়েৎ ॥
৪৪ ॥ ভগবত্যা মমুং বক্ষ্যে যেনারাধ্যা
জগন্ময়ী ॥ ৪৫ ॥ মায়াং লক্ষ্মীং সমুচ্চাৰ্য্য
সান্তং যত্নপরাদিতম্ । বিন্দুযুক্তং উদন্তে চ
যোজয়েৎসিংহলভাম্ ॥ ৪৬ ॥ পূর্ববৎ স্থাপয়ন
দেবীং সৰ্ব্বদেবলিং হরেৎ । দধিমুক্তমায-

সহস্রদিবাকরের সন্মুখ; যিনি নির্মলা;
বহি, সূর্য্য ও চন্দ্র যাহার ত্রিনয়ন; যাহার
স্নেহ-হাস্তযুক্ত বদন-কমল মুক্তারাজি-বিরা-
জিত হেমকুণ্ডলে শোভিত; যিনি কর-
কমল-চতুর্ভুজ দ্বারা চক্র, পদ্ম, বর ও অভয়
ধারণ করিয়াছেন; যাহার পদোদর-মুগল
পীম ও উত্তুঙ্গ; যিনি পীত বসন পরিধান
করিয়া রহিয়াছেন, তাদৃশী ভয়হারিনী ভগ-
বতীকে চিত্তা করি ।” এইরূপ ধ্যান করিয়া
নিজশক্তি অনুসারে মহাদেবীর পূজা
করিবে । অনন্তর দশদিকপাল ও বৃষভের
পূজা করিবে । যে মন্ত্র দ্বারা জগন্ময়ী ভগ-
বতীর আরাধনা করিতে হইবে, তাহা বলি-
তেছি । মায়া, লক্ষ্মী, যত্নপরযুক্ত হকারে
চন্দ্রবিন্দু যোগপূর্বক উচ্চাচণ করিয়া অস্ত্রে
বহিঃস্রাব্য যোগ করিবে, অর্থাৎ “হ্রীং হ্রীং
হ্রীং স্বাহা” । পূর্বের আরা দেবীকে সংস্থাপিত
করিয়া সৰ্ব্বদেবের উদ্দেশে শর্করাদি-সমর্পিত
দধিমুক্ত মাযভক্ত বলি প্রদান করিবে । ঐ

ভক্ত্যং শর্করাদিসমুদিতম্ ॥ ৪৭ ॥ ত্রৈলোক্যে
বলিমায়ায় বাক্ষ্যেন বিশোধয়েৎ । সম্পূজ্য
গন্ধপুষ্পাত্ম্যং মন্ত্রণানেন চার্গয়েৎ ॥ ৪৮ ॥
সর্বে দেবাঃ সিন্ধুগণা গন্ধর্বারগরাক্ষসঃ
—পিষাচা মাতরো যক্ষা ভূতান্চ পিতৃবন্তথা ॥
৪৯ ॥ ঋষয়ো যেহস্তদেবান্চ বলিং গৃহ্মত
সংযতাঃ । পরিবার্য মহাদেবং তিষ্ঠন্ত
গিরিজামপি ॥ ৫০ ॥ ততো জপেনমহাদেব্যা
মন্ত্রমেতৎ যথোপিতম্ । গীতবাদ্যাদিভিঃ
সন্তির্বিদধ্যাম্ভলক্রিয়াম্ ॥ ৫১ ॥ অধিবাসং
বিধায়েৎ পরেহি বিহিতক্রিয়ঃ । সঙ্কল্পং
বিধিনং কৃত্বা পঞ্চদেবান্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥

বলি অর্থাৎ পূজোপকরণ ঐশানকোণে
স্থাপন করিয়া বক্ষ্ম-নীল (বৎ) দ্বারা শোধন
করিবে। পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া
এই মন্ত্র পাঠপূর্বক উৎসর্গ করিবে,—“সমু-
দায় দেবগণ, সিন্ধুগণ, গন্ধর্বারগণ, নাগগণ,
পিষাচগণ, মাতৃগণ, যক্ষগণ, ভূতগণ, পিতৃ-
গণ, ঋষিগণ ও অন্যান্য দেবগণ সকলে
সংযত হইয়া বলি গ্রহণ করুন এবং সকলে
এই মহাদেবকে ও মহাদেবীকে পরিবেষ্টন
করিয়া অবস্থান করুন” (মন্ত্র যথ’ ;—
সর্বে—মপি) । ৪১—৫০ । অনন্তর ‘হ্রীং
ত্রীং হুং স্বাহা’ মহাদেবীর এই মন্ত্র ইচ্ছা-
মত জপ কারবে। পরে উক্ত গীত-বাদ্যাদি
দ্বারা মঙ্গলিক ক্রিয়া বিধান করিবে। এই-
রূপে অধিবাস করিয়া পরদিবস নিত্যক্রিয়া-
সমাধানপূর্বক যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া পঞ্চ-
দেবের পূজা করিবে। পরে মাতৃকাপূজা,

মাতৃপূজাং নৈমোক্ষার্থং বুদ্ধিশ্রদ্ধাং সমাচরন্ত
মহেশ্বরপালাংচ যজ্ঞস্ত্রয়া সমাহিতঃ ॥
৫৩ ॥ নন্দী মহাবলঃ কীশবদনো গণনাথকঃ ।
দ্বারপালাঃ শিবদৈত্যভে মর্কষে শস্ত্রাস্ত্রপাণকঃ ॥
৫৪ ॥ ততো লিঙ্গং সমানীয় বেদীরূপাৎ
তারিণীম্ । মণ্ডলে সর্বতোভদ্রে স্থাপয়েদ্বা
শুভাসনে ॥ ৫৫ ॥ অষ্টভিঃ কলসৈঃ শত্ৰুং
মল্লনা ত্র্যম্বকেণ চ । স্থাপয়িত্বার্চয়েদ্বস্ত্রা
যোড়শৈরুপচারকৈঃ ॥ ৫৬ ॥ বেদীক মূল-
মন্ত্রেণ তদ্বৎ সংস্থাপ্য পূজয়ন্ত । কৃত্যঞ্জলি-
পুটঃ শাখুঃ প্রার্থয়েচ্ছকরং শিশুম্ ॥ ৫৭ ॥
আগচ্ছ ভগবন্ত শান্তো সর্বদেবনমস্কৃত ।

বহুধারা ও বুদ্ধিশ্রদ্ধা করিয়া স্তম্ভপূর্বক
সমাহিত হইয়া মহেশ্বরের এবং নন্দী
প্রভৃতি দ্বারপালদিগের পূজা করিবে। নন্দী,
মহাবল, কীশবদন, গণনাথক—ইহারা
শিবের দ্বারপাল। ইহারা সকলেই অস্ত্র-
শস্ত্রধারী। অনন্তর বেদীরূপা তারিণী ও
শিবলিঙ্গ আনয়নপূর্বক সর্বতোভদ্রে
মণ্ডলে বা উত্তম আসনে স্থাপন
করিবে। পরে “হ্রীং ওঁ হ্রীং” এই মন্ত্র
এবং “ত্র্যম্বকং যজামাহে” এই মন্ত্র পাঠ-
পূর্বক অষ্টকলস জল দ্বারা মহাদেবকে
স্থান করাইয়া ভক্তিপূর্বক যে ডোণোপচারে
পূজা করিবে। পরে ‘হ্রীং ত্রীং হুং স্বাহা’
এই মন্ত্র দ্বারা বেদী সংস্থাপনপূর্বক
ডোণো লিঙ্গ স্থাপিত করিয়া পূজা করিবে।
পরে শাখু ভক্ত, কৃত্যঞ্জলিপুটে মঙ্গলময়
শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিবে,—হে ভগবন্ত

পিনাকপাণে সর্বকর্তা মহাদেব নমোহস্ত তে ॥
৫৮ ॥ আগ্নীচ্ছ মন্দিরে দেব ভক্তানুগ্রহ-
কারক । ভগবত্যা সহাগচ্ছ কৃপাং কুরু নমো
নমঃ ॥ ৫৯ ॥ মাতর্দেবি মহামায়ে সর্বকল্যাণ-
কারিণি । প্রসাদ শত্বনা সার্জ্য নমস্তেহস্ত
হরপ্রিয়ে ॥ ৬০ ॥ জায়াহি এরদে দেবি ভবনে-
হস্মিন্ বরদাদে । ত্রীতা তব মহেশান সর্ব-
সম্পৎকরী ভব ॥ ৬১ ॥ উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশি
ঈশঃ ঈশঃ পরিকবৈঃ সহ । সুখং নিবসত্য
গেহে প্রীয়েতাং ভক্তবৎসলো ॥ ৬২ ॥ ইতি
প্রার্থ্য শিবং দেবীং মঙ্গলধনিপূর্বকম্ ।

শস্ত্রো । হে সর্বদেব-নমস্কৃত । হে পিনাক-
পাণে । হে সর্বকর্তা । হে মহাদেব । আগ-
মন কর ;—তোমাকে নমস্কার । হে দেব ।
তুমি মন্দিরে আগমন কর । হে ভক্তানুগ্রহ-
কারক । কৃপা কর,—ভগবতীর সহিত
আগমন কর তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ।
হে মহামায়ে । হে সর্বকল্যাণকারিণি । হে
হরপ্রিয়ে । হে মাতাঃ । হে দেবি । মহে-
শ্বরের সহিত তুমি প্রমত্তা হও ;—তোমাকে
নমস্কার ॥ হে বরদাদে । হে দোষ । এই ভবনে
আগমন কর । হে বরদায়িনি । ত্রীতা হও ।
হে মহেশ্বরী । আমার সর্ব সম্প্রদায়িনী
হও । হে দেব । হে দেবেশি । স্ব স্ব পরি-
বারের সহিত উত্তীর্ণ হও । তোমরা ভক্ত-
বৎসল । তোমরা এই গৃহে যথাস্থে অব-
স্থান কর ; ত্রীত হও (মঙ্গল যথা ;—আগ-
মলো) ॥ মহেশ্বর ও মহেশ্বরীর নিকট এইরূপ
প্রার্থনা করিয়া মঙ্গলধনিপূর্বক তিনবার

প্রদক্ষিণং ত্রিধা বেষ্মা কারয়িত্বা প্রবেশয়েৎ ॥
৬৩ ॥ পায়ান্থনিত্তে গর্ত্তে ইষ্টকাকারচিহ্নেহপি
বা । অথস্তিষ্ঠাগ্নিচ্ছ রোপয়েদগ্নমুচ্চলং ॥
৬৪ ॥ যাবচ্চক্ষাৎ সূর্য্যাস্ত যাবৎ পৃথ্বী চ
মাগরাঃ । তাবদত্র মহাদেব স্থিরো ভব নমো-
হস্ত তে ॥ ৬৫ ॥ মজেনাভেন সূদৃঢ়ং কার-
য়িত্বা সদাশিবম্ । উত্তরাগ্রাং তত্র বেদীং
মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ ॥ ৬৬ ॥ স্থিরা ভব
জগদ্ধাত্রি সৃষ্টিস্থিত্যঙ্কারিণি । যাবদ্বিবা-
নিধানার্থো তাবদত্র স্থিরা ভব ॥ ৬৭ ॥
অনেন সূদৃঢ়াকৃত্য দিগ্ধং স্পৃষ্ট্বা পঠেদমম্ ॥
৬৮ ॥ ব্যাজভূতাঃ পিনাচাস্ত গন্ধর্বাঃ গিচ্চ-

গৃহ প্রদক্ষিণ করাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ
করাইবে ৫১—৬৩ । পরে মূলমস্ত পাঠ-
পূর্বক পায়ান্থনিত গর্ত্তে অথবা ইষ্টকা-
রচিত গর্ত্তের মধ্যে লিঙ্গের অধঃ তিনভাগ
প্রোথিত করিবে । “যে পর্য্যন্ত চক্ষু ও সূর্য্য
থাকিবেন, যে পর্য্যন্ত পৃথিবী ও মাগর
থাকিবে,—হে মহাদেব । তুমি সেই পর্য্যন্ত
এই স্থানে স্থির হইয়া থাক ;—তোমাকে
নমস্কার (মঙ্গল যথা ;—যাবৎ—তে) । এই মস্ত
পাঠপূর্বক সদাশিবকে দৃঢ়রূপে স্থাপন
করিয়া, মূলমস্ত পড়িয়া উত্তরমুখীকৃত
গৌরীপট তাহার উপর দিয়া প্রবেশিত
করিবে । পরে “হে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-
কারিণি । হে জগদ্ধাত্রি । সুস্থিরা হও ।
যতকাল চক্ষু-সূর্য্য থাকিবেন, ততকাল তুমি
এই স্থানে স্থির হইয়া থাক” এই মন্ত্র দ্বারা
যজ্ঞ সূদৃঢ় করিয়া শিবলিঙ্গ স্পর্শপূর্বক এই

চারণাঃ । যক্ষা নীগাশ্চ বেতলা লোকপালা
মহর্ষয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ মাতরা গণনাথাস্চ নিমু-
ত্রাস্কা বৃহস্পতিঃ । যত্র সিংহাসনে যুক্তা
ভূচরাঃ খেচরাস্তথা ॥ ৭০ ॥ আবাহয়ামি, ৩২
দেবং ত্র্যক্ষমীশং মব্যয়ম্ । আগচ্ছ ভগবন্নত্র
ব্রহ্মনির্গিতযন্ত্রকে । প্রবায় ভব সর্কেয়াং
শুভায় চ সুখায় চ ॥ ৭১ ॥ ততো দেব-
প্রতিষ্ঠোক্তবিধিনা স্থাপয়ন্ শিবম্ । প্রাণ-
দ্বাত্মা মানসোপচারৈঃ সম্পূজয়েৎ প্রিয়ে ॥
৭২ ॥ বিশেষমর্ধ্যাং সংস্থাপ্য সমর্চ্য গণ-
দেবতাঃ । পুনর্যাত্তা মহেশানং পুষ্পাং
লিঙ্গোপরি স্মরেৎ ॥ ৭৩ ॥ পাশাঙ্কুশপুট

মন্ত্র পাঠ করিবে,—“ব্যাঘ্রগণ, ভূতগণ,
পিশাচগণ, গন্ধর্ভগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ,
যক্ষগণ, মাগগণ, বেতীজগণ, লোকপালগণ,
মহর্ষিগণ, মাতৃগণ, গণপতিগণ, ভূচরগণ,
খেচরগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও বৃহস্পতি,—যাঁহার
সিংহাসনে যুক্ত আছেন, সেই ত্রিনয়ন
অব্যয় দেব মহেশ্বরকে আবাহন করিতেছি ।
হে ভগবন্ ! এই ব্রহ্মনির্গিত যন্ত্রে আগমন
কর । তুমি সমুদায় ভূতের শ্রবতা কর
তুমি সকলের মঙ্গল ও সুখ বিধান কর”
(মন্ত্র যথা ;—ব্যাঘ্র—চ) । অনন্তর দেব-
প্রতিষ্ঠোক্ত বিধানানুসারে শিবকে স্থান
করাইবে । হে প্রিয়ে । পূর্বকৃত্যায় ধ্যান
করিয়া মানসিক উপচারে পূজা করিবে ।
পরে বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া গণদেবতা-
গণের পূজাপূর্বক পুর্নকার্য্য ধ্যান করিয়া
লিঙ্গের উপরি পুষ্প প্রদান করিবে । পাশ

শক্তির্বাদিসাত্তাঃ চাবিন্দুকাঃ । হৌং হংস
ইতি মন্ত্রেণ তত্র লালান্ নিবেদয়েৎ ॥ ৭৪ ॥
চন্দনাগুরুকাশ্যৈঃ বিলিপ্য গিরিজাপতিম্ ।
যজ্ঞে প্রাণ্ডোক্তবিধিনা যোড়টাকপচারকৈঃ ॥
৭৫ ॥ জাডনামাদিসংস্কারান্ কৃত্বা পূর্ব-
বিধানবৎ । সমাপ্য সর্কং বিধিবদ্দেব্যাং
দেবীং মহেশ্বরীম্ । অভ্যর্চ্য তত্র দেবশ্র-
মুর্তারেষ্টৌ প্রপূজয়েৎ ॥ ৭৬ ॥ শর্কঃ ক্ষিতিঃ
সমুদ্ভিষ্টা ভবো জলমুদাহতা । রুদ্রোঃ অগ্নি-
রুদ্রো বায়ুঃ স্মাত্তীম আকাশশক্তিঃ ॥ ৭৭ ॥
পশোঃ পতির্ব্রহ্মানো মহাদেবঃ স্বধা-

(জাং) ও অঙ্কুশ (ক্রৌং)- পুটিত মায়া
উচ্চারণপূর্বক য অবধি স পর্য্যন্ত সাতটি
অঙ্গরে অনুসার যোগপূর্বক পাঠ করিয়া
পবে “হৌং হংসঃ”- এই মন্ত্র পাঠ করিয়া
সেই লিঙ্গের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । পরে
চন্দন, অগুরু ও কাশীর (ধূক্ষম) দ্বারা
গিরিজাপতির অঙ্গ চর্চিত করিয়া পূর্বোক্ত
বিধান দ্বারা যোড়শ উপচারে পূজা করিবে ।
পরে পূর্বকথিত বিধানের দ্বারা জাতকর্ম্ম,
নাগকরণ প্রভৃতি সংস্কার সম্পাদন করত
যথাবিধানে সমুদায় সম্পন্ন করিয়া বেদীতে
দেবী মহেশ্বরী পূজানন্তর তাহাতে দেব-
দেবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে । ৬৪—৭৬ ।
অষ্টমূর্ত্ত-পূজার সময় এইরূপ উল্লেখ
করিতে হইবে যে, ‘শর্কায় ক্ষিতিমুর্ত্বে
নমঃ, ভবায় জলমুর্ত্বে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নি-
মুর্ত্বে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমুর্ত্বে নমঃ, স্মাত্তীয়া
আকাশমুর্ত্বে নমঃ, পশুপতয়ে ব্রহ্মানমুর্ত্বে

করঃ । ঈশানঃ সূর্য ইতোতে সূর্যমোহন্তৌ
প্রকীর্ণিতাঃ ॥ ৭৮ ॥ প্রণবাদিনমোহন্তেন
প্রত্যেকাঙ্কানপূর্বকম্ । পূর্বাদীশানপর্যন্ত
মষ্ট মূর্তীঃ ক্রমাদৃষ্যে ॥ ৭৯ ॥ ইত্যাদি-
দিকৃপতীনিষ্টা ব্রাহ্মাদ্যাশ্চাষ্ট মাতৃকাঃ ।
'বৃষৎ বিতানং' গেহাদি দদ্যাদীশায় সাধকঃ ॥
৮০ ॥ ততঃ কৃতাজ্জলির্ভক্ত্য প্রার্থয়েৎ
পার্বতীপতিম্ ॥ ৮১ ॥ গৃহেহস্মিন্ কল্পণা-
সিদ্ধো হ্যপিভোহসি ময়া প্রভো । এসৌদ
ভগবন্ শস্তো সর্ষকাবণকারণ ॥ ৮২ ॥ যাবৎ
সমাগরা পৃথী যাবচ্ছশিদিধাকরৌ । তাবৎ-
স্মিন্ গৃহে তিষ্ঠ নমস্তে পরমেশ্বর ॥ ৮৩ ॥ গৃহে-

হস্মিন্ যন্ত কতাপি জীবন্ত মরণং ভবেৎ ।
ন তৎপাটপঃ প্রাপিপ্যেহং এসাদাৎ তব
ধূর্জটে ॥ ৮৪ ॥ ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্য
গৃহং ব্রজেৎ । প্রত্যেতে পুনরাগত্য স্নাপয়ে-
চ্চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৮৫ ॥ শুক্লৈঃ পঞ্চমূর্তৈঃ স্নানং
প্রথমং প্রতিপাদয়েৎ ॥ ততঃ সূর্যদিত্যায়ানং
কলসৈঃ শতসংখ্যকৈঃ ॥ ৮৬ ॥ সংপূজ্য শুং
যথামত্যা প্রার্থয়েচ্চাক্রভাবতঃ ॥ ৮৭ ॥ বিধি-
বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং যদ-
চ্চিতম্ । সম্পূর্ণমন্ত তৎ সর্ষকং ত্বৎ
প্রসাদাচ্ছমাপতে ॥ ৮৮ ॥ যাবচ্ছশ্চ সূর্যশ্চ
যাবৎ পৃথী চ মাগরাঃ । তাবন্মে কীর্তির-

নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ, ঈশানায়
সূর্যমূর্তয়ে নমঃ ।" এই প্রকার অষ্টমূর্তি
কথিত আছে । প্রথমে প্রণব, অস্তে নমঃ
পদ যোগ করিয়া প্রত্যেক মূর্তির আবাহন
করিয়া পূর্বদিক হইতে ঈশানীকোণ পর্যন্ত
যথাক্রমে উক্ত অষ্টমূর্তির পূজা করিবে ।
পরে সাধক,—ইত্যাদি দশদিকৃপালের ও
ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকার পূজা করিয়া বৃষ
বিতান গৃহ প্রভৃতি সমুদায় মহেশ্বরের
উদ্দেশে উৎসর্গ করিবে । অনন্তর কৃতাজ্জলি-
পুট হইয়া ভক্তিপূর্বক পার্বতীপতি মহা-
দেবের নিকট প্রার্থনা করিবে,—“হেমকল্পণা-
সিদ্ধো । আমি তোমাকে এই গৃহে স্থাপন
করিলাম । প্রভো । তুমি সর্ষকারণের
কারণ । হে ভগবন্ শস্তো । এসময় হও ।
হে পরমেশ্বর । যে পর্যন্ত সমাগরা পৃথিবী
থাকিবে, যে পর্যন্ত চন্দ্র-সূর্য থাকিবে, সেই

পর্যন্ত তুমি এই গৃহে অবস্থান কর ।
তোমাকে নমস্কার । হে ধূর্জটে । এই গৃহে
যদি কাহারও অপমৃত্যু হয়, তোমার প্রসাদে
আমি যেন সেই পাপে লিপ্ত না হই ।”
অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কারপূর্বক গৃহে
গমন করিবে । পরদিন প্রাতে সেই স্থানে
আগমন করত চন্দ্রশেখরকে স্নান করাইবে ।
প্রথমতঃ শুক্ল পঞ্চমূর্ত দ্বারা স্নান করাইবে ।
পরে একমত কলস সূর্যদিত্য সলিল দ্বারা
পরিপূরিত করিয়া তদ্বারা স্নান করাইবে ।
অনন্তর ভক্তিভাবে যথামত পূজা করিয়া
প্রার্থনা করিবে,—“হে উমাপতে । এই
পূজার মধ্যে যদি কিছু বিধিহীন বা ভক্তি-
হীন, ক্রিয়াহীন হইয়া থাকে, তোমার
প্রসাদে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ হউক । যে
পর্যন্ত চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ও সমুদ্র সকল
থাকিবে, সে পর্যন্ত ইহলোকে আমার

ভূগা' লোকে, তিষ্ঠতু সৰ্ব্বদা ॥ ৮৯ ॥
 নমস্কৃত্যায় সূর্যায় পিনাকবরধারিণে । বিষ্ণু-
 ব্রহ্মেন্দ্র-সূর্য্যাদৈর্যচ্ছিত্তায় নমো নমঃ ॥ ৯০ ॥
 ততস্ত দক্ষিণাং দত্ত্বা ভোজয়েৎ কোণিকান্
 দ্বিজান্ । ভৈক্ষ্যঃ পেটেষ্ট বাগোভিদ'রিজান্
 পরিতোষয়েৎ ॥ ৯১ ॥ প্রাতঃ পূজয়েদেবং
 যথাবিভমমাস্তনঃ । শ্রাবরং শিবলিঙ্গম্ ন
 কদাপি বিচাণয়েৎ ॥ ৯২ ॥ অচলশ্চৈশলিঙ্গম্
 প্রতিষ্ঠা কথিতেন্তি তে । গংগাপাং পরমে-
 শানি সৰ্ব্বাগমমগুহ্যত ॥ ৯৩ ॥ শ্রীমদ্রূবাচ ।
 যদ্যকসাদেবতানাং পূজাবাধো ভবেদ্বিতো ।
 বিধেয়ং তত্র কিং ভৈক্ষসম্মে কথং তত্ত্বতঃ ॥
 ৯৪ ॥ অপূজনীয়া কৈশো'ইষভবেগুদে'বমূৰ্ত্তয়ঃ ।

অতুল কীর্তি হউক । পিনাক-বরধারী ত্রিন-
 যন রূপকে নমস্কার । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র,
 সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক পূজিত মহে-
 শ্বরকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ।" ৭৭—৯০ ।
 অনন্তর দক্ষিণা প্রদান করিয়া কোলিক ও
 ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে । পরে
 দরিদ্রদিগকে ভিক্ষাদ্রব্য, পেট্রব্য ও বস্ত্র
 দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে । পরে আপনার
 দিগবানুসারে প্রতিদিবস মাহেশ্বরের পূজা
 করিবে । পরন্তু শ্রাবর শিবলিঙ্গ কখনই
 বিচালিত করিবে না । হে পরমেশ্বর । আমি
 সমুদায় 'আগম' হইতে উদ্ধৃত করিয়া
 সংক্ষেপে অচল-শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাবিধি
 তোমার নিকট কহিলাম । ভগবতী জিজ্ঞাসা
 করিলেন,—হে বিভো । যদি অকস্মাৎ
 কোন দিবস দেবতার পূজা না হয়, তাহা

তাহা বা কেন দোষেণ তদুপায়শ্চ ভূগা-
 তাম্ ॥ ৯৫ ॥ শ্রীমদাশ্বিন উবাচ । একাহ-
 মর্জনাবাধে দ্বিগুণং দেবমর্জয়েৎ । দিন-
 স্নয়ে তাদ্বিগুণাং দিনত্রয়ে ॥ ৯৬ ॥ তদ্বিগুণাং
 ত্রয়ঃ য-গামপর্থাস্তং যদি পূজা ন সম্ভবেৎ ।
 তদাষ্টকলসৈর্দেবং জাপয়িত্বা যজ্ঞেৎ সূৰ্য্যঃ ॥
 ৯৭ ॥ য-গামাং পরতো দেবং প্রাকুসংস্কার-
 বিধানতঃ । পুনঃ সূমংস্কৃতং কৃত্বা পূজয়েৎ-
 সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৯৮ ॥ ধন্তিতং স্মৃতিতং ব্যঙ্গং
 সংস্পৃষ্টং কুষ্ঠরোগিণা । পতিতং দুষ্ট-

হইলে ভৈক্ষরী সেশ্বলে কি করিবে ?
 আমার নিকট বার্থ্য বিধান বল । কোন
 দেব উপস্থিত হইলে দেবমূর্ত্তি অপূজ্য ও
 ত্যাজ্য হয়, তাহাও আমার নিকট বল ।
 শ্রীমদাশ্বিন কহিলেন,—যদি এক দিবস
 পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে তৎপর-দিবস
 সেই দেবমূর্ত্তিতে দ্বিগুণ পূজা করিবে । দুই
 দিবস পূজাবাধ হইলে চতুর্গুণ, তিন দিবস
 পূজাবাধ হইলে অষ্টগুণ পূজা করিবে । যদি
 ছয় মাস পর্য্যন্ত পূজাবাধ হয়, তাহা হইলে
 জ্ঞানী, অষ্ট কলস জল দ্বারা দেবমূর্ত্তিকে
 জ্ঞান করাইয়া পূজা করিবে । যদি 'ছয়মাস
 হইতে অধিক কাল পূজা না হয়, তাহা
 হইলে, সাধকোত্তম পূর্ব্বকথিত গংগার-
 বিধানানুসারে দেবমূর্ত্তিকে পুনঃসংস্কৃত
 করিয়া পূজা করিবে । যে দেবমূর্ত্তি ভগ্ন,
 সচ্ছিন্ন অথবা কুষ্ঠরোগী কর্তৃক স্পৃষ্ট কিংবা
 অঙ্গহীন হয়; তাহাকে জলে বিসর্জন
 করিবে । যে দেবমূর্ত্তি দূষিত ভূমিতে পতিত

ভূম্যানো ন দেবং পূজয়দ্বিধং ॥ ১৯ ॥
 হীনাঙ্গং স্কুটিতং ভগ্নং দেবং তোয়ে বিস-
 র্জয়েৎ । স্পর্শাদিদোষহৃষ্টক সংস্কৃত্য পুনর-
 র্চয়েৎ ॥ ১০০ ॥ মহাপীঠৈহনাদিলিঙ্গৈ
 সর্বদোষবিসর্জিতৈ । সর্বদা পূজয়েৎ তত্র
 স্ত্বং স্বমিষ্টং সুখাশ্রয়ে ॥ ১০১ ॥ বদ্বং পৃষ্টং
 মহামায়ে নৃপাং কৰ্ম্মানুজীবিনাম্ । নিঃশ্রে-
 ণায় তৎ সর্বং সর্গশৈব প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ১০২ ॥
 বিনা কৰ্ম্ম ন তিষ্ঠন্তি কণার্কমপি দেহিনঃ ।
 অনিচ্ছন্তোহপি বিবশাঃ কৃষ্যন্তে কৰ্ম্মবায়বী ॥
 -১০৩ ॥ কৰ্ম্মণা স্তম্ভমশ্রুতিং হৃৎসমশ্রুতি

কৰ্ম্মণা । জায়ন্তে চ প্রলীয়েন্তে যন্তন্তে
 কৰ্ম্মণো বশাৎ ॥ ১০৪ ॥ অতো বহুবিধং
 কৰ্ম্ম কথিতং সাধনায়িতম্ । প্রবৃত্ত্যহপি-
 বোধনাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥ ১০৫ ॥ যতো
 হি কৰ্ম্ম দ্বিবিধং শুভকাস্তভমেব চ ।
 অশুভাং কৰ্ম্মণো যান্তি প্রাণিনস্তীত্র-
 যাতনাম্ ॥ ১০৬ ॥ কৰ্ম্মণেহপি স্তভা-
 দেবি ফলেষাসক্তচেতসঃ । প্রয়াস্ত্যায়ান্ত্য-
 মুক্তেহ কৰ্ম্মশৃঙ্গলযজ্জিতাঃ ॥ ১০৭ ॥ যাবদ-
 ক্ষীয়তে কৰ্ম্ম শুভং বাস্তভমেব বা । তীব্র-
 জায়তে মোক্ষো নৃপাং কল্পশতৈরপি ॥ ১০৮ ॥

হইয়াছে, জ্ঞানী তাহার পূজা করিবে না ।
 ১০১—১০২ । যে মূর্তি অঙ্গহীন, সচ্ছিন্ন
 অথবা ভগ্ন হইয়াছে, তাহা জলে বিসর্জন
 করিবে ; পরন্তু যে দেবমূর্তি স্পর্শাদি-দোষে
 দূষিত হইয়াছে, তাহার পুনঃসংস্কার করি-
 যাও অর্চনা করিতে পারিবে । যাহা মহাপীঠ
 ও অনাদি-লিঙ্গ, তাহাতে অস্পৃশ্যস্পর্শাদি
 দোষ হয় না, সুতরাং তাহাতে সুখলাভের
 নিমিত্ত সর্বদা স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার পূজা
 করিবে । হে মহামায়ে । কৰ্ম্মানুজীবী মনুষ্য-
 দিগের মঙ্গলের নিমিত্ত তুমি যাহা যাহা
 জিজ্ঞাসা করিলে, সে সমুদায় সবিশেষ
 কথিত হইল । মানবগণ কৰ্ম্ম না করিয়া
 কণার্ককালও থাকিতে পারে না । তাহার
 অনিচ্ছ হইলেও বিবশ হইয়া কৰ্ম্মরূপ বায়ু-
 কর্তৃক আকৃষ্ট হয় । মনুষ্যেরা কৰ্ম্ম দ্বারা
 সুখ ভোগ করে, কৰ্ম্ম দ্বারা দুঃখ ভোগ করে,

কৰ্ম্ম দ্বারা জন্ম গ্রহণ করে, কৰ্ম্ম দ্বারা মৃত্যু-
 মুখে পতিত হয় এবং কৰ্ম্মের বশবর্তী হই-
 যাই জীবিত থাকে । এই কারণে আমি,
 অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তির জন্ত এবং
 দুঃপ্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিমিত্ত সাধন-সমেত
 বহুবিধ কৰ্ম্ম কহিলাম, অর্থাৎ যাহারা বহু-
 জন্মে বহুকৰ্ম্ম করিয়া তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছে,
 তাহাদিগের পক্ষে নহে ; তবে যাহারা
 সংসারী, অবিদ্যা-পূর্ণ, তাহাদিগের পক্ষেই
 বিহিত হইল । কৰ্ম্ম দুই প্রকার ;—শুভ
 ও অশুভ । অশুভ কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে
 প্রাণিগণ তীত্র যাতনা ভোগ করে । হে
 দেবি । যাহারা ফলাসক্ত-চিত্ত হইয়া শুভ-
 কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও ঐ কৰ্ম্ম-
 শৃঙ্গলে বদ্ধ হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে
 গমনাগমন করে । শুভ বা অশুভ কৰ্ম্ম ক্ষয়
 না হইলে, শত কালেও মনুষ্যের মুক্তি

যথা লৌহমর্ষেঃ পাঠৈঃ পাঠৈঃ স্বর্ণমর্ষে-
রপি । তথা বাকো ভবেজ্জীবেঃ কৰ্ম্মভিচ্চাভুতৈঃ
শুভৈঃ ॥ ১০৯ ॥ কুর্কানঃ সততং কৰ্ম্ম কৃত্বা
কৰ্ম্মশতাচ্চপি । তাবদ্যশভতে মোক্ষং যাবজ্-
জ্ঞানং ন বিদতি ॥ ১১০ ॥ জ্ঞানং তত্ত্ব-
বিচারেণ নিক্ষামেনাপি কৰ্ম্মণা । জ্ঞায়তে
ক্ষীণতমসাং বিভূষং নির্ম্মলাত্মনাম্ ॥ ১১১ ॥
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়ায়া কলিতং জগৎ ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্ত্বং সুখী
ভবেৎ ॥ ১১২ ॥ বিহায় নামরূপাদি নিত্যো
ব্রহ্মণি নিশ্চলে । পবিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ
স মুক্তঃ কৰ্ম্মবধানাৎ ॥ ১১৩ ॥ ন মুক্তির্জপ-
নাক্রোমাদুপবাসশতৈরপি । ব্রহ্মবাহমিতি
জ্ঞাত্বা মুক্তা ভবতি দেহভূৎ ॥ ১১৪ ॥

জন্মে না। যেমন লৌহ কিংবা স্বর্ণময়
শৃঙ্গ দ্বারা প্রাণীবা বদ্ধ হয়, জীবও তদ্রূপ
শুভ বা অশুভ কৰ্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে ।
যে পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ না হয়, সে পর্য্যন্ত
নিরন্তর কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া কিংবা শত শত
প্রকাব কষ্ট কবিয়াও মোক্ষলাভ করিতে
পারে না। ক্ষীণতমাঃ নির্ম্মলাত্মা পণ্ডিত-
গণের তত্ত্ববিচার কিংবা নিক্ষাম-কৰ্ম্মানুষ্ঠান
দ্বারা জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । ১০০—১১১ ।
ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ মায়া
দ্বারা কলিত এবং মিথ্যা ; এক পরম ব্রহ্মই
সত্য—ইহা জ্ঞাত হইলে সুখী হয়। যিনি
“আমার নাম অমুক, আমি গৌরবর্ণ”
ইত্যাদি মিথ্যা জ্ঞান ত্যাগ করিয়া অবিদ্যা-
শূন্য হইতে অর্থাৎ নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের

আত্মা, সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণঃ সত্যোচ্চৈতৎ পরাৎ-
পরঃ । দেহম্মোহপি ন দেহম্মো জ্ঞাত্ত্বং
মুক্তিভাগুভবেৎ ॥ ১১৫ ॥ বালকৌড়নবৎ
সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্ । বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো
যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৬ ॥ মনসা
কলিতা মুক্তির্নৃণাং চেম্মোক্ষসাধনী । স্বপ্ন-

তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন, তিনি কৰ্ম্ম-
বন্ধন হইতে মুক্ত হন। যতকাল পুত্র বা
দেহাহিতে ‘আমিত্ত্ব জ্ঞান’ থাকে, ততদিন
জপ, হোম বা শত শত উপবাস করিলেও
মুক্ত হয় না। কিন্তু ব্রহ্মই ‘আমি’;
পুত্র, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি জড়
পদার্থ “আমি” নহি,—এইরূপ জ্ঞান
জন্মিলে দেহী মুক্ত হয়। অগ্নি—সাক্ষী
অর্থাৎ শুভাশুভ-জ্যেষ্ঠী, বিভূ অর্থাৎ সর্ব্ব-
ব্যাপক, পূর্ণ, অদ্বিতীয়, পরাৎপর ও দেহ-
সম্বন্ধ হইয়াও দেহধর্ম্মে অনিপুণ,—ইহা
জানিলে নব মুক্তিভাসী হয়। যে ব্যক্তি
নাম-রূপাদি-কল্পনাকে বাল্যকৌড়াবৎ পরি-
ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, তিনি মুক্তিলাভ
করেন—ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও তাৎ-
পর্য্য এই,—যেমন বাল্যকাল অতিক্রম-
পূর্ব্বক প্রবীণ হইয়া ঐ বাল্যকালের কৌড়া
পরিত্যাগ করে, সেইরূপ অর্থাৎ সাধনার—
বাল্যকালে ব্রহ্মের রূপ অর্থাৎ দশভূজাদি,
নাম অর্থাৎ কালী দুর্গাদি এবং পুরিচ্ছদ
অর্থাৎ রক্তবস্ত্রাদির কল্পনা ও তদনুসারে
(১) বাহ্য-পূজা (২) মানস-পূজা ও স্তুতি,
(৩) ধ্যান—এই সকল কৌড়া ক্রমে ক্রমে-

লক্ষ্যে রাজ্যোন্নয়ন রাজ্যোন্নয়নসাধনার্থঃ ॥ ১১৭ ॥
মুষ্টিলাভাতুর্নান্যাদিমুষ্টিলাভবিধিঃ । ক্রিষ্ণাঙ্ক-

করিয়া ঐ সাধনা-বাণ্য অতি ক্রমশঃ ক্রমশঃ
সাধনায় প্রবীণ হইয়া ঐ সকল কার্য পরি-
ত্যাগ করিবে । পরে ব্রহ্মপরাধন হইয়া
মুষ্টিলাভ করিবে । কিন্তু যেমন বাণ্যকাল
থাকিতে থাকিতে তৎকালোচিত ক্রীড়া
পরিত্যাগ করিয়া প্রবীণোচিত কার্য করিতে
চেষ্টা করিলে অকৃতকার্য হয়, সেইরূপ
সাধনা-বাণ্য থাকিতে থাকিতে নাম-রূপাদি-
কল্পনারূপ ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া সাধনা-
প্রবীণোচিত ব্রহ্মপরাধন হইতে চেষ্টা কবি-
লেও অকৃতকার্য হইতে হয় ; সুতরাং বুঝা
গেল যে, যেমন বয়সের অজ্ঞতা ও আধিক্য
অনুসারে কর্ম সকল বিধিত আছে, এইরূপ
সাধনারও অজ্ঞতা ও আধিক্য অনুসারে
কর্তব্য নিরূপিত হইল । মনঃকল্পিত মুষ্টি
অর্থাৎ মনে মনে নির্মিত অশাস্ত্রীয়* মার্গ
যদি মনুষ্যগণের মোক্ষ-সাধন হয়, তাহা
হইলে মানবগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও প্রকৃত
রাজ্য হইতে পারে † ১১৩—১১৭ । মৃগয়,
প্রস্তরময়, ধাতুময় বা কাষ্ঠাদিময় মুষ্টিকে
ঈশ্বর বোধ করত ক্রেশ পায় ; কেননা,

* শাস্ত্রীয় আদ্যাশ্রুতিব মুষ্টি মোক্ষ-
সাধনী ;—ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ; সুতরাং
মুষ্টিগোত্রই সে মোক্ষসাধনী নহে, তাহা
এখানে বলিবার দো নাই ।

† এ শ্লোকের নানাবিধ ব্যাখ্যা হইতে
পারে ; তাহার উল্লেখ নিম্নোক্তম ।

সুপমা জ্ঞানং বিদ্যা মোক্ষং ন যান্তি
তে ॥ ১১৮ ॥ আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহার-
ভুক্ষিণাঃ । ব্রহ্মজ্ঞান বিহীনানেষ্টমুক্তিঃ
তে ব্রজন্তি কিম্ ॥ ১১৯ ॥ বায়ুপর্ণকণাতোয়-
ভ্রান্তিনো মোক্ষভাগিনঃ । সন্তি চেৎ
পমর্গা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥ ১২০ ॥

তাহারা তপঃসমুত্ত তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুষ্টি-
লাভ কবিত্তে পারে না । তাৎপর্য্য এই যে,
যতদিন ঐ সকল মুষ্টিকে ঈশ্বর ভাবিয়া
পূজাদি কবিত্তে হয়, ততদিনই ক্রেশ পাইতে
হয় অর্থাৎ পুনর্বার আপাততঃ মনোহর
স্বর্গাদি সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় ; ক্রমে
ঐ সকল সংকল্প-জনিত তপস্যা-প্রভাবে
তত্ত্বজ্ঞান লাভ কবিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় । *
মানবগণ আহার সংযত করিয়া ক্রেশ ভোগ
করুক বা যথেষ্ট আহার দ্বারা পুষ্ট হউক,
তাহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন হয়, তাহা
হইলে কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারে
না । বাহারা বায়ুমাত্র আহার কিংবা পর্ণ
আহার, অথবা কণ-ভক্ষণ বা জলমাত্র পান-
রূপ ব্রতধারণ করে, তাহাদের যদি মোক্ষ

* এই শ্লোকে “তে” অর্থাৎ “তাহারা”
এই কথাটি আছে বলিয়া ইহা বুঝা যাইতেছে
যে, তাহারা একপে ক্রেশ পায় নাই, তাহা-
দিগের তত্ত্বজ্ঞান না হওয়ায় কোমলপেই মুক্তি
হইবে না ; তাহারা ক্রেশ পাইয়াছে, তাহা-
দিগেরই তত্ত্বজ্ঞান এবং তৎপ্রভাবে মোক্ষ
হইবে । অন্যান্য অর্থ করিলে “তে” কথাটির
কোন অর্থ থাকে না ।

উক্তমো ব্রহ্মসত্ত্বো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ ।
স্বতীর্জঃপাংধমো ভাবে বহিঃপূজাধমাদমা ॥
১১১ ॥ যোগো জীবাত্মনোরেক্যং পূজনং

হয়, তাহা হইলে গর্ভ, গন্ত, পক্ষী, জল-
জন্তু—ইহারা সকলেই মোক্ষভাগী হইতে
পারে। ইহার ভাবার্থ এই যে, মাত্র আত্ম-
রের নিয়মরূপ সংকল্প করিলেই যে তত্ত্ব-
জ্ঞান এবং মোক্ষ হয়, তাহা নহে, কিন্তু
নানা ব্রত, বহু উপরাস এবং বহু জগো
আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবার পর
তত্ত্বজ্ঞান এবং তৎপশ্চাৎ মোক্ষ হইয়া
থাকে। ১১৮—১২০। “ব্রহ্মই সত্য, আর
সমুদায় মিথ্যা” ঈশ্বর ভাবই উক্তম। ধ্যান-
ভাব মধ্যম। স্তব ও জপ-ভাব অধম।
বাহ্য-পূজা অধম হইতেছে, অধম। ইহার
তৎপর্ষ্য,—যেমন বহু-ফল-শোভিত স্বক-
শাখা-প্রশাখাদি-সম্পন্ন বৃক্ষের গগনস্পর্শী
অগ্রভাগ, এমন কি, যাহা ভূতলস্থিত ব্যক্তির
দৃষ্টি-পথাতীত; তাহাতে সকল ফল আপেক্ষা
উৎকৃষ্ট ফল থাকিলেও অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন
তাহার জন্ত কেহ বৃক্ষে আরুঢ় হয় না;
কিন্তু উহা অপরাপর ফলের জন্তই হইয়া
থাকে। অপরাপর ফলের জন্ত স্বক-শাখা-
প্রশাখাদিতে আরোহণ করিয়া যদি ঐ
ফলটী দেখিতে পায় এবং তাহা উৎকৃষ্ট
বসিয়া লোভ করে, তবেই বহু চেষ্টার পর ঐ
ফল লাভ করিতে পারে অথবা যদি ভূতলে
থাকিতে থাকিতেই অতি বিপুল ত্বরে
অগ্রস্থিত ফলের কথা শুনিয়া থাকে এবং

সেবকেশয়োঃ । সর্বং ব্রহ্মে তিবিহুযো ন
যোগো ন চ পূজনম্ ॥১২১॥ ব্রহ্মজ্ঞানং পরং
জ্ঞানং যন্ত চিত্তে বিরাজতে । কিং তন্ত জপ-
যজ্ঞাদৈশ্চপোভিনির্গমত্রতৈঃ ॥১২৩॥ সত্যং

ঐ ফলের প্রত্যাশায় বৃক্ষে আরোহণ করিয়া
স্বকাদিহিত ফললোভে মুগ্ধ হু, হয়, তাহা
হইলে সেও ঐ ফল লাভ করিতে পারে;
কিন্তু কোন ব্যক্তিই স্বক-শাখায় আরোহণ
না করিয়া একেবারে উক্ত ফল পাইতে পাবে
না। সেইরূপ বহিঃপূজাদিরূপ-স্বকাদি-
শোভিত কামরূপ মহাবৃক্ষের, মাদৃশ ব্যক্তির
বুদ্ধিপথাতীত তত্ত্বজ্ঞানরূপ গগনস্পর্শী অগ্র-
ভাগে, যে মোক্ষ-ফল আছে, তাহা পাইতে
হইলে প্রথমতঃ বহিঃপূজা, দ্বিতীয়তঃ মান-
সিক পূজা ও স্ততি, তৃতীয়তঃ ধ্যান; ক্রমে
এই সকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসত্ত্বাব
অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্রভাগে উঠিতে হয়।
এইরূপ প্রথমোক্তরূপ দ্বিতীয়োক্তরূপ উপায়
প্রদর্শনের জন্ত এই শ্লোকটী লিখিত হই-
য়াছে, স্মরণ্যং বাহ্য-পূজাদি একেবারে না
করিয়া এক লক্ষে ব্রহ্মসত্ত্বাব জ্ঞান পাওয়া
যায় না। জীব এবং আত্মার ঐক্যের নাম
‘যোগ’। সেধক ও ঈশ্বরের ঐক্যের নাম
‘পূজা’। যাহার একপ জ্ঞান হইয়াছে যে,
সমুদায়ই ব্রহ্ম; তাহার যোগ বা পূজা
বিহীন নাই। যাহার হৃদয়ে পরম জ্ঞান
ব্রহ্মজ্ঞান বিরাজিত হইতেছে, তাহার জপ,
যজ্ঞ, তপস্যা, নিঃসঙ্গ, ব্রত প্রভৃতি কিছুই
অবশ্যক নাই। ১২১—১২৩। যিনি—

বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ ।
 স্বভাবাদ্ভস্মভূতশ্চ কিং পূজা ধ্যানধারণা ॥
 ১২৪ ॥ ন পাপং নৈব পুণ্যং ন শরণো
 ন পুনর্ভয়ঃ । নাপি ধ্যায়ো ন বাধ্যতা
 সর্বং ব্রহ্মেতি জ্ঞানতঃ ॥ ১২৫ ॥ জয়মাত্মা
 সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ববস্তু । কিং
 তস্য বন্ধনং কস্য গুপ্তমিচ্ছন্তি দুর্জয়ঃ ॥
 ১২৬ ॥ স্বমীয়ারচিতং বিশ্বমবিতর্ক্যং
 সূরৈরপি । স্বয়ং বিরাজতে তত্র হৃদয়বিষ্টঃ
 প্রবিষ্টবৎ ॥ ১২৭ ॥ বহির্ভূত্বা কশং সর্বৈষ-
 মেব বস্তুনাম্ ॥ তথৈব ভাতি তদ্রূপা
 ছায়া সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥ ১২৮ ॥ ন বাণ্য-

মস্তি বুদ্ধয়ঃ নাত্মনো যৌবনং জয়ঃ । সৈদক-
 রূপচিন্মাত্রে বিকারপরিবর্তিতঃ ॥ ১২৯ ॥
 জন্মযৌবনবার্জিক্যং দেহৈশ্চ ন চাত্মনঃ -
 পশ্যন্তোহপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ ॥
 ১৩০ ॥ যথা ধরা-তোয়শ্চ রবিঃ পশ্যন্ত্য-
 নেকথা । তথৈব মায়া দেহে বহুধাত্মান-
 মীদৃশতে ॥ ১৩১ ॥ যথা সলিলচাকলাং
 যদ্যন্তে তদগতে বিধৌ । তথৈব বুদ্ধে-
 চ'কলাং পশ্যন্ত্যাত্মাকোবিদ্যাঃ ॥ ১৩২ ॥
 ষট্শ্চ যাদৃশং ব্যোম ষটে ভগ্নেহপি তাদৃ-
 শম্ । নষ্টে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো
 বিরাজতে ॥ ১৩৩ ॥ আত্মজ্ঞানমিদং দেবি

সর্বত্র সত্যস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ-
 স্বরূপ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সাক্ষী করিতেছেন,
 তিনি 'স্বভাবতঃ ব্রহ্মস্বরূপ' হইয়াছেন;
 তাঁহার পূজা ও ধ্যান-ধারণা কিছুই নাই ।
 যিনি 'সমুদায়ই ব্রহ্ম' এরূপ জানিয়াছেন,
 তাঁহার পক্ষে পাপ নাই, পুণ্য নাই; স্বর্গ
 নাই, পুনর্জন্ম নাই; ধ্যায় নাই, ধাতাও
 নাই । এই আত্মা সর্বদাই মুক্ত । তিনি
 কোন বস্তুতেই লিপ্ত নহেন । তাঁহার বন্ধন
 কোথায়? কিজন্তুই বা তুর্ক্বকি লোকেরা
 মুক্তি কামনা করে? এই জগৎ ব্রহ্মের
 মায়া দ্বারা বিরচিত হইয়াছে । দেবতাগণ
 কর্তৃক অবিতর্ক্য পরমব্রহ্ম এই জগতে
 প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টের আয় স্বয়ং
 বিরুদ্ধিত রহিয়াছেন । যেমন সকল বস্তু
 অন্তরে এবং বাহিরে আকাশ থাকে, তাহার
 আয় সংস্বরূপ ও সাক্ষিস্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ

সর্বত্র দীপ্ত রহিয়াছেন । আত্মার জন্ম
 নাই, বাণ্য-ব্রহ্ম নাই, তিনি সর্বদাই
 একরূপ, চিন্ময় ও বিকার পরিবর্তিত । জন্ম,
 যৌবন ও বার্জিক্য—দেহেরই হয়, আত্মার
 হয় না । মনুষ্যাগণের বুদ্ধি মায়া দ্বারা আবৃত
 বলিয়া তাহারা ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায়
 না । যেমন বহুশরীব-স্থিত সলিলে বহু সূর্য
 দৃষ্ট হয়, তাহার আয় মায়া-প্রভাবে বহু
 শরীরে বহু আত্মা লক্ষিত হয় । যেমন সলিল
 চকল হইলে তাহাতে প্রতিবিন্দিত চন্দ্রের
 চাকলা বোধ হইয়া থাকে, সেই মত অজ্ঞান
 ব্যক্তির—বুদ্ধির চাকলা হইলে আত্মাতেই
 তাহা দেখিতে পায় । যেমন ষট্ ভগ্ন হই-
 লেও ষট্শ্চ আকাশ পূর্বের আয় অবিকৃতই
 থাকে, সেই মত দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা
 সর্বদা সমভাবেই বিরাজমান থাকেন । হে
 দেবি । এই ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষের পরম

পরং মোক্ষকসাবিনম্ । জাননিহৈব মুক্তঃ
 স্তাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৪ ॥ ন কর্মণা
 বিমুক্তঃ স্তান্ সন্তুত্যা ধনেন বা । আশ্রনা-
 ন্নানমাজ্জায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ১৩৫ ॥
 অশ্রো হ্যশ্রোণ সর্কেষাং নাপ্পনোহস্ত্যপরং
 প্রিয়ম্ । লোকেহস্মিমাশ্রমসুদ্বাদ্যন্ত্যে
 প্রিয়াঃ শিবে ॥ ১৩৬ ॥ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা
 জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া । বিচার্যমাণে
 ত্রিতয়ে আশ্রৈবৈকোহবশিষ্যতে ॥ ১৩৭ ॥
 জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপঃ ।
 বিজ্ঞাতা সয়মেবাত্মা বো জনাতি স আত্ম-
 বিৎ ॥ ১৩৮ ॥ এতৎ তে কথিতং জ্ঞানং

কারণ । যিনি ইহা জ্ঞাত হন, তিনি ইহ-
 লোকেই জীবমুক্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ
 নাই । ১২৪—১৩৪ । মনুষ্য, কর্ম দ্বারা
 মুক্ত হয় না, সন্তান-উৎপাদন দ্বারা মুক্ত হয়
 না, ধন দ্বারাও মুক্ত হয় না ; পরন্তু আপনা
 দ্বারা আপনাকে জানিতে পারিলেই মুক্ত
 হয় । আত্মা সকল জীবের পরম প্রিয় ।
 আত্মা হইতে প্রিয়তর অপর কোন বস্তুই
 নাই । হে শিবে ! ইহলোকে অত্র ব্যক্তি
 আশ্রমসমূহ হেতু প্রিয় হইয়া থাকে । জ্ঞান,
 জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,—এই ত্রিতয় মায়া দ্বারাই
 প্রতিভাত হইতেছে । এই ত্রিতয়ের তত্ত্ব-
 বিচার করিলে, একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট
 থাকেন । চিদ্রূপ আত্মাই জ্ঞান, চিদ্রূপ
 আত্মাই জ্ঞেয় বস্তু এবং সয়ং আত্মাই
 জ্ঞাতা । যিনি ইহা জ্ঞাত হইতে পারেন,
 তিনিই 'আত্মবিত' । এই আমি তোমাকে

মহানির্বাণকাবণম্ । চতুর্বিধাবদুতানা-
 মেতদেব পরং ধনম্ ॥ ১৩৯ ॥ শ্রীদেবাবাচ ।
 দ্বিবিধাবাশ্রমৌ শ্রোতব্যৌ গার্হস্থ্যো বৈশ্বক-
 স্তথা । কিমিদং শ্রোত চিত্রমবদুতানচতু-
 র্বিধাঃ ॥ ১৪০ ॥ অত্র বেদিভূমিস্থামি
 তত্ত্বতঃ কথ্য প্রভো । চতুর্বিধাবদুতানাং
 লক্ষণং সবিশেষতঃ ॥ ১৪১ ॥ শ্রীমদাম্বি
 উব'চ । ব্রহ্মসম্রোপাসকা স্তে ব্রাহ্মণসত্রিয়া-
 দয়ঃ । গৃহাশ্রমে বসন্তোহপি জ্ঞেয়াস্তে
 যতয়ঃ প্রিয়ে ॥ ১৪২ ॥ পূর্বাভিষেধবিধিনা
 সংস্কৃতা য়ে চ মানবাঃ । শৈবাবদুতান্তে
 জ্ঞেয়াঃ পুঙ্জনীয়াঃ কুলার্চিত্তে ॥ ১৪৩ ॥ ব্রাহ্মা-

নিকট সাধ্যং মোক্ষের কারণ জ্ঞানে'পদেশ
 করিলাম । ইহা চতুর্বিধ অবদুতের পরম
 ধন । শ্রীভগবতী কহিলেন,—কুমি পূর্বে
 গৃহস্থ ও ভিক্ষুক,—এই দ্বিবিধ আশ্রমের
 কথা কহিয়াছি ; এক্ষণে কহিতেছি,—অব-
 দুত-আশ্রম চতুর্বিধ । ইহাতে আমার
 আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, ইহা কি ? হে
 প্রভো । চারি প্রকার অবদুতের লক্ষণ
 বিশেষরূপে বল, আমি শ্রবণপূর্ব্বক তাহার
 তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিতেছি ।
 ১৩৫—১৪১ । শ্রীমদাম্বি কহিলেন,—হে
 প্রিয়ে । যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি
 জাতিবর্গ ব্রহ্মসম্রের উপাসক, তাঁহারা গৃহ-
 শ্রমে বাস করিলেও, তাঁহাদিগকেও 'যতি'
 বলিয়া জানিতে হইবে । হে কুলার্চিত্তে ।
 যে সকল মনুষ্য পূর্বাভিষেকের বিধানানুসারে
 সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহারা শৈবাবদুত ।

বহুতাঃ শৈবান্ চ শ্রাদ্ধমাচারবর্জিতঃ । বিদগ্ধাঃ
সর্বকর্ম্মানি মহদীরিতবান্ ॥ ১৪৪ ॥
বিনা ব্রহ্মাণ্ডিতকৈতে তথা চক্রাণ্ডিতং বিনা ।
নিষিক্ষমমং ত্রয়ো ন গৃহীযঃ কদাচন ॥ ১৪৫ ॥
ব্রাহ্মাবদুতকৌলানাং কৌলানামভিষেকিণাং ।
প্রাগেব কথিতো ধর্ম্মা আচারবশতঃ বরাননে ॥ ১৪৬ ॥
জ্ঞানং সক্ষাশনং পানং দানঞ্চ দারবক্ষ্যম্ ।
সর্বমাগমমার্গেণ শৈবব্রাহ্মাবদুতমোঃ ॥ ১৪৭ ॥
উক্তাবদুতো দ্বিবিধঃ পূর্ণপূর্ণবিভেদতঃ ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়াপরঃ প্রিয়ে ॥
১৪৮ ॥ কৃতাবদুতসংস্কারো যদি স্রাজ্জ্ঞান-

দুর্বলঃ । তদা লোকালয়ে তিষ্ঠমাশ্রয়ং স তু
শোধয়েৎ ॥ ১৪৯ ॥ রক্ষন্ স্বজাতিচিহ্না
কুর্ষন্ কর্ম্মানি কোণবৎ । সদা ব্রহ্মপরো ভূত্বা
সাধয়েজ্জ্ঞানমুক্তমম্ ॥ ১৫০ ॥ ওঁ তৎসংস্র-
মুচ্চর্য্য মোহহমস্মী ৫৩ চিন্তয়ন্ । কুর্ধ্যাদা-
ত্মো ॥ ৫৩ ৬ কর্ম্ম সদ বৈরাগ্যমাস্রিতঃ ॥ ১৫১ ॥
কুর্ষন্ কর্ম্মাণ্যনামজ্ঞো নলিনীদলনীরবৎ ।
যাততাত্মানমুচ্ছর্জ্য তত্ত্বজ্ঞানিবিবেকতঃ ॥ ১৫২ ॥
ওঁ তৎসদিত্তি মজ্জেন যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ ।
গৃহস্থো বাপ্যদাসীনস্তস্মাত্তীষ্ঠায় তত্তবেৎ ॥
১৫৩ ॥ জপো হোমঃ প্রাতিষ্ঠা চ সংস্কারাদ্য-

তৌহার্য্য সকলেরই পূজনীয় । ব্রাহ্মাবদুত ও
শৈবাবদুতগণ নিজ আশ্রমেব ও নিজ অ-
রের অনুষ্ঠান হইয়া মৎকথিত পথ অব-
লম্বনপূর্ব্বক সমুদায় কর্ম্ম বিধান করিবেন ।
ব্রাহ্মাবদুত, ব্রহ্মাণ্ডিত দেবতা প্রতিরেক ও
শৈবাবদুত চক্রাণ্ডিত দেবতা ব্যতিরেক কখনই
নিষিক্ষ অম ও নিষিক্ষ জল গ্রহণ করিবেন
না । হে বরাননে । ব্রাহ্মাবদুত কৌলদিগের
এবং অভ্যিক্ত কৌলদিগের আচার ও ধর্ম্ম
পূর্ব্বকই কথিত হইয়াছে । ১৪২—১৪৬ ।
জ্ঞান, সক্ষা, ভোজন, পান ও দারবক্ষ্য, এই
সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান শৈবাবদুত ও ব্রাহ্মা-
বদুতগণ আগম অনুসারে করিবেন । উক্ত
শৈবাবদুত ও ব্রাহ্মাবদুত দুই প্রকার ;—পূর্ণ
ও অপূর্ণ । প্রিয়ে । পূর্ণ শৈবাবদুত ও ব্রাহ্মা-
বদুতের নাম পরমহংস । অপূর্ণ শৈবাবদুত
ও ব্রাহ্মাবদুতকে পরিব্রাট বলা যায় । যে
মানব অবদুত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া

ছেন, তিনি যদি জ্ঞান বিষয়ে দুর্ব্বল হন,
অর্থাৎ যদি তৌহার পূর্ণ অদৈত ভাব না
অন্নিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি লোকা-
লয়ে অবস্থান করিয়া আত্ম-শোধন করিবেন
ও যাহাতে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” এই জ্ঞান
জন্ম, তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন । তিনি স্বজাতি-
চিহ্ন শিখা সূত্র প্রভৃতি রক্ষা করিবেন এবং
তিনি কোলের ছায় সমুদায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান
করিতে থাকিবেন । তিনি নিরন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠ
হইয়া জ্ঞান সাধন করিবেন । তিনি সর্বদা
বীতরাগ হইয়া, “ওঁ তৎসং” এই মন্ত্র উচ্চা-
রণ করত “মোহহমস্মি” এইরূপ চিন্তা করিয়া
আপনার উপযোগী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি-
বেন । তিনি, পদ্যপত্রিত জলের ছায়
অনাসক্ত হৃদয় হইয়া কর্ম্ম-সমুদায়ের অনু-
ষ্ঠান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিচার দ্বারা আপনাকে
শুদ্ধ করিতে (মোক্ষ পাইতে) যত্নবান
হইবেন । গৃহস্থই হউন, বা উদাসীনই

খিলাঃ ক্রিয়াঃ ওঁ তৎসমস্তানি সম্পূর্ণাঃ
স্থান সংশয়ঃ ॥ ১৫৪ ॥ কিমৈতৎ বহুভির্মন্ত্রৈঃ
কিমৈতৎ ভূমিসামনৈঃ । ত্রাণ্যাপানেন সাম্রণ
সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ ॥ ১৫৫ ॥ সুখদাধ্যম-
বাচ্ছল্যং সম্পূর্ণফলদায়কম্ । নাশ্বে তর্জানহা-
র্মিত্রাতৃপায়ান্তরমঙ্গিকৈঃ ॥ ১৫৬ ॥ পুরঃ প্রদেদে
দেহে বা লিখিত্বা ধারয়েদিমম্ । গেহস্তত্র
মহাতীর্থং দেহঃ পুণ্যময়ো ভবেৎ ॥ ১৫৭ ॥
নিগমাগমতন্ত্রাণাং সারাংসারতরো মনুঃ ।

হউন, “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র দ্বারা যিনি
যে কার্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা-
তেই তাঁহার সেই কর্ম অতীষ্ট-ফলপ্রাপ্তির
নিমিত্ত হইবে। জপ, হোম, স্তুতিষ্ঠা,
ও সংস্কার প্রভৃতি সমুদায় কর্ম “ওঁ তৎসৎ”
মন্ত্র দ্বারা নিষ্পন্ন হইলেই সম্পূর্ণ হইবে,
সম্পদলাভ হইবে। অত্যাশ্চর্য বহুমন্ত্রে কি আশ্চর্যক,
ভূমি সাধনেই বা কি আশ্চর্যক ? “ওঁ তৎসৎ”
এই ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা সমুদায় কর্ম সাধন
করিলে। এই মন্ত্র সুখসাধ্য, ইহাতে কোন
নাশল্য নাই ; পরক ইহা সম্পূর্ণ ফলদায়ক ।
হে অন্তিকে । এই মহামন্ত্র ব্যতিরেকে আর
উপায়ান্তর নাই । ১৫৭-১৫৬ যিনি গৃহের
দ্বারে অথবা শরীরে “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র
লিখিয়া ধারণ করিবেন, তাঁহার গৃহ মহা-
তীর্থ স্বরূপ এবং দেহ পুণ্যময় হইবে। ক্ষে-
দেবি । আমি তোমার সম্মুখে সত্য করিয়া
বলিতেছি, “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র—নিগম,
আগম ও তন্ত্র-সমুদায়ের যথো সারাংসার ।

ওঁ তৎসদিত্তি দেবামি ত্বাং সত্যমো রিতম্ ॥
১৫৮ ॥ ব্রহ্মবিম্বমহেশানাম্ ॥ ত্রিভূতা ত-
বিরঃশিখাঃ ৮ প্রাতুর্ভূতোহয়মো তৎসৎ সর্ব-
মন্ত্রাত্মমোত্তমঃ ॥ ১৫৯ ॥ চতুর্বিধানামমানা-
মন্ত্রোযামপি বৃক্ষনাম্ । মন্ত্রাষ্টকঃ শোধনেনাপ্য
শ্রাভেদেভেদে শোধিতম্ ॥ ১৬০ ॥ পশ্যন্ সর্বত্র
সূদর্শনং জপংস্তৎসংসাহায়কম্ । স্বেচ্ছাচারঃ
শুকচিহ্নঃ স এব ভূবি কোলরাট্ ॥ ১৬১ ॥
জপাদ্য ভবেৎ সিন্ধো মুক্তঃ শ্রাদ্ধচিন্তনাং ।
সাক্ষাদব্রহ্মসমো দেহী সার্থমেনং জপন্
মনুঃ ॥ ১৬২ ॥ ত্রিপদোহয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব-

সর্ব মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠতম “ওঁ তৎসৎ” এই
মন্ত্র—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রিলোক, মস্তক
ও ব্রহ্মরূপ ভেদ করিয়া প্রাতুর্ভূত হইয়াছে ।
যদি “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র দ্বারা চর্কা,
চোম, ভক্ষা, লেহ—এই চতুর্বিধ আশ্রয়
বা অন্ন বস্তুর পোষন করা হয়, তাহা হইলে
অন্ন কোন বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র দ্বারা
শোধন করবার আবশ্যক হয় না। যিনি
সর্বত্র সৎসংসাহায়ক ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করেন, যিনি
“ওঁ তৎসৎ” এই মহামন্ত্র জপ করেন, যাহার
অঙ্কুরণ পরিভুক্ত হইয়াছে ও যিনি
স্বেচ্ছাচারী, তিনিই পৃথিবী মধ্যে কোল-
শ্রেষ্ঠ । “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র জপ করিলে
মানব মুক্ত হন। ইহার অর্থ চিন্তা করিলে
মুক্ত হন। যিনি অর্থ-চিন্তাসহ এই মন্ত্র জপ
করেন, সেই মানব শরীরী হইয়াও সাক্ষাৎ
ব্রহ্মত্ব লাভন। এই ত্রিপদ মহামন্ত্র সর্ব

কারণকারণম্ । সাধনাদ্য মজ্জা ভবেম্ তু-
জ্ঞয়ঃ স্বয়ম্ ॥ ১৬৩ ॥ যুগ্মং যুগ্মপদং নাপি
অত্যেকপদমেকং বা । জটিলতন্ত্র মহেশানি
সাধকঃ সিদ্ধিভাগুর্ভবেৎ ॥ ১৬৪ ॥ শৈবাব-
ধূতসংস্কারবিধূতাধিগম্যকর্মণঃ । নাপি দৈবৈ-
নবা পিত্যো নার্ষ্যে কৃতোহধিকারিত্বা ॥ ১৬৫ ॥
চতুর্গামধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে ।
তয়োহন্তো যোগভোগিষ্ঠা মুক্তাঃ সর্কস্ শিবো-
পমাঃ ॥ ১৬৬ ॥ হংসো ন কুর্যাৎ জীমদং
ন বা ধাতুপরিগ্রহম্ । প্রারন্ধগম্ভনং বিংরে-
নিষেধবিধির্ভজিতঃ ॥ ১৬৭ ॥ তজ্জেন স্বজাতি-
চিহ্নানি কৰ্ম্মানি গৃহমেধিনীম্ । তুরীয়ো

কারণের কারণ । এই মজ্জা সাধন করিলে
স্বয়ং গৃহ্যজ্ঞ হইবে । হে মহেশ্বর । এই
ত্রিপদ মজ্জের "দুইটি দুইটি পদ অথবা এক
একটি পদ জপ করিলে" সাধক সিদ্ধ হইতে
পারে । যাহারা শৈবাবধূত-সংস্কার দ্বারা
সংস্কৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন
কাম্য-কর্ম্ম থাকে না, সুতরাং তাঁহারা,—
দৈবকর্ম্মে, প্রার্যকর্ম্মে বা পিত্র্যকর্ম্মে অধি-
কাণী নহেন । চতুর্বিধ অবধূতের মধ্যে
চতুর্থ অর্থাৎ পূর্ণ ব্রাহ্মাবধূতকে "হংস" বলা
যায় । অপব ত্রিবিধ অবধূত—যোগ ও
ভোগ করিয়া থাকেন, পরন্তু চতুর্বিধ অব-
ধূতই মুক্ত ও শিবভূক্ত । হংস অর্থাৎ পূর্ণ
ব্রাহ্মাবধূত, জী-সংসর্গ বা ধাতুপরিগ্রহ
করিতে পারিবেন না ; তিনি বিধি-নিষেধ-
বর্জিত হইয়া প্রারন্ধ-ভোগকারী হইয়া
বিহার করিবেন । ১৫৭—১৬৭ । এই তুরীয়

বিচরেৎ কৌণীং নিঃসঙ্গো নিরুদ্যমঃ ১৬৮
সদাভাবময়ঃ শোকমোহবিবর্জিতঃ । ন-
মিকেন্তস্তিত্তিমুঃ স্মিঃশকো নিরুপদ্রবঃ ॥ ১৬৯
নাপর্ণং ভগ্যপেয়াণাং ন তুচ্ছ ধ্যানধারণাঃ ।
মুগ্ধে হবিরজো নিষন্দো হংসাচারপরো
যতিঃ ॥ ১৭০ ॥ ইতি তে কথিতং দেবি চতুর্বিধ
কুলযোগিনাম্ । লক্ষণং স বিশেষেণ সাধনাং
মৎসরূপিণাম্ ॥ ১৭১ ॥ এতেষাং দর্শন-
স্পর্শাদাশ্রাণাং পরিতোষণাং । সর্কসীর্থ-
ফসাবাপ্তিজাহতে মনুজম্ভনাম্ ॥ ১৭২ ॥

পরমহংস স্বজাতি-চিহ্ন শিখা, সূত্র, তিলক
প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন । তিনি গৃহ-
শ্বেদ কর্ম্মও করিবেন না ; তিনি সঙ্গ
রহিত ও উদ্যম-রহিত হইয়া ভূতলে বিচর
করিবেন । তিনি সর্বদা আত্ম-ভাবনাতো
সফল থাকিবেন । তিনি শোক ও মোহ
অভিভূত হইবেন না । তাঁহার কোন নির্দিষ্ট
আশাস্থান থাকিবে না । তিনি ভিত্তিকা
মুক্ত, নিঃসঙ্গ ও নিরুপদ্রব হইবেন । তিনি
ভগ্ন্য ও পেয় দ্রব্য কাহাকেও অর্পণ করি
বেন না । তাঁহার ধ্যান-ধারণা নাই । তিনি
যুক্ত, বিরাগযুক্ত, নিষন্দ, হংসাচার-পরায়ণ
ও যতি হইবেন । হে দেবি । এই তোমার
নিকট এই চতুর্বিধ কুলযোগীর লক্ষণ
বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম । ইহারা সকলেই
সাধু ও অমার স্বরূপ । মনুষ্যগণ যদি এই
কুলযোগীকে দর্শন করে, স্পর্শ করে বা
ইহাদের সহিত আশ্রয় করে, অথবা ইহা-
দিগকে পরিতুষ্ট করে, তাহা হইলে তাহাদের

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রানি যানি
চ । কুলসম্মানিনাং দেহে সন্তিতানি সঙ্গা
প্রিয়ে ॥ ১৭৩ ॥ তে ধ্যানেন্তে কৃতার্থাশ্চ তে
পুণ্যক্ষেত্র কৃতধ্বরাঃ । যৈরার্চিতাঃ কুলজৈবৈ-
র্মনবৈঃ কুলসাধকৈঃ ॥ ১৭৪ ॥ অশুচির্যাতি
শুচিভামস্পৃশ্যঃ স্পৃশ্যতামিহাং । অভক্ষ্যমপি
ভক্ষ্যং শ্রাদ্ধেষাং সংস্পর্শমাত্রেণ ॥ ১৭৫ ॥
কিরাতাঃ পাপিনঃ ক্রূরাঃ পুলিন্দা যবনাঃ
খমাঃ । শুধ্যন্তি যেষাং সংস্পর্শাৎ তান্ বিনা
~~কৌলধর্ম্যং পদং ॥ ১৭৬ ॥~~ কুলতত্ত্বৈঃ কুল-
জৈবৈঃ কৌলিকান্ কুলযোগিনঃ । যৈর্হর্চয়ন্তি
সকুন্তল্যা তেহপি পূজ্যা মহীতলে ॥ ১৭৭ ॥

কৌলধর্ম্যং পদং ধর্ম্যো নাশ্চৈব কমলা-
ননে । অস্ত্যজোহপি যমাত্রি তু পুতঃ কৌল-
পদং ব্রজেৎ ॥ ১৭৮ ॥ করিপাদে বিলীঘন্তে
সর্বপ্রাণিপদা যথা । কুলধর্ম্যে নিমজ্জন্তি
সর্বৈ ধর্ম্যাস্থা প্রিয়ে ॥ ১৭৯ ॥ অহো
পুণ্যতমাঃ কৌলাস্তীর্থরূপাঃ স্বয়ং প্রিয়ে ।
যে পুনস্ত্যাসম্বন্ধান্ স্নেহুধ্বপচপামরান্ ॥
১৮০ ॥ গঙ্গায়াং পতিতাস্তাংসি যান্তি
গাঙ্গেয়তাং যথা । কুলাচারে বিশতোহপি
সর্ব গচ্ছন্তি কৌলতাম্ ॥ ১৮১ ॥ যথার্ব-
গতং বাবি ন নৃথগ্ভাবগাপুয়াং । তথা
কুলানুধৌ মগা ন ভ্রমযুর্জনাঃ পৃথক্ ॥ ১৮২ ॥

সর্বতীর্থ-দর্শনের ফলপ্রাপ্তি হয় । হে
প্রিয়ে । পৃথিবীতে যে সমুদায় তীর্থ ও পুণ্য-
ক্ষেত্র আছে, কুলসম্মানীদিগের দেহে তৎ-
সমুদায় সর্বদাই বিদ্যমান থাকে । যে সকল
মনুষ্য কুলসাধুদিগকে কুলজব্য দ্বারা অর্চনা
করেন, তাঁহারা ধর্ম, তাঁহারা কৃতার্থ, তাঁহারা
পবিত্র ও তাঁহারা সর্বযজ্ঞের ফলভোগী
হন । কুলযোগীদিগের সংস্পর্শে অশুচি
ব্যক্তিও শুচি হয়, অস্পৃশ্য ব্যক্তিও স্পর্শ-
যোগ্য হয় অভক্ষ্য বস্তুও ভক্ষ্য হইয়া
থাকে । যে কুলযোগীর সংস্পর্শে কিরাত,
পাপী, ক্রুর, পুলিন্দ, যবন ও খল, ইহা বাও
শুদ্ধি লাভ করে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া,
আর কাহার অর্চনা কর্তব্য ? যে সকল
ব্যক্তি কুলযোগীদিগকে ও কৌলদিগকে
কুলতত্ত্ব দ্বারা ও কুলজব্য দ্বারা একবস্ত্রিমাাত্র
ভক্তিপূর্বক অর্চনা করিবেন, তাঁহারাও

পৃথিবীর মধ্যে পূজ্য হইবেন । হে কমলা-
ননে । কৌলধর্ম্য হইতে পরমশ্রেষ্ঠ ধর্ম্য আর
নাই ; কারণ, অস্ত্যজ ব্যক্তিও এই ধর্ম্য
আশ্রয়পূর্বক পবিত্র হইয়া কৌলপদ প্রাপ্ত
হয় । হে প্রিয়ে । যেমন সমুদায় প্রাণীর
পদচিহ্ন, হস্তিপদ-চিহ্ন লীন হয়, তাহার
দ্বায় সমুদায় ধর্ম্য কুলধর্ম্যে বিলীন হইয়া
থাকে । ১৬৮—১৭৯ । হে প্রিয়ে । স্বয়ং
তীর্থস্বরূপ কৌলগণ । কি আশ্চর্য্য পবিত্র-
তম । তাঁহারা আত্মসংসর্গে স্নেহ, নপচ ও
পামবগণকেও পবিত্র করেন । যেমন গঙ্গা-
মধ্যে পতিত অস্ত্র প্রলও গঙ্গাপ্রলরূপে পরি-
ণত হয়, তাহার দ্বায় কুলাচারে প্রবিষ্ট সর্ব-
জাতীয় মনুষ্যই কৌল হইয়া থাকে । যেমন
সমুদ্রগত গলিল পৃথক্ভাব প্রাপ্ত হয় না,
তাহার দ্বায় কুল-সাগরে মগ কোন ব্যক্তিই
পৃথক্ হইতে পারে না । এই ভ্রমশূল

বিগ্রাহ্যস্ত্যজপৰ্য্যস্তা দ্বিপদা যেহত্র ভূতলে ।
তে সৰ্ব্বধৰ্ম্মানু কুলাচারে ভেষ্মধৰ্ম্ম-
'কারিণঃ ॥ ১৮৩ ॥ অহুতাঃ কুলধৰ্ম্মোহস্মিন
যে ভবন্তি পরাধৰ্ম্মাঃ । সৰ্ব্বধৰ্ম্মপরিজ্ঞেপ্তে
গচ্ছন্ত্যধমাংগতিম্ ॥ ১৮৪ ॥ আৰ্য্যস্তি কুলা-
চরং যে কেচিদপি মানবাঃ । তানু বধয়ন্
কুলীনোহপি যৌৱনং নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৮৫ ॥
চাণ্ডালং যবনং নীচং যত্রা দ্বিগম্যবজ্রয়া ।
কৌলং ন কুৰ্যাদৃগঃ কৌলঃ মোহযমো-
যাত্যবৌনতিম্ ॥ ১৮৬ ॥ শতাত্তিমেকাদৃশং
পুণ্যং পুণ্ডরীক্যশৈতবপিনা তস্মাৎ কোটি-
শ্রবং পুণ্যমেকস্মিন একাংকে কৃতে ॥ ১৮৭ ॥

মধ্যে ব্রাহ্মণ অবধি অন্ত্যজ পর্য্যন্ত যত
প্রকার দ্বিপদ জন্ত আছে, তাহারা সকলেই
এই কুলাচারে অধিকারী হইতে পারিবে ।
যাহারা কুলধৰ্ম্মে অহুত হইয়া পরাজু হইয়া
তাঁহারা সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধম
গতি লাভ করে । যে কোন মনুষ্য কুলাচার
আৰ্পণা করিবে, তাহাদিগকে যদি কোন
কৌল বধনা করেন, তাহা হইলে তিনিও
যৌৱন নরকে গমন করিবেন । যে কোন
কৌল ব্যক্তি, কোন কৌল-ধৰ্ম্মাবলম্বী হইতে
প্রার্থী ব্যক্তিকে জীলোক, নীচলোক, চণ্ডাল
বা যবন জানিয়া অন্ত্যজ দ্বারা কৌল না
করেন, তিনি কৌলের মধ্যে অধম এবং
অন্ত্যকালে তাঁহার অধোগতি হয় । একশত
অভিমুখে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, শত পুণ্ডরীক
করিলে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, এক শাস্তিকে
কৌল করিলে তাহার কোটিশ্রব পুণ্য হইয়া

যে যে বর্ণাঃ ক্ষিতৌ সন্তি যদ্যকস্মদুপা-
শ্রিতাঃ । কৌলা ভবন্ত্যন্তে পাপৈর্মুক্তা যান্তি
পরং পদম্ ॥ ১৮৮ ॥ শৈবধৰ্ম্মাশ্রিতাঃ কৌলা-
স্তীর্থরূপাঃ শিবাস্ত্যস্তাঃ । স্নেহেন ব্রহ্মা
প্রোদা পূজ্যা মাতাঃ । পরস্পরম্ ॥ ১৮৯ ॥
বহনাত্ত কিমুক্তেন তবাগ্রে সত্যমুচ্যতে ।
ভবাক্তিতরনে সেতুঃ কুলধৰ্ম্মো হি নাপরঃ ॥
১৯০ ॥ ত্রিদান্তে সংশয়াঃ সৰ্ব্বে জীয়েন্তে
পাপসঞ্চয়াঃ । দহন্তে কৰ্ম্মজালানি কুলধৰ্ম্ম-
নিষেধণাৎ ॥ ১৯১ ॥ ~~সংসার-মাগর-পার-হইবার~~
রূপযানব মানবান । পাবয়ন্তি কুলাচারৈস্তে

থাকে । ভূমণ্ডলে যে যে বর্ণ আছে এবং
যতপ্রকার ধৰ্ম্মাবলম্বী মনুষ্য আছে, তাহা-
দের মধ্যে যিনি কৌল হইবেন, তিনিই
পাশমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিতে
পারিবেন । শিবোক্ত ধৰ্ম্মাবলম্বী কৌলগণ
সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ ও তীর্থস্বরূপ । স্নেহ
দ্বারা, ব্রহ্মা দ্বারা এবং প্রেম দ্বারা, তাঁহারা
পরস্পর পরস্পরকে পূজা ও সন্মান করি-
বেন । আমি আর অধিক কি বলিব ।
তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, এই
সংসার-মাগর পার হইবার নিমিত্ত কুলধৰ্ম্মই
সেতুরূপ । তন্ত্ৰিম সংসার-মাগর পার
হইবার উপায়ান্তর নাই । কুলধৰ্ম্ম সেবনে
সমুদায় সংশয় ছেদন হয়, সমুদায় পাপপুঞ্জ
ক্ষয় হয় ও কৰ্ম্মসমূহ দূর হয় ॥ ১৮০—১৯১ ॥
যাহারা সত্যব্রত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহারা কুপা-
পরিত্যক্ত হইয়া মানবগণকে আত্মানুপূৰ্ব্বক
কুলাচার দ্বারা পবিত্র করেন ; সেই সকল

জ্ঞেয়াঃ কৌলিকোক্তমাঃ ॥ ১৯২ ॥ ইতি তে
কথিতং দেবি সৰ্ব্বকৰ্মবিনিৰ্ণয়ম্ । মহা-
নিৰ্বাণতন্ত্রম্ পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধং লোকপাবনম্ ॥ ১৯৩ ॥
যেহি সৰ্ব্বাধিকারঃ আবয়েদ্যপি মানবান্
সৰ্বশাসনবিধিভ্যঃ সোহস্তে নিৰ্বাণমালা-
য়া ॥ ১৯৪ ॥ সৰ্বশাসনাণাং তন্ত্রাণাং
সারংসারং পরাংপরম্ । তন্ত্ররাজমিদং
জ্ঞাত্ব জ্ঞাত্তে সৰ্বশাস্ত্রনিঃ ॥ ১৯৫ ॥ কিং
তস্মৈ তীৰ্থভ্রমণৈঃ কিং যৈশ্চৰ্জপসাধনৈঃ ।
জ্ঞানমুত্তমহাতমং কৰ্মপাশৈৰ্বিমুক্ত্যতে ॥
১৯৬ ॥ স বিজ্ঞঃ সৰ্বশাস্ত্রেণ সৰ্বধৰ্মবিদাং

মহাত্মাই কৌলিকশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিদিত । যে
দেবি । এই আমি তোমার নিকট লোক-
পাবন সৰ্বধৰ্ম-বিনিৰ্ণায়ক মহানিৰ্বাণতন্ত্রের
পূৰ্ব্বার্দ্ধ কহিলাম । যিনি নিয়ত হইয়া ইহা
জ্ঞান করিবেন, অথবা মনুষ্যাগণকে শ্রবণ
করাইবেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে
বিনিৰ্মুক্ত হইয়া অস্তে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হই-
বেন । সমুদায় আগম ও সমুদায় তন্ত্রের
মধ্যে পরাংপর ও সারংসার এই তন্ত্ররাজ
পরিজ্ঞাত হইলে মনুষ্য সৰ্বশাস্ত্রম্ব হইবে ।
যিনি এই মহানিৰ্বাণতন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়া-
ছেন, তাঁহার তীৰ্থভ্রমণে আবশ্যক নাই,
যজ্ঞে আবশ্যক নাই, জপ-সাধনাদিতেও
আবশ্যক নাই ; তিনি একমাত্র মহানিৰ্বাণ-
তন্ত্র-জ্ঞান দ্বারা কৰ্মপাশ হইতে মুক্তিলাভ
করিবেন । হে কালিকে । যিনি এই মহা-
নিৰ্বাণতন্ত্র জ্ঞানেন, তিনি সৰ্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ,
তিনিই সমুদায় ধৰ্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,

বরঃ । স জ্ঞানী ব্রহ্মবিৎ সাধুর্বা এতদ্বৈশ্চি
কালিকে ॥ ১৯৭ ॥ অলং বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ
স্মৃতিভিঃ সাংহিতাদিভিঃ । কিমৈশ্চৈবজ্ঞি-
স্তজৈর্ভুক্তৈঃ সৰ্ববিন্দবেৎ ॥ ১৯৮ ॥
আসীদগুহ্যতমং যমো সাধনং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
তব প্রণোনে ত্রয়োহস্মিৎস্তং সৰ্বং সুপ্রকা-
শিতম্ ॥ ১৯৯ ॥ যথা কং ব্রহ্মণঃ শক্তির্মম
প্রাপাদিকা পরা । মহানিৰ্বাণতন্ত্রং মে তথা
জ্ঞানীহি সুব্রতে ॥ ২০০ ॥ যথা নগেষু হিম-
বাৎস্তারকাস্থ যথা শনী । ভাস্মাৎস্তেজঃস্থ
তন্ত্রেণ তন্ত্ররাজমিদং তথা ॥ ২০১ ॥ সৰ্ব-
ধৰ্ম্মময়ং তন্ত্রং ব্রহ্মজ্ঞানৈকমাধনম্ । পঠিত্বা

তিনিই সাধু, তিনিই জ্ঞানী ও তিনিই
ব্রহ্মজ্ঞ । বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও সাংহিতা
প্রভৃতি এবং অগ্ৰাণ্য বহুতন্ত্র-জ্ঞানে কি
আবশ্যক ? এই একমাত্র মহানিৰ্বাণতন্ত্র
জ্ঞাত হইলেই সৰ্বজ্ঞ হইবে । যে সমুদায়
সাধন ও উত্তম জ্ঞান অত্যন্ত গুহ্যতম ছিল,
তোমার প্রণ অঙ্গুসারে তৎসমুদায় এই মহা-
নিৰ্বাণতন্ত্রে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইল ।
হে সুব্রতে । তুমি যেমন ব্রহ্মশক্তি ও
আগার পরম প্রাপাদিকা, এই মহানিৰ্বাণ-
তন্ত্রও সেইরূপ প্রাপাদিক জ্ঞানিবে । যেমন
পৰ্ব্বত-সমুদায়ের মধ্যে হিমালয়, নদ্যত্রয়গণের
মধ্যে চম্পা এবং তেজঃ-পদার্থ মধ্যে সূর্য্য
শ্রেষ্ঠ ; সেইরূপ সমুদায় তন্ত্রের মধ্যে এই
তন্ত্ররাজই শ্রেষ্ঠ । এই তন্ত্র—সৰ্বধৰ্ম্মময় ও
ব্রহ্মজ্ঞানের একমাত্র সাধন । যে নর
ইহা শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন, তিনি

পাঠ্যিত্যপি ব্রহ্মজ্ঞানী ভবেন্নরঃ ॥ ২০২ ॥
বিদ্যাতে বস্তু ভবনে সর্বতত্ত্বোত্তমোত্তমম্ ।
ন তস্য বংশে দেবেশি পশুভবন্তি কহিচিৎ ॥
২০৩ ॥ অজ্ঞানতিমিরাকোহপি মুখ্যঃ কৰ্ম-
জড়োহপি বা । শৃণুমেত্তমহাত্ম্যং কৰ্ম-
বক্ষ্যামিচ্যুতে ॥ ২০৪ ॥ এতত্ত্বমস্মৈ পঠনং
শ্রবণং পূজনং তথা । বন্দনং পরমেশানি
নৃণাং কৈবল্যদায়কম্ ॥ ২০৫ ॥ উক্তং
বহুবিধং তত্ত্বমেকৈকাখ্যানসংযুক্তম্ । সর্ব-
ধৰ্ম্মাশ্রিতং তত্ত্বং নাতঃ পরতরং কচিৎ ॥
২০৬ ॥ পাণ্ডালচক্রে-ভুচক্রে-জ্যোতিশ্চক্রে-

ব্রহ্মজ্ঞানী হইবেন । হে দেবেশি । সমুদায়
তত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এই তত্ত্ব বাহার গৃহে
অবস্থিত হইবে, তাহার বংশে কেহ কখন
পশু হইবে না । ১৯২—২০৩ । যিনি
অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ, মুখ্য ও কৰ্মসাধন-
বিষয়ে জড়, তিনিও যদি এই মহানিৰ্বাণ
নামক মহাতত্ত্ব শ্রবণ করেন, তাহা হইলে
তিনি কৰ্মপাশ হইতে মুক্ত হন । হে পরমে-
শ্বর । এই মহাতত্ত্বের পাঠ, শ্রবণ, পূজা বা
বন্দন গুরুষোর কৈবল্য-দায়ক হয় । এক
এক আখ্যান-সংযুক্ত বহুবিধ তত্ত্ব বলিয়াছি
এবং সর্বধৰ্ম্মে সংযুক্ত তত্ত্বও আমাকর্তৃক
উক্ত হইয়াছে, পরন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-
তর আর কোন তত্ত্ব নাই । এই মহা-
নিৰ্বাণতত্ত্বের উত্তরার্ধে পাণ্ডালচক্রে ও
জ্যোতিশ্চক্রে-সমস্থিত ভুচক্রে আছে, যিনি

সমস্থিতম্ । পরাৰ্দ্ধমস্তু যো নেতি স সর্বজ্ঞো
ন সংশয়ঃ ॥ ২০৭ ॥ পরাৰ্দ্ধসংহিতং গ্রন্থ-
মেনং জাননু নরো ভবেৎ । ত্রিকালবার্তাং
ত্রৈলোক্যবৃত্তান্তং কথিত্বং সমঃ ॥ ২০৮ ॥
সত্ত্বিত্ত্বানি বহুধা শাস্ত্রানি বিবিধান্যপি ।
মহানিৰ্বাণতত্ত্বম্ কলাং নাইতি যোড়শীম্ ॥
২০৯ ॥ মহানিৰ্বাণতত্ত্বম্ মাহাত্ম্যং কি
ব্রবীমি তে বিদিত্বৈত্তমহাতত্ত্বং ব্রহ্মনিৰ্বাণ-
মাপ্নুয়াৎ ॥ ২১০ ॥

• ইতি শ্রীমহানিৰ্বাণতত্ত্ব-সর্বজ্ঞো-
ত্তমোত্তমে সর্বধৰ্ম্মনির্গমসারে শ্রীমদাঢ্যাসদা-
শিবসংবাদে পূৰ্ণকাণ্ডে শিবলিঙ্গস্থাপন-
চতুর্বিধাংগুতবিবরণ-কথনং নাম চতুর্দশ
উল্লাসঃ ॥ ১৪ ॥

সেই উত্তরার্ধ জ্ঞাত হন, তিনি সর্বজ্ঞ হন,
সন্দেহ নাই । যে নর পরাৰ্দ্ধ-সহিত এই
মহানিৰ্বাণতত্ত্ব জানেন, তিনি ত্রিকালবার্তা
ও ত্রৈলোক্য-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে সমর্থ
হন । অনেক প্রকার তত্ত্ব আছে, বহুবিধ
শাস্ত্রও আছে ; পরন্তু কোন শাস্ত্র বা কোন
তত্ত্ব, এই মহানিৰ্বাণতত্ত্বের ষোড়শ অংশের
একাংশেরও সমকক্ষ হইতে পারে না ।
আমি এই মহানিৰ্বাণতত্ত্বের মাহাত্ম্য
তোমার নিকট কি বর্ণন করিব ? এই মহা-
তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মনিৰ্বাণ প্রাপ্ত
হয় । ২০৪—২১০ ।

• চতুর্দশ উল্লাস সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

মহানিৰ্বাণতত্ত্ব সম্পূর্ণ ।

॥ শ্রীঃ ॥